মোমেনশাহী গীতিকা

মোমেনশাহী গীতিকা

সম্পাদনায় ঃ

বদিউজ্জামান

বাঙলা একাডেমী ঃ ঢাকা

পরলোকগত

মা ও বাবাকে

সংশোধনী মন্তব্য

• মাধব মালঞ্চি কন্যা মোমেনশাহীর বিভিন্ন অঞ্চলে পালাগান হিসাবে প্রচলিত। এর অনেক পাঠান্তর পাওয়া যায়। কোথাও এর কাহিনী প্রায় সবটুকুই গানের মাধ্যমে বর্ণিত, আবার গদ্যে বর্ণনাও অনেক রয়েছে। আমাদের বর্তমান গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত কাহিনীটি অধিকাংশই গদ্যে বর্ণিত। মাধব মালঞ্চি কন্যা সম্পর্কে ভবিষ্যৎ গবেষকদের গবেষণার সুবিধার জন্য একাডেমী সংগৃহীত এ কাহিনীটি অন্যান্য পালাগানের সঙ্গে এখানে সংযোজিত হল। এ কাহিনীর পাঠান্তরগুলো সংগ্রহের কাজে একাডেমী সচেষ্ট রয়েছে।

• "মৈমনসিংহ গীতিকা" ১৯২৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এর পর বাঙলা একাডেমী এ ধরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বাঙলা একাডেমীর প্রকাশনাকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করার জন্য এ গ্রন্থের নাম "মৈমনসিংহ গীতিকার" পরিবর্তে "মোমেনশাহী গীতিকা" রাখা হয়েছে।

—সম্পাদক

ভূমিকা

মোমেনশাহী গীতিকা—প্রথম খণ্ডে যেসব পালাগান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত মৈমনসিংহ-গীতিকায় সেগুলো নেই। মোমেনশাহী জেলা থেকে এ পালাগানগুলো সংগ্রহ করেছেন বাংলা একাডেমীর নিয়োজিত সংগ্রাহক জনাব মোহাম্মদ সাইদুর। মৈমনসিংহ গীতিকায় প্রকাশিত মহুয়া, দেওয়ান ঈশা খাঁ ইত্যাদি কয়েকটি পালাগানও মূল্যবান পাঠান্তরসহ বাংলা একাডেমীতে সংগৃহীত হয়েছে। বাংলা লোকগীতিকা গবেষণা এবং আলোচনার ক্ষেত্রে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মৈমনসিংহ-গীতিকা' সম্পাদনার ক্ষেত্রে দীনেশ সেন কি পরিমাণ সংশোধন কিংবা সংযোজন করেছিলেন বাংলা একাডেমীর সংগ্রহের সঙ্গে তুলনা করলে সেটা স্পষ্ট হবে। তাছাড়া পালাগানগুলোর আঞ্চলিক রূপভেদও বিশেষ লক্ষণীয়। বর্তমান খণ্ডে যে পালাগান প্রকাশ করা হলো লোকগীতিকা হিসাবে সেগুলো বিশেষ মূল্যবান।

লোকগীতিকা: বাংলা ও ইংরেজী

সাধারণতঃ ইংরেজী Ballad শব্দকে বাংলায় গীতিকা বলে ধরে নেওয়া হয়। কিন্তু কোন কোন মনীষী দেখাতে চেয়েছেন, ইংরেজীতে যাকে Ballad বলে বাংলায় 'গীতিকা' ঠিক সে অর্থে ব্যবহার করা চলে না।[১] মধ্যযুগের ইউরোপে এক ধরনের narrative folk song বা আখ্যানমূলক লোকগীতি বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল, তাকে Ballad নামে অভিহিত করা হয়েছে।

১. পূর্ব পাকিস্তানের লৌকিক পুরাকাহিনী ও লোকগীতিকা' ডকটর মযহারুল ইসলাম বাংলা একাডেমী পত্রিকা, পৃঃ ১১৬, বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৭১

ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য 'বাংলার লোক-সাহিত্য গ্রন্থে' একটি ইংরেজী সংজ্ঞা উদ্ধৃত করেছেন।

A Ballad is a folk song that tells a story with stress on the crucial situation, tells it by letting the action unfold itself in event and speech, and tells it objectively with little comment or intrusion of Personal bias.[২]

Encyclopaedia Britannicaতে লোকগীতিকার নিম্নরূপ সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে।

Ballad, the name given to a type of verse of unknown athuorship dealing with Episode or simple motif ratter than sustained theme in a stanzaic form more or less fixed and suitable for oral transmission, and in its expression and treatment showing little or nothing of the fineness of deliberate art.[৩]

Encyclopedia Americanaতে আছে,

'In literary usage a ballad is a simple narrative lyric' a song of known or unknown origin that tells a story.[৪]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, গীতিকার গঠন এবং প্রচলন ইত্যাদির দিক থেকে সবই মূলতঃ এক। তবে উদ্ভবের সামাজিক বা ঐতিহাসিক কারণ প্রত্যেক দেশের গীতিকা বা Ballad-এর ক্ষেত্রে কিছুটা তার নিজস্ব।

গীতিকায় কাহিনী থাকবে এবং প্রত্যেক কাহিনীর সঙ্গে অনিবার্যভাবে চরিত্র, ক্রিয়া (action), পরিবেশ ইত্যাদি থাকবে। অনেক মানুষের হাতে পড়ে গীতিকার মধ্যে কবির ব্যক্তিনিষ্ঠতা মুছে যায়, আদর্শ গীতিকার মধ্যে সেটাই বিশেষ আকাঙ্ক্ষিত। গীতিকার ঘটনা নাটকীয় এবং অত্যন্ত দ্রুত, একটি বিশেষ পরিণতির দিকেই কবিদের দৃষ্টি নিবদ্ধ

২. বাংলার লোক-সাহিত্য—ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃঃ ২৮১

৩. Encyclopaedia Britannica—1768 Vol-2, Page-993

৪. Encyclopedia Americana—1829 Vol-3, Page—94/B

থাকে। গীতিকায় গানের তুলনায় কাহিনীই মুখ্য মনে হয়, কাহিনীর প্রয়োজনেই যেন সুরের অবতারণা। তবে গীতিকা কোথাও আবৃত্তি করতে দেখা যায় না। কাহিনীর দিকেই বিশেষ লক্ষ্য থাকে বলে সুর আপাতদৃষ্টিতে বৈচিত্র্যহীন হলেও তা সাধারণ শ্রোতার মনকে আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়। লোকগীতির অন্যান্য বিষয়ের সুর মুখ্য, কিন্তু এখানে তার কিছুটা ব্যতিক্রম। গীতিকায় উপকাহিনী থাকলেও তা প্রায়ই মূল কাহিনীর গতিকে ব্যাহত করে না। গীতিকার ভাষা জীবন্ত এবং একেবারে অকৃত্রিম, তার ফলে গীতিকায় মানুষের জীবন, সমাজ ও পরিবেশের চিত্র অত্যন্ত জীবন্ত হয়ে উঠে। সমাজ বিজ্ঞান এবং সাহিত্যের দৃষ্টিকোণ থেকে গীতিকার মূল্য নিরূপণ প্রসঙ্গে কোন কোন মনীষী বলেন:

গীতিকা 'exibits not only folk beliefs that are contemporary but also the fossil remains of the lore of the folk reaching back to remote antiquity. Many of these fossil remains found in the ballad survive, of course, as mere convention, carried from generation to generation, but valuable to the folklorists for all of that. Not the cast interesting aspect of this is the fact that here in the ballad is to be found much material for a history of rationalization' 'It is of great importance. It is often magnificient poetry with beauty and definiteness. The felicity of its lines, its moving stories, its suggestiveness and evocations are all of the high order of Poetry. It often gives a deep reading of life, concerned as it is so frequently with eternal matters, such as love and death, and presenting these matters with the simplicity and directness of Greek drama. Socially it is important.

It is the expression of when they were close to one another and to the community, a homogeneous and largely classless group living in close integration. It was an

expression of their unity and likewise it was force making for that unity—the debt of the literature of record to the ballad is immense, but the extent of it can never be fully determined, for the ballad long ago became a permanent part of our cultural inheritance.[৫]

বিষয়বস্তু অনুসারে ইউরোপ ও আমেরিকার গীতিকাগুলোকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করে দেখানো যায়। ইউরোপীয় বিভাগ সামনে রেখে ডক্টর আশরাফ সিদ্দিকী এ পর্যন্ত প্রকাশিত বাংলা গীতিকাগুলোকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে দেখাতে চেষ্টা করেছেন।[৬] কিন্তু যেহেতু যথেষ্ট পরিমাণে বাংলা লোকগীতিকা এখনো প্রকাশিত হয়নি, সেদিক দিয়ে এই মুহূর্তে বাংলা লোকগীতিকার শ্রেণীকরণ হয়তো সমর্থনযোগ্য নয়।[৮]

আগেই বলেছি, ইংরেজী Balladকে বাংলায় গীতিকা বলতে কোন কোন মনীষী আপত্তি করেছেন। ডক্টর মযহারুল ইসলাম দেখাতে চেয়েছেন, ইংরেজী Ballad-এর সংজ্ঞা অনুযায়ী এ পর্যন্ত সংগৃহীত বাংলা গীতিকাগুলোর প্রায় কোনটিকেই সত্যিকার গীতিকা বলা যায় না। ডক্টর ইসলাম বলেছেন, 'বাংলা গীতিকাগুলোর একটা বড় বৈশিষ্ট্য এতে কাহিনী প্রায়ই শিথিল বিন্যস্ত। ইংরেজীতে যাকে বলে Compressed বাংলা গীতিকায় তা বিরল, Compactness-এর অভাব যেমন সমগ্র আখ্যান পরিকল্পনায়, তেমনি চরিত্র সৃষ্টিতেও লক্ষ্য করার মতো।... বাংলায় এ অভাবকে ত্রুটি বলা ভুল হবে, বরঞ্চ বাংলা গীতিকার এ একটি বৈশিষ্ট্য, এ একটি গুণ বললেও অসঙ্গত হয় না।——বাংলা

৫. Standard Dictionary of Folk-lore Edited by—Miria Leach.

৬. লোকসাহিত্য—ডকটর আশরাফ সিদ্দিকী, পৃঃ ৩০৯—২২

৮. পূর্ব পাকিস্তানের লৌকিক পুরা কাহিনী ও লোকগীতিকা—ডকটর মযহারুল ইসলাম।

বাংলা একাডেমী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৭১ পৃঃ ১২৪

লোকসঙ্গীতের সকল পর্যায়ে বক্তার ব্যক্তি অনুভূতির প্রাধান্য লক্ষণীয়। ইংরেজী Ballad-এর আর একটি বৈশিষ্ট্য single episode বা একটি মাত্র ঘটনা সেখানে সংক্ষিপ্ত পরিসরে পরিণতি পায়। অপরদিকে বাংলা গীতিকার শাখা কাহিনী প্রায়ই বিদ্যমান এবং এতে কাহিনীর পরিসরও ইংরেজীর তুলনায় মোটেই সংক্ষিপ্ত নয়।······বিষয়বস্তুর দিক থেকে অবশ্যি ইংরেজী Ballad-এর সাথে বাংলা গীতিকার কিছু সাদৃশ্য আছে, যদিও বিষবস্তুর চরিত্র ভিন্ন।······বাংলা গীতিকার অধিকাংশ কাহিনী প্রেম বিরহ মিলনকেন্দ্রিক। অস্বাভাবিক ঘটনার পরিণতিতে যে কি tragedy সৃষ্টি করতে পারে অধিকাংশ ইংরেজী Ballad-এর তা মূল লক্ষ্য, সেদিকে বাংলা গীতিকার tragedy সৃষ্টি মূল লক্ষ্য নয়, যদিও ব্যর্থ ও অভিশপ্ত প্রেমই গীতিকার প্রধান উপজীব্য বিষয়।'[৯]

আমাদের লোকসাহিত্যবিদ এবং লোক-বিজ্ঞানীরা মৈমনসিংহ-গীতিকা এবং পূর্ববঙ্গ গীতিকা সামনে রেখে এসব মন্তব্য করেছেন। সুতরাং বলা বাহুল্য, তাঁদের এ মতামতগুলো কিছু সীমিত, অবশ্য এ সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে তাঁরা অসচেতন নন। ডক্টর ইসলাম বলতে চেয়েছেন, ইংরেজী Ballad-এর মতো লোকগীতিকা বাংলায় অনেক থাকলেও প্রকৃতপক্ষে ব্যতিক্রমের সংখ্যাই অধিক। এদিক দিয়ে ইংরেজীর তুলনায় বাংলা গীতিকার সংজ্ঞা ভিন্ন হওয়া আবশ্যক। এখানে আমার বক্তব্য হল, এ ধরনের দ্ব্যর্থহীন মতামত দেবার জন্য আমরা আরো অধিকতর লোকগীতিকা প্রকাশের জন্য অপেক্ষা করতে পারি। বিশেষ করে বাংলা একাডেমীর লোক-সাহিত্য সংগ্রহের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত থেকে আমার মনে হয়েছে, এ পর্যন্ত বাংলা লোকগীতিকার যেসব নমুনা আমরা পেয়েছি, তাই বাংলা লোকগীতিকার একমাত্র নিদর্শন নয়। বাংলা একাডেমীর লোকগীতিকা প্রকাশের সম্পূর্ণ পরিকল্পনা কার্যকরী হলে লোকবিজ্ঞানী এবং লোকসাহিত্য সম্পর্কিত গবেষকদের কাছে আমাদের লোকসাহিত্যের অনেক মূল্যবান দিগন্ত উন্মোচিত হবে আশা করা যায়।

---

৯. ঐ পৃঃ ১২১-২২

সংজ্ঞা দিয়ে কোনো লোকগীতিকাকে চিহ্নিত করার চেয়ে লোক-গীতিকার ধারা অনুযায়ী সংজ্ঞা নির্ণয় বুদ্ধিমানের কাজ। মানুষের মন যেমন নিয়মনিষ্ঠ আচরণের মধ্যে মুক্তি পায় না, তেমনি সে মনের সৃষ্টি এ লোকসাহিত্যও অত্যন্ত বন্ধুর পদচারণায় অভ্যস্ত। আমাদের গীতিকা সাহিত্য যদি কোনো ইউরোপীয় লোকসাহিত্য সংজ্ঞার আয়তনে না আসে তার অর্থ সেসব গীতিকা কোনো অংশে নিম্নমানের নয়. আমাদের গীতিকা অনেক দিক দিয়ে পৃথক—এটাই বড়ো কথা।

মোমেনশাহী গীতিকার পটভূমিকা ও বাংলা উপন্যাস

মোমেনশাহী গীতিকা প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত পালাগানগুলো মোমেন-শাহী জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত দেখা গেছে। একটি আশ্চর্যের বিষয় লক্ষ্য করা যায়, লোকগীতিকা সাধারণতঃ পূর্ব মোমেনশাহীতেই পাওয়া গেছে, মোমেনশাহীর পশ্চিম অঞ্চলে কিছু কিছু পালা দেখা গেলেও সেগুলো তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। পূর্ব মোমেনশাহীর বিশেষ রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে এসব পালাগানের সৃষ্টি হয়েছিল, ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন[১০] ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য[১১]-প্রমুখ মনীষী এর পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছেন।

আলোচনার ক্ষেত্রে সাধারণতঃ পূর্ব মোমেনশাহী এবং পশ্চিম মোমেন-শাহী হিসাবে দুটো পৃথক ভৌগোলিক ভাগ করে নেয়া হয়। সামাজিক ইতিহাস অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে, নানা কারণেই এ দুটো অঞ্চলে পৃথক পৃথক আঞ্চলিক সংস্কৃতির বীজ অঙ্কুরিত ছিল। ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্বাঞ্চল প্রায়ই জলাভূমি আবৃত—নাম, হাওর। 'সাগর' কথাটিরই আঞ্চলিক নাম সম্ভবতঃ হাওর, যেখানেই জলাভূমি তাকেই বলা হত হাওর। এ ছাড়া আড়িয়াল খাঁ, কংশাই প্রভৃতি নদী উপনদী এ অঞ্চলকে সিঞ্চিত করেছে, কোমল করে দিয়েছে তার অধিবাসীদের মানসক্ষেত্র। এসব

১০. ভূমিকা—মৈমনসিংহ গীতিকা, ১ম খণ্ড পৃঃ–৸৵. ডকটর দীনেশ চন্দ্র সেন
১১. বাংলার লোকসাহিত্য—ডকটর আশুতোষ ভট্টাচার্য পৃঃ ৩২১

বিল-ঝিল, নদ-নদী ও হাওরের বেলাভূমিতে সৃষ্টি হয়েছে লোকসাহিত্যের উর্বরক্ষেত্র, জন্ম নিয়েছে পূর্ব পাকিস্তানের মূল্যবান লোকসাহিত্য[১২]—লোকগীতিকা।

দীনেশচন্দ্র সেন দেখাতে চেয়েছেন, পূর্ব মোমেনশাহীর রাষ্ট্রীর অবস্থা সেখানকার সামাজিক জীবনে এবং সেভাবে লোকগীতিকার মধ্যে রেখা পাত করেছে। এটা সমাজ জীবনের ক্ষেত্রে কিছুটা সত্য হলেও তা সম্পূর্ণভাবে মেনে নেয়া যায় না, গীতিকা সাহিত্যের ক্ষেত্রে হয়তো আদৌ সত্য নয়। রাষ্ট্রীয় পরিবর্তন সমাজ জীবনকে স্পর্শ করে কিন্তু এতখানি প্রভাবিত করা সহজ নয়, যার ফলে সমস্ত অধিবাসীর জীবন দর্শন পরিবর্তিত হতে বাধ্য। বিশেষ করে যে যুগে গীতিকাগুলো রচিত হয়েছিল তখন এটা ছিল সম্পুর্ণ অসম্ভব। প্রথমতঃ পূর্ব মোমেনশাহীর এমন কোন উল্লেখযোগ্য রাষ্ট্রীয় পরিবর্তন হয়নি যা তার সাধারণ অধিবাসীদের জীবনকে একেবারে আলোড়িত করে দিতে পারে। তাছাড়া যে সব অধিবাসীর জীবন-যাপনকে অবলম্বন করে গীতিকা সাহিত্য গড়ে উঠেছিল এসব বিপর্যয় কিংবা পরিবর্তন সম্পর্কে তারা উদাসীন থাকবে এটাই অত্যন্ত স্বাভাবিক। বর্তমানে উন্নততর পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, আধুনিক শিক্ষা, রেডিও, সংবাদপত্র কিংবা অন্যান্য সরকারী উদ্যোগে সুদূরতম পল্লী অঞ্চলের সামান্য শিক্ষিত এবং এমনকি অশিক্ষিত জনসাধারণও বৃহত্তর জীবন ও জগতের সঙ্গে সংযোগ রাখতে পারে। তবু রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনের সঙ্গে তাদের জীবনধারার পরিবর্তন অত্যন্ত মন্থর হতে দেখা গেছে। এদিক দিয়ে গীতিকার উদ্ভবের যুগের মানুষের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনের সঙ্গে সংযোগ কিছুতেই আশা করা যায় না। সুতরাং দীনেশ সেন যে পূর্ব মোমেনশাহীর সমাজজীবনে হিন্দু রাজাদের প্রভাব, ব্রাহ্মণ্যবাদ, বৌদ্ধকমবাদ, তান্ত্রিকতা, নৈষ্টিক হিন্দু আচরণ ইত্যাদির সম্পর্ক কিংবা ক্ষেত্র বিশেষে সম্পর্কহীনতা দেখাতে চেয়েছেন, সম্ভবতঃ মোমেনশাহীর লোকগীতিকা আলোচনা প্রসঙ্গে সেগুলো নিরর্থক। অন্যদিকে সমাজের একেবারে অন্তঃসলিলা

১২. বাংলার কাব্য—হুমায়ুন কবীর।

নিম্নস্তরে যেখানে এ গীতিকাগুলোর উদ্ভব হয়েছে, যে মানুষের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস এবং রক্ত স্পন্দনের উষ্ণতার সঙ্গে দ্রবীভূত হয়ে এ গীতিকাগুলো বেঁচে আছে কিংবা মুসলমানী আরবী-পারসী লোক-গল্পের প্রভাব অঙ্গে ধারণ করে প্রাণশক্তি অনুসন্ধান করেছে, মোমেনশাহী গীতিকা আলোচনার ক্ষেত্রে সেটাই আমাদের কাছে সুদূরপ্রসারী ইঙ্গিতবহ।

যে-কোনো সমাজ ব্যবস্থাই নিছক একক সত্তা নিয়ে চিরদিন বেঁচে থাকতে পারে না। মানব জীবনের সঙ্গে সমাজও বহমান স্রোতের মতো, অনবরত গতি এবং ধারা পরিবর্তনই এর রীতি। কোথাও সে স্রোত-ধারা উপল ব্যাহত এবং কোথাও তা অত্যন্ত মসৃণ, জীবনের অনেক ফুল ও ফসলের সম্ভারে তা সজ্জিত। এ অনন্ত স্রোতধারার মধ্যে আবার কোথাও নদী-উপনদীর মতো নতুন সংস্কৃতির সংযোগ সাধিত হয়েছে, এবং সে সংস্কৃতির প্রবাহধারায় বিধৌত হয়ে নতুন কোনো সংস্কৃতি এবং জীবনের সূচনা হয়েছে। এ সৃষ্টি যেমন আকস্মিক নয়, এসব প্রবাহের সমন্বয় সাধনও তেমনি অত্যন্ত সহজ ও স্বাভাবিক। ইতিহাসে দেখা গেছে, সম্পূর্ণ পৃথক পৃথক সত্তা নিয়ে কোনো সংস্কৃতি চিরদিন বেঁচে থাকতে পারে না। যেখানে এটা হয়নি তা বদ্ধ জলাশয়ের মতো, তা মৃত্যুর নামান্তর।

পূর্ব মোমেনশাহীর মৌলিক সমাজ জীবন ও সংস্কৃতি একদিন যে রূপ নিয়ে সূচিত হয়েছিল, তা কখনো বিলীন হয়নি, বরং অন্যদিকে রূপান্তর গ্রহণ করেছে।

যে সমাজ মানসের ওপর গীতিকা সাহিত্যের জন্ম তারই পাশাপাশি যেসব উচ্চতর সমাজ দেখা যায় তা অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের। এ সমাজের জনসংখ্যা সীমিত, সেজন্য এ সমাজ জীবন কেন্দ্রিক সংস্কৃতি পূর্ব মোমেনশাহীর সাধারণ মৌলিক সমাজকে প্রায়ই তেমন স্পর্শ করতে পারে নি। অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে যে প্রভাবটুকু পড়েছে তার ফলে মূল সংস্কৃতি প্রবাহ ঈষৎ পরিবর্তিত হলেও তা একেবারে বিচ্ছিন্ন কিংবা বিলীন হয়নি।

পূর্ব মোমেনশাহীর প্রধান বৈশিষ্ট্য হল সে সমাজ মাতৃতান্ত্রিক, আমাদের গীতিকা সাহিত্যের মধ্যে তার পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে

নারীর স্বাধীন প্রেম, পূর্ব রাগ, স্বয়ম্বর গ্রহণ ইত্যাদি আছে যা বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য শাখায় দুর্লভ। পরবর্তীকালে পাশ্চাত্য প্রভাবে সৃষ্ট আমাদের উপন্যাস সাহিত্যে যে জীবনের জয়গান করা হয়েছে আমাদের লোকগীতিকাগুলোর মধ্যে তার প্রথম সূচনা দেখা গেছিল। "গীতিকাগুলোকে মধ্যযুগের সঙ্গীতে রচিত উপন্যাস বলা চলে। আধুনিক উপন্যাসের পূর্বসূরী হিসেবে গীতিকাগুলো যেন এক একটি স্থির নিশ্চিত পূর্বাভাস।[১৩]

বাংলা উপন্যাসের উদ্ভব সম্পর্কে ডক্টর সুকুমার সেন কয়েকটি কারণ দেখিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'পূর্বরাগ অর্থাৎ বিবাহের পূর্বে অনূঢ়ার প্রেম এবং অনুরাগ অর্থাৎ বিবাহিতা (বিধবা) যুবতীর প্রেম তখনো সমাজ চেতনায় অভ্যস্ত হয় নাই ·· ··· পূর্বরাগ ঘটিত রোমান্স—অনূঢ়ার প্রেম বাঙালী জীবনে তখন অসম্ভব ছিল তাই দূর ইতিহাসের পটভূমিকা আশ্রয় ছাড়া উপায় ছিল না।[১৪]...

বাংলা উপন্যাস সম্বন্ধে সুকুমার সেন আরো অনেক মন্তব্য করেছেন, কিন্তু কোথাও লোকগীতিকার এ ধারার উল্লেখ করেননি।

যে সমাজের প্রেক্ষিতে তার নারী-পুরুষের প্রাক্-বিবাহ কিংবা বিবাহোত্তর প্রেম জীবন এসব গীতিকার মধ্যে মহিমান্বিত হয়ে উঠেছে, পরবর্তী কালের বাংলা উপন্যাস বিভিন্ন সূত্রে সেটা অর্জন করেছে। কিন্তু উপযুক্ত পরিচর্যার অভাবে এ মূল্যবান ঐতিহ্যটি চিরদিন লোকচক্ষুর অন্তরালে রয়ে গেছে। এ ধারাটি রুদ্ধ না হলে আরো অনেক আগে বাংলায় উপন্যাস সাহিত্যের সৃষ্টি হত সন্দেহ নেই।[১৫]

---

১৩ পূর্ব পাকিস্তানের লৌকিক পুরাকাহিনী ও লোকগীতিকা--ডকটর মযহারুল ইসলাম। বাঙলা একাডেমী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ়, পৃঃ–১২৩

১৪. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস-২য় খণ্ড পৃঃ ১৫৯-৬০-সুকুমার সেন।

১৫ বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা—ডকটর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ডকটর আশরাফ সিদ্দিকীও মন্তব্য করেছেন বাংলা উপন্যাসের অগ্রদূত হিসাবে মৈমনসিংহ গীতিকা ও পূর্ব বঙ্গ গীতিকার স্থান আছে।

(লোকসাহিত্য-ডকটর আশরাফ সিদ্দিকী, পৃঃ ৩৮৭)

কেবল গীতিকা সাহিত্যই নয়, লোকসাহিত্যের বিসসা, রূপকথা ইত্যাদি শাখায়ও উপন্যাসের এই প্রাথমিক গুণ কিছু কিছু লক্ষ্য করা যায়। ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেন, "নির্বিশেষের ক্ষেত্র হইতে রূপকথার চরিত্রগুলিকে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার যুগ সবিশেষের মধ্যে রূপায়িত করা লইয়াই আধুনিক উপন্যাসের সৃষ্টি হইয়াছে। রূপকথার রাজপুত্রই আধুনিক কথা সাহিত্যের জগৎসিংহ এবং রূপকথার মধুমালাই তিলোত্তমা—শৈলেশ্বরের শিবমন্দিরে এক ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ রাত্রিতে বিদ্যুতালোকের চকিত দর্শনের সঙ্গে পথচিহ্নহীন দুর্গম অরণ্যের মাঝখানে স্বপ্ন-দর্শনের কোন পার্থক্য নাই; যে সামান্য পার্থক্য আছে, তাহা কেবল চিত্রগত, ভাবগত নহে। অতএব লোককথার মধ্যে সমাজ মনে যে নির্বিশেষ ভাব-চৈতন্যের উদয় হইয়াছিল, তাহাই আধুনিক উপন্যাস সবিশেষ পাত্রে পরিবেশনের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে মাত্র।[১৬]

কিন্তু গীতিকা সাহিত্যের তুলনায় উপন্যাসের সঙ্গে রূপকথার সম্পর্ক ক্ষীণতর। কেননা, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রূপকথার বিষয়বস্তু মানুষের জীবন নয়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাস্তব মানুষের জীবনের ক্ষীণ ছায়া অবলম্বন করে শুরু হলেও অব্যবহিত পরমুহূর্তেই তা অতিলৌকিকতায় পর্যবসিত হয়েছে, মানুষ এসে গেছে কল্পনার রাজ্যে। জীবজন্তু, পশু-পাখি এমন কি চন্দ্র-সূর্য, নক্ষত্র, আলো-বাতাস পর্যন্ত ব একাকার হয়ে গেছে। উপন্যাসের ক্ষেত্রে রূপকথার এ স্পর্শটুকু কেবলমাত্র রোমান্টিকতা দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়। অন্যদিকে গীতিকার মানুষ আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী। সে মানুষের রক্তের স্পন্দন, আবেগ এবং নিঃশ্বাসের উষ্ণতা নিরন্তর অনুভব করা যাবে, এদিক দিয়ে লোক-গীতিকাই বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের নিকটতম পূর্বসুরী।

পূর্ব মোমেনশাহীর সমাজ জীবনের মধ্যে এসব গীতিকার পটভূমি হিসাবে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করা যাবে। এ সম্পর্কে ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন, 'পূর্ব মৈমনসিংহের সাধারণ জনসমাজ কয়েকটি প্রবল আর্যেতর জাতি দ্বারা গঠিত—তাহাদের মধ্যে প্রধানই কোচ। ইহারা মূল ইন্দো-মোঙ্গলয়েড (Indo-Mongoloid) জাতির অন্যতম শাখা

১৬. বাংলার লোকসাহিত্য—ডকটর আশুতোষ ভট্টাচার্য পৃঃ ৪১০

বোডো জাতি হইতে উদ্ভূত—এই বোডো জাতিরই অন্যান্য শাখা গারো, হাজং ও রাজবংশী; ইহারাও কোচ শাখার মতই এই অঞ্চলের মৌলিক মানব সমাজ গঠনে সহায়তা করিয়াছেন। অতএব দেখা যাইতেছে, ইন্দো মোঙ্গলয়েড জাতির একটি প্রধান শাখা বোডো জাতিরই মৌলিক ভিত্তির উপর এই অঞ্চলের মানব সমাজ গঠিত। 'বোডো' জাতির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, ইহা মাতৃতান্ত্রিক (Matriarchal)' এখনো ইহারই অন্যান্য শাখা গারো ও খাসি ভারতবর্ষের মধ্যে প্রবলতম মাতৃতান্ত্রিক জাতি বলিয়া পরিচিত। এই গারো জাতিরই বাংলা ভাষাভাষী ও মৈমনসিংহ জেলার সমতলভূমির অধিবাসী শাখা হাজং নামে পরিচিত। হাজংদিগের বাসভূমি হইতেই মৈমনসিংহ-গীতিকার অভিনয়-ক্ষেত্র আরম্ভ হইয়া তা দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। অতএব একটি প্রবল মাতৃতান্ত্রিক সমাজের সংস্কার ইহার ভিত্তিমূল কার্যকরী রহিয়াছে।[১৭]

মুসলমানী প্রভাব ও বাংলা লোকগীতিকা

পূর্ব পাকিস্তানের লোকগীতিকা আলোচনা প্রসঙ্গে মুসলিম ঐতিহ্য অনুসন্ধান করা যেতে পারে। ডক্টর দীনেশ সেন এ সম্পর্কে তেমন কিছু উল্লেখ করেননি, কিন্তু এখানকার লোকগীতিকা গবেষণার ক্ষেত্রে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পারসী ও আরবী কথাসাহিত্য অত্যন্ত সমৃদ্ধ, যে কোনো দেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতি এর সংস্পর্শে এসেছে তার ওপর আরবী ও পারসী কথাসাহিত্যের কমবেশী প্রভাব পড়েছে। উত্তর ভারতের জনগণের দৈনন্দিন জীবনে মুসলমানী প্রভাব ঘনিষ্ঠ হওয়াতে সেখানকার গীতিকা সাহিত্যের মধ্যেও অনিবার্যভাবে তার রেখাপাত ঘটেছে। কথা সাহিত্যের সঙ্গে গীতিকা-সাহিত্যের সম্পর্ক অত্যন্ত স্বাভাবিক, কেননা গীতিকারও প্রধান অবলম্বন এই কথা বা কাহিনী। বরং এদিক দিয়ে আরবী পারসী প্রভাবে পুষ্ট আমাদের গীতিকা সাহিত্য পৃথিবীর যে কোনো দেশের Ballad বা

১৭. বাংলার লোকসাহিত্য-ডকটর আশুতোষ ভট্টাচার্য পৃঃ ৩২৩-২৪.

গীতিকার তুলনায় অনেক অংশেই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে। এ প্রসঙ্গে ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেন, 'প্রাচীন ভারতীয় কথা-সাহিত্যের যে একটি বিশিষ্ট আদর্শ গড়িয়া উঠিয়াছিল, ভারতীয় গীতিকা সাহিত্যের আদর্শের সঙ্গে তাহার বিশেষ সঙ্গতি রক্ষা পায় নাই। ইহার কারণ, বহিরাগত মুসলিম কথা-সাহিত্যের প্রভাব। প্রাচীন ভারতীয় কথা-সাহিত্যের প্রভাব কেবলমাত্র উচ্চতর শ্রেণীর পাঠকের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু মুসলিম কথা সাহিত্যের প্রভাব সমাজের নিম্নতম স্তর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছিল। সেইজন্য ভারতীয় গীতিকার মধ্যে তাহার প্রভাব অধিকতর কার্যকরী হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, যে সকল অঞ্চলে মুসলমান ধর্মের প্রভাব ব্যাপকতর হইয়াছিল, ভারতের সেই সকল অঞ্চলেই গীতিকা-সাহিত্যও অধিকতর পুষ্টিলাভ করিয়াছে—কাশ্মীর, পাঞ্জাব ও পূর্ব বাঙলাই ইহার প্রমাণ'[১৮]

নদ-নদী, হাওর, অরণ্য, গড় ইত্যাদি পরিবেষ্টিত পূর্ব মোমেনশাহীর যেসব অঞ্চল লোকসাহিত্যের উর্বরভূমি এবং যেখান থেকে বাঙলা একাডেমীর লোকগীতিকা এবং অন্যান্য লোকসাহিত্য সংগৃহীত হয়েছে, মোমেনশাহী জেলার মানচিত্রের সাহায্যে সেটা নিম্নরূপে দেখানো যায়। এখানে উল্লেখযোগ্য, কেবল মোমেনশাহীর সামাজিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি ইতিহাসই নয়, মোমেনশাহীর যে প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে, মোমেনশাহী গীতিকা আলোচনার ক্ষেত্রে সেটাও বেশ মূল্যবান। কেননা, মোমেনশাহী গীতিকার সর্ব অবয়বে মোমেনশাহীর প্রাকৃতিক উপাদান বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়ে আছে।

আগেই বলেছি, পূর্ব মোমেনশাহীর সমাজ প্রধানতঃ মাতৃতান্ত্রিক, এ সমাজের আলোবাতাসে সৃষ্ট গীতিকার মধ্যে স্ত্রী চরিত্রের প্রাধান্য দেখা যায়। সেখানে নারীর প্রধান পরিচয় প্রেমে—ব্যক্তিত্ব, স্বাতন্ত্র্য এবং আত্মত্যাগ ইত্যাদি তাদের অঙ্গাভরণ।

পূর্ব মোমেশাহীর কিছু পালা ইতিহাসের চরিত্র-কেন্দ্রিক। আমাদের বর্তমান গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি গীতিকা ঐতিহাসিক উপাখ্যানের আশ্রয়ে

১৮. বাংলার লোকসাহিত্য—ডকটর আশুতোষ ভট্টাচার্য পৃঃ ২৯১।৯২

রচিত। পল্লী কবিরা ইতিহাসের প্রচ্ছদকেই কেবলমাত্র গ্রহণ করেছেন, কিন্তু জীবনবোধ তাঁদের নিজস্ব। সুতরাং অধিকাংশ স্থানেই অনিবার্যভাবে ইতিহাসের স্থানে লোকশ্রুতি প্রাধান্য পেয়েছে, fact হয়ে গেছে fiction, ইতিহাস পরিণত হয়েছে গল্পে।

ডক্টর আশরাফ সিদ্দিকী ইউরোপ ও আমেরিকার লোকগীতিকা অনুসরণে দেখাতে চেয়েছেন, বাংলা গীতিকার মধ্যেও 'ঐতিহাসিক গীতিকা' হিসাবে শ্রেণী বিভাগ করা যায়। আমাদের ঐতিহাসিক গীতিকা ইংরেজী সাহিত্যের ব্রেভউলফ, দি লাস্ট ফিরাস' চার্জ, কুইন জেন ইত্যাদির মতোই মূল্যবান[১৯]। এসব ক্ষেত্রে প্রায়ই ইতিহাস উপাখ্যান হয়েছে, লোককবিরা প্রয়োজন মতো ঘটনাকে পল্লবিত করেছেন কিংবা গ্রহণ-বর্জন করেছেন। এসব গীতিকার সূক্ষ্ম ঐতিহাসিকতা অনুসন্ধানসাপেক্ষ, তবে এখানে একথা বলা চলে যে, গীতিকার আকর্ষণ গীতিকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ইতিহাসে তত বেশী নয়। যে চরিত্রের বা যে ঘটনার কোন বিশেষ দিক লোককবিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, সেগুলো তাঁরা আপন মনের মাধুরী মিশায়ে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন।

লোকগীতিকার আন্তর্জাতিক মূল্য

ডক্টর দীনেশ সেন সম্পাদিত 'মৈমনসিংহ-গীতিকা' ইংরেজীতে অনুবাদের মাধ্যমে দেশ বিদেশে প্রচারিত হয়েছিল এবং অনেক মনীষীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ডক্টর আশরাফ সিদ্দিকী বলেছেন, "মৈমনসিংহ ও পূর্ববঙ্গ গীতিকার চমৎকারিত্ব নিয়ে আমার আমেরিকা প্রবাসকালে বিশ্বের খ্যাতনামা লোকসাহিত্য বিশারদ অধ্যাপক ডরসন, অধ্যাপক রিচমণ্ড, অধ্যাপক টেলর প্রমুখের সঙ্গে আলাপ করার সৌভাগ্য হয়েছে। তাদের মতে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গীতিকা-সাহিত্যের উত্তরাধিকারী আমরা[২০]।

১৯. লোকসাহিত্য ডকটর আশরাফ সিদ্দিকী পৃঃ ৩১৪

২০. ঐ পঃ ৩২৬

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির মিঃ উইলিয়াম ডি এ্যালেন বলেন,

'In these Mymensingh ballads, I found an instinct for original thinking' countless instances of indivibual Swaraj, and a high value attached to deeds in contract to Passiveness—all of which Confirmed my conviction on reading history that India could never have reached such age unless bearing it the roots of unweakening youth.[২১]

মাদাম আন্দ্রে কারপেলে হোয়েগমান বলেছেন—

"These ballads were a revelation to me. Though since 20 years I study as much as I can anything that concerns India, I never suspected such treasures were still in store for me. The Characters of Bengali heroines ought to be familiar to everybody and my dream is that they should be translated in French.[২২]

এখানে বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য, আমাদের লোকগীতিকার অতি-সামান্য অংশই মাত্র এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে। বাঙলা একাডেমীর লোকসাহিত্য সংগ্রহের সময় যে ধরনের লোকগীতিকার সন্ধান পাওয়া গেছে তার ফলে মনে হয় লোকসাহিত্যের অন্যান্য শাখা বাদ দিলেও একমাত্র গীতিকা-সাহিত্যই সমগ্র বিশ্বে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য স্থায়ী সম্মানের আসন অর্জন করতে পারে। আমাদের লোকগীতিকার মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের হৃদয়ের কোমল উত্তাপ অনুভব করা যাবে।

মোমেনশাহী গীতিকার ভাষা :

মৈমেনসিংহ-গীতিকার ভাষা আলোচনা প্রসঙ্গে ডক্টর দীনেশ সেনের

---

২১ এবং ২২. ইংরেজী উদ্ধৃতি দুটো ডকটর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেবের বাংলা সাহিত্যের কথা (পঃ–৪২৪) গ্রন্থ থেকে গৃহীত হয়েছে। বিভিন্ন মনীষীর এ ধরনের মন্তব্য আরো অনেক পাওয়া যায়।

মন্তব্যগুলো গ্রহণযোগ্য নয়।[২৩] তিনি সুচিন্তিত মন্তব্য করতে সমর্থ হননি, এবং স্থান বিশেষে অপ্রাসঙ্গিক কথার জের টেনেছেন। তিনি বলেছেন—

(ক) এই সকল গানে কতকগুলি উর্দু শব্দ আছে, তাহাতে আমাদের আপত্তি করিবার কোন কারণ নাই।......আমাদের যেরূপ সংস্কৃতের সহিত সম্বন্ধ আরবী ও পারসির সহিত তাহাদেরও কতকটা তাই। তাহা ছাড়া মুসলমান এ পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। সুতরাং নানা কারণে বাঙ্গালা প্রাকৃতের সঙ্গে কতকটা উর্দুর সংস্রব ঘটিয়াছে। মুসলমান আমাদের প্রতিবাসী, আমাদিগের কিছুতেই তাহাদিগকে এড়াইয়া যাওয়া সম্ভবপর নহে।......

(খ) সেইভাবে আরবী পারসির পণ্ডিতগণ উক্ত দুই ভাষার অপর্যাপ্ত ও অবৈধ শব্দ প্রয়োগ দ্বারা এখনও মুসলমানী বাঙ্গালা নামক একটা উদ্ভট সামগ্রীর সৃষ্টি করিতেছেন।

(গ) বঙ্কিম বাবু নিজের সুবিধার জন্য সাহিত্যে এই চরিত্রগুলি সৃষ্টি করিয়াছিলেন। মুসলমানেরা কিন্তু জাতিগত বিদ্বেষের চিহ্ন বলিয়া এই ব্যাপারটা ধরিয়া লইয়াছেন। এটি মোটেই তাহাদের ভাল লাগে নাই। আজকাল অনেক মুসলমান লেখক বঙ্কিম বাবুর এই কার্যের প্রতিশোধ লইতে গিয়া হিন্দু রমনীকে মুসলমান নায়কের অনুরাগিণী করিয়া দেখাইতেছেন......ইত্যাদি।

দীনেশ সেনের প্রথম মন্তব্যটি সম্পর্কে স্বাভাবিকভাবেই মনে হয়, লেখক নিজেই সাম্প্রদায়িক মনোভাবের দ্বারা প্রণোদিত হয়ে এ উক্তি করেছেন। বাঙালী বলতে এবং গীতিকা-সাহিত্যের উত্তরাধিকারী বলতে তিনি হিন্দু সমাজকেই স্বীকৃত সত্য বলে ধরে নিয়েছেন, কিন্তু এতে সত্যের অপলাপ হয়। প্রকৃতপক্ষে তৎকালীন বাঙলা দেশের শাসক শ্রেণী ছিলেন মুসলমান, সুতরাং সমাজ জীবনের গভীরতর স্তরে মুসলমান সমাজ ও ঐতিহ্যের স্পর্শ-গ্রাহ্য প্রভাব পড়বেই, এতে মতান্তরের অবকাশ নেই। তাছাড়া আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি, মুসলমান আমলে আরবী

২৩. ভূমিকা—মৈমনসিংহ গীতিকা—ডকটর দীনেশ চন্দ্র সেন। পৃঃ ৯-১৮

পারসী লোক কাহিনীর প্রভাবে বাঙলা লোকগীতিকা সমৃদ্ধ হয়েছিল। সেদিক দিয়ে অনিবার্যভাবেই কেবল কাহিনী নয়, ভাষা, উপমা, রূপক উৎপেক্ষা, এক কথায় সামগ্রিক রচনা-শৈলীর ওপর মুসলমানী ঐতিহ্যের প্রভাব পড়েছে। দীনেশ সেনের সঙ্কীর্ণ হিন্দু মনোভাব বাঙলা লোক-গীতিকাকে ইতিহাসের সত্যে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। বাঙলা লোক-গীতিকা আলোচনার ক্ষেত্রে দীনেশ সেন প্রমুখ লেখকের সাম্প্রদায়িক মনোভাব দায়িত্বশীল সমালোচনার পরিচয়বাহী নয়।

বাংলা ভাষা সংস্কৃতের দুহিতা, সংস্কৃত পণ্ডিতদের এ সযত্ন লালিত ধারণা এখন ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে। উপরন্তু বাংলা ভাষার নিরন্তর প্রবহমান স্রোতধারায় পারসী, আরবী, ইংরেজী, পর্তুগীজ ইত্যাদি ভাষার প্রভাব মিলিত হয়ে এ ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছে। গীতিকা-সাহিত্যের ভাষা এ ঐতিহ্যেরই একটি সুবর্ণ সফল। সুতরাং লোকগীতিকা বা মোমেনশাহী-গীতিকার ভাষা বাংলারই অকৃত্রিম সম্পদ, কোনো সম্প্রদায় বিশেষের নয়।

পূর্বে উদ্ধৃত দীনেশ সেনের 'খ' মন্তব্যটি সম্পর্কেও এই একই কথা বলা যায়। উপরন্তু বাংলা দেশে হিন্দুর পাশাপাশি মুসলমান কিংবা মুসলমানের পাশাপাশি হিন্দুর বসবাস ঐতিহাসিক সত্য। অবশ্যই দুটো সমাজই পৃথক পৃথক সংস্কৃতির আধার, কোথাও কোথাও এ দুটো সংস্কৃতির মিলন ঘটেছে, সাহিত্য ক্ষেত্রে তার পরিচয় পাওয়া যায়। কোনো কোনো দিক দিয়ে হিন্দু সমাজ ও সংস্কৃতির রক্ষণশীলতা কিংবা গণ্ডীবদ্ধতা এবং মুসলমান সমাজ ও সংস্কৃতির উদারতা অনেকাংশে সত্য। সেজন্য মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে যেখানেই মুসলমানী প্রভাব পড়েছে বাংলা সাহিত্য সেখানে নতুন প্রাণের স্পর্শে পত্র-পুষ্প সুশোভিত হয়েছে। মধ্যযুগের দেবতা কিংবা ধর্ম-নিরপেক্ষ রোমান্টিক বাংলা সাহিত্য কেবল মাত্র মুসলমানী প্রভাবের ফলেই সম্ভব হয়েছে। বাংলা লোকগীতিকার ক্ষেত্রেও এ সত্যের বাস্তব প্রয়োগ মূল্য অনেকান্ত। উনিশ শতকে যে মুসলমানী বাংলা বা দো'ভাষী পুথির ভাষা প্রচলিত হয়েছিল, সেটা বিশেষ প্রতিক্রিয়ারই ফলস্বরূপ। প্রত্যেক ক্রিয়ারই প্রতিক্রিয়া থাকে,

হিন্দু সমাজের অত্যধিক সংস্কৃতপ্রীতি ও সংস্কৃত শব্দবহুল বাংলা ভাষা চর্চার ফলে মুসলমান সমাজের উপযোগী স্বতন্ত্রপ্রায় মুসলমানী বাংলার উদ্ভব হয়েছিল। অবশ্যই গীতিকার ভাষার সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। বাংলা লোকগীতিকা মুসলমানী কিস্সা-কাহিনী এবং ভাষা ইত্যাদির সহজ ও স্বাভাবিক প্রভাবের ফলে সৃষ্ট, কোন কৃত্রিম আয়োজনের উপাচার হিসাবে নয়। সেদিক দিয়ে গীতিকার ভাষার মধ্যে বিকৃত কিংবা অবিকৃতভাবে অনেক আরবী, পারসী শব্দ এবং বাক্য গঠন-রীতি আশ্রয় পেয়েছে।

আমাদের উদ্ধৃত দীনেশ সেনের 'গ' মন্তব্যটি এখানে অর্থহীন ও একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক। ভাষা আলোচনার ক্ষেত্রে কিভাবে বঙ্কিমের উপন্যাসে মুসলমান নায়িকা ইত্যাদি প্রসঙ্গ আসতে পারে ঠিক বোঝা যায় না। সম্ভবতঃ দীনেশ সেন সজ্ঞানে সচেতনভাবে কথাগুলো বলবার জন্যই বলেছেন, কোনো রকম প্রয়োজনীয়তার দিক চিন্তা করে নয়। অবশ্য দীনেশ সেনের এ মন্তব্যগুলো কিছুটা তৎকালীন হিন্দু সামাজিক পরিবেশের ফলে সৃষ্ট এবং কিছুটা লেখকের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত। সমকালীন হিন্দু সমাজেরই একজন আচারনিষ্ঠ সেবক হিসাবে সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার উর্ধে ওঠা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রসারে হিন্দু সমাজের দিগন্ত অনেক প্রসারিত হয়েছে এবং পরবর্তীকালে তার অনেকখানি পরিবর্তন হয়েছে। সেজন্যই পরবর্তীকালের সাহিত্যক্ষেত্রে সমাজ ও ধর্ম-নিরপেক্ষ অনেক মানবতাবাদীর আবির্ভাব হয়েছে।

মোমেনশাহী-গীতিকার ভাষা সনাতন বাঙলা ভাষার সম্পদ হলেও তার মধ্যে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য আছে। হস্তি > আত্তি, বর্ষা > বাস্যা, শ্রাবণ > শাওন, মিষ্টি > মিডা, শিকার > শিগার ইত্যাদি শব্দের ব্যবহারকে দীনেশ সেন প্রাকৃত বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত বলতে চেয়েছেন। কিন্তু একে আঞ্চলিক চরিত্রধর্ম বলাই সঙ্গত। কেননা, দেখা গেছে অনেক ইংরেজী কিংবা বিদেশী শব্দের আঞ্চলিক উচ্চারণ অত্যন্ত অদ্ভুত ও বিকৃত ধ্বনিময়। একে কখনো প্রাকৃত শব্দ সূত্রের আলোকে প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। বরং শব্দদিক গীতিকার ভাষা মোমেনশাহীর মৌলিক সমাজ মানুষের প্রাণের পরিচয়বাহী। শব্দগুলোর জীবন্ত অবস্থা থেকে সে মানুষের প্রাণের স্পন্দন

অনুভব করা যায়। যে শব্দ যত বিকৃত ব্যবহারক্রান্ত স্নিগ্ধতা সেখানে তত বেশী, শব্দটি তত রমণীয় এবং উজ্জ্বল স্বাদে পরিপূর্ণ। সংস্কৃত ও প্রাকৃত ছন্দের সঙ্গে লোকগীতিকার ছন্দের ব্যবধানও এই মাধুর্য বিকাশের নিশ্চিত সহায়ক।

কেবল ভাষা নয়, লোকগীতিকার উপমা, রূপক চিত্রকল্পও গীতিকার নিজস্ব উপাদানে গঠিত, এগুলো যেমন সুন্দর তেমনই মর্মস্পর্শী। ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেন, "গীতিকাগুলো প্রায় নিরলঙ্কৃত। কিন্তু নিরলঙ্কৃত বলিয়াই গীতিকাগুলোর কাব্যদেহ শ্রীহীন হইয়া পড়ে নাই। নিরলঙ্কৃত শব্দ যোজনার মধ্যে সহজ সৌন্দর্যের যে পরিচয় নিহিত আছে, তাহা আমাদিগকে চমকিত করে। তাছাড়া 'তুমি হও গহীন গাঙ্গ, আমি ডুব্যা মরি,' 'নিব্যা গেছ আন্ধাইর ঘরের বাতি,' 'মুখেতে ফুট্যা রৈছ কনক চাম্পার ফুল," ইত্যাদি রম্য চিত্রকল্প প্রয়োগ বৈচিত্র্য সম্পূর্ণ তুলনাহীন।

......গীতিকার ভাষা জীবন্ত। ইহাতে কোনো কৃত্রিমতা নাই। গীতিকাগুলো মৈমনসিংহের নিজস্ব প্রাদেশিক ভাষায় রচিত। সেজন্য ইহাদের মধ্যে ব্যবহৃত পূর্ব মৈমনসিংহ অঞ্চলের বহু প্রাদেশিক শব্দ ও শব্দ শৈলী 'সাধারণের' বোধগম্য, হওয়া প্রায় দুঃসাধ্য।[২৩]

এখানে উল্লেখযোগ্য উপরোক্ত 'সাধারণের' শব্দটি মোমেনশাহীর জনসাধারণের জন্য আদৌ প্রযোজ্য নয়। মোমেনশাহী গীতিকার ভাষা শালীন সাহিত্যের বিচারে ক্ষেত্রবিশেষে দুর্বোধ্য আঞ্চলিক মনে হতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ গানের শ্রোতার জন্য তা বিশেষ রস সৃষ্টি করতে সাহায্য করে। সেদিক দিয়ে এ আঞ্চলিকতা কিংবা দুর্বোধ্য আঞ্চলিক শব্দ প্রয়োগ একেবারে অনতিক্রম্য নয়। যেহেতু মোমেনশাহী গীতিকার সাহিত্য-গুণ সচেতন মনের সৃষ্টি কিংবা পরিমার্জনা নয় সেদিক দিয়ে এ গীতিকা সাহিত্যের ভাষা ও সাহিত্যগুণ বিচারের ক্ষেত্রে শালীন ও নাগরিক সাহিত্য সমালোচকের জন্য মানসিক প্রস্তুতি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

গীতিকার কবি-মানস অব্যবহিত সমাজ-জীবন ও প্রকৃতি থেকে উপমা চিত্রকল্প ইত্যাদি চয়ন করেছে। মৌখিক সাহিত্যের ধারায় গীতিকা সাহিত্য

২৩. বাংলার লোকসাহিত্য—ডকটর আশুতোষ ভট্টাচার্য। পৃঃ ৩৬১–৬২

প্রবাহিত বলে উপমা চয়নের ক্ষেত্রে নতুনত্ব বেশী নেই। প্রসঙ্গে বা প্রসঙ্গান্তরে বিভিন্ন কবি একই উপমা বা চিত্রকল্প অবলীলাক্রমে ব্যবহার করে গেছেন। সুতরাং উপমা, চিত্রকল্প ব্যবহারে যেমন আপাতদৃষ্টিতে নতুনত্ব না থাকলেও জীবনের সংযোগ আছে, তেমনি গায়েনের নৈপুণ্য এ ভাষার মধ্যে আশ্চর্য প্রাণোত্তাপ ও স্পন্দন মিশ্রিত করে দেয়।

লোকগীতিকা ও লোকসাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা

সুন্দর করে বলার প্রবণতা থেকেই সাহিত্যের জন্ম এবং যেহেতু উপস্থাপন বা আত্মপ্রকাশ সুন্দর না হলে উদ্দিষ্টজনের অন্তর স্পর্শ করে না, সেদিক দিয়ে 'লোকসাহিত্য' সাহিত্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে সমকালীন জীবনধারণের প্রেক্ষিতে অনবরত যে আশা-নিরাশার আন্দোলন হয়েছে তার মধ্যে সমাজ জীবনের উজ্জ্বল চিত্র রয়ে গেছে। গীতিকা সম্পর্কেও একথা প্রায় নিশ্চিত করে বলা চলে। গীতিকা একাধারে গান (পালাগান), সাহিত্য ও সমাজবিজ্ঞান। সুতরাং কোনো দেশের প্রকৃত পরিচয় তার প্রকৃতির পরিবর্তনশীলতা, তার অধিবাসীদের জীবনযাত্রা, সুখ-দুঃখ, কামনা-বাসনা, হাসি-কান্না জানতে হলে লোক-সাহিত্য, লোকগীতিকা ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অপরিহার্য।

দেশপ্রেম এবং স্বজাতি প্রেম এক জিনিস নয়, যদিও দুটোর মধ্যে গভীর সম্পর্ক রয়েছে। দেশপ্রেম বাইরের জিনিস, তা প্রদর্শনীর বিষয়, কিন্তু স্বজাতি প্রেম গভীর অনুভূতিগ্রাহ্য। স্বজাতি প্রেম থাকলে আত্মসচেতন হওয়া সহজ এবং যে কেউ আত্মসচেতন হলে তার পক্ষে স্বজাতির জন্য নিশ্চিত সাফল্যের অনুসন্ধান দেয়া আদৌ কঠিন নয়। কেননা যে নিজেকে জানে কেবলমাত্র তার পক্ষেই বলে দেয়া সম্ভব যে, নিজের দৈন্য কোথায় এবং তা থেকে মুক্তিলাভের সহজ উপায় কি? লোকসাহিত্য এবং লোক সংস্কৃতির প্রতি রবীন্দ্রনাথের উৎসাহের কারণ এখানেই। রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রশস্ত মোহনায় অন্যান্য অনেক অনুপ্রেরণার মতো লোকসংস্কৃতির প্রবাহও মিলিত হয়েছে। 'যদি তোর ডাক শুনে

কেউ না আসে' 'ও আমার দেশের মাটি' 'আমার সোনার বাংলা' ইত্যাদি গানের মধ্যে লোকসংগীতের প্রত্যক্ষ প্রভাব অনুভব করা যাবে। লোকসাহিত্য এবং সংস্কৃতি সম্বন্ধে অনেক স্থানেই তিনি বেশ উচ্ছ্বসিত মন্তব্য করেছেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: "আমার অনেক গানেই আমি বাউলের সুর গ্রহণ করেছি এবং অনেক গানে অন্য রাগরাগিণীর সঙ্গে আমার জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে বাউল সুরের মিল ঘটেছে।"[২৪] বাউল কবি লালন শাহের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে শ্রী অজিতকুমার স্মৃতিরত্ন লিখেছেন: '...শিলাইদহে মহাকবি রবীন্দ্রনাথের সহিত প্রথম যেদিন তাঁহার ভাবের বিনিময় হয় তাহা জাহ্নবী-যমুনা-মহামিলনের ন্যায় রসোচ্ছ্বাসের সঙ্গমতীর্থ রচনা করে।' রবীন্দ্রনাথের অনেক চিত্রকলা এবং নাচের পরিকল্পনা এই লোকসঙ্গীত-প্রভাবিত, রবীন্দ্রকাব্য ও সাহিত্যের মধ্যেও এর প্রচুর নিদর্শন পাওয়া যাবে। কাব্য ও সঙ্গীত, গল্প ও উপন্যাস ইত্যাদির বিচিত্র প্রবাহে লোকমানসের প্রতিমূর্তি বাউলের আবির্ভাব হয়েছে রবীন্দ্রশরণিতে। 'এমন কি, রবীন্দ্রনাথ নিজে প্রায়শ্চিত্তে ধনঞ্জয় বৈরাগীর ও ফাল্গুনীতে তাজ বাউলের ভূমিকায় নৃত্য করেছেন, সেই নৃত্যরীতি তাঁর নিজস্ব।[২৫] শ্রী বিনয় ঘোষ বলেন,..."লোকসাহিত্যের বিভিন্ন শাখার ভাবসম্পদ থেকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিশ্ব মানবৈক্যের জীবনদর্শন আবিষ্কার করেছেন, কাব্যের বিচিত্র ছন্দের, সঙ্গীতের অপূর্ব রাগ রাগিণীর এবং হয়তো চিত্রকলার আঙ্গিকেরও প্রেরণা সঞ্চয় করেছেন। খাটি বাংলা ভাষার যাদুকর স্রষ্টা হয়েছেন তিনি প্রাকৃত বাংলার বিচিত্র শব্দলোকে প্রবেশ করে এবং তার শব্দসম্ভার বৃদ্ধির কৌশলটিকে আয়ত্ত করে ... এদিক দিয়ে বিচার করলে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে মানবশিল্পী ও মানববিজ্ঞানীর এক বিস্ময়কর মিলন ঘটেছিল বলা যায়। তাঁর সমাজচিন্তা ও শিল্পচিন্তা এক হয়ে মিশে গিয়েছিল।'[২৬]

২৪. মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, হারামণি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়,

২৫. রবীন্দ্র জীবনী—শ্রী প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২২

২৬. রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার লোকসংস্কৃতি—শ্রী বিনয় ঘোষ, রবীন্দ্রায়ণ, ২য় খণ্ড —শ্রী পুলিন বিহারী সেন সম্পাদিত। পৃঃ ৮৬

কোন দেশের ইতিহাস কেবল সেখানকার রাজা-বাদশাদের কাহিনী এবং রাজনৈতিক জীবনের উত্থান-পতন নয়, কোন দেশ সম্পর্কে প্রকৃতপক্ষে জানতে হলে তার সমাজ জীবনের বিস্তৃত পর্যায়ক্রম জানা আবশ্যক। অন্তঃসলিলা সমাজ জীবনকে একমাত্র লোকসাহিত্যের স্বচ্ছ দর্পণে—গীতিকা, কিসসা, ছড়া ইত্যাদির মাধ্যমে অনুভব করা যাবে। এদিক দিয়ে লোকগীতিকা, কিসসা, এসব কেবলমাত্র লোকসাহিত্য নয়, নৃতত্ত্ব এবং সমাজবিজ্ঞানেরও অত্যন্ত মূল্যবান উপাদান। দেশবাসীর মনে জাতীয় চেতনা না জাগলে এটা সংরক্ষণ ও সচেতনভাবে গঠনমূলক কাজে ব্যবহার করা সম্ভব নয়, আর লোকসংস্কৃতির পুনরুদ্ধার ছাড়া জাতীয় চেতনা কিংবা জাতীয়তা বোধ ও ঐতিহ্যকে রক্ষা করা অসম্ভবের নামান্তর। বিশ্বব্যাপী লোকসংস্কৃতির অনুশীলনের ইতিহাস অনুসন্ধান করলে উক্ত মতের সমর্থন পাওয়া যাবে। শ্রী বিনয় ঘোষ ইউরোপের বিভিন্ন দেশের 'লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতির' উজ্জীবনের ইতিহাস আলোচনা করেছেন, সামান্য দীর্ঘ হলেও উদ্ধৃতিটি এখানে দেয়া হল।

"ইউরোপীয় লোকসংস্কৃতির পুনরানুশীলনের ধারা লক্ষ্য করলেও দেখা যায় স্বদেশানুরাগ ও স্বাজাত্যবোধই তার প্রেরণার প্রধান উৎস। স্বতন্ত্র জাতি ও জাতীয়তাবোধের নবজন্ম কালেই মানুষের মন আত্ম-জন কীর্তিমুখী হয়ে উঠেছে। সামন্ত যুগের জনসমষ্টির পিণ্ডাকার পদার্থের মধ্যে স্বজাতিচেতনার প্রাণস্পন্দন জেগেছে যখন, স্বদেশে জনকীর্তিও তখন অতীতের উপেক্ষিত গোরস্থান থেকে নবরূপে পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠেছে। আঠারো শতকের আগে তাই লোকায়ত সাহিত্য সংস্কৃতির তাৎপর্য উপলব্ধির চেষ্টা বিচ্ছিন্নাকারে হলেও সুসংবদ্ধরূপে হয় নি। সুইডিশ সংস্কৃতিবিদ লিনিয়াস (Linnaeus, ১৭০৭-৭৮ খ্রীঃ) প্রথম বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সংস্কৃতির লোকায়ত ধারার পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধান আরম্ভ করেন। সুইডেনই এই ধারার পথপ্রদর্শক। সেই পথ অনুসরণ করে হিল্টেন-ক্যাভেলিয়াস (Hylten-cavallius, ১৮১৮-৮৯ খ্রীঃ) দেশীয় সংস্কৃতির নিদর্শন সংগ্রহে আত্মোৎসর্গ করেন। উনিশ শতকের রোমান্টিক চিন্তাস্রোতের সঙ্গে লোকসংস্কৃতি পুনরুজ্জীবনের এই প্রয়াস

অবাধে মিলিত হয়ে সমগ্র ইউরোপে প্রবাহিত হয় এবং এক নতুন উদ্দীপনা সঞ্চার করে। এই উৎসাহের শিখা জ্বালিয়েই হেজেলিয়াস (Hazaleus, ১৮৩৩-১৯০১ খ্রীঃ) সুইডেনের বিখ্যাত লোকসংস্কৃতির মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠা করেন, সারা পৃথিবীর folk museum-এর মধ্যে আজও যা অদ্বিতীয়।

লোকসংস্কৃতি অনুশীলনের এই আগ্রহ ইয়োরোপ থেকে ইংলণ্ডে পৌঁছায় উনিশ শতকের চতুর্থ পর্বে এবং সেখানে ফোক-লোর সোসাইটি স্থাপিত হয় ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দে। এই কালব্যবধানের কারণ মনে হয় ইংলণ্ডের যন্ত্রশিল্পবিপ্লব বা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রিভ্যুল্যাশন। নব্যাবিষ্কৃত যন্ত্রের পদধ্বনিতে ইংলণ্ডের জনচিত্ত এতদূর আচ্ছন্ন ছিল যে নিজেদের কৃতকীর্তির দিকে ফিরে তাকাবার সময় ছিল না তার। ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দে উক্ত সোসাইটি স্থাপিত হবার পর ১৮৮৯-৯৩ সালের মধ্যে তার উদ্যোগে তিনবার ইণ্টারন্যাশনাল ফোক লোর কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দে ব্রাব্রুক (E. W. Brabrook) ব্রিটিশ এ্যাসোসিয়েশন ফর দি এ্যাড-ভান্সমেণ্ট অফ সায়ান্স-এর অধিবেশনে 'আঞ্চলিক ভিত্তিতে নৃতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের আবশ্যকতা' সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করে লোকায়ত সংস্কৃতি চর্চার দিগ্‌দর্শনে সাহায্য করেন। তাঁর প্রস্তাব অনুযায়ী একটি কমিটি গঠিত হয় এবং ১৮৯৩-৯৭ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে অনুসন্ধানলব্ধ তথ্যসহ কয়েকটি রিপোর্ট প্রকাশ করে। ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দে কমিটি লোপ পেয়ে যায়। তারপর এক্ষেত্রে লোকায়ত সংস্কৃতি ভাণ্ডারে ইংল্যাণ্ডের যা কিছু দান তা সিসিল শার্পের মতন (CECIL SHARP, ১৮৫৯-১৯২৪ খ্রীঃ) দু-একজন অনু-রাগীর অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের ফল। প্রধানতঃ শার্পের উদ্যোগেই ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে ইংলণ্ডে ফোক-সং সোসাইটি এবং ১৯১১ খ্রীস্টাব্দে ফোক-ডান্স সোসাইটি স্থাপিত হয়। যন্ত্রশিল্পের নিরবচ্ছিন্ন জয়যাত্রার মধ্যেও যে সিসিল শার্প ইংলণ্ডের জনচিত্তকে লোকায়ত দেশীয় সংস্কৃতির দিকে আকৃষ্ট করতে পেরেছিলেন, এটা সে দেশের পক্ষে কম কতিত্বের কথা নয়।

ইয়োরোপ ও ইংলণ্ডের লোকায়ত সংস্কৃতি চর্চার এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস থেকেও বোঝা যায় পাশ্চাত্ত্য দেশ থেকে এই অনুরাগ ও উৎসাহ অন্যান্য

অনেক জিনিসের মতন এ দেশে আমদানি হয় নি। শিক্ষা সংস্কৃতির কালধর্মী নব্যচিন্তা যত সহজে এক দেশ থেকে ভিন্ন দেশে বিচ্ছুরিত হতে পারে, মনে হয় না তত সহজে স্বদেশীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগ দেশ থেকে দেশান্তরে রপ্তানী করা যেতে পারে। তার জন্য স্বদেশেই ক্ষেত্র প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন, বিশেষ করে দেশের শিক্ষিত ও চিন্তাশীল লোকের মনের ক্ষেত্রে। এই মনের ক্ষেত্রে যদি সর্বস্তরের স্বদেশবাসীর প্রতি গভীর মমত্ববোধ না জাগে তাহলে তাদের ম্রিয়মান কৃতকীর্তির দিকেও সে মন ধাবিত হতে পারে না।"[২৮]

আমাদের দেশের লোকসাহিত্য নিয়ে প্রথম যাঁরা আলোচনা শুরু করেন, তাঁরা অধিকাংশই বিদেশী।[২৯] এর কারণ আছে। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা গ্রহণ করার আগে পর্যন্ত বাঙালী জাতি প্রায় আত্মবিস্মৃত ছিল। উনিশ শতকে নব্যশিক্ষিত বাঙালীর আত্মসম্মানবোধ জাগে এবং সেই প্রথম প্রত্যূষে দু'একজন এদিকে এগিয়ে আসেন। সম্ভবতঃ লোকসাহিত্য সম্পর্কে প্রথম রবীন্দ্রনাথের আলোচনাই অনেকের কৌতূহল জাগিয়েছে এবং তাঁরা লোকসাহিত্য সম্পর্কে আকর্ষণ অনুভব করেছেন। লোকসাহিত্য এবং সে সাহিত্যের জগৎ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কিছুটা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল, সুতরাং রবীন্দ্রনাথের হাতেই লোকসাহিত্য আভিজাত্য পেল এবং অনেক পণ্ডিত লোকসাহিত্য বিষয়ে উৎসাহ প্রকাশ করলেন। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, লাল বিহারী দে, উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী, দীনেশচন্দ্র সেন, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এবং আরো পরবর্তীকালে মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য, ডক্টর মযহারুল ইসলাম, ডক্টর আশরাফ সিদ্দিকী, আবদুল হাফিজ প্রমুখ মনীষী লোকসাহিত্য আলোচনা শুরু করেন। পূর্বেই উল্লেখ করেছি, ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত মৈমনসিংহ গীতিকা ইংরেজীতে অনুবাদের মাধ্যমে দেশ-বিদেশে প্রচারিত হয়েছিল এবং বিভিন্ন লোকবিজ্ঞানী এবং লোকসাহিত্যবিদের কাছে প্রচুর সুনাম অর্জন করেছিল।

২৮. রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার লোকসংস্কৃতি—শ্রী বিনয় ঘোষ, রবীন্দ্রায়ণ—২য়খণ্ড শ্রী পুলিন বিহারী সেন সম্পাদিত পৃঃ ৬৫—৬৬

২৯. লোকসাহিত্য—ডক্টর আশরাফ সিদ্দিকী, পৃঃ ৭১

কোন প্রতিষ্ঠান হিসেবে অপেক্ষাকৃত অধুনাকালে পূর্ব পাকিস্তানে একমাত্র বাঙলা একাডেমী এবং পশ্চিম বাংলায় দুয়েকটি প্রতিষ্ঠান লোকসাহিত্য সংগ্রহ এবং সে সম্পর্কে কিছু কিছু গবেষণা করছেন। আমাদের লোকবিজ্ঞানীরা ইয়োরোপ-আমেরিকা থেকে লোকসাহিত্যের বৈজ্ঞানিক পঠন-পাঠন বিষয়ে মূল্যবান অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে এসেছেন এবং সে অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব পাকিস্তানের লোকসাহিত্য সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য আলোচনা শুরু করেছেন। উল্লেখযোগ্য যে, তাঁদের এসব আলোচনার ভিত্তিতে অনেকেই লোকসাহিত্য সংগ্রহ এবং গবেষণা সম্পর্কে উৎসাহ অনুভব করছেন। আমাদের দেশের জন্য এটা অত্যন্ত সুখের কথা সন্দেহ নেই। "...কালচার সেদিনই সম্ভব যেদিন সমগ্র দেশের মনের সঙ্গে কালচারের সংযোগ ঘটে। লোকবিজ্ঞানই একমাত্র বিষয় যার মাধ্যমে দেশাত্মবোধ, দেশের মানুষের ভ্রাতৃত্ববোধ এবং দেশের ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগানো যেতে পারে। Applied Science-এর মত Applied Folklore-ও যে দেশের মানস বৃত্তান্তে পরিবর্তন আনতে পারে তার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ আয়ল্যাণ্ড, ফিনল্যাণ্ড, আমেরিকা এবং জেনারেল নাসেরের নতুন মিসর, পশ্চিম পাকিস্তানের বিরাট লোক-ঐতিহ্যের সাথেও আমাদের তুলনামূলক আলোচনা সম্ভব হতে পারে একমাত্র এই লোকবিজ্ঞানের আলোয়।"[৩০]

রবীন্দ্রনাথের মত সেকস্‌পীয়রের ম্যাকবেথ, মিড সামার নাইট্‌স্‌ ড্রিম, হ্যামলেট, রোমিও জুলিয়েট প্রভৃতি নাটকে, স্যার ওয়াল্টার স্কট, লংফেলো, এমিলি ডিকিনসন প্রমুখ লেখকের রচনায় লোকসাহিত্যের প্রচুর প্রভাব আছে, এক কথায় তাঁরা লোকসাহিত্যের পুনরুজ্জীবন করেছেন কিংবা তাতে নতুন প্রাণ দান করেছেন। "লোকসংস্কৃতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: যেসব কথা ও গাথা সমাজের অন্তঃপুরে চিরকালের মতন অমরত্ব লাভ করেছে, দর্শন, বিজ্ঞান ও ইতিহাসের মূল্যবান উপকরণ না হয়ে তারা যায় না, আর স্বদেশকে যারা অন্তরের সঙ্গে ভালোবাসে তারা স্বভাবতই স্বদেশের সঙ্গে অন্তরঙ্গরূপে পরিচিত হতে চায়, যে

৩০. লোকসাহিত্য—ডকটর আশরাফ সিদ্দিকী, পৃঃ ৫৩—৫৪

পরিচয় ছড়া, রূপকথা, ব্রতকথা ইত্যাদির ভিতর দিয়ে না হলে কখনো সম্পূর্ণতা লাভ করে না।"[৩১] বিভিন্ন দেশের লোকসংস্কৃতি পুনরুদ্ধারের সঙ্গে সে দেশের সম্পূর্ণ জীবন দর্শনের মধ্যে কিরূপ অভাবনীয় পরিবর্তন এসেছে ইতিহাসে তার নিদর্শন আছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, লোক-সাহিত্য ও সংস্কৃতির অনুশীলন যত বেশী হবে তা আমাদের দেশের জন্য তত বেশী কল্যাণকর হবে। সাহিত্য ও সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে লোকসাহিত্য, লোকগীতিকা ইত্যাদি সংগ্রহ ও গবেষণার ব্যাপারে অধিকতর সরকারী সহায়তা আবশ্যক, তাহলে আমাদের দেশের তরুণ লোকবিজ্ঞানী ও লোকসাহিত্যবিদ এবং সমাজবিজ্ঞানীরা আমাদের সাহিত্য, সমাজ, দেশ ও জাতির জন্য এমন আলোকের সন্ধান দিতে পারবেন, যা সমগ্র জাতিকে সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। লোকবিজ্ঞানের অভিজ্ঞতা সামাজিক সমস্যার মতো রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের কাজেও ব্যবহার করা যায়, অনেক উন্নত দেশে তার নজীর আছে।

লোক-ঐতিহ্যের ব্যবহার ও আধুনিক বাংলা সাহিত্য

আপাতদৃষ্টিতে শালীন সাহিত্যের সঙ্গে লোকসাহিত্যের একটা পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু এই পার্থক্য প্রকৃতপক্ষে অনুশীলনগত, ভাব অনুভূতি কিংবা চিত্রগত নয়। লোকমানসের হাতে যে চিত্র বা অনুভূতি বন্ধুর ও নিছক প্রাকৃত মানসের সহগামী, দক্ষ শিল্পীর হাতে তাই আবার সাহিত্য শিল্পের সম্ভার। মানুষের মধ্যে অনুভূতির কোনো পার্থক্য নেই, পার্থক্য হল পরিবেশের, যে পাত্রে অবস্থান করে এটা স্পর্শগ্রাহ্য রূপ লাভ করে ওঠে, শালীন সাহিত্যের সঙ্গে লোকসাহিত্যের ব্যবধান সেখানেই। অধ্যাপক ডরসন বলেন, "The difference between the folk and formal literary tradition is a matter of performance."[৩২]

---

৩১. রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার লোকসংস্কৃতি—শ্রী বিনয় ঘোষ, রবীন্দ্রায়ণ—শ্রী পুলিন বিহারী সেন সম্পাদিত পৃঃ ৭৩

৩২. Folklore in literature, Journal of American Folklore—R. M. Dorson.

শালীন সাহিত্যের সমৃদ্ধির জন্য লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতির অনুশীলন অবশ্য প্রয়োজন। লোকজীবনের সঙ্গে লোকসাহিত্যের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ, সুতরাং এ উপাদানের সার্থক ব্যবহার হলে আধুনিক নাগরিক সাহিত্যও নির্বিশেষ মানবজীবনের সন্নিহিত হয়ে উঠতে পারে। যে কোনো দেশের সাহিত্যের ঐতিহ্যের জন্য এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। D. G. Hoffman বলেন—"Folk culture and the larger national culture of which it is a part co-exist in a relationship of mutual enrichment."[৩৩] আধুনিক বাংলা সাহিত্যে এ লোকসাহিত্যের শব্দ, চিত্রকল্প ইত্যাদির বিভিন্ন প্রভাব লক্ষ্য করা যাবে। ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন—"আমাদের সাহিত্যিক আকাশে নিশীথ তারকার ন্যায় রূপকথার যে অনুরূপ ফুল ফুটিয়াছে এই আখ্যানগুলি তাহার বৃন্ত ও মূল …… কয়লা ও হীরকখণ্ড যেমন মূলতঃ অভিন্ন তেমনি বাস্তবতামূলক করুণ উৎপীড়ন কাহিনী ও রূপকথার অবাস্তব দৈব সংঘটন একই প্রতিবেশ প্রভাব ও মনোবৃত্তির বিভিন্ন অভিব্যক্তি। …… সংস্কৃত সাহিত্যের বিশাল শাল্মলী তরু বা তমাল তালী বনরাজী-নীলা সমুদ্র-বেলাভূমি, এমন কি বৈষ্ণব সাহিত্যের কালিকদম্বকুঞ্জ ইহারা কেহই বাঙ্গালার বহিঃপ্রকৃতির খাঁটি প্রতীক নহে……কিন্তু বাঙ্গালার অন্তর-বাহিরের আসল স্বরূপটি চিনিতে হইলে আমাদিগকে সংস্কৃত প্রভাব নির্মুক্ত পল্লী-সাহিত্যের দিকে চোখ ফিরাইতে হইবে। …… উপন্যাস সাহিত্যের পূর্বসূচনার দিক দিয়া ময়মনসিংহ গীতিকার প্রয়োজনীয়তা সর্বদা স্বীকার্য।"[৩৪]

রবীন্দ্রসাহিত্য, সঙ্গীত ও চিত্রকলার মধ্যে লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রভাব সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। প্রাক্-রবীন্দ্র বাংলা সাহিত্যে লোকসাহিত্যের ব্যাপক প্রভাব লক্ষণীয়। রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক বাংলা সাহিত্যেও এটা অনুপস্থিত নয়। সাম্প্রতিক বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে জসীমউদ্দীন লোকসংস্কৃতিকেই একমাত্র উপজীব্য হিসাবে গ্রহণ

৩৩. Journal of American Folklore—Daniel G. Hoffman.

৩৪. বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা—ডকটর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৯–১৩

করেছেন। জসীমউদ্দীনের সমগ্র কবি-জীবন এই লোকসংস্কৃতি কেন্দ্র করে আবর্তিত। অধ্যাপক সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায় জসীমউদ্দীনের কাব্য সাধনা বিশ্লেষণ করে এটাকেই প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেছেন।[৩৫]

এছাড়া কালিদাস রায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, সাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, গোবিন্দচন্দ্র দাস, বন্দে আলী মিয়া, রওশন ইজদানী, ফররুখ আহমদ প্রমুখ কবি কাব্য রচনার ক্ষেত্রে লোকসংস্কৃতির উত্তরাধিকার কম-বেশী গ্রহণ করেছেন। প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ করা যায়, এঁদের ক্ষেত্রে উপমা চিত্রকল্প প্রায় সবই গতানুগতিক, প্রতিষ্ঠিত আদর্শকে সামনে রেখে তাঁরা সৃষ্টি ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন। জীবনানন্দ দাসও লোক-জীবনের স্নিগ্ধতাকে গ্রহণ করেছেন, কিন্তু নতুন এবং পৃথক দৃষ্টিভঙ্গী ও জীবন চেতনার ফলে তাঁর কবিতা আশ্চর্য উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। জীবনানন্দের কাব্যে লোক-জীবন ও প্রকৃতি শেষ পর্যন্ত বিশেষ এক গতি কিংবা শক্তির প্রতীক মাত্র। ডক্টর সুকুমার সেন বলেন—"জীবনানন্দের অবলম্বিত বিশিষ্ট শিল্প কৌশলে সে প্রাকৃতিক আবেষ্টন শেষ অবধি কতকগুলি যেন সিম্বলের অন্তর্ভুক্ত।"[৩৬] সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায় বলেন—"তাঁর 'ধূসর পাণ্ডুলিপি ও রূপসী' বাংলা কাব্যে পল্লী প্রকৃতির স্বীকৃতি থাকলেও তিনি যথার্থ পল্লীচিত্র অঙ্কন না করে কবি-মানসের ব্যর্থতাবোধ জনিত বেদনা কাতরতাকেই (morbidity) ফুটিয়ে তোলা নানা খণ্ড দৃশ্য ও চিত্রকে সিম্বল (প্রতীক) রূপে ব্যবহার করেছেন।"[৩৭] জীবনানন্দ নাগরিক কবি, পল্লী বা লোকজীবন তাঁর ভাবনা প্রকাশের চিত্রকল্প মাত্র। জীবনানন্দ পল্লী কবি নন, বিংশ শতাব্দীতে বসে পল্লী কবি বা স্বভাব কবি হওয়া কৃতিত্বের পরিচায়ক নয়। জীবনানন্দ এবং অন্যান্য সমগোত্রীয় আধুনিক কবির কৃতিত্ব এখানে যে পল্লীর রূপকে তাঁরা অপরূপ করে তুলেছেন, লোক উপাদানকে তাঁরা বিচিত্রভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ব্যবহার

---

৩৫. জসীম উদ্দীন—সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়।

৩৬. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ৪র্থ খণ্ড, ডকটর সুকুমার সেন, পৃঃ ৩৩৬

৩৭. জসীমউদ্দীন—সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়। পৃঃ ১৪

করেছেন। সৃষ্টিশীল সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে এ ধরনের সার্থক ব্যবহারকেই রেনেসাঁ বলা যায়। পল্লী এখানে রূপ নয় অরূপ এবং অপরূপ, পল্লী এখানে প্রতীক, সাহিত্য সাধনার ধারায় গতির উপাদান। ইংরেজী এবং অন্যান্য সাহিত্যের রেনেসাঁ বা Revivalism-এর ক্ষেত্রে এটা লক্ষ্য করা যায়। রেনেসাঁ বা Revivalism কেবল অতীতকে নিয়ে নয়, অতীতের সঙ্গে বর্তমানের সম্পর্ক স্থাপন করে এবং পুরাতনের নূতন মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে এর প্রতিষ্ঠা হতে পারে। সে অর্থে সাহিত্য যেখানে সহজ ও প্রাকৃত চেতনাকে অবলম্বন করে অনাগত দিনের দিকে দৃষ্টি দেয়, সেখানে তার নিশ্চিত দিক পরিবর্তনের পূর্বাভাষ পাওয়া যাবে। নানা কারণেই বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে এ চেতনার ব্যবহার সার্থকভাবে হয় নি, সেদিক দিয়ে বাংলা সাহিত্যে প্রসারিত দিগন্তের অবকাশ নেই। সেজন্য পৃথিবীর অন্যান্য অনেক উন্নত ভাষার সাহিত্যের তুলনায় বাংলা সাহিত্যের গতি অত্যন্ত মন্থর। আমরা আগের কথায় ফিরে আসি, জীবনানন্দের কবিতায় লোকজীবন কয়েকটি বিক্ষিপ্ত বিদ্যুৎ শিখার সমাহার, লোকজীবনের অনুপ্রেরণা এবং চিত্রকল্প এখানে নতুনভাবে আবিষ্কৃত। জীবনানন্দের সগোত্র অন্যান্য অনেক আধুনিক বাংলা কবির ক্ষেত্রেও এটা লক্ষ্য করা যায়। বলা বাহুল্য, এ গোত্রের প্রত্যেকেই নিজস্ব মননালোকে জীবন ও প্রকৃতিকে প্রত্যক্ষ করেছেন। কেউ নিয়েছেন চিত্রকল্প, কেউ প্রাণোত্তাপ, একই রসতীর্থে নানাভাবে অবগাহন করেছেন তাঁরা। এখানে অবশ্য উল্লেখ করা প্রয়োজন, এসব আধুনিক কবির মানস জীবন বিচিত্র উপাদানে গঠিত, লোকজীবন সেখানে বহুল উপাদানের মধ্যে স্পষ্ট কিংবা স্বল্পায়তন দুয়েকটি আলোক শিখার মতো।

বাংলা কবিতা ছাড়া বাংলা গদ্য সাহিত্য, উপন্যাস, গল্পেও লোকজীবনের বিচিত্র ব্যবহার দেখা যায়। বিভূতি ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী' 'অপরাজিতা' ইত্যাদি গ্রন্থকে বাঙালী লোকজীবন অবলম্বনে অনবদ্য মহাকাব্য বলা যায়। এখানে ব্যবহৃত চিত্র, ভাব ও কাহিনী পরিচর্যা বাঙালী জীবনের প্রতি মুহূর্তের আবেগ ও আনন্দ-বেদনার সামগ্রী

মনোজ বসু, বনফুল, আবু ইসহাক প্রমুখ লেখকের রচনায় এ ধরনের প্রবণতা দেখা যায়। নিঃসন্দেহে এগুলো বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। লোকসাহিত্য অবলম্বনে শিশু সাহিত্য প্রণয়ন সম্পর্কে এ পর্যন্ত অনেক মনীষী বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে, শিল্প ও জীবনের সংযোগ ছাড়া অবিকৃত পল্লী প্রথায় ফিরে যাওয়া মধ্যযুগীয় পশ্চাদমুখীনতার নামান্তর, সেক্ষেত্রে বরং সাহিত্যিক অবনতি ঘটে। আলোচিত কবি-সাহিত্যিকবৃন্দ লোক-জীবনকে গ্রহণ করেছেন সভ্য নাগরিক জীবন যাপন পরিত্যাগ করে সেখানে ফিরে যাবার জন্য নয়, নগর সভ্যতার স্থানে পল্লীর স্থবিরতা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নয়, তাঁরা বরং এক কথায় লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতিকে পুনরুজ্জীবন করেছেন। এখানে মধ্যযুগীয় দৃষ্টিভঙ্গীর পশ্চাদমুখী আকর্ষণ নেই। নাগরিক শুচিতার মধ্যে লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন হলে আমাদের কবি-সাহিত্যিকবৃন্দ নতুন সাধনার দিগন্তের অনুসন্ধান পাবেন।

পূর্ব পাকিস্তানের লোকগীতিকা, লোককাহিনী ইত্যাদি অত্যন্ত সমৃদ্ধ। এ লোকসাহিত্যের দিকে আমাদের কবি-সাহিত্যিকদের দৃষ্টি ফেরানো উচিত। ডক্টর আশরাফ সিদ্দিকীর কথায়ঃ "ধানের দেশ, গানের দেশ—গাথা-গীতিকা, লোক কাহিনী ও রূপ কাহিনীর দেশ পূর্ব পাকিস্তান। সুখ ও দুঃখ নিয়ে যে চিরন্তনী জীবন প্রবাহ—তা এখানেও প্রবহমান। এই মানুষের কাহিনী লিখতে আমাদের লোক ঐতিহ্য যে একটা বিশেষ স্থান নেবে তা সহজেই অনুমেয়। আজ পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যিক-সমালোচকগণকে ভেবে দেখতে হবে—Why one piece of Folklore or fiction or poetry appeals to us rather than another—or, even more fundamentally why folklore and literature appeal to us at all."[৩৮]

সংগ্রহ কথা

পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে লোকসাহিত্য সংগ্রহ করার জন্য বাঙলা একাডেমী বেতনভোগী কর্মচারী নিযুক্ত করেছে। এঁরা

৩৮. লোকসাহিত্য—ডকটর আশরাফ সিদ্দিকী পৃঃ ৫৩—৫৪

লোকসাহিত্য সংগ্রাহক, পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় প্রতি জেলার জন্য একজন ট্রেনিংপ্রাপ্ত সংগ্রাহক আছেন। গ্রামের নিভৃত জীবনের অবয়বে লোক-সাহিত্য সেখানে প্রকৃতির উন্মুক্ত আলো-বাতাসের মতো সহজ, স্বাভাবিক এবং অকৃপণ, একাডেমীর সংগ্রাহকেরা সেখানে চলে যান এবং সহজিয়া মানুষের কণ্ঠ থেকে প্রকৃত লোকসাহিত্য সংগ্রহ করে আনেন। এ লোকসাহিত্যের কোন অংশে নাগরিক জীবনের সামান্য কৃত্রিমতাও অনুপ্রবেশ করে নি। এর মধ্যে আমাদের লৌকিক জীবনের সহস্র সুখ-দুঃখ এবং হাসি-কান্নার তরঙ্গ অনুভব করা যাবে। যে মানুষকে কেউ জানলো না, যার হাসি-কান্না শুনলো না কেউ, যে জীবন সুনীল আকাশের নীচে আরণ্যক ফুলের মতো ফুটে মৃদু সুবাস ছড়িয়ে আবার নীরবে ঝরে গেল কোনদিন, হাজারো স্তিমিত নক্ষত্রের মোহনায় যার পৃথক কোন অস্তিত্ব কারো চমক লাগায়নি, প্রকৃতির প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে যে কখনো অধিকার জানাতে আসবে না, সে মানুষের পদধ্বনি শোনা যাবে লোকসাহিত্যের এ বিস্তীর্ণ জনপদে।

এ মানুষের কথা আর বেদনা তাদের অলক্ষ্যে একদিকে যেমন সাহিত্য হয়ে উঠেছে, অন্যদিকে তা আবার অনুসন্ধানী সমাজবিজ্ঞানীর কৌতূহল নিবৃত্তি করে।

মোমেনশাহী গীতিকার সংগ্রাহক

মোমেনশাহী গীতিকার পালাগানগুলো লৌকিক জনমানসের নিকট থেকে সংগ্রহ করেছেন বাংলা একাডেমীর নিয়োজিত লোকসাহিত্য সংগ্রাহক জনাব মোহাম্মদ সাইদুর। জনাব সাইদুর বংশ পরম্পরায় মোমেনশাহীর অধিবাসী, Season Bird বা অভ্যস্ত পাখীর মতো মোমেনশাহীর নদনদী, হাওর, অরণ্য, গড়, সেখানকার সকল শ্রেণীর অধিবাসী ইত্যাদি তাঁর সুশৃঙ্খল অভ্যাসের আয়তনে এসে গেছে। মোমেনশাহী জেলা তাঁর কাছে এত পরিচিত যে এখানকার বিশেষ করে পূর্ব মোমেনশাহীর যে কোনো স্থানের

পথ-ঘাট ইত্যাদির কথা তিনি প্রায় অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে বলে দিতে পারেন। লোকসাহিত্য এখন তাঁর নেশা এবং পেশা। লোকসাহিত্য সম্পর্কে তাঁর ধারণাও বেশ স্বচ্ছ। কেবল মোমেনশাহী নয়, পূর্ব পাকিস্তানের অন্যান্য জেলার লোকসাহিত্য, লোক গায়েন, লোক আচার অনুষ্ঠান, জনশ্রুতি বা কিংবদন্তীমূলক স্থান ইত্যাদি সম্বন্ধেও তিনি মূল্যবান অনুসন্ধান দিতে পারেন।

সাইদুরের বাড়ী মোমেনশাহী জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার বিন্নগাঁও গ্রামে। ১৯৪০ সালের ২৯ শে জানুয়ারী বিন্নগাঁও গ্রামের একটি গৃহস্থ পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। কিশোরগঞ্জ আজিমউদ্দীন হাই স্কুলে দশম শ্রেণী পর্যন্ত তিনি লেখাপড়া করেছেন।

লোকসাহিত্যের প্রতি সাইদুরের বেশ একটি নেশা ছিল। সেজন্য স্কুলের বাংলা ক্লাসে মোমেনশাহী, বিশেষ করে কিশোরগঞ্জের লোকসাহিত্য, মহুয়া, মদিনা, চন্দ্রাবতীর কথা জেনে সে সম্পর্কে তাঁর বিশেষ কৌতূহল জাগে। ফলতঃ স্কুল পরিত্যাগ করে সাইদুর মোমেনশাহী, সিলেট, কুষ্টিয়া, রংপুর ইত্যাদি জেলার জনপদে, পথে-ঘাটে ঘুরে বেড়াতে থাকেন। মহুয়া, দেওয়ানা মদিনা, মলুয়া, দেওয়ান ঈশা খাঁ মসনদ আলী পালা-গানে উল্লিখিত স্থানের অনুসন্ধান করেন। সাইদুর কেবল স্কুলই পালান নি, ঘরও পালিয়েছিলেন দীর্ঘকাল। এভাবে বিচিত্র মানুষের সঙ্গে মিশেছেন এবং বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন।

কিশোরগঞ্জ গুরুদয়াল কলেজের জনৈক অধ্যাপকের অনুপ্রেরণায় সাইদুর প্রথম লোকসাহিত্য সংগ্রহের কাজ প্রকৃতপক্ষে শুরু করেন। অনেক পীর-ফকিরের আস্তানায় তাঁকে যেতে হয়েছে, অনেক মানুষের সঙ্গে তাঁর প্রায় আত্মীয়ের সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছে। এ ভাবে কিছু কিছু লোকসাহিত্য সংগ্রহ করে কখনো কখনো তিনি ঢাকায় এসেছেন এবং বিভিন্ন মনীষীর সঙ্গে দেখা করেছেন।

গুরুজনদের প্রচেষ্টায় এই সময়ের মধ্যে তাঁকে একবার এক কেমিক্যাল কোম্পানীতে চাকরি নিতে হয়েছিল। কিন্তু এ চাকরি করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। কেমিক্যাল কোম্পানীর এ চাকরি ছেড়ে সাইদুর আবার লোকসাহিত্য জগতে ফিরে এসেছেন। এরপর থেকে বাংলা একাডেমীতে লোকসাহিত্য সংগ্রহ পাঠাতে শুরু করেন। একদা অত্যন্ত সাদাসিধা-

ভাবে বাংলা একাডেমী থেকে লোকসাহিত্যের পারিশ্রমিক স্বরূপ কিছু টাকার মনিঅর্ডার পান। লোকসাহিত্য সংগ্রহের জন্য কষ্ট, অবমাননা ও লাঞ্ছনা ছাড়া আবার টাকাও পাওয়া যায় এটা তাঁর প্রথম অভিজ্ঞতা। তখন থেকে নিয়মিতভাবে লোকসাহিত্য সংগ্রহ করে তিনি বাংলা একাডেমীতে পাঠাতে শুরু করেন। এভাবে কিছুদিন চলার পর, ১৯৬২ সালের জুলাই মাসে বাংলা একাডেমীতে বেতনভোগী লোকসাহিত্য সংগ্রাহক পদের জন্য ইণ্টারভিউ দেন এবং আগস্ট মাসে একাডেমীতে উক্তপদে যোগদান করেন। এখনও পর্যন্ত তিনি এই লোকসাহিত্য সংগ্রাহক পদে কাজ করে আসছেন।

যে সব মানুষের কাছ থেকে লোকসাহিত্য সংগ্রহ করা হয়েছে, এগুলো যে কোন কাজে লাগতে পারে সে সম্পর্কে তাঁদের আদৌ ধারণা নেই। সেজন্য তাঁদেরও অনেকে লোকসাহিত্য সংগ্রহ সুনামের কাজ বলে মনে করেন না। বৈষয়িক দিক থেকে চিন্তা করে শুভকাঙ্খীরা এটা আদৌ সমর্থন করেন না। সাইদুর জানিয়েছেন, বাংলা একাডেমীর নিয়োগপত্র পাবার আগে যতদিন তিনি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে লোকসাহিত্য সংগ্রহ করেছেন, তখন অনেক সময়েই তাঁকে অচিন্তনীয় দুর্নামের ভাগী হতে হয়েছিল। অনেক বিপদ থেকেও বহু কষ্ট করে তাকে পরিত্রাণ পেতে হয়েছে। বাংলা একাডেমীর নিয়োগপত্র পাবার পর এ নিয়োগপত্র দেখিয়ে অনেক কৌতুকপ্রদ ঘটনা কিংবা বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা পেয়েছেন। বাংলা একাডেমীর নিয়োজিত কর্মচারী হিসেবে পরবর্তীকালে সংগ্রহ ক্ষেত্রে অনেক স্থানীয় লোকের কাছ থেকে বেশ সহযোগিতাও পেয়েছেন।

লোকসাহিত্য গবেষণার ক্ষেত্রে সংগ্রাহকের জীবনের তথ্য এবং তার সংগ্রহকালীন অভিজ্ঞতা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। সেদিকে লক্ষ্য রেখে বর্তমান পালাগানগুলোর সংগ্রাহক জনাব মোহাম্মদ সাইদুর সম্পর্কে এ বিস্তৃত পরিচিতি দেয়া হল। পালাগানগুলো যাঁদের কাছ থেকে সংগৃহীত হয়েছে তাঁদের সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যও যতদূর সম্ভব সংগৃহীত হয়েছে। গীতিকাগুলোর পৃথকভাবে পরিচয় দেবার সময় সে বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

গীতিকা পরিচিতি

সোনাই বিবি

জালাল পরগনার জমিদার জালাল সাহেবের কন্যা সোনাই। সোনাই সুন্দরী, চন্দ্র-সূর্য তার কাছে পরাভব মানে।

বানিয়াচঙ্গের নবাব সুজা ও নূরা একদা মৃগয়ায় এসে সোনাইকে দেখে মুগ্ধ হল এবং জালাল সাহেবের কাছে সুজা বিয়ের প্রস্তাব পাঠাল। বিয়ের পণ এবং অনেক টাকা পাবার আশায় জালাল সাহেব স্ত্রী ও কন্যার মতান্তর সত্ত্বেও এতে রাজী হলেন। কিন্তু সোনাই নইরা নিবাসী সৈয়দ বিরামের প্রতি মুগ্ধ ছিল এবং গোপনে তার সঙ্গে বিয়ে করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিল। এদিকে পিতার মনোভাব জানতে পেরে বিরামকে সেটা চিঠি দিয়ে জানাল।

চিঠি পেয়ে বিরাম জালাল শহরে আসল এবং কৌশলে জালাল সাহেবের অমতেই সোনাইকে বিয়ে করে দেশে রওনা হল। সুজা এ সংবাদ পয়ে সোনাইকে পথের মধ্যে জোর করে ছিনিয়ে নেবার জন্য প্রস্তুত হল। ফলে বারুল্লা নামক স্থানে বিরামের সঙ্গে সুজার যুদ্ধ হল। যুদ্ধে বিরামের পরাজয় হল, ফলে আত্মহত্যা করে সোনাই আত্মরক্ষা করল।

গীতিকাটি মোমেনশাহী জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার পটধা কুঁড়ের পাড় গ্রাম নিবাসী মিয়া হোসেন ভুঁইয়ার কাছ থেকে সংগৃহীত হয়েছে। মিয়া হোসেনের বয়স ৫০ বছর, পিতার নাম ডেঙ্গু ভুঁইয়া। মিয়া হোসেন লেখা-পড়া জানেন না, প্রায় তিরিশ বছর আগে নিজ গ্রামের আমির হোসেন মিয়ার কাছে শিখেন। আমির হোসেনও লেখাপড়া জানতেন না।

স্থানীয় কিছু মেয়েলী গীতের সঙ্গে সোনাই বিবি পালা-গানের শেষাংশের অনেক সামঞ্জস্য আছে। এখানে হয় মূল গীতিকারই বিচ্ছিন্ন অংশ আঞ্চলিকভাবে কিছু কিছু গানে সম্ভবতঃ রূপান্তরিত হয়েছিল এবং সেগুলোই পরবর্তীকালে গীতিকা-নিরপেক্ষ মেয়েলী গীতে রূপ লাভ করেছে।

চিলাই রাণী

অপ্রাপ্ত বয়স্কা চিলাই রাণীকে তার পিতামাতা বিয়ে দিয়েছিল দূর দেশে। বিয়ের পর স্বামী তাকে স্বদেশে নিয়ে যেতে চাইলে চিলাই সে প্রস্তাবে সম্মত হল না।

স্বামী তাকে অনেক বোঝাল। এর পরও চিলাই যেতে রাজী হল না। স্বামী তখন রাগ করে এ দেশ ছেড়ে অনেক দূরে, অন্য দেশে গিয়ে লীলা নামের অন্য এক রমণীকে বিয়ে করে সুখে দিন যাপন করতে লাগল।

প্রাপ্ত বয়স্কা হবার পর চিলাই তার ভুলের কথা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করল। একদা—

'আতের আঙ্গুল কাটিয়া চিলাই
এই কলম বানাইছে
কাপড়ের অঞ্চল কাটিয়া চিলাই
এই কাগজ বানাইছে।—
এই কলম বানাইয়া চিলাই
স্বামীর পত্তর লেখিছে।'

স্বামী চিলাইর পত্র পেল। সে তখন লীলাকে পরিত্যাগ করে চিলাইর কাছে আসতে চাইল। লীলা তাকে অনুমতি দিল না। সুতরাং চিলাই প্রতীক্ষায় রইল, স্বামী তার আর ফিরে এলোনা।

চিলাই রাণী পালাটি কিশোরগঞ্জ থানার বগাদিয়া গ্রামের মোর বানুর কাছ থেকে ১৯৬২ সালের অক্টোবর মাসে সংগৃহীত হয়েছে। এ সময় মোর বানুর বয়স ছিল পঞ্চাশ বছর।

মনোয়ার খাঁ দেওয়ান

মনোয়ার খাঁ ঢাকার দেওয়ান। মনোয়ার খাঁ আজব খাঁ দেওয়ানের কন্যা চান বিবির পাণিপ্রার্থী হলে চান বিবি ও আজব খাঁ দেওয়ান এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলো। এতে মনোয়ার খাঁ কৌশলে এক রাতে চান বিবির মন্দিরে প্রবেশ করে চাঁন বিবির কাছ থেকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি নিয়ে ফিরে আসল।

চান বিবি তার পিতা আজব খাঁ দেওয়ানকে একথা জানাল। দিল্লীর সুজা বাদশার কাছে মেয়ের বিয়ে দেবার জন্য আজব খাঁ পূর্বেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিল। এখন মেয়ের মুখে একথা শুনে সে বাদশাহ্‌র কাছে মনোয়ার খাঁর এ চালাকির কথা জানাল।

বাদশাহ্ মনোয়ার খাঁকে বন্দী করার জন্য সৈন্য পাঠাল। পরাজিত বাদশাহ্ আজব খাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে চট্টগ্রামের একটি মসজিদে ইমামতি করানোর ছলে মনোয়ার খাঁকে বন্দী করল। দীর্ঘ দিন পর মসজিদের দরজা খুলে মনোয়ার খাঁকে জীবিত দেখে মুগ্ধ হয়ে আজব খাঁ তাকে চান বিবির সঙ্গে বিয়ে দিল এবং যৌতুকস্বরূপ বিষয় সম্পত্তির লাখেরাজ করে দিল ও ঢাকার দেওয়ান নিযুক্ত করলো।

পালাগানটি কিশোরগঞ্জ মহকুমার সন্নমারিয়া গ্রাম নিবাসী খোয়াজ উদ্দিনের কাছ থেকে সংগৃহীত হয়েছে। খোয়াজ উদ্দিনের বয়স ৬৫ বছর, পিতার নাম নুর মাহমুদ বেপারী। খোয়াজ উদ্দিন চতুর্থ মান পর্যন্ত লেখাপড়া জানেন, পেশা কৃষিকার্য। প্রায় তিরিশ বছর আগে তাঁর দাদার কাছ থেকে তিনি এটা শেখেন; কোনো মুদ্রিত গ্রন্থ তিনি কখনো দেখেননি।

পালাগানটির মধ্যে আঞ্চলিক ইতিহাসের ক্ষীণ সূত্র থাকা অস্বাভাবিক নয়।

তোতা মিয়া

বানিয়াচঙ্গের জমিদার তোতা মিয়া শক্তিমান পুরুষ। জমিদারী সংক্রান্ত বিষয়ে পিতৃব্য দুধ মিয়ার সঙ্গে তার মনোমালিন্য হয়। একদা শিকারে যেয়ে ভুলক্রমে তোতা মিয়ার ভাই লাল মিয়া একটি মানুষ খুন করলে দুধ মিয়া খুনীর পক্ষ নেয় এবং নিহত ব্যক্তির ভাইকে দিয়ে তোতা মিয়ার বিরুদ্ধে আদালতে মামলা শুরু করে।

তোতা মিয়া খুনের আসামী হল এবং অনেক বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে পুলিস কর্মচারীও খুন করল এবং শেষে পেয়াদা নাদির মামুদকে নিয়ে নাসিরাবাদ আদালতে উপস্থিত হল। সেখানেও জেলের কর্তাকে খুন করলে বিচার অনুযায়ী তাকে লৌহ কারাগারে রাখা হল।

তোতা মিয়ার কারাবাস হলে তার মা মন্ত্রবলে সুন্দরবন থেকে একটি বাঘ পাঠালো। বাঘের ভয়ে আদালত বন্ধ হল। জেলা কর্তৃপক্ষ

বাঘ মারার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করলে তোতা মিয়া সে বাঘ ধরে দিয়ে কারামুক্ত হল এবং জেল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ঢাকার নবাব, চাচা দুধ মিয়া প্রমুখ ব্যক্তিকে খুন করার অনুমতি চাইল। জেল কর্তৃপক্ষ সে অনুমতি না দিয়ে কলকাতার বড়লাটের কাছে পাঠালো, বড়লাট সেটা বিলাতের রাণীর কাছে পাঠালো। সেখান থেকে চারটে খুনের অনুমতি নিয়ে তোতা মিয়া দেশে ফিরে এলো।

কিন্তু মায়ের অনুরোধে তোতা মিয়া চারজনকেই ক্ষমা করে দিল।

পালাগানটি দু'জনের কাছ থেকে সংগৃহীত হয়েছে—মিয়া হোসেন ভুঁইয়া ও ডেঙ্গু ভুঁইয়া। তাদের পিতার নাম যথাক্রমে আবদুল জব্বার মিয়া এবং শুকুর মামুদ। তারা একই গ্রামের অধিবাসী, গ্রামের নাম পাঠধা কুড়ের পাড়, ডাকঘর বৌলাই, জেলা মোমেনশাহী। তাদের পেশা কৃষিকার্য, শিক্ষাগত যোগ্যতা আদৌ নেই। তারা দু'জনেই যশোদল গ্রামের ওয়াজেদ আলী মিয়ার কাছ থেকে এটা শেখেন।

মাধব মালঞ্চি কইন্যা

দুলব রাজা জীবনের শেষপ্রান্তে মাতৃহীন শিশু পুত্র মাধবকে জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ চন্দ্রবানের হাতে দিয়ে যান। জ্যোতিষীর গণনায় মাধব সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হলে অন্য ভাইয়েরা তাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করে। চন্দ্রবান এটা জানতে পেরে তাকে রক্ষা করে কলা রাজার দেশে পাঠিয়ে দেয় এবং সেখানে পালিত পুত্ররূপে বড় হতে থাকে। সেখানকার রাজকন্যা মালঞ্চির সঙ্গে তার প্রণয় হয়। মালঞ্চির অন্যত্র বিয়ের আয়োজন হলে তারা দুজন একত্রে দেশান্তরী হবার মনস্থ করে। কিন্তু ভুল বশতঃ মাধব হাছুইন্যা নাম্নী এক পাটনী কন্যাকে নিয়ে যায়। এক রাক্ষস বধ করে রাজকন্যা ফুলমতীকে বিয়ে করে পরে ছদ্মবেশে মালঞ্চির সঙ্গে দেখা করে এবং মালঞ্চির স্বামী কুইড্যাল রাজকে সমস্ত ঘটনা জানায়। দেশে ফেরার পথে আয়রা রাজকন্যাকে পাশা খেলায় পরাজিত করে বিয়ে করে। তারপর তিন স্ত্রীসহ তার সুখে দিন-যাপন শুরু হল।

মাধব মালঞ্চি কইন্যা পালাগানটি কিশোরগঞ্জের নীকলি থানার গোপদীঘি ডাকঘরের এলাকাধীন ইব্রাহিম মিয়ার কাছ থেকে সংগৃহীত।

ইব্রাহিম মিয়ার বয়স ৬০ বছর, পিতার নাম জাহির মামুদ। ইব্রাহিম মিয়ার পেশা কৃষিকার্য, শিক্ষাগত যোগ্যতা আদৌ নেই। মাধব মালঞ্চি কইন্যার পালাটি তিনি তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছর আগে স্বগ্রামের কাউছার বাপ বরাতীর কাছ থেকে শেখেন। সে সময়ে বরাতীর বয়স ছিল পঞ্চাশ-ষাট বছর, তিনিও লেখাপড়া জানতেন না। মাধব মালঞ্চি পালাটি মোমেনশাহীর বিভিন্ন অঞ্চলে অত্যন্ত পরিচিত ও জনপ্রিয়।

'মাধব মালঞ্চি কইন্যা' পালার মধ্যে গদ্যে বর্ণনা এবং গান দুটোই আছে। গানের মধ্যে মধ্যে গদ্য কিংবা গদ্যের মধ্যে মধ্যে গান বেশ সামঞ্জস্যপূর্ণ। গদ্য এখানে গানের সঙ্গে সুরারোপিত, গদ্য এখানে লোক জীবনের মতই ছন্দোমুখর। এ গদ্যের মধ্যেও গীতিকার চমৎকারিত্ব লক্ষ করা যায়। গায়েন যখন কাহিনীর কোন কোন অংশ গদ্যে বর্ণনা করেন, গায়েনের-বর্ণনা নৈপুণ্যে, তার আনন্দ বেদনা কিংবা আবেগের সংমিশ্রণে তা স্পর্শগ্রাহ্য গানে রূপান্তরিত হয়ে যায়। আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যে এগুলোর মধ্যে সামান্য কিস্‌সার ধর্ম এসে গেছে; কিন্তু তা মূলতঃ পালাগান। ঢাকার লোক-কাহিনী গ্রন্থে প্রায় সমশ্রেণীর একটি গীতিকার গুণ সমন্বিত কিস্‌সা সম্পর্কে মন্তব্য প্রসঙ্গে সম্পাদক বলেছেন...'ঢাকার গ্রামাঞ্চলে কিস্‌সা শিরোনামায় প্রচলিত রচনাদিতে একদিকে যেমন লোক-কথা বা folktale অন্যদিকে তেমনি গীতিকা বা ballad-এরও সন্ধান মেলে। ...সংযোগমূলক 'কথা' সহযোগে প্রধানতঃ গানের মাধ্যমে এসব কিস্‌সা কোন সুকণ্ঠ গায়েন লোক সাধারণ্যে শুনিয়ে থাকেন। গীতিকার স্বীকৃত সংজ্ঞা পর্যালোচনা করলেও এই শ্রেণীভুক্তি করণের তাৎপর্য সহজেই অনুধাবন করা যাবে।[৩৯]

এরপর গীতিকার সংজ্ঞা ইত্যাদির দীর্ঘ আলোচনা করে তিনি দেখাতে চেয়েছেন, 'পূর্ব বাংলার গীতিকা মূলতঃ ballad-এর সগোত্র রচনা হলেও প্রধানতঃ মুসলিম কথা সাহিত্যের প্রভাবযুক্ত, বর্ণনা-প্রধান রচনা'[৪০]।

৩৯. ঢাকার লোককাহিনী—মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পাদিত ভূমিকা—পৃঃ—৩

৪০. ঐ পৃঃ—৭

সুতরাং কোন কোন পালাগানের মধ্যে ক্ষেত্রবিশেষে গদ্যে বর্ণনা কিছু বেশী থাকলেও মূল পালাগানের ধর্ম বা চরিত্র সংরক্ষিত হলে তাকে পালাগান বলতে কোন বাধা নেই। এ ছাড়া আগেই বলেছি, গায়েনের কৃতিত্বে গদ্যে বর্ণনাও মর্মস্পর্শী সংগীত হয়ে ওঠে। প্রসঙ্গক্রমে লোকগীতিকার গায়েন এবং তাদের গান বা কাহিনীর বর্ণনাভঙ্গী ইত্যাদি সম্পর্কে কিছু বলা আবশ্যক। আমাদের বর্তমান আলোচনার শেষে সে সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করা যাবে।

মোমেনশাহীর পশ্চিম পার দিঘুলী অঞ্চল থেকে মোহাম্মদ আমজাদ হোসেন 'মাধব মালেঞ্চার গান' নামে কয়েকটি গান বাংলা একাডেমীর জন্য সংগ্রহ করেছেন। গানগুলো একটি প্রেম কাহিনীর সম্পর্কের সূত্রে পরম্পর গ্রথিত। সংগ্রাহক একে পালাগান বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু পালাগানের পূর্ণাঙ্গ কাহিনীর বিকাশ ও পরিণতি এখানে তেমন লক্ষণীয় নয়। তবু মাধব মালঞ্চি কইন্যা পালাগানের সঙ্গে তুলনীয় পাঠ নির্ণয়ের দিক দিয়ে এর মূল্য অনেক, সেজন্য মাধব মালেঞ্চার গানও আমাদের বর্তমান গীতিকা গ্রন্থের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রাখা হল।

মাধব মালঞ্চি কইন্যা পালার বন্দনা অংশ নিম্নরূপে শুরু হয়েছে :

আয় হায়, হায় হায়রে
কি গুণের রাজা মাধবরে

আর বুলেরে

পরথমে বন্দনা করলাম রে আমি
আল্লা নিরাঞ্জন
যাহার 'কদ্রতে' পয়দা হইল
এ তিন ভুবনরে
কি গুণের রাজা মাধবরে !

আর বুলেরে—

পূবেতে বন্দনা করলাম রে আমি
পূবের ভানুর শ'র
এক দিকে উদয়রে ভানু

চৌদিগে পশরয়ে
কি গুণের রাজা মাধবরে ॥

অন্যদিকে মাধব মালেঞ্চার গানের বন্দনা এভাবে শুরু হয়েছে ঃ

পহেলা বন্দনা করিগো প্রভু নিরঞ্জন
তার শেষে বন্দনা করি রসুলের চরণ গো
রসুলের চরণ।
তার উত্তরে বন্দনা করিলাম
হিমালয় পর্বত
সেই খানেতে রাখছেন আল্লা
মানবের পাথর গো
মানবের পাথর।
ওরে পশ্চিমে বন্দনা করিগো
হজ্জ মক্কার শহর
সেই ঘরেতে নামাজ পড়ে
যত হাজীগণ গো
যত হাজীগণ।
ওরে দক্ষিণে বন্দনা করি গো
ক্ষীর নদীর সাগর
সেই সাগরে বাণিজ্য করে
সাহু সওদাগর গো
সাহু সওদাগর ॥...
এই আসরে গাইব আমি
মালঞ্চের গান গো
মালতোর গান।

এর পর শুরু হয়েছে কাহিনী।

দক্ষিণে পশ্চিমের কোণায়
কুজণ্ট নগর
তথায় এক রাজা ছিল

নামে গঙ্গাধর।
বড় দয়াবান রাজা
করে সুবিচার
প্রজাগণকে দেখেন তিনি
পুত্রের সমান (?)।
কোনমতে কম নাহি
ছিলগো রাজার
পুত্র বিনা ঘর তাহার ছিল অন্ধকার
ছিল অন্ধকার গো
ছিল অন্ধকার।

মাধব মালেঞ্চার গানের সমাপ্তি অংশটি বেশ সুন্দর। চিরন্তন বাঙালী জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রেম এখানে মহীয়ান হয়ে উঠেছে।

...তোমারে ভুলিয়া আমি
কেমনে থাকি ঘরেরে।
ও বন্ধুরে কদম তলা থাক বন্ধু
বাঁশরি বাজাইয়া।
অবলার মন পাগল কর
বাঁশরি বাজাইয়া রে
প্রাণ যারে চায় বন্ধুরে ॥

মাধব মালঞ্চি কইন্যা পালাটির শেষ কয়েকটি চরণ গানে, এর আগে দীর্ঘ একটি অংশ গদ্যে।

...'মাসাধিক কাল আয়রা কইন্যা লইয়া মাধব, সুহে থাইক্যা খাইয়্যা পাঁচ ভাইরে বাপের রাজ্যত্যি দিয়া বড় ভাই আর বড় ভাই বউ চন্দ্রবান কইন্যারে লইয়া গেছে আয়রা কইন্যার রাজ্যে। আয়রা কইন্যার রাজ্য বড় ভাই আর চন্দ্রবান কইন্যারে দিয়া আয়রা কইন্যারে লইয়া কুইট্যাল রাজার দেশে গেছে। এই দেশে তিন কইন্যা লইয়া সুহে থাহে-খায়, আমার কিস্সাও ফুরাইয়া যায়।

আর বুলেরে—

পান অমুক দেও খাইন গো সাইবান
আর ওলং শুবারী
ভুল ত্রুটি ক্ষেমা দিয়া-গো
যাওখাইন তার বাড়ীরে
কি গুণের রাজা মাধবরে।

মাধব মালেঞ্চার গানের বর্ণনা ও অনুভব অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী। কাহিনীটির উপজীব্য প্রেম ও বিরহ। কিশোর হৃদয়ে প্রেমের বিকাশ অত্যন্ত সুন্দর ভাষায় এখানে বর্ণিত হয়েছে। এর প্রতিটি কথা ও সুর যেন হৃদয়ে গভীর স্পর্শ এঁকে দিয়ে যায়।

বন্ধুরে আঙ্গুল কাটিয়ে কলম বানাইয়ে
নয়নের জলে করলাম কালী
অন্তর ছিড়িয়ে লিখন লিখিয়ে
পাঠাইব তোমার বাড়ীতে।
প্রাণে, যারে চায় বন্ধুরে ।।
ও বন্ধুরে, মনে করি ভুলি ভুলি
ভুলিতে না পারি
ওরে কৈমনে ভুলিয়া থাকি
তোমারে পাশরিয়ারে
প্রাণে যারে চায় বন্ধুরে। ---

অথবা—

ও বন্ধুরে তুমি হও বট বৃক্ষ
আমি তারই পাতা
তোমার আমার হইলে দেখা
কহিতাম মনের কথারে
প্রাণে যারে চায় বন্ধুরে।
ভ্রমর হইয়া আইস বন্ধু
আমি হব ফুল
তোমার চরণ ধরতে

না হয় যেন ভুলরে
প্রাণে যারে চায় বন্ধুরে ।। ---

অথবা—

ও বন্ধুরে গাছেরে বললাম বাকল সাকল
মাছেরে বললাম পানি
তুমি আমার সিঁথির সিঁদুর
উদলা ঘরের ছাউনীরে
মনে যারে চায় বন্ধুরে ।।

মাধব মালেঞ্চার গানের অংশবিশেষ সঙ্গীত ও কাব্যগুণের দিক দিয়ে অত্যন্ত মনোরম। অন্যদিকে মাধব মালঞ্চি কইন্যা পালায় কাহিনী-অংশে যথেষ্ট গতি থাকা সত্ত্বেও গদ্যে বর্ণনার কারণে কিছু ক্লান্তিকর এবং একঘেয়ে হয়ে এসেছে।

গকুল চান ও আইধর চান

গকুল চানের স্ত্রী দুধরানী অত্যন্ত রূপবতী। তার রূপের জ্যোতিতে 'আন্ধাইর ঘর পশর হয়।' একদা সে দেশের নবাব মৃগয়া করতে এসে পুকুর ঘাটে দুধরানীর দর্শন পেল। দুধরানীর রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করলে গকুল চানের সংগে নবাবের যুদ্ধ হল। গকুল চান নিহত হল।

অন্যদিকে ভ্রাতার সাহায্যার্থে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হলে দুধরানীও তার সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে আসল এবং স্বামীর মৃতদেহ নিয়ে কাঁদতে শুরু করল। দুধরানীর ক্রন্দনে অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে পরীস্থান থেকে গুলেস্তা নামে এক পরী ওষুধ নিয়ে এলো এবং গকুল চানকে আবার জীবন দান করল। গুলেস্তাকে দেখে আইধর মুগ্ধ হল এবং তার প্রেমে নিমজ্জিত হল।

তারপর গকুল চান এবং আইধর চান নবাব ও তার লোকজনকে হত্যা করে দুধরানী ও গুলেস্তা সহ গৃহে প্রত্যাবর্তন করল।

'গকুল চান ও আইধর চান' পালাগানটি কিশোরগঞ্জের কুটিগিজি গ্রামের ফজর আলী মিয়ার কাছ থেকে সংগৃহীত হয়েছে। ফজর আলী

মিয়ার বয়স ৪০ বছর, পিতার নাম ফালু রাজা। ফজল আলির পেশা কৃষি কার্য, শিক্ষাগত যোগ্যতা আদৌ নেই। পালাগানটি প্রায় পনেরো ষোল বছর আগে করিমগঞ্জ থানার জংগলবাড়ী গ্রাম নিবাসী জহীর-উদ্দীন মিয়ার কাছ থেকে তিনি শিখেছিলেন। সে সময় জহীরউদ্দীন মিয়ার বয়স ছিল ৫০ বছর, তিনিও লেখা-পড়া জানতেন না।

গকুল চান ও আইধর চান পালাটির কাহিনীতে রূপকথার সংমিশ্রণ আছে। আপাতদৃষ্টিতে কোন কোন চরিত্রের হিন্দু নামকরণ দেখা গেলেও তাদের দৈনন্দিন জীবন যাপনের মধ্যে মুসলমান সংস্কৃতির যথেষ্ট প্রভাব দেখা যায়। পালাটির বিভিন্ন স্থানে কবির শক্তির বিকাশ লক্ষণীয়।

মোমেনশাহী গীতিকার মটিফ নির্ণয়

আধুনিক লোকবিজ্ঞানে গীতিকাগুলোর বিষয় অনুসারে 'মটিফ' ইত্যাদি ভাগ করে বিচার বিশ্লেষণ করা হয়। এ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বাংলা লোকগীতিকা আলোচনার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হতে পারে। ইউরোপ-আমেরিকার মটিফ নির্ণয় রীতি অনুসারে ডক্টর আশরাফ সিদ্দিকী বাংলা লোকগীতিকাগুলোকে আটটি 'মটিফে' ভাগ করে দেখাতে চেষ্টা করেছেন।[৪১] ডক্টর সিদ্দিকীর মতে বাংলা গীতিকার আটটি মটিফ হল—

(১) খাঁটি প্রেম-কাহিনী মূলক, (২) ধর্ম ভিত্তিক প্রেম (৩) রূপক প্রণয় গীতিকা, (Symbolic love), (৪) বিবাহোত্তর প্রেম, (Nuptial love), (৫) ঐতিহাসিক গীতিকা, (Historical Ballad) (৬) দস্যু-লোকনায়ক (Pirates), (৭) জায়গার নাম (Place names) ও (৮) অরণ্য ভূমির গান (Songs of the Forecastle and Lumber Shanti)। গ্রন্থকার এ মটিফগুলো সম্পর্কে মোটামুটি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। বলা বাহুল্য, বাংলা লোকগীতিকার এ মটিফ বিভাগ অসম্পূর্ণ। আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি, আরো অধিক সংখ্যক লোকগীতিকা প্রকাশিত না হলে পূর্ব পাকিস্তানের লোকগীতিকার মটিফ সম্পর্কে

৪১. লোকসাহিত্য—ডকটর আশরাফ সিদ্দিকী—পৃঃ ৩০৯—৩২২

সুনিশ্চিত হওয়া চলে না। মোমেনশাহী গীতিকা খণ্ডের প্রথম অন্তর্ভুক্ত লোকগীতিকাগুলো বিশ্লেষণ করলে এর কয়েকটি পালাগান অন্তর্ভুক্ত করা যায়, কিন্তু আবার কিছু সঠিকভাবে এর আয়তনে আসে না।

পালাগান অনুষ্ঠানের পদ্ধতি
ও গদ্যে বর্ণনা

প্রসঙ্গক্রমে মোমেনশাহী-গীতিকার গায়েন এবং সে গান গাহিবার পদ্ধতি সম্পর্কে সামান্য কিছু বলা প্রয়োজন।

পালাগান লোকমানসের অবসর বিনোদনের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম, এ গানের সুরে অবগাহন করে মানুষ দৈনন্দিন জীবনের ব্যর্থতা, হতাশা ও সর্বপ্রকার গ্লানি কিংবা ক্লান্তি ভুলে যায়। সাধারণতঃ সন্ধ্যার পর আকাশ নির্মেঘ থাকলে গাছতলায়, বাড়ীর আঙ্গিনায় অথবা উন্মুক্ত আকাশের নীচে পালাগানের আসর বসে। এ ছাড়া মেঘাচ্ছন্ন বর্ষণ মুখর দিনে যখন তাঁদের জীবনে দীর্ঘ অবসর তখন দিনের বেলায়ও বড় ঘরের দাওয়ায় এ গানের আসর বসে। মুক্ত প্রাঙ্গণে হলে আসরের গুরুত্ব অনুসারে ওপরে আচ্ছাদ নবা সামিয়ানা দেয়া হয়। পালাগানে সারিন্দা ব্যবহার করা হয়, মোমেনশাহীতে সারিন্দার আঞ্চলিক নাম ভেল্ল।

পালাগানে সাধারণতঃ একজন গায়েন ও একাধিক দোহার থাকে। পালাগানের ক্ষেত্রে দোহার অবশ্য প্রয়োজনীয়, দোহার মাঝে মাঝে চুটকি ইত্যাদি দিয়ে রস পরিবেশন করে থাকে। গায়েন থাকে মাঝখানে, দু'পাশে গোলাকার হয়ে বসে দোহার এবং আসরের চারিদিকে কমবেশী ছড়িয়ে থাকে শ্রোতৃমণ্ডলী। নীচের চিত্র অনুসরণ করলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে।

গানের মধ্যে মধ্যে বিশিষ্ট চরিত্রের ভূমিকা নিয়ে গায়েন প্রশ্ন করে এবং দোহারও প্রয়োজনীয় ভূমিকা নিয়ে সে প্রশ্নের উত্তর দেয়। একটি সম্পূর্ণ পালাগানে যতগুলো চরিত্র থাকে স্বাভাবিকভাবেই গানের
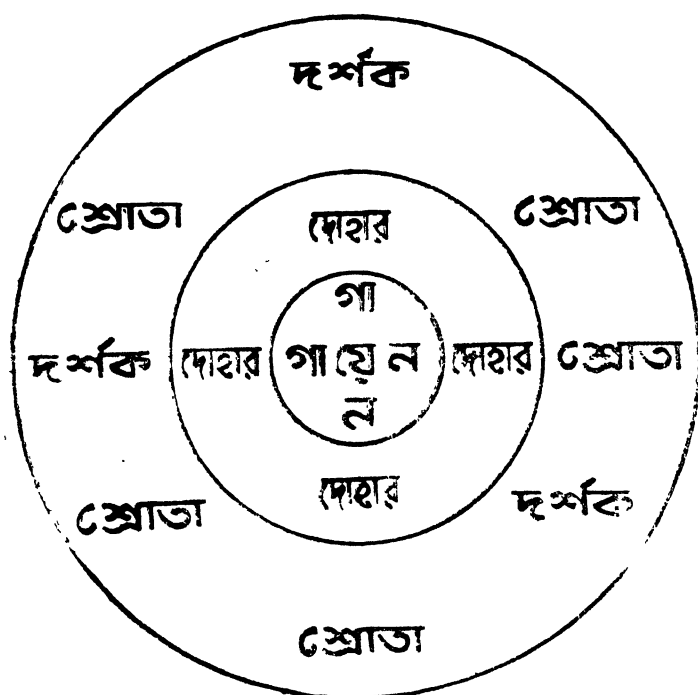
আসরে তত বেশী সংখ্যক দোহার থাকে না বলে হয়তো একই বা দু'জন দোহার গায়েনের সব রকম জিজ্ঞাসার উত্তর দেয়। সুতরাং একা গায়েন যেমন অনবরত যে-কোন চরিত্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারে, তেমনি দোহারের ক্ষেত্রেও এটা সম্পূর্ণ সত্য। একই পালা-গানের অন্তর্ভুক্ত চরিত্রের প্রয়োজন অনুসারে গায়েনের কণ্ঠ কখনো তেজোদ্দীপ্ত কঠিন হয়, আবার কখনো হয় কোমল গান্ধার, মমতা, প্রেম, এবং স্নিগ্ধ সহানুভূতি যার ঐশ্বর্য। পালাগানের ক্ষেত্রে এটি বিশেষ লক্ষণীয়, এ কণ্ঠের সঙ্গে শ্রোতার মনও অনবরত সহিষ্ণু, প্রতিবাদ-মুখর কিংবা সজল হয়ে আসে। একই কণ্ঠে আসে নায়ক-নায়িকার করুণ আর্তনাদ এবং সমাজের কঠোর অনুশাসন, আসে শ্রোতার আনন্দাশ্রুর উপাদান। মাঝে মাঝে দোহারের কণ্ঠ সংযোগে সমস্ত বিষয়টি আরো উপভোগ্য হয়ে ওঠে। পলোগান অনুযায়ী গায়েনের দু'পাশে

কখনো কখনো বড় দুটো বালিশ থাকে, বিশেষ আবেগপ্রবণ মুহূর্তে গায়েন বালিশে হাত দিয়ে মৃদু কিংবা সামান্য জোরে আঘাত করে পরিবেশটিকে রসঘন করে তোলে। প্রকৃতপক্ষে পালাগানের আসরে উপস্থিত থেকে। এ গান উপভোগ এবং অনুভব করা।

অনেক পালাগানের মধ্যে গানের সঙ্গে গদ্যে বর্ণনাংশ থাকে। এ গদ্যও গানের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন। আগেই বলেছি, কথোপকথন বা Dialogue থাকলে গায়েন সেটা দোহারকে জিজ্ঞেস করে এবং দোহার তার উত্তর দেয়। অনেক ক্ষেত্রে কথোপকথন ছাড়াও গদ্য বর্ণনা আছে,[৪২] সেখানে গদ্যে বর্ণনা প্রসঙ্গে বিশেষ একটি সুর-সঙ্গতি রক্ষা করা হয়। সুতরাং এটাকে ঠিক গদ্য বলা চলে না, এটা গানেরই একটা অংশবিশেষ। এ গদ্য অনুভব এবং বক্তব্যে স্পর্শসহ গানের সুরের মতোই প্রত্যক্ষভাবে তা শ্রোতার হৃদয়কে রঞ্জিত করতে পারে। এ গদ্য তাই পালাগানের সঙ্গে আদৌ সামঞ্জস্যহীন নয়, লোকগীতিকার মধ্যে অনেক স্থানেই এর সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে।

'মোমেনশাহী গীতিকা'—বর্তমান খণ্ড সম্পাদনা করতে শুরু করে উপাদানের অভাব অনুভব করেছি, তাছাড়া আমার নিজের সীমাবদ্ধতা তো আছেই। তা সত্ত্বেও এ গ্রন্থ যদি কারো সামান্য আনন্দের কারণ হয়, তার জন্য আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা রইল। বাঙলা একাডেমীর নিয়োজিত লোকসাহিত্য সংগ্রাহক জনাব মোহাম্মদ সাইদুর এ গ্রন্থটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করার জন্য আমাকে নানাভাবে সহায়তা করেছেন। তাঁকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

---

৪২. বর্তমান গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'পেলান খা ও অরন সোনা' এবং 'মাধব-মালঞ্চি কইন্যা' পালাগানে এ ধরনের গদ্যে বর্ণনা আছে।

বন্দনা

তাইরিয়া নাইরিয়া রে না'রে—
নাইরে নাইরে কি নাইয়রে—
কি,— নূরা যায় হরিণ শিকারে রে॥
পরথমে করিলাম দু' বন্দন
হায়রে প্রভু নিরঞ্জন।
যাহার খাতিরে গো পয়দা
এ তিন আর ভূবন রে॥
তার পরে করিলাম দু' বন্দন
হায়রে, নূর আদমের চরণ।
যাহার খাতিরে গো পয়দা
মনিষ্যির জনম রে॥
তার পরে করিলাম দু' বন্দন
পূবের ভানুরশর।
একদিগে উদয় গো ভানু
হায়রে চৌদিগে পশরে রে॥
পূবেতে উদয়রে ভানু
পইছমে[১] অস্ত যায়—
উদলে বদলে দুইটি ভাই।
হায়রে রজনী পশায় রে॥
তার পরে করিলাম দু' বন্দন
উত্তরে হেমালী পর্বত।

১, পশ্চিমে

যেই জায়গাতে আছিন ভাইরে
আলীর মৌলামের পাত্তর রে ।।
সেই জায়গাতে খাইয়া গো আইছে
বস্তু বলদে ধান ।
তার লাইগ্যা কুচুনীর আর গো
মলছিন শিবের কান রে ।।
'তার পরে করিলাম দু' বন্দন
পইছমে মক্কা বালুর শ'র
সেই জায়গাতে আছে ভাইরে
আল্লা পাকর ঘররে ।।
তার পরে করিলাম দু' বন্দন
দইখনে[১] ক্ষীর নদীর সায়র—।
সেই সায়রে করছিন বানিজ
ভাইরে চান্দু সদাগর রে ।।
উইড়া যাররে পশু পংখী—
আর ঝইরা পড়ে[২] পড় ।
ফেইক্যা মারলে সিসার গুলি
ছয় মাসে হয়না তলরে ।।
'তার পরে করিলাম দু' বন্দন
গয়া গঙ্গা-কাশী ।
মুসলমানের তিশ গো রোজা
হিন্দুর একাদশী রে ।।
চাইর কোণা[৩] পিথিমী রে বানলাম
আরও মন করিলাম থির ।
তীরের উপরে বাইন্ধ্যা গাইবাম

১. দক্ষিণ দিকে।
২. পালক।
৩. পৃথিবী।

আশি হাজার পীর রে ॥
আইস বলি দেবের কইন্যা গো
লাইম্যা দেও গো বর।
গায়ে দেও গো দোনা বল
গলায় মধুর স্বর রে ॥
সভা কইরা বইছুইন[৫] গো সাইবান
হিন্দু মুসলমান।
আপনেরার জনাবে আমার—
অদমের ছেলাম রে ॥
এই সভাতে যুদি গো কেহ
কিচ্ছা গানই জানুইন।
আমি তার সাহ্‌রীদ[৬] গো অইলাম
তাইন দু আমার উস্তাদ লাগুইন রে ॥
উস্তাদ অইয়া সাহরিদরে যেবা
আডক[৭] অচ্‌ করে।
আড়িয়া কুদালে পাপীর হায়রে
শির কাইট্যা পরেরে ॥
আমার উস্তাদের নামটি গো সাইবান
সভায় করলাম জারী
আমির মিয়া নাম গো তানের
কুঁড়ের পারে বাড়ী রে ॥
আমি অধমের নামটি গো সাইবান
পরচাইর কইরা যাই।
মিয়া হোসেন মিয়া নাম গো আমার
বিদ্যা বুদ্ধি নাইয়রে ॥

---

৫. বসেছেন।

৬. শিষ্য হলাম।

৭. কেউ যদি বন্ধ করে দেয়।

চাইর দিগ করিগো বন্দন
বন্দি মাও বাপের চরণ।
আল্লার নামটি লইয়া "সোনাই বিবির"
কাহিনী করিলাম স্মরণ[৮] রে॥

পালা শুরু

(১)

সুজা—নূরার শিকারে গমন

ধূয়া—

তামার ডঙ্কায় মাইল রে বাড়ি
ভাইরে নবাবের লোক সাজে
সাজে সাইরি সাইরি রে
কি নুরা যায় শিকারে রে॥

আর—

বানিয়াচঙ্গের লোক ভাইরে আর ও
লাগছে দৌড়া দৌড়ি।
কি কারণে ডঙ্কা বাজে ভাইরে
ও ভাই নবাব সাইবের বাড়ী রে
চইন্দ মুলকের নবাব ছিল ভাইরে
ও ভাই সুজা আর ও নূরা।
তামার ডঙ্কায় বাড়িয়ে দিল
ও,—লোকজনের লাগিয়া রে॥
দৌড়িয়া দৌড়িয়া লোকজন আইল[৯]
নবাব সাইবের বাড়ী।

৮. শুরু
৯. আসল

জিগ্যাসন করে কেবল
ও সাইবান ডঙ্গায় কিসের বাড়ি ॥
নবাব যাইবয়ে লোকজন ও লোকজন
তরফের মিরক শিকারে।
তোমরা না যাইবারে লোকজন
নবাবের সঙ্গেনা সাথেরে ॥
এই না কথা কইয়া গো লোকজন
লোকজন বিদায় কইরাই দিল।
বিদায় কইরা দুইটি ভাইরে সুজা-নুরা
এই যেন যুক্তি না করিল রে।
শুনহাইন শুনহাইন ভাইছাব গো ভাইছাব
কইলাম আপনের আগে
নবলইক্ষ লোকজন গো যাইব
ও ভাই আমরার [১০]না লগেরে
খাওয়া দাওয়ার কিতা গো নিবাইন
লোকজনের লাগিয়ারে ॥
শুন শুন নুরারে ভাইও
শুন কই তোমারে
চল্লিশ শত খাসীরে লইবাম
আরও চল্লিশ ঘোড়া সল্লাবাজ রে[১১]।
ময় মসল্লা যত ইতি
সবনা লইবাম সাথেরে ॥
এইনা যুক্তি কইরারে দুই ভাই
ও ভাই, সল্লাবাজ জোগাইল
মার্ মার্ কইরা দুনা
এই যেন; রাতিহান পশাইলরে[১২] ॥

১০ আমাদের সঙ্গে
১১. তরি-তরকারী
১২. প্রভাত হল

রাতিহান পশাইয়া গো যখন
আরে,—পরভাত হইল
তামার ডঙ্গায় খেইচ্যা গো তবে
আরে বাড়ি[১৩] মাইল রে ॥
তামার ডঙ্গার যখন গো কেবল
আরও বাড়িখান মাইল
হাজারে বিজারে গো লোকজন
সাজিয়া সাজিয়া আইলরে ॥
সাজন কইরা সুজারে-নুরা
মায়ের কাছেই গেল
মায়ের পায়েতে দুইটি ভাইরে
ও ভাই ছেলাম জানাইলরে ॥
শুন শুন মা জননী গো মাইয়া
শুন কই' তোমারে
হাসি মুখে দেহ গো বিদায় ও মাইয়া
যাইতাম হরিণ শিগারে রে ॥
মায়ের[১৪] ট্যেনতে বিদায় গো লইয়া সুজা-নুরা
আর মুখে দিল পান
ঘর.ত না বাহির গো হইল
ও যাদু পুন্নিমারই চাঁন রে ॥
আস্তে ধীরে গেল রে দুই ভাই
বাইর বাড়ীর মাঝারে
আল্লার নামটি লইয়া তবে
ঘোড়ায় ছোয়ার হইল রে।
ও ভাইরে নব লইক্ষ লোক গো লইল
তেপ লইক্ষ ঘোড়া

১৩. আঘাত করল
১৪. মায়ের কাছ থেকে

দুইশত আত্তি গো লইল।
আরও খাসী জোয়ারে জোয়ারে ।।
সম্বাবাঙ্গ লইয়া গো দুইভাই ও দুইভাই
পন্থেই মেলা[১৫] দিল
বানিয়াচঙ্গ ছাড়াইয়া গো তারা
তরফের রাস্তায় পইরা নাইসেন গেল।
আগের মাইনষে কাদারে ভাঙ্গে—ভাইরে
পাছের মাইনষে পেরকী
তার ওই পাছে ধূলারে উড়ায়
তার পাছের মাইনষে সড়ক বানায় রে কি ।।
তার পাছের মাইনষে ভাইরে
আরও কলার বাগ রুইল
তার পাছের মাইনষে ভাইরে ও ভাই
কলার থোরা[১৬] না কাটিল রে ।।
তার পাছের মাইনষে ভাইরে
কলার ছড়ি পাড়ে
তার পাছের মাইনষে ভাইরে
কলা খাইয়া বাকল ফালায় রে ।।
এই মত কইরারে সুজা-নূরা
পন্থে যাইতেই লাগিল
পূবের[১৭] বেইল পইছমে গিয়া
এই যেন ঢলিয়াই পড়িল রে।
লোকজন লইয়া দুই ভাইরে
তরফে দাখেল হইল রে ।।
নূরা কয়রে, নূরা কয়রে লোকজন

---

১৫. রওনা হল

১৬. মোচা

১৭. পূর্ব আকাশের সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়লো

শুন কই তোমরা রে
তাম্বু গাঁড় বিছনারে কর
ও লোকজন রাতি কটাইবার তরেরে।
এই-না কথা শুইনারে লোকজন
লোকজন, কোন কামই করিল,
দশে বাইশে ধইরা গো কেবল
তাম্বু না খাটাইল রে ॥
আর ভাইরে একশত খাসী ভাইরে
জব না করিয়া
সল্লাবাজ দিল কেবল ভাই
ও ভাই রান্ধনের[১৮] লাগিয়ারে ॥
কেহ ভাইরে রান্ধে গো বাড়ে
কেহ বইসে খায়
কেহ করে সাইদারী[১৯] ভাইরে
কেহ পান তাম্বুল জোগায়রে ॥
খাওয়া দাওয়া কইরারে লোকজন
ও লোকজন শুইয়া নিদ-যায়
এক্‌ত একতে আল্লার রাতি
ভাইরে রজনী পশায় রে ॥
রজনী পশাইয়া যখন ভাইরে-
আরও পরভাত হইল
সুজা-নুরা উইঠ্যা তবে
ফজরের নমাজেই বসিল রে
নফল নমাজ পইড়া রে দুইভাই
ও দুই ভাই ছেলাম ফিরাইল,
শুকুর গুজার কইরা তবে

১৮. রান্না করবার জন্যে
১৯. পরিবেশন করে

মনাজাত করিলরে ॥
মনাজাত কইরারে সুজা ভাই রে
নুরার আগেই কয়,
ভাইরে নুরার আগেই কয়,
শুন বলি নূরা গে ভাইরেও ভাই
শুন কই তোমারে।
লোকজন লইয়াগো কেবল এই যেন
জঙ্গল বেড়[২০] কররে ॥
এই কথা শুনিয়ারে নূরা, ভাইরে নূরা
কোন কামই করিল।
লোকজন লইয়া গো তবে ভাইরে
জঙ্গল বেড় দিল রে।
ও নুরা জঙ্গল বেড় দিল রে
ও লোকজন খাছ[২১] খাইতেই লাগিল রে—
পুবের বেইল মাথার উপরে না আইলরে
ও সুজা কইতে লাইগাই গেলরে ॥
শুন শুন নূরারে ভাইও ও ভাই
বলি যে তোমারে
চৈতিক[২২] মাইয়া রৈইদে গো কেবল
ঝিল্ মিল্ ঝিল্ মিল্ কেরে রে ॥
পানির পিয়াসে ভাইরে ও ভাই
কইলজা[২৩] ফাইট্যা যায় রে
পানির পিয়াসে ভাইরে ও ভাই
ছাতি ফাইট্যা যায়রে ॥

২০. ঘেরাও কর
২১. অগ্রসর হতে লাগল
২২. চৈত্র মাসের প্রখর রৌদ্র
২৩. বক্ষ বিদীর্ণ হয়

ঝাড়ি লইয়া তাড়াতাড়ি পানির তালাস কর রে
পানি না আনিলে ভাইরে
মইরা নাইসেন যাইবাম রে ।।
নব লইক্ষ লোক গো মরব তের লক্ষ ঘোড়া
তের লইক্ষ ঘোড়া মরবো দুইশত আত্তিরে
ও ভাই, পানির তালাস কর রে ।।
এইনা কথা শুইনা রে নূরা নূরা
কোন কাম আর করিল,
ঝাড়ি হাতে লইয়া গো কেবল
তাম্বুর বাহির না হইলরে ।।
ঘোড়া না লইয়ারে নুরা,
ভাইরে, নূরা যাইতে লাগিল
এই মুল্লুক ছাড়াইয়া রে নূরা
আর মুল্লুকেই গেল রে ।।
নদী দেইখ্যা যায়রে নূরা
ও নদী যায় শুখাইয়া
দীঘি দেইখ্যা যায়রে নূরা
ও দীঘি যায় শুখাইয়া রে ।।
একে একে কইরা রে নূরা ও নূরা
ভরমিতেই লাগিল
সারা মুল্লুক ঘুইরা গো নূরা ও নূরা
পানি না পাইল রে ।।
পানি না ও পাইয়া রে নূরা ভাই ও
কোন কামই করিল
খালি ঝারি হাতে গো—লইয়া এই যেন
তাম্বুর মাঝে আইল রে ।।
নূরারে দেখিয়াই সুজারে ভাইও

২৪. যেতে লাগল

কহিতেই লাগল,
পানি দেহ পানি দেহ, বইলা সুজা
আগুয়াইতেই[২৫] লাগিল রে।
সুজার কথা শুইনারে নূরা
এই যেন কান্দিতেই লাগল
ভাইও ভাইও বইলা[২৬] কেবল
খালি ঝাড়িটই দেখাইল রে ॥
শুনেন শুনেন ভাইছাব গো ভাইছাব
ও ভাইছাব, বলি যে আপনেরে
কত মুল্লুক ঘুরলাম গো ভাইছাব
পানি না মিলিল রে ॥
নদী দেইখ্যা গেলে গো ভাইছাব
নদী যায় শুখাইয়া
দীঘি দেইখ্যা গেলে গো ভাইছাব
দীঘি যায় শুখাইয়া রে ॥
এই কথা শুনিয়া রে সুজা ও সুজা
কান্দিতেই লাগিল
লোক লস্কর আস্তি গো ঘোড়া
সবই বুঝি মরল রে ॥
লোক লস্কর আস্তি গো ঘোড়া
মইরা যদি যায় রে
এক ফুডা পানির লাইগ্যা খুঁডা রে[২৭] থাকব
বাইন্যাচঙ্গ মুল্লুকে রে ॥
বান্দা কাডি কইরা রে সুজা ও সুজা
লোকজনই ডাকিল
লোকজন ডাইক্যা গো তবে এই যেন সুজার

২৫. এগোতে লাগল
২৬. বলে
২৭. অপবাদ

কইতে লাইগ্যাই গেল রে ॥
শুন শুন লোক গো জন ও লোক জন
শুন কই তোমরারে,
আইত্যার[২৮] পত্র দিয়া গো তোমরা
দীঘি নাইসেন খুদরে[২৯] ॥
এই না কথা শুইনা রে লোকজন
কোন কামই করিল
ধর্ মার্ কইরাই কেবল গো
সেরী[৩০] দীঘি খুদিতেই লাগিল রে ॥
একে একে কইরাই গো লোক জন।
বিশ হাত মাটি যে খুদিল
তবুও দীঘিত গো এক ফুডা পানি
বাইর না হইল রে ॥
সুজায় কান্দেরে সুজায় কান্দে
মাথায় থাপা রে দিয়া
লোক লস্কর আত্যি ঘোড়া মরব গো কেবল
এই পানিরই লাগিয়া রে ॥
ভাইয়ের কান্দন দেইখ্যারে নূরা
কোন কামই না করে
ঝারি হাতে লইয়াই তবে
ঘোড়ায় ছোয়ার হইল রে ॥
উচাঁ বিরখ দেইখ্যারে নূবা ও নূরা
বিরখে ছোয়ার হইল
আগা ডালিত উইঠ্যা ভাইরে
দূরে নজর কইরা চাইল রে ॥

---

২৮. হাতিয়ার
২৯. খনন কর
৩০. বড় দীঘি

বহুত দূরে কাগারে[৩১] কু.ল
পূব মুল্লুকেই উড়ে
এরে দেইখ্যা নূরা রে কেবল
বিরখের[৩২] থাইক্যাই লামল রে॥
বিরখের থাইক্যা লামিয়া রে নূরা
ও নূরা মাথায় পাগড়ী খুল্ল
পাগড়ীর কাপড় চিইরা রে কেবল
নল খাগরায় বান্ধিতেই লাগিল রে॥
নল খাগরায় বান্ধিতে বান্ধিতেই রে নূরা
পূব মুল্লুকে যাইতেই লাগিল
মার্ মার্ কইরা তবে
জালাল শ'রে গেল রে॥
জালাল শ'রে গিয়ারে নূরা
ও নূরা, নজর কইরা চায়
সাগর না দীঘি গো কেবল
দেখিতেই না পায় রে॥
সাগর দীঘির পানিরে দেইখ্যা
নূরা দীঘিতেই নামিল
এক গড়াসে ভাইরে নূরা
তিন চেওল পানি খাইল রে॥
পানি খাইয়া শান্ত গো হইয়া
নূরা দীঘির পাড়েই বইল[৩৩]
বকুল বিরিখের ছায়ায় গো কেবল
ঘুমে ঢইল্যা পড়ল রে—।
লিল[৩৪] লিলাইক্কা বাতাসে গো নূরা

৩১. কাক কোকিল
৩২. গাছ থেকে নামলো
৩৩, বসল

ও নূরা ঝাড়ি মাথায় দেল
নমিযেছেই ভাই রে নূরা
ঘুনাইয়াই পড়ল রে ॥
এই কথা এই স্থানে থুইয়া—
আরেক কথা যাই গাইয়া ॥

(২)

নূরার সোনাইকে দর্শন

এন সুময় আল্লায় গো ব'ল জিবরীল
কেনে রইলা চাইয়া
সোনাই বিবির দুঃখু লেখছি—
যায় দু খণ্ডন হইয়া রে ॥
আইজের দিন গিয়া গো জিবরীল
জালাল না শ'রে
জ্বালা পুড়া দিয়া গো আইও
সোনাইর না বদনে রে ॥
হুকুম পাইয়া জিবরীল গো জীবরীল
পশুই মেলা দিল,
বাতাসে ভবে গো জীবরীল
জালাল শ'রেই গেলরে ॥
জালাল শ'রে গিয়া গো জিবরীল
দাখেল না হইল
সনই—সোনাইর গো বদনে
রন্তের[৩৫] জ্বালা না দিল রে ॥
রন্তের জ্বালা পাইয়া গো কইন্যা
ছটর পটর করে
আবের পাংখা হাতে গো লইয়া

৩৪ মৃদু মন্দ বাতাসে
৩৫. দুর্দান্ত বা প্রচণ্ড

আবের বতাস করে রে ॥
আতর গোলাপ জল গো সোনাই
বদনেই ঢালিল
তবুত রঙ্গের গো জ্বালা
বারণ না হইল রে ॥
তৎক্ষণাতেই সোনাই গো কেবল
সোনাই কোন কাম করিল
কান্দিতে কান্দিতেই গো কইয়্যা
মায়ের কাছেই গেল রে ॥
শুন শুন মাইয়া গো মাইয়া
শুইয়্যা লওছাই কানে
রঙ্গের জ্বালা উঠল গো আমার
সনই ওনা বদনে রে ॥
হুকুম দেওহাইন হুকুম গো দেওহাইন
যাইতাম সানে বান্ধাইল ঘাডে।
ঘাডে গিয়া গোছল গো করলে
রঙ্গের জ্বালা বারন হইবে রে ॥
এই না কথা শুইনা গো মায়ে
মায় কইতেই লাইগ্যা গেল,
সোনাই সোনাই বইলা গো মায়ে
মায়ে বইতেই লাইগ্যা গেল,
সোনাই সোনাই বইলা গো মায়ে
কান্দিয়াই উঠিল রে ॥
শুন শুন সোনাই রে মাইয়া
ও মাইয় শুন কই তোমারে
তোমার বাপে শুনলে গো মাইয়া
কাইট্যা লাইসেন কালব রে ॥
চইদ্দ বচ্ছর বইস[৩৬] গো হইছে

৩৬. বয়স

চন্দ্র সূর্যে না দেখিছে বদন,
এই-ই মতে তোমার গো বাপে
তোমায় করিছেই পালন রে ॥
আজি যদি যাও গো তুমি
সানে বান্ধাইল ঘাডে
মাও ঝিয়ে মাইরা গো ফালব
না করিব দয়ারে ॥
এই না কথা শুইনা রে সোনাই
সোনাই কান্দিতেই লাগিল
ইনাইয়া বিনাইয়া গো তবে
মায়ের কাছে কহিতেই লাগিল রে ॥
এইও মতে যাইবাম গো মাইয়া
সানে বান্ধাইল ঘাডেরে
কাগার কুলি নাও গো জানব
না জানব মুনিষ্যি রে ॥
এই না কথা শুইনারে মায়ের
মনে দয়া হইল
না জানিত মতেই গো যাইতে
এই যেন সোনাই রে কহিল রে ॥
মায়ের হুকুম লইয়ারে সোনাই
সোনাই ডাকে আস্তে সুরে
শুন শুন পাঞ্চরে দাসী
ও দাসী শুন কই তোমারে ॥
অলদী[৩৭] বাড মেন্দী গো বাড
আরও বাড গীলা
চন্দন মেথী বাইট্যা গো তোমরা
সাজাই লহ কোলা রে ॥

---

৩৭. হলুদ

তৎক্ষণাতে পাঞ্চের দাসী
ও দাসী বাড়ীতেই লাগিল
ধীর কোলা সাজাইয়া গে তারা
সোনাই লইয়া ঘাড়েতেই চলিল রে ।।
শাড়ী লইল কলসী গো লইল
আরও লইল সাবান
আগে পাছে পাঞ্চের দাসী
মইধ্যে সোনার চাঁনরে ।।
ও ভাইরে ইরার কলসী লইয়া গো সোনাই
পন্থ মেলা করে
বৈশাগ মাইয় নাইল্যার[৩৮] গো লাগান কইন্যা
আইল্যা ঢইল্যা পড়েরে ।।
ইরার কলসী লইল গো সোনাই
আরও লইল তেল
আলিতে ঢলিতে গো কইন্যা
সান বান্ধাইল ঘাডে গেলরে ।।
সান বান্ধাইল ঘাডে বইল গো সোনাই
পানিতে দিয় পাউ
অলদী মেন্দী লাগায় গো দাসী
ঘইস্যা সারা গাও রে
ঘণ্ডা পানিতে লাইম্যা গো সোনাই
ঘণ্ডা মাঞ্জন করে ।।
থোরা পানিতে লাইম্যা গো সোনাই
থোরা মাঞ্জন করেরে ।
আঁড়ু পানিতে লাইম্যা গো সোনাই
আঁড়ু মাঞ্জন করে ।।
উরাৎ পানিতে লামইয়া গো সোনাই

৩৮. পাট গাছের ন্যায়

উরাৎ মাঞ্জন করেরে।
পেট পানিতে লাইম্যা গো সোনাই
পেট মাঞ্জন করেরে।
গলা পানিতে লাইম্যা গো সোনাই
গলা মাঞ্জন করেরে।।
এন কালে আল্লায় গো বলে জবরীল
কেনে রইলা চাইয়া
ঘুমে আছে ঘুমের গো নুরা
ও নূরা সোনাইর বদন চাওয়াও
রদ না হইবে গো জবরীল
ও জবরীল আমারই লিখন রে।।
এই না কথা শুইনারে জবরীল
পন্থ মেলাই দিল
মাছির বেশেতে গিয়ারে তবে
এই যেন নূরারেই জাগাইল রে।।
ঘুমের[৩৯] তো জাগিয়ারে নূরা ও নূরা
নজর কইরা চাইল
সাগর দীঘির জল গো কেবল
লালই বরণ দেখিল রে।।
এই না দেইখ্যা নূরায়ার নূরায়
আহা[৪০] বাহা করে
সানে বান্ধাইল ঘাডে গো তখন
সোনাই নজরে পড়ের।।
এই না সুময় কালে গো নূরা
নজর কইরা চাইল রে
পরমা সুন্দরী কইন্যাই গো দেখল

৩৯. ঘুম থেকে জেগে
৪০. এদিক ওদিক তাকান

সানে বান্ধাইল ঘাড়েরে ॥
কইন্যা দেইখ্যা নূরায়রে নূরা
বেদিশা না হইল
আছাড় খাইয়া নূরায় গো তবে
জমিনে পইড়াই গেলরে ॥
আর আর দিন উদয় গো ভানু
পূর্বে আর পরছিমে
আজুকা উদয় গো ভানু
সানে বান্ধাইল ঘাড়েরে ॥
কিরূপ দেখিলাম গো আজি
আমার দুই নয়নে
বাঁচেনা বাঁচেনা পরান গো
এই রূপ অপরূপ বিহনেরে ॥
কিরূপ অপরূপ দেখলাম গো আমি
ঝলকিয়া ঝলকিয়া উডেরে
থাকুক থাকুক মনিষ্যির মন গো
দেবতার মনই টলেরে ॥
এমুন সুন্দুরী কইন্যা গো আল্লা
যাহার ঘরেই আছেরে
কাঞ্চা সোনা রস্ত গো করে
ও, তাহারই কারনেরে ॥
কইন্যার রূপ দেইখ্যা গো নূরা ও নূরা
করে হায়রে হায়
কি কারণে [৪১] আইলাম গো আমি
এখন কি করি উপায় রে।
নূরার আপছুছ [৪২], কইন্যায় গো তখন

৪০. এদিক ওদিক তাকান
৪১. আসলাম
৪২. আক্ষেপ

এই যেন শুনিতেই পাইল
দাসারেই ডাকিয়ারে সোনাই
এই যেন কহিতেই লাগিল রে ।।
মা' জননী করছীন গো মানা
না আইতাম সানে বান্ধাইল ঘাডে
মানা না শুসিয়া গো আমি
আইলাম জলের ঘাডেরে ।।
নিরছই[৪৩] জাম্বী যাইব গো আজি
এই সানে বান্ধাইল ঘাডেরে
শুন শুন ওহে গো দাসী
ও দাসী হুকুম দেইও তরেরে ।।
শুন শুন ওহে গো দাসী
ও দাসী হুকুম দেইও তরে
বৈদেশী নাগরের শির কাইট্যা আনরে
আমার ওনা' ধারেরে ।।
এই না কথা শুইনারে দাসী
ও দাসী কোন কামই করিল
তেলুয়ার লইয়া গো তবে
পন্থেই মেলা দিল রে ।।
দাসীরে দেখিয়া নূরার রে নূরার
[৪৪]উরদিশ হইয়া গেল
মাও মাও বইলা গো তবে
দাসীরে কইতেই লাইগ্যা গেলরে ।।
শুন শুন ওহে গো বেটী
ও বেটি শুন কই তোমারে
আজি[৪৫] ওতি ডাকলাম গো তুরে

৪৩ নিশ্চয়
৪৪. হুস হলো
৪৫. আজ

জগতের মা বইলেগো ॥
করম থাইক্যা ধরম রে বাড়ে
যে ও ধরম রাখতে জানে
হাজার হাজার ছোয়াব গো লেখা
আল্লার কিতাব আর কোরানে রে ॥
ভূক্ষারে খিলায় যে খানা
আর পিয়াসীরে পানি
মুরদার গোর কাফন গো দিলে
বেস্তেরই নিশানা রে ॥
এই না কথা শুইন্যা রে দাসীর
মন টইল্যাই গেল
তেরুয়াল খান লইয়াবে দাসী
ও দাসী জিগাইতেই লাগিলরে ॥
কিসের লাইগ্যা আইচছরে বেটা —
বেটা কোথায় বাড়ী ঘর
কি ভায় নাম তুর মাতারে পিতার
কি ভায় নামটি তুর রে ॥
শুন বলি ওহে গো মাইয়া
মাইয়া, শুন কই তোমারে
সুজা নুরা দুই ভাই আমরা
বাড়ী বাইন্যাচংঙ্গ শরেরে ॥
চইদ্দ মুলকের নবাব গো আমরা
বাড়ী বাইন্যাচংঙ্গ শরে
লোক লস্কর লইয়া গো আই[৪৮]ছলাম
তরফের মিরকু শীগারেরে ॥

৪৬. মনের পরিবর্তন
৪৭. কিসের জন্যে এসেছ ?
৪৮. এসেছিলাম

নব লইক্ষ লোক গো মরব মাইয়া
তের লইক্ষ ঘোড়ারে
দুই শত আত্তি গো মরব মাইয়া
দারুন পানিরই লাগিয়ারে ।।
নব লইক্ষ লোক গো মরব মাইয়া
ও মাইয়া, পানিরই পিয়াসে
ঝারি লইয়া আইছলাম গো কেবল
এই পানিরই তালাশেরে ।।
ঝারিটি ভোরাইয়া গো মাইয়া
পানি দেহ মোরে
বহুত ছোয়াব হইব গো তোমার
আল্লারই দরবারে ।।
এই না কথা শুইনারে দাসী
চইক্ষের পানি ছারে
ঝারিটি লইয়াই গেল কেবল
সোনাইর না কাছে রে
সোনাইর কাছেই গিয়া গো দাসী
এই যেন কহিতেই লাগিলরে
শুন শুন সোনাই গো বিবি
ও বিবি শুন কই তোমারে ।।
নব লইক্ষ লোক গো মরব
আরও তের লইক্ষ ঘোড়া রে
তের লইক্ষ ঘোড়া গো মরব—
আরও দুই শত আত্তিরে
সমুদায় মইরা রে যাইব
এই যেন পানিরই কারণেরে ।।
এই না বেটা আইছে গো সোনাই
কেবল পানিরই লাগিয়া

তুমি আছ সতীর গো কইন্যা
এই ঝারিটি দেহ বোড়াইয়া রে ॥
তুমি যদি দেহ গো বিবি
বিবি ঝারিটি বোড়াইয়া
সতী কইন্যার লাইগ্যা গো আল্লায়
পানির, বরকত দিব বাড়াইয়া রে ॥
নব লইক্ষ লোক গো বাঁচব
আরও তের লইক্ষ ঘোড়া
দুইশত আত্তি গো বাঁচব
এই ঝারির পানি খাইয়া রে ॥
এই কথা শুনিয়া গো সোনাই
চইক্ষের পানি না ছাড়িলা
দাসীর হাততো[৪৭] ঝারি গো লইয়া
বিছমিল্লা বলিয়া বোড়াইল রে ॥
ঝারিটি বোড়াইয়া গো সোনাই
দাসীর হাতেই দিল।
সেইনা ঝারি নিয়ারে দাসী
আরে নূরার কাছেই গেল রে ॥
নেও পানিরে বাবা, বাবা
সতী কইন্যায় দিছে বোড়াইয়া
আত্তি ঘোড়া লোক লস্কর বাঁচব গো
এই ঝারির পানি খাইয়া রে ॥
ঝারি হাতেই লইয়ায়ে নূরা নূরায়
কইতে লাইগ্যা গেলরে
শুন শুন মাইয়া গো মাইয়া
শুন কই তোমারে রে ॥
কাহার বা ঝি ধন কাহার বা নন্দন

৪৭. হাত থেকে

কি ভায় নামটি ধরে
বিবাইত[৫০] না আবিয়াইত গো কইন্যা
আছে বাপের ঘরেরে ॥
এই-না কথা শুইনা রে দাসী ও দার্সা,
গোস্বায় জ্বইলা গেল,
নূরারই আগেতে গো দাসী
কইতে লাইগ্যা গেলরে ॥
শুন শুন বৈদেশীরে বেটা ও বেটা
শুন কই তোমারে,
পানি নিতা আইছরে তুমি
এই সব কেনে জিগ্গাসন কররে ॥
শুন শুন ধলো গো মাইয়া ও মাইয়া
শুন কই তোমারে,
সতী কইন্যার নামটি গো কেবল
জাইন্যা যাইতাম চাইছলাম রে ॥
নূরার কথা শুইন্যা গো দাসী
দাসী নরম না হইল রে
সোনাইর পরিচয়টি গো আম্মা
নুরার কাছেই কররে ॥
জালাল শ'রের, জালাল সাইবের কইন্যা
নামে সোনাই বিবিরে;
সতী কইন্যা হয় গো সোনাই
মার নামটি অজুফা সুন্দরী রে ॥
বিয়া না অইছে গো কইন্যার
[৫১]অব্যস্থ না রইছে,
ছৈইদ বিরামের লগে গো কইন্যায়

৫০. বিবাহিত না অবিবাহিত
৫১. রয়েছে

বিয়া[৫২] কড়ার না দিছেরে

এই কথা শুইনারে নুরা ও নুরা
ঝারি লইয়া পন্থ মেলা দিল
মার মার কইরা তবে
তাম্বুতে উপস্থিত হইল রে ॥

পানি দেইখ্যা সুজারে বাদশা
ভাই বলিয়া ডাকিয়াই উঠিল
নুরার[৫৩] টোনতে ঝারিরে লইয়া
এই পানি খাইতেই লাগিল রে ॥
পানি খাইয়া সুজারে বাদশা
এই যেন পিয়াস মিটাইল
পিয়াস মিটাইয়ারে ঝারি
এই যেন লস্করের হাতেই দিলরে ॥
নব লইক্ষ লোকে গো ভাইরে
এই পানি না খাইল রে
তের লইক্ষ ঘোড়া গো ভাইরে
এই পানি খাইল রে ॥
দুই শত আস্তি ভাইরে
এই পানিই খাইল রে
পিয়াস মিটাইয়া ভাইরে ঝারির পানি
দীঘিতেই ঢালিল রে ॥
বিশ হাত গইন দীঘি ভাইরে
পাইন্যে ভইরা গেল
এই পাইন্যে আস্তি ঘোড়ার
গোছল না করাইল রে ॥
এক ঝারির পানি দিয়া ভাইরে

৫২. প্রতিজ্ঞা করেছে
৫৩. নুরার কাছ থেকে

ও ভাই সকলি করিল
তবু তনা ঝারির পানি আর ও
ঝারিতেই রহিলরে ।।
এই না সুময় কালেরে সুজা বাদশা
ভাইরে পুছাই[৫৪] করে,
শুন শুন গুনের ভাইরে,
ও ভাই, বলি যে তোমারে ।।
এক ঝারির পানি তনা ভাইরে লোক লস্কর
সকলে না খাইল
তবু তনা ঝরির রে পানি
একরাও না কমল রে ।।
কোথায় তনে আনছ রে পানি
ভাইরে কইবা আমার আগে,
সত্যি কথা কইবা ভাইরে
গোপন না করিবারে ।।
এই না সুময় কালেরে নূরা
সুজারে ইসারা না করে
ও ভাই সাব[৫৫] আওহাইন যাইগা
নিরালা নিজ্জুম গাছের তলায় রে ।।
সুজারে না লইয়া রে নুরা
ও নুরা নিজ্জুম স্থানে গেল,
আগা[৫৬] পাছা সকল রে কথা
সুজারে কহিতেই লাগিলরে ।।
শুন শুন ভাইছাব গো ভাইছাব
বলি যে আপনেরে,

৫৪. জিজ্ঞাসা
৫৫. আসেন
৫৬. পূর্বাপর

জালাল শরের জালাল সাইবের কইন্যা গো
নামে সোনাই বিবরে ॥
এই মত সুন্দর গো কইন্যা ভাইছাব
না দেখ্‌ছি জীবনে
কিও রূপ অপরূপ দেখলাম গো আমি
এই দুই নয়নে রে ॥
কইন্যার রূপেতে গো ভাইছাব
দীঘির পানি লালবরন ধরে,
এই সোনাই দিছে গো ভাইছাব
আমার ঝারিটি বোড়ায়ে রে ॥
এই না কথা শুইনারে সুজা
সুজায় কহে নুরার আগেরে
শাগারের আর দরকার নাই ভাইরে
চল যাইগা বাইন্যাচং শরের ॥
এই—না শল্লা কইরা রে দুই ভাই
কোন কামই করিল,
তাম্বু তুইল্যা লোকজন গো লইয়া
আপন দেশেই চলিলরে ॥
পূবেতে উদয় রে ভানু ভাইরে
পইছমে চইল্যা গেল
লোকজন লইয়া সুজা গো নূরা
বাইন্যাচং হইল দাখেলরে ॥
লোকজন বিদায় কইরা রে দুই ভাই
আন্দরে না গেল
খাওয়া বাইসা করতে করতেই
রাতি খান হইয়া নাইসে গেলরে ॥

(৩)

সূজা সোনাইর বিয়ের ঘটক পাঠান

নুরারে ডাকিয়াইরে সুজা

এই যেন কহিতেই লাগিল রে॥
শুন শুন গুনের ভাইরে নূরা
ও ভাই বলি যে তোমারে,
বিয়ার[৫৭] রাবরীডা জালাল গো শরে
কারে দেই পাঠাইয়ারে ।।
নুরা কয়রে নূরা কয়রে ভাইছাব
শুনেন কই আপনেরে
আপনেরে করাইবাম গো বিয়া
রাবর পাঠাইবাম কারেরে ॥
কাইল সকালে যাইবাম গো ভাইছাব
যাইবাম জালাল না শরে
বিয়ার রাবর হইয়া গো আমি
বিয়া ঠিক কইরা আইবাম রে ।।
এই না কথা শুইনারে সুজা, সুজায়
কইতে দু-না লাগল রে
শুন শুন নুরা ভাই ওরে
ও ভাই শুন কই তোমারে ।।
শরবে শুইনাছি গো ভাই ও ভাই
জালাল না শরে
তোমার [৫৮]তালই জালাল গো সাইব
গরীব হইয়া গেছেরে ।।
কাইল তুমি যাওনের সুময়
টেকার ছালা সঙ্গে কইরা নিবা,
এক ছালা টেকা গো দিয়া
সাইবে ছেলামালকী দিবারে ।।
যুদি বিয়া [৫৯]শিহার রে করে

---
৫৭. বিয়ের ঘটক
৫৮. ভাই বা বোনের শ্বশুর
৫৯ স্বীকার

কইবা আর ও তারে
ছালার ছালা টেকা গো দিয়া তালই
ধনী বানাইবাম আপনেরে রে ॥
ছোড বড় দলান গো দিবাম
দিবাম সাইরে সাইরে
সার দেওয়াল ফিরাইয়া দিবাম
তান বাড়ীর চাইরা ধারেরে ॥
সানে বান্ধাইল ঘাট গো দিবাম
দিবাম জল টুঙ্গি বান্ধিয়া
বার বাঙ্গেলা ঘর গো দিবাম
দিবাম বৈঠকের লাগিয়া রে ॥
এই বাত কইবা নূরা ভাইরে ও ভাই
জালাল সাইবের আগেরে
ডাম্প[৮০] ডুম্প দিয়া আরও
বুঝাইও তারেরে ॥
তাও জোগার করতে বারতে ভাইরে
রাতি খান হইল
শল্লা পরামিশ্য কইরা দুই ভাই
শুইয়া নিদ গেল রে ॥
পশা পাশ কইরা যখন
রাতি খান পশাইল
ফজরের নমাজ ভাইরে সুজা নুরা
আদায় কইরাই লইল রে ॥
নমাজ পাড়িয়া নূরায়রে নূরায়
কোন কামই করিল
চল্লিশ গজ কাপড় দিয়া গো
এই যেন পাগড়ী না বান্দিল রে ॥

---

৮০. প্রশংসা

সাজন সুজন কইয়ারে নুরা
ঘরতে বাহির হইল
এক ছালা টেকা রে লইয়া নুরায়
ও ঘোড়ায় ছোয়ার হইল রে ।।
একেত দরিয়াবাজ ঘোড়া ভাইরে
যখন চাবুক মারিল
মিরতিঙ্গা ছাড়িয়া রে ঘোড়া
শুইন্যোই উড়িতে লাগিল রে ।।
ও ভাইরে মিরতিঙ্গা ছাড়িয়া ঘোড়া
শুইন্যেতেই উঠিল
মার্ মার্ কইরা তবে ঘোড়া
জালাল শরেই গেলরে ।।
ঘোড়াত্যে লামিয়ারে নুরা ও নুরা
চইলা গেল বাইর বাড়ীর দহলে
"ভালই ভালই" বইলা গো নুরা
ও নুরা ডাকিতেই লাগিলরে
আল্প সুরের ডাক গো শুইনা
খান সামা বাহির হইল
নুরারে দেখিয়া তবে মিয়ায়
ও মিয়ায় জিগ্গাসন করিল রে ।।
কোথায়[৬১] থনে আইছুইন গো মিঞা
কোথায় বাড়ী ঘর রে,
কারে বা ডাকুইন গো মিয়া
ও মিয়া কিসেরই কারন রে ।।
বাইন্যাচংতে[৬২] আইছি গো আমি
বাড়ী বাইন্যাচঙ্গ শরে

৬১. কোথেকে এসেছ
৬২. এসেছি

দেখা করতে আইছি গো আমি
জালাল সাইবের সনে রে ॥
এই না কথা শুইনারে খানসামা
আন্দর চইলা গেল
জালাল সাইবের আগে গিয়া
খবর জানাইল রে ॥
খবর পাইয়া জালাল গো সাইবে
ও সাইবে বাইর বাড়ীতেই আইল
এন কালে নুরায় গো কেবল
ছেলা মালকী না জানাইল রে
ছেলা মালকী লইয়া গো সাইবে
বাইর[৬৩] বাঙ্গেলায় গেল
নুরারে নিয়া গো তবে
বাইর বাঙ্গেলায় বসাইল রে ॥
কোথায় থনে আইছ গো মিয়া
কোথায় বাড়ী ঘর রে
কি কারনে আইছ গো তুমি
আমারই সাইক্ষাতে রে ॥
বাইন্যাচংতে আইছি গো তালই
বাড়ী বাইন্যাচঙ্গ শরে
সুজা নুরা নামটি গো আমরার
লাটের জমিদার রে ॥
[৬৪]শরবে না শুনছি গো তালই
নয়ানে না দেখছিরে
আপনের ঘরে আছে গো কইন্যা
কইন্যা পরমা সুন্দুরী রে ॥

৬৩. বৈঠক খানা ঘরে গেল
৬৪. শব্দে শুনেছি

শরেবে না শুনছিন গো তালই
না দেখছি নয়ানে
বাইন্যাচাঙ্গের সুজারে বাদশা
তারে ত্রিভুবনেই জানেরে ॥
সুজা বাদশার লাগি গো আইছি
[65]বিয়ার কমি হইয়া
কুটুম্বিতা করহাইন গো তালই
কইন্যা বিয়া দিয়া রে ॥
দলান দিবাম কোটা গো দিবাম
দিবাম সাইরে সাইরে
সার দেওয়াল তুলিয়া দিবাম
আপনের বাড়ির চাইরী ধারে বে
সানে বান্ধাইল ঘাট গো দিবাম
দিবাম জল টুঙ্গি বন্ধিয়া
বার বাঙ্গলা ঘর গো দিবাম
আপনের বৈঠকের লাগিয়া রে
ছালার ছালা টেকা গো দিবাম
দিবাম ভাণ্ডার ভরিয়া
কুটুম্বিতা করহাইন গো তালই
সম্মতিটি দিয়া রে ॥
ছেলা মালকীর টেকা আনছি গো তালই
নেওহাইন আন্দর মাঝারে
বিয়ার কড়ার দেওহাইন গো তালই
খুশালিত মনে রে ॥
এই না কথা শুইনা জালাল সাইবে
[66]টেকা সইত্যে আন্দরে না গেল

৬৫. বিয়ের প্রার্থী হয়ে
৬৬. টাকা সহ

ভাঙ্গা ভাণ্ডার আছিন গো কেবল
টেকা ভরিতেই লাগিল রে ॥
[৬৭]বার বছরী উক্কারে চুঙ্গা মিয়ায়
দুরুস্থ করাইল
আধমন খাম্বিরা তামুক গো দিয়া
তাওয়া নাইসেন দিল রে ॥
তামুক সাজাইয়া গো সাইবে
নুরার কাছেই নিল রে
খান সামার আতানেই[৬৮] গো উক্কা
নুরার হাতেই দিল রে ॥
বদনা ভরা পানি গো দিল
নুরারে অজুরই লাগিয়া
অজুটি করাইয়া বসাইল তারে
বাইর বাঙ্গেলায় নিয়ারে ॥
আন্দরে না গিয়া গো জালাল জালাল
খাসি না মারিল
পোলা খুরমা অম্বল লুচি কইরা গো
খানা পিনা করাইল রে ॥
খানা পিনা কইরারে নুরার, নুরায়
জালাল সাইবের আগে কয় রে
বিয়ার কবুল দিলাইন নিগো তালই
কও[৬৯] হাইন আমার আগেরে ॥
শুন শুন পুত্রা রে নূরা
কইলাম তোমার আগেরে
আল্লার নামটি লইয়া আমি

৬৭. বার বছর পুরানো হুঁকা মেরামত
৬৮. মারফত
৬৯. বলেন

বিয়ার কবুল দিলাম রে ॥
তৎক্ষনাতে নূরা কয়রে নুয়া কয়রে
তালই বলি যে আপনেরে
আগামী না রবিবারে
বিয়ার পান লইয়া আমি আইবাম রে ॥
চইদ্দ গাড়া টেকা গো আনবাম তালই
আপনার ওই লাগিয়া
যত ইতি লাগে গো তালই
আনবমে আরও সঙ্গেতেই করিয়ারে ॥
এই-না কথা কইয়ারে নূরা ও নূরা
[৬৯]ছেলামালাকীই দিল
ঘরের বাইরী হইয়া গো কেবল
ঘোড়ায় ছোয়ার হইল রে ॥
একেত দরিয়া বাজারে ঘোড়া
পিষ্ঠে যেন চাবুক মারিল
মিরতিঙ্গা ছাড়িয়ারে ঘোড়া
শূন্যে উড়া করল রে ॥
মিরতিঙ্গা ছাড়িয়ারে ঘোড়া
শূন্যে উড়া করল
নিমিষেতে বাইঙ্গা চংঙ্গা শরে গিয়া
দাখেল না হইল রে ॥
নুরারে দেখিয়ারে সুজারে সুজা
মুছকী মুছকী হাসে
কি খবর আনছ ভাইরে ও ভাই
কওছে আমার আগেরে ॥
মঙ্গল খবর আনছি গো ভাইছাব
কইলাম আপনেরে আগে

৭০, খোঁজ করতে লাগলো

খুশী মনে জালাল গো সাইবে
বিয়ার কবুল দিছে রে ॥
রবিবাইরা দিনে গো ভাইসাব যাইবাম
বিয়ার পন লইয়া
চইন্দ গাড়ী টেকা গো নিবাম
এই যেন সঙ্গেতেই করিয়া রে ॥
এই না কথা শুইনারে সুজা
খুশী না হইল
আনন্দিত মনে ভাইরে—ও ভাই
আন্দরেই না—গেল রে ॥
শনি বাইরা বার গো বাল্লা
সামনে পইড়াই গেল
নূরায় তবে বাড়ীরে বাড়া
গাড়ী বিছারাইতেই[৭০] লাগিল রে ॥
দামপাড়ার উহিল্লার বাপের
ভৈষের[৭১] গাড়িই লইল
লামা পাড়ার অছিরুদ্দির গাড়ি গো কেবল
ঠিকানা করিল রে ॥
চইন্দ গাড়ী লইয়া রে নূরায়
টেকা বুঝাই করে
বার বাল্লা রবিবার পড়তেই দুনা
গাড়ী ছাইড়া দেয়রে ॥
আগে যায়রে নূরা ও নূরা
ঘোড়াটি দৌড়াইয়া
পিছে যায়রে চইন্দরে গাড়ী
টেকার বোঝাই লইয়া রে ॥

---

৭০. খোঁজ করতে লাগলো

৭১. মহিষের গাড়ী নিল

একে একে কইরা গো তারা ভাইরে
জালাল শরেই গেল
জালাল সাইবের বাড়ীত গিয়া
এই যেন ডাকিতেই লাগিল রে ॥
তালই তালই ডাকে গো নূরা
আরও ডাকে আঞ্চ স্বরে
ডাক শুনিয়া জালাল গো সাইবে
বাড়ীর বাহির হইল রে ॥
ছেলা মালকী দিয়ারে নূরায়
নূরায় কহে আঞ্চ স্বুরে
বিয়ার পন আনছি গো তালই
তুইল্যা[72] নেওহাইন ঘরে রে ॥
তৎক্ষনাতে জালাল গো সাইবে
সাইবে গেরাম চইলা গেলো
বাড়ী বাড়ীর লোকজনের কাছেই কেবল
কইতেই লাগিল রে ॥
চইদ্দ গাড়ী টেকা গো তোমরা
আমার ঘরেই তুইল্যা দিবা রে
এক শ' দুই শ' টেকা গো কেবল
তোমরারেই না দিবাম রে ॥
এই না কথা শুইনা বাপে পুতে
কমর কাইচ্যা আইল
চইদ্দ গাড়ী টেকা কেবল সাইবের ঘরে
তুলিতেই লাগিল রে ॥
এন সুমা জালাল সাহেবের বিবি ভাইরে
সাইবের আগেই পুছে রে
পরের ধন তুমি কেনে

---

৭২. ঘরে তুলে নিন

নিজ ঘরেই তুল রে ॥
তোমার ঝিয়ের কাছে গো দেখ
দেখ পুছাইও করিয়া
বাইন্যাচংগের পুজার গো কাছে
বইব নি গো বিয়া রে ॥
এই না কথা শুইনা গো জালাল
জালাল গোস্বায় জইল্যা গেল
চক্ষু লাল কইরা তবে বিবির আগে
কহিতেই লাগিল রে ॥
আমি দুনা ধনী হইতাম চাই গো বিবি
তুমি গরীব হইতা চাও
বিয়ার কবুল দিয়া গো দিছি
আর না করিও রাও রে ॥
খানা পিনার জোগার রে কর
এখন পুত্রারই লাগিয়া রে
রান্ধা বাড়া যখন গো আর ও
তৈয়ার হইয়া গেল
বাইর বাঙ্গেলা ঘরে গো নিয়া
পুত্রারে খাওয়াইতেই লাগিল রে ॥
খানা পিনা কইরা রে নুরা ও নূরায়
পান তাম্বুল লইল
জালাল সাহেবের আগে গো কেবল
বিয়ার তারিখ না চাইল রে ॥
এই না কথা শুইনা গো সাইবে
নূরারে না কয় রে
আন্দর বাড়ীত গিয়া গো আমি
পুছাই[৭৩] কইরা আইও রে ॥

৭৩. জিজ্ঞেস করে আসি

মার মার কইরা গো সাইবে
ও সাইবে আন্দরেই না গেল
বিবিরে ডাকিয়াই গো তবে
কহিতেই লাগিল রে ॥
শুন শুন বিবি গো বিবি
ও বিবি শুন কই তোমারে
সোনাই মায়ের কাছতে কেবল
মতটা লইয়া আইও রে ॥

(৪)

সোনাইয়ের অস্বীকার

এই কথা শুইনা গো মায়ে
সোনাইর মন্দীরে না যায়
এই না সুময় দেখে গো মায়ে
সোনাই শুইয়া নিদ যায় রে ॥
মায়ের আওয়াট[৭৪] পাইয়া রে সোনাই
পালংকে বসিল
কি কারণে আইছ গো মাইয়া
সোনাই জিগ্যাসন করিল রে ॥
মায়ে বুলে সোনাই গো মাইয়া
মাইয়া বলি যে তোমারে
তোমার বাপে বিয়ার কবুল গো দিছে
বাইন্যা চংঙ্গের শরে রে ॥
বাইন্যা চংগের সুজা রে বাদশা
চইদ্দ[৭৫] মুলকেই জারী
থরে থরে দলান গো কোডা
আরও কাট কেওয়ারের চৌপারী ॥

৭৪. শব্দ শুনে
৭৫. চৌদ্দ মুলুকে তার খ্যাতি

এই কথা শুইনা গো সোনাই
চইক্ষের পানি ছাইড়া দিল
অঝুর নয়ানে গো কইন্যা
কান্দিতেই লাগিল রে ॥
কি কথা কইবাম গো মাইয়া
আমরা মাও ঝিয়ে রে
বিয়ার কবুল দিয়া গো থইছি
আমি ছৈইদ বিরামের লগে রে ॥
বিয়ার কবুল দিয়া গো ফলেছি
ও মাইয়া ছৈইদ বিরামের লগে রে
আর দিতাম না কবুল গো মাইয়া
আমার জীবন থাকিতে রে ॥
এস্কুলে না পড়বার কালে গো মাইয়া
কবুল দিছি আমি
জনমের[৭৬] লাইগ্যা ছৈইদ বিরাম হইয়া গেছে
আমার আপন স্বামী রে ॥
আরজাইন্যা গোলামের পুত গো মাইয়া
বাইন্যাচংগ শরে
জীবন গেলও যাইতাম না গো মাইয়া
গোলাম জাতের ঘরে রে ॥
এই কথা শুনিয়া গো মায়ে
কোন কামই করিল
জালাল সাইবের আগে গিয়া
সকল জানাইল রে ॥
সকল কথা শুইন্যা গো সাইবে
আছার খাইয়া পড়লো
কতক্ষণ বাদে উইঠ্যা গো কেবল

৭৬. জন্মের মত

বিবিরেই কহিতে লাগিল রে ॥
তোমরার কথা নাও গো শুনবাম
না লইবাম কানে রে
বিয়ার তারিখ দিয়া গো দিবাম
যা আছে কপালে রে ॥

(৫)

কন্যার অমতেই দেওয়ান নূরাকে
বিয়ের তারিখ দেয়

এই না কথা কইয়া গো সাইবে
বাইর বাঙ্গেলায় গেল
নূরার আগেতে গো কথা
এই যেন কহিতে লাগিল রে ॥
শুন শুন পুত্রা গো পুত্রা
শুন কই তোমারে
বিয়ার তারিখ দিলাম গো আমি
আগামী রবি না বারে রে ॥
রবিবারে আইব গো জামাই
সঙ্গের সাথী লইয়া
বিয়া খান পড়াইয়া গো দিবাম
দিবাম[৭৭] কইন্যা তুলিয়া রে ॥
এই না কথা শুইনা গো নূরা ও নূরা
ঘোড়ায় ছোয়ার হইল
বাইন্যাচংগে গিয়া না তবে
খবর জানাইল রে ॥
শুনেন শুনেন ভাইছাব গো ভাইছাব
শুনেন কই আপনেরে—
রবিবারের তারিখ না আনছি

৭৭. কন্যাকে উঠিয়ে দেব

যাইবাম জামাই লইয়া চইলা রে ॥
এই না কথা শুইনা গো সুজা, ও সুজা
ডঙ্কায় মাইল বাড়ী
নগরের লোক গো আইল
আইল সারি সারি রে ॥
শুন শুন লোক গো জন, ও লোকজন
শুন কই তোমরা রে
জনা জাতি পাঁচ দশ মন ধান গো নিবা
ফজর[৭৮] ভাতার চিড়ার লাইগ্যা রে ॥
এই না কথা কইয়া সুজায় রে সুজায়
কোন কাম আর করিল
জনা জাতি পাঁচ দশ মন ধান গো
চিড়ার লইগ্যাই দিল রে ॥
দুই হাজার মন ধান গো দিল
ছালায়ে পাতিয়া
আগরুম[৭৯] বাগরুম কত গো দিল
ও ফজর ভাতের লাগিয়া রে ॥
পাড়ায় পাড়ায় বানে গো চিড়া
ধাপ্পুর ধুপ্পুর করে
ধাপ্পুর[৮০] ধুপ্পুর শুইনা কাগারে কুলি
বাইগ্যা চংঙ্গ ছাড়ে রে।
এই মতে বিয়ার গো জোগান
তারা জোগাইতেই লাগিল
সাজ সাজ কইরা গো লোকজন

---

৭৮. নতুন বর বা কনের শ্বশুর বাড়ীতে যাওয়ার পূর্বে আনুষ্ঠানিক ভোজন বিশেষ

৭৯. এটা ওটা

৮০. ধুপ-ধাপ শব্দ শুনে পাখীরা বানিয়াচংগ ছেড়ে গেল

সাজিতেই লাগিল রে
"এই কথা এই হানে থইয়া
সোনাইর কথা যাই কইয়া" ॥

(৬)

সোনাই কর্ত্তৃক বিরামের কাছে পত্র প্রেরণ

নাই খায় দানা গো সোনাই
নাই বান্ধে কেশ,
সদাই সর্বদাই কান্দে গো কইন্যা
পাগলিনীর বেশ রে ॥
সদাই সর্বদাই কাইন্দ্যা গো সোনাই
ঝার্ ঝার্ হইয়া গেল
তবু ত জালাল সাইবের গো মনে
দয়া না হইল রে ॥
সোনাইর কান্দনে গো আল্লা
বিরিখের পত্র গো ঝরে
বাইট্যাল আছিন সুরমাইর পানি
সেও ত উজান ধরে রে ॥
সোনাই সতীর কান্দনে ভাইরে
আল্লাহর আরশ কাঁপিয়াই উঠিল
এন কালে আল্লায় জিবরীল রে
ডাকিয়াই কইল রে ॥
আল্লায় বুলে ওহে গো জীবরীল
যাও ত মেলা দিয়া
সোনাইর কাম কইরা তুমি
দিয়া আইস গিয়া রে ॥
এই কথা শুনিয়া রে জিবরীল
কোন কামই করিল

কাগার[৮১] রূপ ধইরাই যে কেবল
জালাল শরেই গেল রে ॥
জালাল শরে গিয়া রে কাগা
দলানের উপরে রইল রে
সোনাইরে ডাকিয়াই তবে
কইতেই লাগিল রে ॥
কি কারণে কান্দরে সোনাই ও সোনাই
কইবা আমার আগে রে
তোমার কান্দনে গো আমার
পরাণ পইড়া যায় রে ॥
আমার দুঃখের কথা রে কাগা
কাগা কার কাছে কইবাম রে ॥
কার কাছে কইলে গো পরে
আমার দুঃখু বারণ হইব রে ॥
শুন শুন সোনাই গো বিবি
বিবি শুন কই তোমারে
আমার কাছে কইলে গো দুঃখু
আমি দুঃখু বারণ করবাম রে ॥
কাগার কথা শুইনা রে সোনাই
সোনাই কহিতেই লাগিল
কান্দিয়া কান্দিয়া গো কইন্যা
বিরামের কথা না কহিল রে ॥
শুন শুন ওহে রে কাগা
শুন কই তোমারে
ছোড্ কালে বিয়ার কবুল গে দিছি
ছৈইদ বিরামের লগে রে ॥
অখনে[৮২] না কবুল গো দিছে বাপজান

৮১, কাক পাখীর রূপ ধরে
৮২, এখন

বাইন্যাচংগের শরে
সেই কারণে কান্দিরে কাগা
ও কাগা কইলাম তুরই আগে রে ॥
কে যাইব কে যাইব রে কাগা
ও কাগা 'নইরাবাদ' শরে
আমার একখান পরনা রে কাগা
কে দিব ছৈইদ বিরামের আগে রে ॥
এই কথা শুনিয়া রে কাগা কাগায়
কহে আঞ্চ স্বরে
আমার ঠুঁটে দেহ গো পরনা
যাইবাম আমি নইরার শরে রে ॥
কাগার কথা শুইনা গো সোনাই
বড়ই খুশী হইল
শাড়ীর আঞ্চল কাইট্যা গো তবে
কাগজ বানাইল রে ॥
নয়ানেরই জল দিয়া কইন্যায়
কালি দু বানাইল
কৌন আঙ্গুল কাইন্যা গো সোনাই
কলম বানাইল রে ॥
কলম বানাইয়া রে সোনাই ও সোনাই
কোন কামই করিল
কান্দিয়া কান্দিয়া গো বিরামের আগে
লিখন লিখিল রে ॥
সকলই লিখিয়া রে সোনাই ও সোনাই
শেষেতেই লিখিল রে
আমার আশা করলে গো বিরাম
দুই তিন দিনের মুধ্যেই আইও রে ॥
দুই তিন দিনের মুধ্যেই গো বিরাম

যদি না আইও জালাল না শরে
কাল কুট বিষ গো খাইয়া
এই জীবন ত্যাজীবাম রে ॥
আর না দেখিবা আর না দেখিবা গো বিরাম
তোমার সোনাইর মুক
জর বিষ খাইয়া আমি
ভুলবাম সল দুঃখু রে।
এই না লিখন লেইখ্যা গো সোনাই
লিখন কাগার মুখেই দিল—
আল্লার নামটি লইয়ারে কাগা
ও কাগা আকাশেই উড়িল রে ॥
ছয় মাসের পন্থ রে কাগা
নিমিষেতেই গেল
নইরার শরের মজিতের চুড়ায়
এই কাগা বসিল রে ॥
আউয়াল ফজরের নমাজ গো বিরাম
এই যেন মজিতেই পড়িল
শুক্কুর গুজর কইরা গো তবে
মজিতের বাহির হইল রে।
এই না সময় কালে রে কাগা কাগা
লিখন থইয়া দিল
লিখন নিয়া বিরাম গো কেবল
আল্ল—পড়িতেই লাগিল রে ॥
লিখন পড়িয়া রে বিরাম
ও বিরাম কান্দিতেই লাগিল রে
কান্দিতে কান্দিতে গো বিরাম
ও বিরাম আন্দর চইলা গেল
বড় ভাইয়ের বউয়ে গো দেইখ্যা

কেবল জিজ্ঞাসন করিল রে ॥
কি কারণে কান্দ রে বিরাম ভাই রে
কইবা আমার আগে
কোলে থইয়া শশুরীরে মরছিন
না[৮৩] কানছিলা কোন দিন রে ॥
কি কারণে কান্দ রে বিরাম ভাই রে
কইবা শীঘ্রই কইবে
তোমার কান্দন দেখলে গো আমার
পরান উইড়া যায় রে ॥
এই না কথা শুইনা গো বিরাম
বিরাম লিখন থইবা দিল
লিখন পড়িয়া দুধ রানী গো কেবল
আডাইশ[৮৪] লাইগ্যা রইল রে ॥
শুন শুন বিরাম ভাইরে ও ভাই
শুন কই তোমারে
কি কারণে ভাবনা-চিন্তা
কর কেবল তুমি রে ॥
আমার সোনার গয়না গো আছে
আরও লইক্ষ টেকার শাড়া
এই না শাড়ী লইয়া যাও গো
জালাল সাইবের বাড়ী রে ॥
সোনার গয়না লইক্ষ টেকার শাড়ী লইয়া
জালাল শরে যাও
সোনাইরে বিয়া কইরা গো বিরাম
তারে লইয়া আইও রে ॥
এই কথা[৮৫] কইয়া রে দুধ রানী আরে

৮৩. কোন দিন দুঃখ পাও নি
৮৪. অবাক হয়ে রইল
৮৫. বলে

বিরামেরে দুধভাত খাওয়াইল
শাড়া গহনা দিয়া গো তবে
বিরামেরে ঘোড়ায় তুইলা দিল রে ॥
একেত দরিয়াবাজ রে ঘোড়
পিঠে যেন চাবুক মারিল
নিমিষেতেই ঘোড়া গো কেবল
জালাল শহরেই গেল রে ॥
সাগর দীঘির পাড় গিয়া গো বিরাম
ঘোড়াটি বিরিখেই বান্ধিল
গেল মিলাইয়া বাতাসে কেবল
বকুল বিরিখের[৮৬] তলে বইল রে ॥
বকুল তলায় বইয়া রে বিরাম
ও বিরাম ঘুমে ঢইল্যা পড়ল
নিজের হস্ত সিথান রে দিয়া
শুইয়া নিদ গেল রে ॥
এন সুময় সোনাই কয় রে সোনাই কয় রে
দাসী কইলাম তোমার আগে রে
সাত দিন ধইরা না খাই দানা না খাই পানি
না করি গোছল রে ॥
এক কলসী পানি আনরে দাসী
ও দাসী যমুনার ঘাডেতে রে
এই না পানি দিয়া রে দাসী
সাফাই[৮৭] গোছল করবাম রে ॥
এই কথা শুনিয়া রে দাসী
কোন কামই করিল
ইরার কলসী কাঁখে গো লইয়া

৮৬. বকুল তলায় বসলো
৮৭. শেষ স্নান করব

সানে বান্ধাইল ঘাডে গেল রে ।।
বলাসই বোড়ইয়া গো দাসী
নজর কইরা চাইল
বকুল গাছের তলে গো বিরাম
এই যেন দেখিতেই পাইল রে ।।
পানি লইয়া দাসী গো আইয়া
সোনাই রে জানায়
বকুল বিরিখের তলে গো কইন্যা
এমুন বৈদেশী শুইয়া নিদ যায় রে ।।
এই না খবর শুইনা রে সোনাইর
মনডা চমকিয়া উঠিল
শীঘ্র কইরা দাসীরে তবেই—
বিরিখের তলে পাঠাইল রে ।।
কইন্যার হুকুম পাইয়া রে দাসী
ও দাসী কোন কাম আর করে
ছৈইদ বিরাম রে লইয়া আইল
আইল কেবল আন্দর মাঝারে রে ।।
বিরাম রে দেখিয়াই গো সোনাই
ও সোনাই ; ছাড়ে আইখের গো পানির
আইজের[৮৮] দিন না আইলে গো বিরাম
ত্যাজিতাম এই পরানী রে ।।
জহর বিষ খাইয়া গো আমি
এই দুঃখু নিবারিতাম
তবত কলঙ্ক মুখ আর ও
মাইনষেরে না দেখাইতাম রে ।।
এই না কথা শুইনা গো বিরাম
ও বিরাম কহে আস্তে স্বুরে

৮৮. আজ যদি না আসতে

তোমার লিখন পাইয়া গো সোনাই
ব্যামনে থাকি ঘরে রে ॥
তোমার লিখন পাইয়া গো কইন্যা
মন না রহিল দমে
কত কষ্ট কইরা গো আইলাম[৮৯]
এই জালাল শরে রে ॥
না খাইছি দানা গো কইন্যা
না পিনছি[৯০] বসন
উড়িয়া না আইলাম গো আমি
পাইয়া তোমারই লিখন রে ॥
তৎক্ষণতেই সোনাই গো বিবি
খানা-পিনার জোগারই করিল
সামনেতে বসিয়া গো কইন্যায়
বিরাম রে খাওয়াইল রে ॥
খানা পিনা করাইয়া গো কইন্যা
বিরামের আগে কয় রে
শুন শুন সাহেব গো সাহেব
শুন কই তোমারে ॥
টেকা লইছে পন গো লইছে বাপজান
আরও লইছে জমিদারী
খাট তুষক পালংগ গো লইছে
আরও লইছে কাট কেপার আর চৌকারী ॥
বাইন্যাচংগের সুজা রে বাদশা
এই না পন করছে
এই—না পন লইয়া গো বাপজান
বিয়ার কবুল না দিছে রে ॥

---

৮৯. আসলাম
৯০. পোশাক পরি নি

বিষ খাইবাম মইরা গো যাইবাম
তবু না যাইবাম সুজার ঘরে
তাড়াতাড়ি কইনা গো সাহেব
ও সাহেব, বিধি বিহিত[৯১] কর রে ।।
সোনাইর কথা শুইয়া গো বিরাম
আইখের পানি ছাড়ে
মামুজির কথা গো সোনাই
তুমি রইক্ষা না কর রে ।।
আমার ধন গো নাইগ বল নাইগ
নাইগা লাডের জমিদারী
কি বল লইয়া গো আমি
তোমার আশা করি রে ।।
তোমার হইল মামুর গো দেশ
ও বিরাম কিসের ভয় কর রে
যত লাগে ঠেকা গো পইসা
সবই দিবাম আমি রে ।।
এই না কথা কইয়া গো কইন্যা
কোন কাম আর করিল
ঘরতে পাঁচশত টেকা গো[৯২] আইন্যা
বিরামের হাতেই দিল রে ।।
দশ বিশ কইরা গো সাহেব ও সাহেব
পঞ্জ[৯৩] গাঁওয়ের পরধানী রে দেও র
টেকা দিয়া গাঁইয়া ভূঁইয়া
ভাও কইরা লও রে ।।
এই না কথা শুইনা গো বিরাম
ও বিরাম গেরামেই না গেল

৯১. উপায় কর
৯২. এনে
৯৩. পাঁচ গাঁয়ের প্রধান ব্যক্তিদিগকে

বড় বড় পরধানীরে টেকা গো দিয়া
কেবল বলিতেই লাগিল রে ॥
আমার মামুয়া ভইনী গো সাইবান
নামে সোনাই বিবিরে
তারই লগে[৯৪] আমার গো বিয়া
সম্পাদন করিয়াই না দিবাইন রে ॥
সাতটা খাসীর মেলা গো দিবাম কেবল
লোকজন খাওনেরই লাগিয়া।
বন্দুক বাজী আওই পানস কুম্ভুইরা বাজী দিবাম
রং উল্লাসের লাগিয়া রে ॥
ফুলের ঝাড়, লণ্ডন বাজী গো দিবাম
দিবাম আওই তুবুরী
হৈ উল্লাসের লাগিয়া গো আনবাম
আরও লাইট্যা[৯৫] বাড়ী রে ॥
লাইট্যা বাড়ী আনবাম গো আরও
হৈ উল্লাসের লাগিয়া
সোনাইর সাথে বিয়াটি কেবল
দেওখাইন সম্পাদন করিয়া রে ॥
টেকা পাইয়া কথা গো শুইনা
পরধানীরা বড়ই খুশী হইল
জালাল সাইবের অমতে গো কেবল
সোনাইর বিয়া জোরাইয়া[৯৬] না দিল রে ॥

(৭)

(সোনাইয়ের বিয়ের সাজন)

আনিল সুবর্ণের গো ঝাপুনী ভাই রে
খুলিল তাঃই ঢাকুনী

৯৪, তার সঙ্গে
৯৫, লাঠি খেলা
৯৬, আরম্ভ করে

দশ নুখেই বাইছ্যা লইল আরও
আবের কাঁখই খানি রে ॥
একে ত আবের রে কাঁখই আরও
চন্দন ফুটার ফুটা
চিরলে চালিয়া গো কেশ
করলই গুটার গুটা রে ॥
চিরলে চালিয়া কেশ ভাই রে।
বাঁয় বান্ধিল খোপা
খোপার উপরে শোভাইয়া দিল ভাইরে
গন্ধরাজ আর চাম্পা রে ॥
পরথমে বান্ধিল খোপা ভাইরে
খোপার নামে উ'নী
পেন[৯৭] পেইন্যা ঢলকে গো খোপায়
লাগে আঁড়ু পানি রে ॥
সেই খোপা বান্ধিয়া গো কইন্যা
খোপার বানে চায়
মন পছন্দ হয় না গো কইন্যার
খোপা খশাইয়া ফালায় রে ॥
তারপরে বান্ধিল খোপা ভাইরে
খোপার নামে হিয়া
পঞ্চ মালে করে লড়াই ভাইরে
সেই খোপায় উঠিয়া রে ॥
সেই খোপা বান্ধিয়া কইন্যা
খোপার বানে চায়
মন পছন্দ হয় না খোপা ভাইরে
খোপা খশাইয়া ফালায় রে ॥
তারপরে বান্ধিল খোপা ভাইরে

৯৭. অবিরাম বৃষ্টির জলে

খোপার নামে রসি
সেই খোপা বান্ধিয়া কইন্যার
মন হইল খুশী রে ॥

আনিল সুবর্ণের ঝাপুনী ভাইরে
খুলিল তারই ঢাকুনী
দশ নূখে বাইছ্যা লইল আরও
ভালা শাড়ী খানি রে ॥
পরথমে পইড়াইল শাড়ী ভাইরে
শাড়ীর নামে গঙ্গার জল
নূখেতে লইলে শাড়ী
আরও করে টলমল রে ॥
পানিতে থইলে গো শাড়ী
শাড়ী পানিতেই মিলায়
শুখনায় থইলে শাড়ী ভাইরে
পিঁপড়ায় টাইন্যা লইয়া যায় রে ॥
সেই শাড়ী পিন্ধিয়া[৯৮] কইন্যায়
শাড়ীর বানে চায়
মন পছন্দ হয়না শাড়ী
শাড়ী দাসীরে পইড়ায় রে ॥
তার পরে পইড়াইল শাড়ী ভাইরে
শাড়ীর নামে গুয়ার ফুল
ছয়মাসে বুনছিল[৯৯] গো শাড়ী
বিশ করম ঠাকুর রে ॥
পানিতে থইলে গো শাড়ী
শাড়ী পানিতেই মিলায়
মুইষ্টেতে লইলে গো শাড়ী

৯৮, পরিধান করে
৯৯, তৈরী করেছিল

শাড়ী মুইষ্টেতেই মিলায় রে ॥
সেই শাড়ী পিন্ধিয়া কইন্যায়
শাড়ীর বানে চায়
মন পছন্দ হয় না শাড়ী
শাড়ী খশাইয়া ফালায় রে ॥
তারপরে পইড়াইল শাড়ী ভাইরে
শাড়ীর নামে উঁনি
চইন্দ রাজার ধন গো লাগছে
সেই শাড়ীর গাঁথুনী রে ॥
সেই শাড়ী পিন্ধিয়া কইন্যায়
শাড়ীর বানে চায়
মন পছন্দ হয় না শাড়ী
শাড়ী দাসীরে পইড়ায় রে ॥
তারপরে পইড়াইল শাড়ী ভাইরে
শাড়ীর নামে হিয়া
চইন্দ রাণীর হইছিন গো বিয়া
সেই শাড়ী পিন্ধিয়া রে ॥
সেই শাড়ী পিন্ধিয়া কইন্যায়
শাড়ীর পানে চায়
মন পছন্দ হয় না শাড়ী
শাড়ী দাসীরে পইড়ায় রে ॥
তারপরে পইড়াইল শাড়ী ভাইরে
শাড়ীর নামে ধ্যুতি
সেই শাড়ীর কিনারে লেখ্‌ছে
লেখ্‌ছে পক্ষী নানান জাতী রে ॥
'কাঁচা চুরা'[১০০] 'জং বাদুরা' ভাইরে
হ'াসের নাইরে তলা

১০০. পাখীর নাম বিশেষ

কুরুয়া পক্ষী লেইখ্যা থইছে
যার বা বড় গলা রে ॥
'কুঁড়া পক্ষী' লেইখ্যা থইছে ভাইরে
টুপ টুপ করে
'পানি খাওরী'[১০১] লেইখ্যা থই:ছ
বুড় দিয়া আধার ধরে রে ॥
'কাঠ কুড়াইল্যা'[১০২] লেইখ্যা থইছে ভাইরে
গাছে ঠুঁকর মারে
'মাইচ্যা রংঙ্গা' লেইখ্যা থইছে
চুঁখ দিয়া আধার ধরে রে ॥
'পেঁচায়' বুলে পেঁচুনী ওরে
সুন্দর বলে কারে ?
যার মুখটা বেশী মুরে
তারেই সুন্দর বলে রে ॥
সেই কথা দরীয়াবাজরে[১০৩]
যখন কর্ণেতেই শুনিল
পেঁচার মাথায় থাফা দিয়া
কেবল আছরাইতে লাগিল রে ॥
পেঁচনী কয় খুড়াইলারে পেঁচা
যা গারে তুই মরিয়া
তুই পেঁচা মইরা গেলে
বাজের ঘরে আমার হইত বিয়া রে ॥
'আইট্যা বগা' 'গাইট্যা' রে বগা
বেশী পানিত চড়ে
টানে থাইক্যা 'কানি বগা'

১০১, পানিতে বিচরণকারী পাখী
১০২. কাঠ ঠোকরা পাখী
১০৩. বাজ পাক্ষী

গাল ফুলাইয়া মরে ॥
সেই শাড়ী পিন্ধিয়া কইন্যা
শাড়ীর বানে চায়
মন পছন্দ হয় না শাড়ী
শাড়ী খশাইয়া ফালায় রে ।।
তার পরে পইড়াইল শাড়ী ভাইয়ে
শাড়ী নামে বেনারসী
সেই শাড়ী পিন্ধিয়া কইন্যার
মনে হইল খুশী রে ।।

এই কথা এই হানে থইয়া
আরেক কথা যাই গাইয়া ।।

(৮)

(সোনাইর বিয়ে দেখার জন্য চার বৃদ্ধার গমন)

(কৌতুক)

এক জনের নাম রাতবী
এক জনের নাম আতবী,
এক জনের নাম সরবতী
আর এক জনের ফলবতী ।
পরথমে সাজিল গো বুড়ী ও বুড়ীর
ঠেংঙ্গে লর্‌বর্‌ লর্‌—বর্‌ করে,
অতি সকালে বাইর হয় না বুড়ী
ধুরাঁ কাওয়্যার [১০৪] ডরে রে ।।
চল চল বুবু গো ও বুবু
চল নাইচে নাইচে আমরা
জামাই দেখ্‌তাম্‌ যাই ও রে ।।
তার পরে সাজিল বুড়ী গো ও বুড়ীর
দুইডা নয়ান ঝুরে

১০৪. কাকের ভয়ে

একটা ঠেং বাড়ি গো বুড়ীর
কেবল লর্‌ বর্‌ লর্‌ বর্‌ করে রে ॥
চল চল বুবু গো ও বুবু
চল নাইচে নাইচে আমরা
জামাই দেখতাম যাই ওরে ॥
তার পরে সাজিল বুড়ী ও বুড়ী
নামে গুয়া ফুল
একটা ঠেংগে দিছে গো বুড়ী
একশ' একটা 'গুল' রে[১০৫] ॥
চল চল বুবু গো বুবু
চল নাইচে নাইচে আমরা
জামাই দেখতাম যাই ওরে ॥
তার পরে সাজিল বুড়ী ও বুড়ী
নামে মধু মালা
জমিলার থাইক্যা ছায়ারে সুন্দর
ফেচ্যুরার[১০৬] থাইক্যা কালা রে ।
চল চল বুবু গো ও বুবু
চল নাইচে নাইচে আমরা
জামাই দেখতাম যাই ওরে ॥

(চার বুড়ী নিজেদের দুঃখ বলতে বলতে যাচ্ছে)

এক বুড়ী উইঠ্যা বলে বুবুলো
তোমার স্বামী ভালা
আমার হইল কানা স্বামী
ছিদ্রি বরণ কালা রে ॥
সারা দিনমান ঘুরে স্বামী গো

---

১০৫. বাত-ব্যাধির জন্যে বাথাযুক্ত স্থানে ছিদ্র করে দেওয়া
১০৬. ভুদর পাখী হতে কাল

আরও বাড়ীর আশে পাশে
সইন্ধা হইলে হাঞ্জার[১০৭] স্বামী
উগার[১০৮] তলডার মাঝে রে ।।
চল চল বুবু গো ও বুবু
চল নাইচে নাইচে আমরা
জামাই দেখতাম যাই ওরে
এও সখী উইঠ্যা বলে বুবু গো
তেওত তোমার স্বামী ভালা
আমার হইল গুজা স্বামী
ছিদ্রি বরন কালা রে ।।
উপুর কইরা থইলে স্বামী গো
চিত্তইয়া[১০৯] না পড়ে
হাতে যুদি ধরি গুজার
যেমন পানসি নাওখান চলে রে ।।
চল চল বুবুগো বুবু
চল নাইচে নাইচে আমরা
জামাই দেখতাম যাই ওরে ।।
এও সখী উইঠ্যা বলে. বুবু গো
তেওত তোমার স্বামীই ভালা
আমার হইল দাউদা[১১০] স্বামী
আরও ছিদ্রি বরণ কালা রে ।।
জৈষ্টি না আষাঢ়িয়া মাসে বুবু গো
দাউদে লয় গো ফোড়া
খাজুয়াইতে খাজুয়াইতে দাউদ গো

১০৭. প্রবেশ করে
১০৮. মাচার নীচে
১০৯. চিৎ হয়ে যায়।
১১০. শরীরে দাদ

আমার জীবনডা করলাম সারা রে ॥
চল চল বুবু গো ও বুবু
চল নাইচে নাইচে আমরা
জামাই দেখতাম যাইওরে ॥
এও সখী উইঠ্যা বলে বুবু গো
তেওত তোমার স্বামী ভালা
আমার হইল বৈদেশের স্বামী
ছিদ্রি বরণ কালা রে ॥
বিয়া কইরাই গেল স্বামী গো
রেঙ্গুনেরই শরে
স্বামী ছাড়া চাইর পাঁচ জনের মা হইলাম
ফুদা খালি সাহসেরই জোরে রে ॥
চল চল বুবু লো ও বুবু
চল নাইচে নাইচে আমরা
জামাই দেখতাম যাইও রে ॥

(৯)

(সোনাইয়ের বিবাহ)

চাইর গাছি রামরে কেলা
আরও দোয়ারেই গাঁড়িয়া
সোনাইরে না দেয় গো বিয়া
কেবল সোনায়েই ঝারিয়া রে ॥
ঢাক বাজে ঢোল গো বাজে আরও
সানাই বাজে রইয়া
ছৈইদ বিরামে করে গো বিয়া
রং উল্লাশই করিয়া রে ॥
ধান ভাঙ্গিয়া চাউল হয়রে ॥
আরও সরিষা ভাঙ্গিয়া তেল
এই না মতে সোনাইর ছৈইদ বিরামের লগে

বিয়া হইয়া গেল রে ।।

(১০)

(বিরামের সঙ্গে সুজার যুদ্ধ)

যখন সোনাই বিবির বিয়া হয় গো
রং উল্লাশ করিয়া
এন কালে সুজায় বইছিল
ফজর ভাতা[১১১] লইয়া রে ।।
বিয়ার বাদ্য বাজ্না রে সুজা
যখন কানেতেই শুনিল
পেশাবেরই ছল গো ধইরা কেবল
ঘরের বাইরী হইল রে ।।
ঘরেতে না বাইর হইয়া রে সুজা
ধ্যান কইরা না শুনে রে
বড় লোকের বিয়ার বাদ্য গো বাজে
তার মনেই টান মারে রে ।।
কই গেলা রে নূরা ভাইরে ও ভাই
শুন বাইরী হইয়া
জালাল শরে নিচ্ছই[১১২] গো
সোনাইর হইতাছে বিয়া রে ।।
ও নূরা জল্দি কইরা যাও রে
ও নূরা শীঘ্র কইরা খবর লইয়া আইও রে ।।
শীঘ্র কইরা খবর লইয়া আইও রে ।
ও রে নূরা গুণের ভাই
এমুন নিদানের গো কালে
তুমি ছাড়া দিনের লইক্ষ নাই রে ।।
এই না কথা শুইনা রে নূরা

---

১১১. আনুষ্ঠানিক ভোজন
১১২. নিশ্চয়।

ওরে নূরা ঘোড়ায় ছোয়ার হইল
মার, মার, কইরা তবেই
পন্থেই মেলা করল রে॥
আধা পন্থ যাইয়া রে নূরা
পন্থের লোকেরেই জিজ্ঞাসন করে
কার বাড়ীতে গো সাইবান
বিয়ার বাদ্য না বাজায় রে॥
শরবে[১১৩] না শুনছি গো মিয়া
না দেখছি নয়ানে রে
জালাল সাইবের পরমা সুন্দরী কইন্যা গো
নামে সোনাই বিবি রে॥
সেই না সোনাইর হয় গো বিয়া
বাদ্যি বাজনা দিয়া
নইরাবাদের ছেইদ বিরাম আইছে গো কেবল
জামাই ও সাজিয়া রে॥
এই না কথা শুইনা গো নূরা
আছার খাইয়া পড়ল রে॥
চইদ্দ গাড়ী টেকা কেবল
না হোক[১১৪] না হোক গেলই রে॥
টেকা গেল পইসা গো গেল
আরও যায় গো কুলমান
আমি নূরা বাইচ্যা থাকলে
এর পরতিশোধ না লইবাম রে॥
এই না কথা কইয়া রে নূরা
নূরায় ঘোড়াটি ফিরাইল
মার, মার, কইরা তবেই

১১৩. শব্দে শুনেছি
১১৪. অকারণ গেল

সোজার কাছেই গেল রে ॥
নূরা কয় রে, নূরা কয় রে ভাইছাব
কইলাম আপনের আগে
সোনাই বিবির হয় গো বিয়া
নাইরার ছৈইদ বিরামের লগে রে ॥
এই কথা শুইনা রে সুজা
ও সুজা জমিনেই পড়িল
ও ভাই রে চইদ্দ গাড়ী টেকা কেবল
না হক, না হকই গেল রে ॥
টেকা গেল পইসা গো গেল
গেল ইজ্জত ভরম রে
কলঙ্গিনী মুখ আমি ক্যামনে দেখাইবাম
বাইন্যাচংঙ্গের শ'রে রে ॥
টেকা খাইছে কবুল গো দিছে জালাল
সোনাই না দিল বিয়া
এর দাদ[১১৫] তুলবাম রে নূরা
সোনাই রাইখ্যা দিয়া রে ॥
বউ লইয়া যখন রে বিরাম যাইব
কেবল নইরাবাদ শ'রে
সোনাই কাইড়া রাখবাম গো আমরা
বারুল্লার মাঝারে রে ॥
ও নূরা শীঘ্র কইরা লোক লস্কর সাজাও রে
ও নূরা শীঘ্র কইরা কামান বন্দুক লও রে।
সোনাই কাইড়া রাখবাম কেবল বারুল্লার ময়দানে রে।
ভাইয়ের কথা শুইনা রে নূরা
ও নূরা কোন কামই করিল
তামার ডাঙ্গার মাইঝে কেবল

১১৫. প্রতিশোধ

খেঁইচ্যাই বাড়ি মাইল রে ॥
ডঙ্গার আওয়াজ পাইয়া গো লোকজন
আইল সুজার বাড়ী
জিজ্ঞাসন করে কেবল ও সাইবান
ডঙ্গায় কিসের বাড়ি রে ॥
সুজায় কয় রে সুজায় কয় রে লোকজন
শুন কই তোমারা রে
যুদ্ধে না যাইবাম গো কেবল
বারুল্লার ময়দানে রে ॥
শীঘ্র কইরা আইও গো লোকজন
যুদ্ধের সাজন লইয়া
পূবের বেইল পইছমে গেল
সুময় যায় দু বইয়া রে ॥
এই না কথা শুইনারে লোকজন
কোন কামই করিল
যুদ্ধের সাজন কইরা গো সবে
সুজার বাড়ী আইল রে ॥
এই সুময় কালে গো সুজা
ও সুজা আন্দরেই না গেল
মায়ের পায়ে ছেলাম গো দিয়া
বিদায় না চাহিল রে ॥
হাসি মুখে দেহ গো বিদায় মাইয়া
যাইবাম বারুল্লার মাঝারে
নাইরাবাদের ছৈইদ বিরামের বউ কেবল
কাড়িয়াই না রাখতাম রে ॥
এই না কথা শুইনা গো মায়ে
ও মায়ে কইল রে
বারণ করি সুজা রে বাবা

না যাইছ বারুল্লার মাঝারে রে ॥
পুইত্যা[১১৬] আছে ঘুমের ভইসটা
খুছাইয়া না তুইল রে
যারই লুন লড়ি খাইয়া তোমার
বাপ দাদার জীবন করছে সার
তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করিও গো
ও বাবা বারুল্লার মাঝারে রে ॥
মায়ের নিষেধ নাও গো শুইনা সুজায়
কোন কামই করিল
লোক লস্কর কামান বন্দুক লইয়া কেবল
পন্থেই মেলা দিল রে ॥
আগে যায় সুজা রে নূরা ভাই রে
পিছে যায় লস্কর
তারই পিছে আস্তিরে ঘোড়া
আরও কামান সাইরে সার রে ॥
একে একে কইরা গো লোকজন
বারুল্লায় না গেল।
নব-লইক্ষ লোক গো কেবল
তাম্বু গাইড়াই রইল রে ॥
এই না খবর যখন গো আরও
জালাল শরেই গেল
আদি অন্ত যত গো কথা বিরাম
বিরাম কানেতেই শুনিল রে ॥
সোনাই লইয়া যখন গো বিরাম
যাইবা আপনারই শরে
সুজায় নূরায় কাইড়া রাখ্‌ব রে সোনাই
ও বারুল্লার ময়দানে রে ॥
এই না কথা শুইনা গো বিরাম

১১৬. নিদ্রিত মোষকে জাগ্রত করো না

ও বিরাম গোস্বায় অইলা গেল
সোনাইর কাছেই গিয়া তবে
কহিতেই লাগিল রে ॥
যাইবার মনে থাকলে গো সোনাই
ও সোনাই আমার সঙ্গে চল রে
থাকতাম না থাকতাম না আমি
নবীন শ্বশুর দেশে রে ॥
কেয়ছা শক্তি হইছে আইজেই
গোলামের জাত সুজায় রে
আমার বউ কাইড়া রাখব বুলে
বারুল্লার ময়দানে রে ॥
তুমি সোনাই লও গো আরও
লও শীঘ্র কই রে
একবার আমি দেখবাম গো কেবল
সুজা আর নূরারে রে ॥
এই না কথা শুইনা গো সোনাই
আনয় বিনয় না করে
দুই দশদিন থাইক্যা যাওহাইন গো সাহেব
নবীন শ্বশুর দেশে রে ॥
অংকার[১১৯] না ছাইড়া গো সাহেব
মন করহাইন পাষাণ রে !
রাবনের পুরী ছারখার গো হইছিন
এই অংকারের কারণেই রে ॥
এক মিনিড না থাকবাম গো সোনাই
নবীন শ্বশুর দেশে রে

১১৭. রাগান্বিত হল
১১৮. থেকে যান
১১৯. অহঙ্কার

যাইবার মনে থাকলে গো কইন্যা
আমার সঙ্গেই চল রে ॥
এইনা কথা শুইনা গো সোনাই
কয় বিরামের আগে রে
মাফা পালকী আনহাইন গো পতি
যাইবাম আপনারই সঙ্গে রে
তৎক্ষণাতেই বিরাম গো কেবল
কোন কামই করিল
পচ্ছিমা দু' ডাইক্যা না তবে
পালকী খান আনাইল রে ॥
পচ্ছিমা দু' ডাইক্যা যেন
পালকী খান আনাইল
মা ও বাপের কাছে গিয়া সোনাই
সোনাই কান্দন জুইরাই দিল রে ॥
বিদায় দেও, বিদায় দেও দয়ার মা বাপ গো
বিদায় দেও আমারে
জনমের লাইগ্যা দেও গো বিদায়
যাইতাম স্বামীর ঘরে রে ॥
জনমের লাইগ্যা দেও গো বিদায়
স্বামীর দেশে যাই চলিয়া
আখেরী দেখা দেইখ্যা দেও গো
এই অধম মুল্লুকের মাইঝে রে
শেষ দেখা হইব গো মাও বাপ
আওয়্যাল আখের দিনে রে ॥
হাতে ধরি পায়ে ধরি গো তোমরার
ধরি আরও গলে রে
জামাই বুয়াল রাইখ্যাও গো কেবল
বইনী রূপাই বিয়া দিয়া রে

এই মিন্নতি করলাম গো কেবল
তোমরাঃই আগেরে।
এই কথা শুইনা গো মাও বাপ
রোদন জুইড়াই দিল।
সোনাই সোনাই বইলা তারা
কেবল কান্দিতেই লাগিল রে।।
আরে মাছে চিনে গইনরে গম্ভির
পইখে চিনে ডাল
মায় জানে সন্তানের বেদন গো
যার কলিজায় শাল রে।
দশ না পাঞ্চ না মায়ের গো
আরও অন্ধের হাতের লরি
তিলেক মাত্র না দেখিলে
সদাই কাইন্দা মরি রে।।
কাইন্দ্য না কাইন্দ্য না গো মাও বাপ
কান্দিলে কি আর হবে
বেডী হইয়া লইছি জনম
এই যেন কালরাজার ঘরে
নিরছই একদিন যাইতে গো হবে
পরেরই না ঘরে রে।।
এই না মতে সোনাই গো কেবল
বিদায় না লইল
বিদায় লইয়া কইন্যায় কেবল
বিরামের আগেই গেল রে।।
সোনাই বিরামের আগে কয়রে
ও সোনাই বিরামের আগে কয়রে—
শুন শুন সাহেব গো সাহেব
শুন কই তোমারে

আইত্যার[১২৩] পত্র লোক গো লস্কর
কিছু সঙ্গে কইরা লহরে ॥
কি আত্যার পত্র লোক লস্কর
সঙ্গে কইরা লহরে
বড় বিপদ আছে গো সাহেব
ও সাহেব রাস্তার মাঝারে ॥
এই না কথা শুইনা গো বিরাম
গর্জিয়াই উঠিল তবে রে
বিনা আইত্যারে যুদ্ধ গো করবাম
গোলাম জাতের লগেই রে ॥
যুদি আইত্যার পত্র গো কইন্যা
সঙ্গে কইরা লইবারে
নিতাম[১২৪] না নিতাম না গো সোনাই
নিতাম না তোমারে রে ॥
এই না কথা শুইনা গো সোনাই
কোন্ কামই করিল
ডরে ভয়ে তিন খান আইত্যার লুগাইয়া[১২৫]
সঙ্গে কইরাই লইল রে ॥
তিন খান আইত্যার লইল গো সোনাই
বুকেতেই ছাপাইয়া
সাত তুলা বিষ লইল গো আরও
কটরায় সাজাইয়া রে ॥
পালকীত গিয়া উঠল রে সোনাই
ও সোনাই ছেলাম জানাইল
পাল্‌কী লইয়া পছিমায়[১২৬] দু কেবল

১২৩. অস্ত্র শস্ত্র
১২৪. তোমাকে নেব না
১২৫. গোপনে
১২৬. পশ্চিম দেশীয় পালকী-বাহক

পন্থেই মেলা দিল রে ।।
পাল্‌কী লইয়া মারুয়ায় গো তবে
পন্থেই মেলা দিল
ও বিরাম সাথে সাথে
যাইতে লাগিল রে ।।
মার মার কইরা যায় গো
বারুল্লার ময়দান মাঝারে
এন কালে সুজার লস্কর সাজে ভাইরে
সাঝে সাইরে সাইরে রে ।।
নব লইক্ষ্য লোক দেইখ্যা বিরাম
ও বিরাম অস্থির হইয়াই গেল
ধরাক্ষ গাছের তলেই কেবল
পাল্‌কীটি লামাইল[১২৭] রে ।।
ঘোড়াতে[১২৮] লামিয়া গো বিরাম
চিন্তা ভাবনাই করে
চিন্তা ভাবনাই কইরা তবে
পালকীর ধারেই গেল রে ।।
পালকীর কেপার খুইল্যা মিয়ায়
আইখ্যের[১২৯] পানি ছাইড়া দিল
এন কালে সোনাইর আগে বিরাম
কইতে লাইগ্যা গেল রে ।।
শুন শুন প্রাণের গো সোনাই
ও সোনাই শুন কই তোমারে
ঘোর বিপদে দেখা না দিছে গো
এই বারুল্লার ময়দানে রে ।।

১২৭. নামালো
১২৮. ঘোড়া থেকে নেমে
১২৯. কাঁদতে লাগল

তোমার কথা নাও গো শুইনা—
কি সর্বনাশ করলাম রে।
একটা আইত্যার থাকলে গো কেবল
নব লইক্ষ লস্কর উড়াইয়া না দিতাম রে ॥
আগেই না কইছলাম গো সাহেব
আইত্যার আনতা সাথেরে
আইত্যার না আনিয়া কেবল
অংকারই না করলাম রে ॥
এই না কথা কইয়ারে সোনাই
কোন্ কামই করিল
পঞ্চ মশল্লার পান গো কেবল
বানাইয়া[১৩০] না দিল রে ॥
পঞ্চ মশল্লার পান গো সোনাই
বানাইয়া না দিল
একটা আইত্যার বাইরী কইরা
বিরামের হাতে তুইল্যা দিল রে ॥
পান খাইয়া আইত্যার গো লইয়া বিরাম
ঘোড়ায় ছোয়ার হইল
আল্লার নামটি লইয়া কেবল
ঘোড়ার পিঠে চাবুক খেঁছিল রে ॥
একেত রনের গো ঘোড়া
আরও যেন চাবুক না খাইল
উঙা কালে রনের ডাক ঘোড়ায়
ডাকিতেই লাগিল রে ॥
ও বিরাম আগ[১৩১] বাড়ান দিয়া ভাইরে
কেবল যাইতেই লাগিল

১৩০. তৈরী করে দিল
১৩১. এগিয়ে যেতে লাগল

এক দাগের লোক গো সুজার
বেড়[১৩২] কইরাই লইল রে ॥
এক দাগের লোক গো সুজার
কেবল বেড় কইরাই লইল
আল্লার নামটি লইয়া বিরাম
লস্কর কাটিতেই লাগিল রে ॥
আধ ঘণ্টার মাইঝে গো বিরাম
লইক্ষ মানুষ তাওয়াই[১৩৩] কইরা ফাল্ল
চৈতিক মাইয়া কেলায় বাগ যেন
ঢালাই না লইল রে ॥
এই না সুময় নুরায় কয়রে নুরায় কয়রে
সুজা বাদশার আগে
আষাঢ় মাইশ্যা কেলার বাগ গো ভাইছাব
ঢালাইয়া না ফালছে রে ॥
তৎক্ষণাতেই সুজায়রে ও সুজায়
যাদু ছাইড়াই দিল
যাদুর তেজে বিরাম হাতের তেরুয়াল গো
হাতেতেই মজাইল রে[১৩৪] ॥
ও বিরাম ফুদা[১৩৫] হাতে চইলা আইল
পালকীই না কাছে রে
সোনাইর কাছেই আইয়া কেবল
বিরাম কইতে লাইগ্যা গেল রে ॥
শুন শুন সোনাইগো বিবি
ও বিবি শুন কই তোমারে
আর একটা আইত্যার দেও গো কেবল

১৩২, ঘেরাও করে নিল
১৩৩, বধ করল
১৩৪, বিনষ্ট করল
১৩৫, বিরাম শুধু হাতে পালকীর কাছে ফিরে এলো

দেখিতাম সুজা আর নূরারে রে ॥
এই না সুময় কালে গো সোনাই
ও সোনাই ; কোন্ কামই করিল
পঞ্চ মশল্লার পান গো কেবল
বানাইয়াই না দিল রে ॥
পঞ্চ মশল্লার পান গো সোনাই
মুখে তুইল্যা দিল
একটা আইত্যার বাইরী গো কইরা
বিরামের হাতেই তুইল্যা দেয় রে ॥
পান খাইয়া, আইত্যার গো লইয়া বিরাম
ঘোড়ায় ছোয়ার হইল
মার, মার, কইরা তবেই
রণের মাইঝে গেল রে ॥
এক দাগের লস্কর গো সুজার
এই যেন ঘিরিয়াই না লইল
তেরুয়ালে ঘুরাইয়া গো বিরাম
লস্কর মারিতেই লাগিল রে ॥
দেখ্‌তে দেখ্‌তে লইক্ষ গো সেনা
জমিনে ঢালাইল।
এই না দেইখ্যা নূরায় গো কেবল
কইতে লাইগ্যাই গেল রে ॥
শুনেন শুনেন ভাইছাব গো ভাইছাব
শুনেন কই আপনেরে—
জৈষ্টি মাইস্যা কেলার বাগ যেন
ঢালাইয়া না ফালছে রে ॥
এই না সুময় সুজায়রে কেবল
যাদু ছাইড়াই দিল
যাদু দিয়া হাতের তেরুয়াল

হাতেই মজাইল রে ॥
ও বিরাম ফুদা হাতে লইয়া আইল
পালকীরই না ধারে
আর উগ্‌লা আইত্যার দেও গো বিবি
দেও গো আমার হাতে রে ॥
সোনাই কয়রে সোনাই কয়রে ও সাহেব
খালি তুকাব্বরী[১৩৬] না করলা রে
উগ্‌লা[১৩৭] তেরুয়াল আছে কেবল
আমার হুকুম না দেওহাইন রে ॥
হুকুম না দেওহাইন গো সাহেব
কইলাম আপনের আগেরে
হুকুম পাইলে যাইবাম আমি
রণ থলার মাঝারে রে ॥
বিরাম কয়রে বিরাম কয়রে সোনাই
জাত্যি না যাইব রে
বেডা থুইয়া বেডী যুদি যায় গো রণে
বংশের খুডা[১৩৮] হইবরে ॥
এই না কথা শুইন্যা গো সোনাই
ও সোনাই নিজ্জুম না হইল
আর একটা আইত্যার বাইর গো কইরা
বিরামের হাতেই তুইল্যা দিল রে ॥
ও বিরাম ঘোড়ায় ছোয়ার হইল
ও বিরাম রণের মাঝেই গেল
ও বিরাম লস্কর কাটিতেই লাগিল রে ॥
এক উয়াসে কাডে গো কাডে গো সেনা

১৩৬. আত্মগৌরব
১৩৭. একটি
১৩৮. অপবাদ

কেবল হাজারে হাজার
লওয়ের[১৩৯] গড়ান হইল গো আল্লা
বারুল্লার মাঝারে রে ॥
এই না দেইখ্যা সুজায় গো কেবল
তবে যাদু ছাইড়াই দিল
যাদুর তেজে হাতের তেরুয়াল গো
হাতেতেই মজাইল রে ॥
খালি হাত হইয়া রে বিরাম ও বিরাম
ঘোড়া ফিরাইল
দেখ্‌ দেখ্‌ কইরাই তবে
সোনাইর কাছেই আইল রে ॥
শুন শুন সোনাই গো বিবি
ও বিবি, শুন কই তোমারে
আর উগ্‌লা আইত্যার গো বিবি
দেও শিঘ্র কইরা রে ॥
নাইগা নাইগা আইত্যার গো স্বামী
কি দিবাম আমিরে
দারুণ বিধি হইল বাদী
আমি দুষ দিবাম কারে রে ॥
এই না কথা শুইনা গো বিরাম
আইখের পানি ছাইড়াই দিল
সোনাই সোনাই বইলা তবে
কান্দিতেই লাগিল রে ॥

বিরামের বিদায় এবং বিষ পানে সোনাইর আত্মহত্যা

(১১)

না কাইন্দ না কাইন্দ গো স্বামী
ফিইরা যাও গো ঘরে

১৩৯, রক্তের স্রোত বইল

মার কুলের ধন গো তুমি
ফিইরা যাও মার কোলে রে ।।
আর না দেখা হইব গো স্বামী
এই মুল্লুকের মাঝারে—
একদিন দেখা হইব গো কেবল
আওয়্যাল আখেরে রে ।।
যাইবার কালে স্বামী গো ও স্বামী
যাইও সত্যি দিয়া
আমার বইনী[১৪০] রূপাই বানুরে
কইর তুমি বিয়া রে ।।
এই কথা বুঝাইয়া গো সোনাই
ও সোনাই পান তুইল্যা দিল
স্বামীর পায় ছেলাম জানাইয়া
বিদায় কইরা দিল রে ॥
ও বিরাম ঘোড়ায় ছোয়ার হইল
ও বিরাম যাইতেই লাগিল
আইখেরই জলে বিরাম
ও বিরাম আন্ধাইর[১৪১] দেখিল রে ॥
ও বিরাম ভাইগ্যা[১৪২] যায় গা দূ কেবল
যায় বারুল্লা ছাড়িয়া
যেই পর্যন্ত দেখা যায় দূ বিরাম
সোনাই রইল চাইয়া রে ।।
বিরামের দিগে চাইয়া রে সোনাই
ও সোনাই কান্দিতেই লাগিল
বার দরিবার পানি যেন

১৪০. বোন
১৪১. অন্ধকার
১৪২. পরাজিত হয়

সোনাইর চইখে চাইল্যা দিল রে॥
যখনই না বিরাম গো কেবল কইন্যার
চইখের আড়াল হইল
সাত তুলা বিষ গো সোনাই
বাইরী কইরাই লইল রে॥
সাত তুলা বিষ গো সোনাই
বাইরী কইরাই লইল
এক ওয়াসে[১৪৩] বিষ গো খাইল
ঘুমে ঢলিয়াই পড়িল রে॥
আশমান কান্দে জমিন গো কান্দে
কান্দে নদীর পানি
সতীর লাইগ্যা সতী কইন্যায় গো
ত্যাজিল পরাণী রে॥
পইখ কান্দে পক্ষিরে কান্দে ভাইরে
কান্দে রইয়া রইয়া
পানির মাছ কান্দন করে
পানিতেই বসিয়া রে॥
দূরে থাইক্যা সুজায়রে নুরায় ভাইরে।
নজর কইর চায়
রণ ছাইড়া ছৈইদ বিরাম দুনা কেবল
ভাগিয়াই না যায় রে॥
এই না দেইখ্যা দুইটি ভাইরে ও ভাই
কোন্ কামই চায়
সঙ্গের লোকজন লইয়াই কেবল
পালকীর কাছেই আইল রে॥
পাল্‌কী লইয়া সুজারে নূরা
এই যেন পন্থেই মেলা দিল

১৪৩. এক নিঃশ্বাসে

বাইন্যা চঙ্গের শর বুইল্যা তারা
যাইতেই লাগিল রে ॥
এক এক কইরা সোনাই গো লইয়া
তারা বাইন্যা চঙ্গেই গেল
বাইর বাড়ীতে থাইক্যা সুজা; কেবল
মায়েরেই ডাকিতে লাগিল রে ॥
আইও আইও মাইয়া গো মাইয়া
আরশী পরশী লইয়া
পালকীত আছে তোমরার গো বউ
নেওত লামাইয়া রে ॥
এই না কথা শুইনা গো মায়ে ও মায়ে
কোন্ কামই করিল।
আরশী পরশী লইয়া গো তবে
বেটি বউ লামাইত[১৪৪] আইল রে ॥
ধান দুর্বা লইয়া গো যখন
পালকীর দরজা ঘুছাইল
মরা লাছ[১৪৫] সোনাইর গো তখন
মায়ে না না দেখিল রে ॥
ও সুজা কোন্ কাম করলে
ও সুজা কি সর্বনাশ করলে রে
পালকীর মাইঝে বউ দু কেবল
মরিয়াই না রইছে রে ॥
এই কথা শুনিয়া সুজায় কান্দেরে
মাথায় আপারে দিয়া
কি সর্বনাশ করলাম রে নুরা
অনহার[১৪৬] ঘুমের বাঘ খুঁছাইয়া রে ॥

১৪৪. বধু বরণ করতে এল
১৪৫. সোনাইর মৃত দেহ
১৪৬. অনর্থ

লোক লস্কর কত গেল ভাইরে।
আরও টেকা চইদ্দ গাড়ী
তেওনা[১৪৭] পাইলাম গো আমি
সোনাই ও সুন্দরী রে॥
এমুন সুন্দরী সোনাই গো যুদি
থাকত আমার ঘরে
সাফল্য জনম গো হইত
হইত এই জনমের মাঝে রে॥
না ছাড়বাম না ছাড়বাম রে নূরা
চৈদ্দ গাড়ী টেকা না ছাড়িবাম
সোনাইর নাঁগের আগ চুলের আগ
কাটিয়াই রাখবাম রে॥
এই কথা না কইয়া রে সুজা ও সুজা
কোন্ কামই করিল
নিদয়া নিষ্ঠুর রে সুজা সোনাইর নাঁক চুলের আগ
কাইট্যা নাইসেন ফাল্লরে॥
নাঁকের আগ চুলের আগ কাইট্যারে সুজা
সোনাই পইড়া রইল
এই যেন বারুল্লার মাঝারে রে॥
"এই কথা এইহানে থইয়া
আরেক কথা যাই গাইয়া"

সোনাই থইয়া বিরাম গো যখন
কেবল ভাগিয়াই চলিল
এন সুময় বড় ভাই ছৈইদ আদম
তেতালায় থাকিয়া দেখিল রে॥
এই না দেইখ্যা ছৈয়দ আদম গো সাইবে
গোস্বায় জ্বইলা গেল রে—

১৪৭, তখু পেলাম না

কেমুন বেডায় যুদ্দ্‌ ছাইড়া
ভাগিয়াই[১৪৮] না আইয়ো রে ॥
কই গেলা গো ওগো বিবি
আমার বন্দুক লইয়া আইও রে
কেমুন বেডায় যুদ্দ্‌ ছাইড়া ভাইগ্যা আইয়ো
তারেই মাইরা ফালবাম রে ॥
সাইবের হুকুম পাইয়া গো বিবি
বন্দুক লইয়া আইল রে
সগল[১৪৯]কথা শুইনা তবে বিবি
কইতে লাইগ্যা গেল রে ॥
ও সাহেব শুন কই তোমারে
তোমার ভাই বিরাম গেছিন জালাল না শ'রে
নিচ্ছই বিরাম ভাইগ্যা না আইতেছে রে ॥
এই-না কথা শুইনা গো ছৈয়দ আদম
আদম ঢলিয়াই না পড়ল রে ॥
কি সর্বনাশ করলেরে বিরাম
বংশের খুডানা করলে রে ॥
হাত উড়াইয়া যুদি ডাক দিতে রে বিরাম
দেইখ্যা দিতাম তারে
কেমুন গোলামের পুত
আটকাইছিন[১৫০] তরে রে ॥
এই না সুময় কালেরে বিরাম
বিরাম, বাড়ীতেই না আইল
রমা রমি কেবল গো মিয়ায়
সাজের ঘরেই গেল রে ॥

১৪৮. পরাজিত হয়ে আসছে।
১৪৯. সকল কথা শুনে
১৫০. বাধা দিয়েছিল

লোহার জাঙ্গা লোহার বিরাম
পরিধন করিল
ঢাল তেরুয়াল বন্দুক বাজী মিয়ায়
সঙ্গে কইরাই লইল রে ॥
বন্দুক বাজী লইয়া গো বিরাম
ও বিরাম ঘোড়ায় ছোয়ার হইল
সঙ্গের সাথী ছৈয়দ আদম গো কেবল
সঙ্গেতেই চলিল রে ॥
এন কালে দুধরাণী গো কেবল
কহে আঞ্চ স্বরে
চাইল্লা[১৫১] খানা খাইয়া যাও গো বিরাম
রণ খোলার মাঝারে রে ॥
না খাইবাম দানা গো ভাউজী
আর না খাইবাম পানি রে
যেই পর্যন্ত বাইন্যাচঙ্গ কেবল
মিছমার[১৫২] না করবাম রে ॥
বিবিরে না রারী[১৫৩] কইরা দুইটিই ভাই রে ।
পন্থেই মেলা দিল
মার, মার, কইরাই তবে
বারুল্লার ময়দানেই গেল রে ।
যত লস্কর আছিন গো সুজার
ও দুই ভাই বেড় করিয়াই লইল
নিমেষেতেই লস্কর গো কেবল
মারিয়াই ঢালাইল রে ॥
লহুয়ের নদী হইল ভাই রে
শুখনারই মাঝারে

১৫১, অন্ন
১৫২, ধ্বংস
১৫৩, বিধবা করে

আস্তি ঘোড়া ভাইস্যা গেল
লউয়েরই গরানে রে ॥
লোক-লস্কর মাইরা গো দুই ভাই
পালকীর ধারেই গেল
ইছমত[১৫৪] কইরা বিরাম ভাই রে
সোনাই জেতা কইরাই ফাল্ল রে ॥
এই না সুময় বিরাম দু' কেবল
কইতেই লাইগ্যা গেল রে ॥
ও সোনাই চল যাইগা
আপনারই দেশে রে ॥
সোনাই কয়রে সোনাই কয়রে পতী
যাইতাম ন' নইরার না শ'রে
আমার নাঁকের আগ চুলের আগ
কাইট্যা ফালছে গোলামের জাতে রে ॥
এই কলঙ্ক লইয়া গো আমি
না যাইবাম নইরাবাদের শ'রে
আমার বইনী রূপাই লইয়া যাও গো
আপনারই ঘরে রে ॥
শেষ দেখা হইব গো স্বামী
হইব আওয়্যাল আখেরে
এই না কথা কইয়া গো সোনাই
ঢলিয়াই না পড়ল রে ॥
এই না সুময় কালে গো দুই ভাই
কোন্ কামই করিল
সোনাইরে কয়বর দিয়া গো তারা
বাইন্যা চঙ্গে যায়
লোকজন মাইরা কেবল

১৫৪. মন্ত্র বলে

সুজার বাড়ীতে হাঞ্জায় রে ।।
এই না সুময় সুজা-নূরা ভাই রে
কোন কামই না করে
ধরাক্ষ গাছের খুড়লে গিয়া
হাঞ্জায়[১৫৫] না তবে রে ।।
ও ভাইরে, সুজা-নূরা দুষ্ট গো দুইরে
ধরাক্ষের খুড়লে হাঞ্জাইল
খড়লে হাঞ্জাইয়া পরে
গাছের কুলুপ লাগাইল রে ।।
ও দুই ভাই সুজার বাড়ী কেবল
ধারে মারে ভাঙ্গিতেই লাগিল
একশ' ভাণ্ডার টেকা গো সুজার
নদীতে ভাসাইল রে ।।
লোক লস্কর মাইরা দুই ভাই
সুজার পুরী নিপাত কইরাই দিল
কোণায় কানায় বিরাম কেবল
সুজা নূরা বিছরাইতেই[১৫৬] লাগিল রে ।।
দাসী-বান্দী ধইরা বিরাম ও বিরাম
ভেদাইতেই লাগিল
জানের ডরে এক দাসী কেবল
কইতেই লাইগ্যা গেল রে ।।
ও সাইবান, বলি যে আপনেরে
সুজা নূরা আছেই কেবল
ধরাক্ষ গাছের মাইঝে রে ।।
এই না কথা শুইনা দুইটি ভাই রে
ধরাক্ষের ধারেই গেল

১৫৫. প্রবেশ করে
১৫৬. খুঁজতে লাগল

লাথ, মাইরা গাছ ফাল্গাইয়া
　　সুজা নূরা বাহির করিল রে ॥
দুইটি ভাইয়ের ঘোড়ার পায়ে রে
　　দুই দুষ্টু বান্ধিয়া
ঘোড়া ছাইড়া দিল দুই ভাই
　　জালাল শ'র বলিয়া রে ॥
ঘোড়ার খুড়ার বাড়িয়ো সুজা নূরার
　　নাঁক মুক ছুইট্যা গেল
এই মতে দুষ্টু দুইয়ের ভাই রে
　　পরাণ বাহির না হইল রে ॥
যে ঘোড়াটি ডোড়াইয়া দুইটি ভাই রে
　　জালাল শরেই গেল।
সোনাই বাইনী রূপাই বিয়া কইরা
　　বিরাম, দেশেতেই চলিল রে ॥
বউ লইয়া দুইটি ভাইরে ও ভাই
　　নইরাবাদেই যায়
সোনাই বিবির কিচ্ছা আমার
　　এইখানে ফুরায় রে ॥
যারা নিজের চইক্ষে দেইখ্যা আইছে রে।
ও ভাইরে বারুল্লার ময়দান রে
একদিনের পথের মাডি গো কেবল
　　সমান কইরা থইছে রে ॥

কাহিনী শুরু

মা ও বাপের আদরের ঝিয়ারী চিলাই রাণী
চিলাই রাণী বালা—
ওগো যাই আপনারই দেশে।
সাত মানুর ভাইগ্নী চিলাই রাণী
চিলাই রাণী বালা—
লওগো যাই আপনারই দেশে
সাত চাচার ভাতিজী[১] চিলাই রাণী
চিলাই রাণী বালা—
লওগো যাই আপনারই দেশে।
সাত ভাইয়ের বইনা[২] চিলাই রাণী
চিলাই রাণী বালা—
লও গো যাই আপনারই দেশে।
না যাইবাম না যাইবাম সাধু
সাধু বালা—
না যাইবাম তোমার দেশে।
না যাইবাম না যাইবাম সাধু
সাধু বালা—
না যাইবাম তোমারই বাড়ীতে ॥
মা ও বাপের গৈরবে চিলাই রাণী
চিলাই রাণী বালা—
না চিনিলে সু-স্বামী।

১. ভাইয়ের কন্যা
২. ভগ্নী

সাত মামুর গৈরবে চিলাই রাণী
চিলাই রাণী বালা—
না চিনিলে সু-স্বামী।
সাত চাচার গৈরবে চিলাই রাণী
চিলাই রাণী বালা—
না চিনিলি সু-স্বামী ।।
চিনিবে চিনিবে চিলাই রাণী
চিলাই রাণী বালা—
হারাইয়্যা বিছরাইবে—
চিনিবে চিনিবে চিলাই রাণী
চিলাই রাণী বালা—
কান্দিয়া বিছরাইবে।
শুন শুন শ্বাশুরী গো
শ্বাশুরী বালা—
কইয়া বুঝাই আমি।
আমি তনা যাইবাম বালা
সফরে[৩] বাণিজ্যে—
আমি তনা যাইবাম বালা
মোকামের[৪] বাণিজ্যে।
আমি তনা যাইবাম বালা
লীলারই না দেশেতে ।।

সাধুর বাণিজ্য যাত্রার আয়োজন

শুন শুন চিলাই রাণী
চিলাই রাণী বালা—
শুন কই তোমারে।
আমি তনা যাইবাম বালা

৩. শহরের বাণিজ্যে
৪. গ্রামের বাণিজ্যে

সফরে বাণিজ্যে—
আমি তনা যাইবাম বালা
মোকামের বাণিজ্যে।
আমি তনা যাইবাম বালা
লীলারই না দেশেতে—
লীলারই না দেশে যাইয়্যা আমি বালা
লীলা করবাম বিয়া ॥

শুন শুন জামাই গো
জামাই বালা—
শুন কই তোমারে।
শুন শুন জামাই গো
জামাই বালা—
কইয়্যা বুঝাই তোমারে—
চিনিব চিনিব জামাই গো
জামাই বালা—
বুঝা[৫] অইয়্যা চিনিব।
চিনিব চিনিব জামাই গো
জামাই বালা—
সিয়ান[৬] হইয়া চিনিব।
চিনিব চিনিব জামাই গো
জামাই বালা—
বালেগা[৭] হইয়া চিনিব।
না যাইয়ো না যাইয়ো জামাই
জামাই বালা—
না যাইয়ো সফরের বাণিজ্যে।

৫. বুদ্ধি হইয়া
৬. বড় হইয়া
৭. সাবালিকা হইয়া

না যাইয়ো না যাইয়ো জামাই
জামাই বালা— ।
না যাইয়ো লীলারই না দেশে ।।

না শুনলো না শুনলো জামাই
জামাই বালা— ।
না শুনলাইন শ্বশুরীর বাত[৮] ।
না শুনলো না শুনলো জামাই
জামাই বালা—
না শুনলাইন শ্বশুরীর বচন ।।

লীলার দেশে আগমন

শুন শুন মায়া গো
মায়া বালা—
কইয়্যা[৯] বুঝায় তোমারে ।
কিনা স্বপন দেখলাম আজি মায়া
মায়া বালা—
আমারই সাধু রে ।
আমার সাধু গেছে মারা
মায়া বালা—
লীলারই না দেশে ।
লীলারই দেশে গিয়া মায়া
মায়া বালা—
লীলা করছুইন[১০] বিয়া
এই না স্বপন দেখলাম মায়া
মায়া বালা— ।
পালংগে শুইয়া ।

৮. কথা
৯. বলিয়া
১০. করেছেন

চিলাইর পত্র প্রেরণ

আতের আংগুল কাটিয়া চিলাই
চিলাই রাণী বালা—
এই কলম বানাইছে[১১]।

কাপড়ের আঞ্চল কাটিয়া চিলাই
চিলাই রাণী বালা—
এই কাগজ বানাইছে।

শইল্লের মইল[১২] তুলিয়া চিলাই
চিলাই রাণী বালা—
এই কালি বানাইছে।

চইক্ষের জল দিয়া চিলাই
চিলাই রাণী বালা—
এই কালি গুলিছে।

এই কালি বানাইয়া চিলাই
চিলাই রাণী বালা—
স্বামীর পত্তর লিখিছে
এক পাতা লিখিতে চিলাই
চিলাই রাণী বালা—
হাস্থইন মনে মনে।

দুইয় পাতা লিখিতে চিলাই
চিলাই রাণী বালা—
ভাবুইন মনে মনে।
তিন পাতা লিখিতে চিলাই
চিলাই রাণী বালা—
কান্দুই মনে মনে।

১১, তৈরী করিছে
১২, শরীরের ময়লা

চাইর পাতা লিখিতে চিলাই
চিলাই রাণী বালা—
চইক্ষের জল পুঁছে[১৩]।

পাঁচ পাতা লিখিয়া চিলাই
চিলাই রাণী বালা—
জোরে কাইন্দা উডে।
এইনি পত্তর লেখিয়া চিলাই
চিলাই রাণী বালা—
বাইরী আইয়া চায়।
বাইরী আইয়া দেহে চিলাই
চিলাই রাণী বালা—
মনিষ্যিত নাই
চতুরবানে[১৪] চাইয়্যা দেহে চিলাই
চিলাই রাণী বালা—
মুনিষ্যিত নাই।
সব জমিনে চাইয়্যা দেহে চিলাই
চিলাই রাণী বালা—
মনিষ্যিত নাই।
আশমানে চাইয়া দেহে চিলাই
চিলাই রাণী বালা—
কাগা[১৫] উইড্যা যায়।।

শুন শুন কাগরে
কাগা বালা—
শুন কই তোমারে
ছোটু বালার সইগো কাগা

১৩. মুছে
১৪. চতুর্দিকে
১৫. কাক পক্ষী

কাগা বালা—
ডাকি যে তোমারে।
ফিরঅ ফিরঅ কাগা
কাগা বালা—
তুমি ধর্মের সইর লাগঅ
কেরে[১৬] ডাকহ চিলাই রাণী
চিলাই রাণী বালা—
কইবা কইবা আমার আগে।।
আমার দুইটি বাচ্চা চিলাই রাণী
চিলাই রাণী বালা—
বাস্বাত[১৭] পইড়্যা কানব।
আমার দুইটি বাচ্চা চিলাই রাণী
চিলাই রাণী বালা—
রাখ্যালে ইতাইব।[১৮]
আমার দুইটি বাচ্চা চিলাই রাণী
চিলাই রাণী বালা—
নিন্দে দুঃখু[১৯] পাইব।
আমার দুইটি বাচ্চা চিলাই রাণী
চিলাই রাণী বালা—
ভুগে মইর‍্যা যাইব।।
তোমার দুইটি বাচ্চা কাগা
কাগা বালা—
জানু মেইল্যা লইবাম
তোমার দুইটি বাচ্চা কাগা
কাগা বালা—

১৬, কেন
১৭, পাখির বাসা
১৮, রাখালে ডেলা মারবে
১৯, ক্ষুধায় কষ্ট পাবে।

নিন্দে দুঃখু না দিবাম
তোমার দুইটি বাচ্চা কাগা
কাগা বালা—
ভুর্গ লাড়ু[২০] খাওয়্যাইবাম
আমার একটি পত্তর কাগা
কাগা বালা—
লইয়্যা যাইবা তুমি।
আমার সাধু গেছে কাগা
কাগা বালা—
সফরের বাণিজ্যে মোকামের বাণিজ্যে
আমার সাধু গেছে কাগা
কাগা বালা—
লীলারই না দেশে।
লীলারই না দেশে গিয়া কাগা
লীলা করছে বিয়া—
একটি পত্তর লইয়া যাইবা কাগা
কাগা বালা—
লীলারই দেশে।
লীলারই দেশে গিয়া কাগা
কাগা বালা—
বট বিরিখে বইবা কাগা
কাগা বালা—
নজর কইর‍্যা চাইবা।
নজর কইর‍্যা[২১] দেখিবা কাগা
কাগা বালা—
আমার সাধু নমাজ পড়িবে

---

২০. লাড়ু বা মোয়া
২১. লক্ষ্য করে।

নমাজ পড়িয়া কাগা
কাগা বালা—
ছেলাম ফিরাইবে।
ছেলাম ফিরাইয়া কাগা
কাগা বালা—
মনাজাত করিবে।
মনাজাত করিয়া সাধু
সাধু বালা—
উঠিয়া পড়িবাইন
এমন সময় ফালাইবা কাগা
কাগা বালা—
আমার দুঃখের পত্তর পায়ে।

এই পত্তর লইয়া কাগা
কাগা বালা—
উড়িয়া চলিল আসমানে রে
এই পত্তর লইয়া কাগা
কাগা বালা—
সাধুর কাছে গেল
লীলার দেশে গেল।
লীলার দেশে গিয়া কাগা
কাগা বালা—
পত্তর সাধুর কাছে দিল।
এই নি পত্তর দেখিয়ারে সাধু
সাধু বালা—
হাস্থইন মনে মনে
চতুরখানে চাইয়া দেহে সাধু
সাধু বালা—
মনিষ্যিত নাইগা।

সাধুর পত্র প্রাপ্তি

কেমুন জনে আনিল পত্তর সাধু
সাধু বালা—
ভাবছুইন মনে মনে।
এই বিরিখে চাইয়্যা দেখে সাধু
সাধু বালা—
কাগা বইয়্যা রইছে।
এই নি কাগায় আনছে পত্তর আল্লা
আল্লা বালা—
কার কুশল খবর নারে॥
সার দিয়া যাইন গো সাধু
সাধু বালা—
ডাক বাংলারই ঘরে।
ডাক বাংলারই ঘরে সাধু
সাধু বালা—
পালংগে বসিয়া পালংগে শুইয়া
খুলিল চিলাই রাণীর পত্তর সাধু
সাধু বালা—
চিলাই রাণীর পত্তর নারে
এক পাতা পড়িতে সাধু
সাধু বালা—
হাসুইন মনে মনে সাধু
দুইয় পত্তর পড়িতে সাধু
সাধু বালা—
ভাবছুইন মনে মনে।
তিন পাতা পড়িতে সাধু
সাধু বালা—
কান্দুইন মনে মনে।

চাইর পাতা পড়িতে সাধু
সাধু বালা—
চইখের জল পুঁছে।
পাঁচ পাতা পড়িতে সাধু
সাধু বালা—
জোরে কাইন্দা উঠে।
লর[২২] দিয়া যাইন গো সাধু
সাধু বালা—
আন্দর[২৩] মহলে—লীলারই মহলে।

সাধুর প্রত্যাবর্ত্তনের আকাঙ্খা

শুন শুন লীলা গো
লীলা বালা—
আমি কইয়া বুঝাই তোমারে।
লীলা বালা—
আমিত না যাইবাম লীলা
লীলা বালা—
আপনারই দেশে—মায়েরই না দেশে
আমারই না দেশে গিয়া লীলা
লীলা বালা—
মায়ের মুখ দেখিবাম।
আমারই না দেশে গিয়া লীলা
লীলা বালা—
বাপের মুখ দেখিবাম

লীলার নিষেধ

শুন শুন সাধু গো
সাধু বালা—

২২. দৌড় দিয়ে
২৩. বাড়ীর মধ্যে

কইয়া বুঝাই[২৪] তোমারে।
আমিত না যাইবাম সাধু
সাধু বালা—
তোমারই সঙ্গে নারে।
শুন শুন লীলা
লীলা বালা—
কইয়া বুঝাই তোমারে
বারঅ বছরের ছাওয়াল
ছাওয়াল বালা—
দিয়া যাই তোমারে।
সাত খান নাও[২৫]
নাও বালা—
দিয়া যাই তোমারে।
সাতখান দলান
দলান বালা—
দিয়া যাই তোমারে
আমার উমরের[২৬] কামাই,—লীলা
লীলা বালা—
দিয়া যাই তোমারে।
শুন শুন সাধু গো
সাধু বালা—
কইয়া বুঝাই তোমারে
বারঅ বছরের লারকা সাধু
সাধু বালা—
আমি তেখানে মারিব।

২৪. বলে বোঝাই
২৫. নৌকা
২৬. জীবনের উপার্জন

সাতখান দলান
দলান বালা—
আমি রাজ দিয়া ভাঙ্গিব
সাতখান নাও
নাও গো বালা—
পাতিয়া তল করব নারে।
উমরের কামাই সাধু
সাধু বালা—
আগুন দিয়া পোড়িব নারে।
তবু তনা যাইবাম সাধু
সাধু বালা তোমারই সঙ্গে নারে।

শুন শুন লীলা গো
লীলা বালা—
শুন কই তোমারে।
আজিতনা যাইবাম লীলা
লীলা বালা—
তোমার মাও বাপের দেশে।
আমিত না যাইবাম লীলা
লীলা বালা—
আমার মায়ের কোলে।
ছটুবালা ছাড়ছি লীলা
লীলা বালা—
আমার মা ও বাপের কোল।
গত কাইলে স্বপন দেহি লীলা
লীলা বালা—
দেশে যাইতে মন হইছে পাগল।
দেশে গেলে ফিইর‍্যা আইবাম লীলা
লীলা বালা—

না কইর বারণ।

শুন শুন সাধু গো
সাধু বালা—
আমি কইয়্যা বুঝাই তোমারে
আমারে যে লইয়্যা যাইও গো সাধু
সাধু বালা—
তোমারই সঙ্গে নারে
আমারে যে লইয়্যা যাইও গো সাধু
সাধু বালা—
তোমারই দেশে নারে।
তোমারে না লইয়া সাধু
সাধু বালা—
ভিখ্[২৭] মাগী খাইব
তোমারে না লইয়া সাধু
সাধু বালা—
গাছ তলায় থাকিব।
তবুতনা সাধু গো
ও সাধু বালা—
তোমার কাছ ছাড়া রইব।

২৭, ভিক্ষা করে খাব

মনোয়ার খাঁ দেওয়ান

পালাগান

(বন্দনা)

আর কিরে—

নাইরিয়া নাইরিয়া রে নাইরে

নাইরে নাইরে—না-র

হারে, বাঙ্গেলার[১] জমিদার ।।

আর কিরে—

পরথমে বন্দনা গো করলাম

প্রভু করতার গো

যাহার খাতিরে পয়দা গো হইল

এ তিন আর ভুবন ।

হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ।।

আর কিরে—

তারপরে বন্দনা গো করলাম

নবী মহাজন গো

যাহার খাতিরে বানায় আল্লায়

এ তিন ভুবন আর

হারে বাঙ্গেলার জমিদার ।।

আর কিরে—

পুবেতে বন্দনা গো করলাম

পুবের ভানুর শ'র

এক দিগে উদয় রে ভানু

---

১. বাংলার

চৌদিগে হয় পশর।
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার।।
আর কিরে—
পশ্চিমে বন্দনা গো করলাম
মক্কা হেন্দুরে স্থান
যেইখানে হইছিন গো পয়দা
আল্লার কিতাব আর কোরান।
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার।।
আর কিরে—
তারপরে বন্দনা গো করলাম
উত্তরে হেমলিয়ার পর্বত
যেই জায়গাতে আছিন হযরত আলীর
মৌলামের পত্তের আর
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার।।
আর কিরে—
দক্ষিণে বন্দনা গো করলাম
ক্ষীর নদীর সায়র
সেই সায়রে করছিন বাণিজ
চান্দু না সদাগর।
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার।।
আর কিরে—
চাইর কোণা পৃথিবী বানলাম
আসর করলাম স্থীর
তীরের উপরে বাইন্ধ্যা গাইলাম
আশী হাজার পীর আর
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার॥
আর কিরে—
সভা কইরা বইছুইন[২] আপনেরা

২. বসেছেন

হিন্দু মোছলমানরে
আপনেরার জনাবে আমার
এই অধমের ছেলাম।
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার।

পালা শুরু

(১)

(চান বিবির কাছে মনোয়ার খার পত্র প্রেরণ)

আর কিরে—
ওহিম খাঁ মহিন খাঁ নবাব
সিন্ত্রিবের দুলাল ও কি
আরাম খাঁ বারাম খাঁ নবাব
আরে আলিবর্দী খাঁ নবাবরে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার।।

আর কিরে—
সরাইলের নাছির রে মামুদ
আর এগার ও জমিদার কিরে।।
ঢাকার শরের মনোয়ার খাঁ গো
মিয়া বার জমিদার
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার।।

আর কিরে—
বইসা আছিন মনোয়ার খাঁ গো
বাইর দোয়ারী ঘরে, কিরে।।
আত.খাঁ[৩] নজর পইরা গেলগা সাইবের
রাজ পম্নের মাইঝেরে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার।।

আর কিরে—

৩. হঠাৎ

মনোয়ার খাঁয় কয়রে কথা
ছাউয়ালীয়ার[৪] আগেরে কিরে ।।
এই যেন বারভুমনী যাতায়াত করে রে
কোন কথার কারণে রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ।।
আর কিরে—
রোজ রোজ দেখি গো আমি
আরে সিঙ্গাসনে বইয়া, কিরে ।।
এই যে বারভুমনী যাতায়াত করে রে
কোন কথার লাগিয়ারে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ।।
আর কিরে—
ছাউয়ালীয়া যে কয়রে কথা
মনোয়ার খার দরবারে কিরে ।।
এই যেন, বারভুমনী নাইচ্যি[৫] করে গোসাইব
চাঁন বিবির হাবেলিতে[৬] রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ।।
আর কিরে—
মনোয়ার খায় কয়রে কথা
আরে ছাউয়ালীয়ার আগে, কিরে ।।
এই যেন বারভুমনী ধইরা আনবে
আমরাই দরবারে রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ।।
আর কিরে—
একেত গোলামের জাত রে

৪, ন্যহ ভৃত্য
৫, ন্যত্য করে
৬, মন্দিরে

দুইডা চইখ রাঙ্গা, কিরে ॥
কান্ধে তুইল্যা লইল বেডায়
বরাক বাঁশের ঠেঙ্গারে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর কিরে—
রাজ পন্থে গিয়ারে ছাউয়ালীয়া
খাড়ইয়া না রইল, কিরে ॥
বারডুমনী আইয়া দেখ
তার সামনেই পইড়া গেলরে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর কিরে—
ছাউয়ালীয়ায় কয়রে কথা
বার বেডির আগে, কিরে ॥
মনোয়ার খায় দু' করছে উহুম[৭]
তরা যাইতে তার দরবারে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার
আর কিরে—
ছোডু যে ডুমুনী বেডী আরে,
বুইদ্দের আগল হয়, কিরে ॥
এই যেন, হাত লাড়া দিয়া কইল কথা
ছাউয়ালীয়ার আগেরে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর কিরে—
কিবা ধার খাইছি আমরা তর
মনোয়ার খা দেওয়ানের, কিরে ॥
কিসের জন্যে যাইতাম আমরা
মনোয়ার খার দরবারে রে

৭, হুকুম

হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর কিরে—
যদি শুনে চাঁন গো বিবির আর
মনোয়ার খার খবর, কিরে ॥
ছিপাইয়ে লটকাইয়া মারব যেমুন
গুল্লা বেতের বাড়িরে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর কিরে—
এহ কথা কইয়্যা ডুমনী আরও
চইল্ল্যা যেমুন গেলরে, কিরে।
চাঁন বিবির আওলিত গিয়া
এই যেন দাখেল হইল রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর কিরে—
চাঁন বিবি দেইখ্যা পরে আরও বিবি
গোস্বায় জইলা গেলরে, কিরে ॥
আজি কেন অত দেড়ি কইরা তরা
আইলে[৮] আমার দরবারে রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর কিরে—
ছান খাওয়ার অক্ত আমার আরও
বিদায় হইয়া গেলরে কিরে ॥
কোন কথার কারণে অত দেড়ি
আরে জানাওছেন আমারে রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর কিরে—
ছোড্ডু যে ডুমুনী বেডী আর ও

৮. আসলে

লাগছে কহিবার রে, কিরে ।।
মনোয়ার খাঁর চাহরে আটক করছিন
রাস্তার মাঝারে রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ।।
আর কিরে—
ছাউয়ালীয়া চাহর তারও
আডক করিল রে, কিরে ।।
মনোয়ার খাঁর দরবারে যাইতে
অনুরোধ করিল রে—
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ।।
আর কিরে—
ফিইর৷ আইয়া ছাউয়ালীয়ারে
ছাউয়ালীয়া, মনোয়ার খারে জানায়রে, কিরে
কি ভায় ধার খাইছে বুলে
মনোয়ার খাঁ দেওয়ানেরে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ।।
আর কিরে—
মনোয়ার খার কথাও যেন
চাঁন বিবি শুনিলরে, কিরে ।।
গরম পাতিল-ডার মাইঝে যেমুন
তেল ডাইল্যা দিলরে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ।।
আর কিরে—
সেও ত মাটিয়ার দেওয়ান আর ও
মাটির বাসনে খায়, কিরে ।।
বাঘের লেঙ্গুরের দিগে দেওয়ান
হাত বাড়াইত চায়রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ।।

আর কিরে—

তার ও মায়ে খাইত আমরার
এই যেন বাড়াটি বানিয়ারে, কিরে ।।
আর সেও ত ঢেঁহুরনীর পুতে
ভাঁড়াইত[৯] চায় আমারে রে
হারে বাঙ্গেলার জমিদার ।।

আর কিরে—

ছাউয়ালীয়ার কথায় দেখ
মনোয়ার খায় কয়রে, কিরে ।।
এই যেন গোস্বাভরে হুকুম দিল
ছাউয়ালীয়ার আগেরে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ।।

আর কিরে—

আগামী কাইল যখন ডুমনী
যাইব আরও রাস্তার মাঝারে, কিরে ।।
এই যেন চুলে ধইরা আনবে যেমুন
আর আমার দরবারে রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ।।

আর কিরে—

পরের দিনেই ছাউয়ালীয়ারে
রাস্তায় গিয়া [১০]বইলরে, কিরে ।।
বার ডুমনী আইয়া কেবল
ছাউয়ালীয়ার সামনে পইরাই গেলরে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ।।

আর কিরে—

ছাউয়ালীয়ায় দু' কয়রে কথা

---

৯. প্রেম করতে চায়
১০. বসল

ওরে ডুমনীয়ার আগেরে, কিরে ।।
এই যেন মনোয়ার খায় করছে হুকুম
তরা যাইতে দরবারে রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ।।
আর কিরে—
ছোড়ু যে ডুমুনী বেডি আরও
বুইদ্ধের আগল হয়, কিরে ।।
হাত লাড়া দিয়া কয়রে কথা
ছাউয়ালীয়ার আগেরে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ।।
আর কিরে--
কি ভায় ধার খাইছি তর
মনোয়ার খাঁ দেওয়ানের রে কিরে ।।
কি ভায় ধার খাইছি তর
মাটিয়ার দেওয়ানের রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ।।
আর কিরে--
কি ভায় ধার খাইছি তর
মনোয়ার খাঁ দেওয়ানের রে কিরে ।।
কিসেরই কারণে যাইতাম আমরা
মনোয়ার খাঁর দরবারে রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ।।
আর কিরে—
এই কথা ডুমুনী বেডী আরে
যখনেই কহিলরে, কিরে ।।
বরডার চুলে গিয়া যেমুন
ছাউয়ালীয়ায় ধরল রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ।।

আর কিরে—

চুল পাকুরিয়া[১১] ছাউয়ালীয়ায়
যখন লইয়া আইলরে-কিরে ॥
আপন পায়ে হাইট্যা[১২] তবে
দরবারেতে আইল রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥

আর কিরে—

দরবারেতে আইয়্যা ডুমনী
সাইবেরে ছেলাম জানাইল রে, কিরে ॥
কিসের লাইগ্যা সাইব আমরারে
তলব না করছুইন গো
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥

আর কিরে—

মনোয়ার খায় দু' কয়রে কথা
ডুমুনীয়ার আগেরে, কিরে
রোজ রোজ যাতায়াত কর তোমরা
কোন কথার কারণে রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥

আর কিরে—

আজব খান সাইবের গো কইন্যা
ও কইন্যার নামে চান বিবিরে, কিরে ॥
আমরা [১৩]নাইচ্যি করতাম যাই সাইব গো
সেই কইন্যার দরবারেরে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥

আর কিরে—

---

১১. চুল ধরে
১২. হেটে
১৩. নৃত্য

এই কথা শুনিয়া মনোয়ার খা কথা কয়
ডুমুনীয়ার আগেরে, কিরে ॥
আমার একটা পত্র দিবে গো তরা
এই চান বিবির আগেরে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর কিরে—
জাঙ্গিবার[১৪] কাগজে গো দেওয়ান
পত্র খান লিখিলরে, কিরে
শুন শুন চান বিবি শুন শুন
আমার নিবেদন রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার।
আর কিরে—
আজব খান সাইবের গো কইন্যা
চান বিবি তর নামরে, কিরে ॥
আমার সাথে করবানি গো বিবি
বিয়া সাদীর কামরে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর কিরে—
এই পত্র লইয়া গো বেইট্যাইন
তখন রওনা হইলরে, কিরে ॥
চান বিবির হাওলিত গিয়া তবে
উপস্থিত না হইলরে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর কিরে—
ডুমুনীরারে দেইখ্যা চান গো বিবি
গোস্বায় জইলা গেলরে, কিরে ॥
আরও অত দেড়ী কিসের জন্যে তরা
রোজ রোজ করছ ল—

হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ।।
আর কিরে—
ছোড়্ যে ড্মুনী বেডি আরও
বুইঙ্কের আলা-ছালারে, কিরে ।।
মনোয়ার খার পত্র খানা দিল নিয়া
চান বিবির আগেরে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ।।
আর কিরে--
রাস্থাতো না ধইরা মোরে
মনোয়ার খার দরবারেই নিলরে কিরে ।।
এই পত্র লেইখ্যা আমার হাতে
তোমার কাছেই দিলরে
হারে বাঙ্গেলার জমিদার
আর কিরে--
সে ও ত মাটিয়া রে দেওয়ান
মাটির বাসনে খায়রে, কিরে ।।
বাঘের লেঙ্গুরের দিগে
হাত বাড়াইত চায়রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার
আর কিরে—
তার মায় খাইছিল আমরার
এই যেন বাড়াট বানিয়ারে. কিরে ।।
সেও ত ঢেঁহুরনীর পুতে আরও
মোরে করত চায় বিয়ারে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ।।
আর কিরে—
তার বাপে খাইছিল আমরার
এই যেন গরুটি রাখিয়ারে, কিরে ।।

সেই ও ত রাখুয়ালের পুতে
মোরে করত চায় বিয়ারে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর কিরে—
গালিগালাজ কইরা যেমুন
বিদায় কইরাই দিলরে, কিরে ॥
ডুমনী বেইট্যাইন আপনা ঘরে আইয়্যা যেমুন
চিন্তা যুক্ত হইলরে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর কিরে—
মনোয়ার খার কথা গো নিছি[১৫]
চান বিবির দরবারে রে, কিরে ॥
চান বিবির কথা ঘাইব যেমুন
মনোয়ার খার দরবারে রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর কিরে—
পরের দিন ডুমুনী বেইট্যাইন আরে
যখন যায় রাস্থার মাঝারে, কিরে ॥
ছাউয়ালীয়ায় ধইরা নিল বেইট্যাইন
মনোয়ার খার দরবারে রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর কিরে—
শুন শুন ডুমুনী বেইট্যাইন আরে
শুন কই তরারে, কিরে ॥
আমার পত্রের উত্তর কিতা কইল
শুনাও যে আমারে রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥

১৫. নিয়েছি

আর কিরে—
শুন শুন দেওয়ান সায়েব আরও
শুন কই তোমারে রে, কিরে ॥
কত রঙ্গের গাইলি দিছে
চান বিবি তোমারে রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর কিরে—
ঢেঁহুরনীর পুত বইলা বিবি
গাইলি দিছে তোমারে রে, কিরে ॥
রাখুয়ালের পুত বইলা আরও
গাইলি না দিয়াছে রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর কিরে—
যদি জানে, চান বিবি আর বিবি
মনোয়ার খার খবর রে, কিরে ॥
ছিপাইয়ে লটকাইয়া[১৬] মারব বিলে
এই মনোয়ার খাঁ দেওয়ানে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর কিরে—
মনোয়ার খায় দি কয়রে কথা
ডুমুনীরার আগেরে, কিরে ॥
এই যে, আমারে নি নিতে পারবে তরা
চান বিবির মন্দিরে রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর কিরে—
আমরা অইছি মাইয়া লোক
আপনে পুস্তা লোকরে, কিরে ॥

১৬, টানাইয়া

কেমুন কইরা পুরুষ নিবাম
চাঁন বিবির মন্দিরে রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥

(২)

[কৌশলে চান বিবির বিয়ের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ]

আর কিরে—
মনোয়ার খায় দু' কয়রে কথা
বার ডুমুনীর আগেরে, কিরে ॥
এক সাল্লা[১৭] দেইগো ডুমনী বেইট্যাইন
আমার কথা রাখবে রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥

আর কিরে—
চান বিবি যেন জিজ্ঞাস করব
এতই দেড়ি কেরে, কিরে ॥
এই যেন মিছা[১৮] কথা কইয়া দিবে তরা
চান বিবির দরবারে রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥

আর কিরে—
আমরার এক বইন ঝি আইছিল[১৯]
আইজ বেড়াইবার তরে, কিরে ॥
খাওয়াইতে লওয়াইতে আমরার
দেড়ী হইয়াই গেছেরে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥

আর কিরে—
এই কথা শুনিয়া বিবি কইব কথা

১৭, পরামর্শ
১৮, মিথ্যা
১৯, এসেছিল

তরার দরবারে রে, কিরে ॥
এই যেন, সত্যই না মিথ্যা কথা
ভাইঙ্গ্যা বুঝাও মোরে রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর কিরে—
কেমন বইন ঝি তরার আরও
বেড়াইতে না আইছেরে, কিরে ॥
আগামী কাইল লইয়া আইবে
আমার দরবারে রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর কিরে—
বইন ঝি যুদি দেখিবার চায় বিবি
আরও কয় যুদি তরে রে, কিরে ॥
আমারে না লইয়া যাইবে তরা
শাড়ী, জেওর[২০] পিন্দাইয়ারে[২১]
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর কিরে—
এই খান থাইক্যা ডমুনী বেইট্যাইন
এই যেন বিদায় হইয়া গেল রে, কিরে ॥
চান বিবির আওলীত গিয়া
উপস্থিত না হইল রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর কিরে—
যেই কথা সেই কাজ আরে
বিবি সেই কথা পুছিল রে, কিরে ॥
কিসের জইন্যে ডমুনী আরে

---

২০. গহনা

২১. পরিধান করিয়ে

তয়ার দেড়ি হইল রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর কিরে—
ছোড্ যে ডুমুনী বেডি, আরে বেডি
কহিতেই লাগল রে, কিরে ॥
এই যেন, এক বইন ঝি আইছে আইজ
বাড়ীতে বেড়াইত রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর কিরে—
খাওয়াইতে লওয়াইতে বইন ঝি
আমরার দেড়ী হইয়া গেলরে, কিরে ॥
খাওয়া-দাওয়া কইরা আমরা
বইন ঝি থইয়া[২২] আইছি রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর কিরে—
চান বিবি কয়রে কথা আরও
ডুমুনীরার আগেরে, কিরে ॥
হাঁছা[২৩] নাইসেন মিছা কইচ্ছ তরা
আমার এই দরবারে রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর কিরে—
কেমুন বইন ঝি আইছে তরার
এই যেন বেড়াইবার তরে, কিরে ॥
আগামী কাইল লইয়া আইবে
এই আমার দরবারে রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥

২২. রেখে এসেছি
২৩. সত্য কি মিথ্যা

আর কিরে—
এই কথার পরে বেইট্যাইন দেখ
কোন কাম করিল রে, কিরে ॥
মনোয়ার খার আগে ডুমনীরা
এই কথা জানাইল রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর কিরে—
বইন ঝি দেখিবার তরে গো সাহেব
চান বিবি কহিয়াছে রে, কিরে ॥
মিছা কথা কইছি আমরা
বইন ঝি নিবাম, কোথা হইতে রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর কিরে—
চিন্তা নাইসেন করিছরে বেইট্যাইন
মনডা স্থির করিয়ারে, কিরে ॥
আমারে যে লইয়া যাইবে তরা
বইন ঝি সাজাইয়া রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর কিরে—
পরের দিন মনোয়ার খাঁ গো
কোন বা কাম করিল, কিয়ে ॥
বেগমের শাড়ী পিন্দিয়া সাইবে
বইন ঝি সাজিয়া রইল রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর কিরে—
বার ডুমনী আইয়া[২৪] বইল আরও
মনোয়ার খার দরবারে, কিরে ॥

২৪, বারজন নর্তকী এসে

বইন ঝি সাজাইয়া লইয়া বেইট্যাইন
পন্থ মেলা দিল রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর কিরে—
পাছে রইল বার গো ডুমনী
আগে বইন ঝি দিলরে, কিরে ॥
বার জনের মইধ্যেই কেবল
তের জনেই গেলরে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর কিরে—
বার জনের মইধ্যেই যখন আর
তের জনেই গেলরে, কিরে ॥
দরবারেতে বইয়া চান্দ বিবি
তখন চাইয়া রইল রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর কিরে—
মনে মনে মনোয়ার খায় আরে
লাগছে কহিবার রে, কিরে ॥
কড়ার[২৫] স্তিরির সামনে আমি
ছেলাম জানাই কেমুন কইরা রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর কিরে—
চান্দ বিবি কয়রে কথা ডুমুনীরার আগে
ডুমনী শুন কই তরারে, কিরে ॥
তরার বইন ঝি বিয়াঙ্গফ অইছে
আইছে দরবারে রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥

২৫. সামান্য স্ত্রীর

আর কিরে—

শুন শুন ওহে গো বিবি

বিবি, শুনেন কই আপনেরে, কিরে ।।

এই জীবন অইছে বইন ঝির

না গেছে দরবারে রে

হারে, বাঙ্গলার জমিদার ।।

আর কিরে—

মনোয়ার খারে দেইখ্যা বিবির

বড়ই মন পছন্দ হইল রে, কিরে ।।

ডুমনী জাতের মইধ্যে এইডা

বড়ই সুন্দর হইল রে

হারে, বাঙ্গলার জমিদার ।।

আর কিরে—

চান্দ বিবি কয়রে কথা আর

ডুমুনীরার আগেরে, কিরে ।।

তরার বইন ঝির সনে আমি

সইয়ালা[২৬] পাতিয়া রাখবাম রে

হারে, বাঙ্গলার জমিদার ।।

আর কিরে—

চান্দ বিবি তখন কোন কাম করে

সই সই বইলা মনোয়ার খারে ডাকে, কিরে ।।

এই যেন, ডাক শুনিয়া বাংলার দেওয়ান

মনে মনেই হাসেরে

হারে, বাঙ্গলার জমিদার ।।

আর কিরে—

ডুমুনীরারে কয়রে কথা, বিবি

শুন কই তোমরারে রে, কিরে ।।

২৬. সতীত্ব

আইজ তরার নাইচ্যি দেখতাম নারে
নাইচ্যি দেখবাম আমার সইয়ের
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর কিরে—
মনোয়ার খাঁ দেওয়ান যখন আরও
বালক না ছিলরে, কিরে ॥
নাচনের তাল, সেই আবাল[২৭] কালে
কি নাইচ শিখিল রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর কিরে—
চান বিবির হুকুম যখন আরও
মনোয়ার খায় পাইলরে, কিরে ॥
বিবির আওলির মাইঝে তখন
নাচিতেই লাগিল রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর কিরে—
নাচিয়া নাচিয়া দেওয়ান রে
হাইল্যা টইল্যা পড়েরে, কিরে ॥
নাচতে নাচতে যায় মিয়া
চান বিবিরই কাছেরে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর কিরে—
বইন ঝির নাইচ দেইখ্যা বিবির
বড় পছন্দ হইল রে, কিরে ॥
সই সই বলিয়া তারে নিয়া
পালংয়ে বসাইল রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥

২৭, বাল্যকালে

আর কিরে—
চান বিবি কয়রে কথা আরও
ডুমুনীরার আগে, কিরে ॥
তোমরা সবে যাওগা ঘরে
সই থাকব আমার আওলিত রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর কিরে—
নাচ্যি কইরা বেইট্যাইন গো যখন
বিদায় হইয়া গেল, কিরে ॥
মনোয়ার খারে সই বইলা যেমুন
চান বিবিরে রাখিল রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর কিরে---
খাওয়া-দাওয়ার সময় বিবির
বান্দী দশটা আইল, কিরে ॥
কিরে, দাসী-বান্দী খানা আইন্যা
বিবির সামনেই ধরিয়া দিলরে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর কিরে—
চান বিবি কয়রে কথা আরও
সই সই বলিয়ারে, কিরে ॥
এক[২৮] বর্তনে খানা খাইবাম সই গো
তোমারে না লইয়ারে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর কিরে—
এক বর্তনে বইয়া যেমুন আর খানা
দুই জনেই খাইল রে, কিরে ॥

২৮. এক থালে বা বাসনে

চাঁন বিবির আগে মনোয়ার খাঁ
খাওয়া শেষ করিল রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর কিরে—
চাঁন বিবি খাওনের আগে সাইবে
পানি গিয়া খাইল রে, কিরে ॥
অর্দ্ধেক পানি খাইয়া মনোয়ার খাঁ
অর্দ্ধেক পানি থইল রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর কিরে—
খানা খাইয়া দুইজনে আর
পান তামুক খাইল রে কিরে
পালঙ্গেরই ডাইনে গিয়া
মনোয়ার খাঁ শুইল রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার
আর কিরে—
নিশা নিযম কালে গো বিবি
শুইয়া নিদ্রা গেলরে, কিরে
মনোয়ার খাঁ দেওয়াল তখন
উইঠৎ বইয়া[২৯] রইল রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর কিরে—
ঢেহুরনীর পুত বইলা বিবি
মোরে গালি দিলরে, কিরে ॥
চাঁন বিবিরে ঘুমে থইয়া আমি
যাইতাম না যাইতাম নারে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর কিরে—

২৯. বসে রইল।

জাগিয়া বসিল দেওয়ান আরে ।।
দেওয়ান বাংলাররে, কিরে ।।
চাঁন বিবির বিবির নাম ধইরা দেওয়ান
লাগিল ডাকিতেই রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ।।
আর কিরে--
এক ডাক দুইও ডাক, দেওয়ান
তিনই ডাক দিলরে, কিরে
চারই ডাকের মাথায় বিবি
আইক্ষি মেইলা চাইল রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ।।
আর কিরে---
উঠ, উঠ, চাঁন গো বিবি, বিবি
কতই নিদ্রা যাও, কিরে ।।
ওই যে, আমি ডাকি ঢেহুরনীর পুত
আইক্ষি মেইলা চাও রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ।।
আর কিরে—
উঠ, উঠ, চান গো বিবি আরে বিবি
কতই নিদ্রা যাওরে, কিরে ।।
আমি ডাকি রাক্ষুয়ালের পুত
আইক্ষি মেইলা চাওরে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ।।
আর কিরে—
উঠ, উঠ, চাঁন গো বিবি আরও
কতই নিদ্রা যাওরে, কিরে ।।
আমি ডাকি মাইট্যাল দেওয়ান
আইক্ষি মেইলা চাওরে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ।।

আর কিরে—

উঠ, উঠ, চাঁন গো বিবি, বিবি আরে
কতই নিদ্রা যাওরে, কিরে ।।
আমি ডাকি দেওয়ান মনোয়ার খাঁ
আইক্ষি মেইলা চাওরে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ।।

আর কিরে—

মনোয়ার খাঁ ডাকে বিবি
আইক্ষি মেইলা চাইলরে, কিরে ।।
এইলা ত না সই না গো আরও
সইয়ার মতন দেখল রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ।।

আর কিরে—

চাঁন বিবি কয়রে কথা-আরও
মনোয়ার খাঁর দরবারে, কিরে
ভিন্ন পুরুষ হইয়া তুমি
কেনে আইলা আমার মন্দীরে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ।।

আর কিরে—

চাঁন বিবি কয়রে কথা আরও
মনোয়ার খাঁ আগেরে, কিরে ।।
মানে মানে যাওগা তুমি
ঢাকার চহের মাইঝে রে
হারে বাঙ্গেলার জমিদার

আর কিরে—

মনোয়ার খাঁয় দি কয়রে কথা
চাঁন বিবিরই হুজুরে, কিরে ।।
বিয়ার কবুল নাও দিলে বিবি

যাইতাম না ঢাকার শরে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ।।
আর কিরে—
জলদী কইরা খবর দেও গো বিবি
তোমার বাপ আজব খার দরবারে রে
চোট্ট[৩০] হইয়া মনোয়ার খা আইছে
আমারই মন্দীরেরে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ।।
আর কিরে—
চোট্ট যে আসিয়া গো বাপবাজান
ডাকা জুরি করিরে
এই যে বিয়ার কবুল লইয়া যাইব বুলে
ঢাকার চকের মাইঝেরে
হারে বাঙ্গেলার জমিদার
আর কিরে—
চাঁন বিবি দি কয়রে কথা
মনোয়ার খার হুজুরে
পায়ে ধইরা কইও সায়েব
তুমি যাওগা আপন দেশেরে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ।।
আর কিরে—
মনোয়ার খাঁ দি কয়রে কথা
চাঁন বিবির হুজুরেরে
বিয়ার কবুল দিয়া ফালাও বিবি
যাইগা মোর ঘরেরে
হারে বাঙ্গেলার জমিদার
আর কিরে-

৩০. চোর সেজে

দায় ঠেঁকিয়া চান গো বিবি
বিয়ার কবুল দিলইরে
এক ও সত্যি দুই ও সত্যি
বিবি তিন সত্যি কাটিলরে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার
আর কিরে--
আপনারই মুখে গো বিবি
বিয়ার কবুল দিল
চান্দ সুরুজ দেব-ধর্ম আর ও
সাক্যি ভালা রাখলরে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ।।
আর কিরে--
সাক্যি থাইক দেব গো ধর্ম
তোমরা দুইটি ভাইওরে
বিয়ার কবুল চাঁন বিবি দিল
মনোয়ার খার আগেরে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার
আর কিরে--
সাক্যি থাইক্য চান্দ গো সুরুজ
তোমরা দুইটি ভাই
চাঁন বিবি যে বিয়ার কবুল দিল
মনোয়ার খার ঠাঁইরে
হারে বাঙ্গেলার জমিদার ।।
আর কিরে--
বিয়ার কবুল গো বিবি
যখন দিলা মোরে
পাউ ধইরা ছেলাম কইরা
বিদায় দেও আমারে রে

হারে, বাঙ্গেলার জমিদার
আর কিরে—
চান্দ বিবি কয়রে কথা আর ও
মনোয়ার খার আগেরে
স্বামী বইলা ছেলাম করলে
চইলা যাইবাই ঘরে রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ।।
আর কিরে—
যাইগা যাইগা চান গো বিবি
ঢাকার চৌকের মাইঝে রে
জলদী কইরা খবর দিবে বিবি
তর বাপ আজব খায়ের দরবারে রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ।।
আর কিরে—
বিয়ার কবুল চান গো বিবি
যখন দিলা মোরে, কিরে ।।
পাউ ধরিয়া ছেলাম কইরা
বিদায় দেও আমারে রে.
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ।।
আর কিরে—
চান্দ বিবি কয়রে কথা
মনোয়ার খার তরেরে কিরে ।।
পাউ ধরিয়া ছেলাম করলে সাইব
চইলা যাইবাইন ঘরে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ।।
আর কিরে—
এই কথা বলিয়া চাঁন গো বিবি
কোন কামই করিল রে, কিরে ।।

মনোয়ার খারা পায়ে ধইরা
ছেলামই করিলরে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ।।
আর কিরে—
যাইগা যাইগা চান গো বিবি
যাইগা ঢাকার চৌকের মাইঝেরে কিরে
জলদী কইরা খবর দিবে বিবি
তর বাপ আজব খার দরবারেরে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ।।
আর কিরে—
মনোয়ার খা দি চইলা গেলরে
ঢাকার চৌকের মাইঝেরে কিরে ।।
এন সমে চাঁন বিবি যে
বিবি কোন কাম করিল রে
হারে বাঙ্গেলার জমিদার ।।

(৩)

[পিতা আজব খার কাছে চান বিবি পত্র প্রেরণ]

আর কিরে—
এন সমে চান গো বিবি
বিবি কোন কামই করিলরে, কিরে ।।
লিখন লিখিয়া পাঠাইল
বাপ আজব খার আগেইরে
হারে বাঙ্গেলার জমিদার ।।
আর কিরে—
এমন লিখন লিখে গো বিবি
বাবাজানের আগেরে কিরে ।।
হায়রে মনোয়ার খা দি লুট পাট করে

আমার আওলীত আইয়ারে[৩১]
হারে বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর কিরে—
চোরের মত আইছে মনোয়ার খা
আমার আওলীত মাঝারে রে কিরে ॥
হায়রে জবরদস্তী[৩২] কইরা মনোয়ার খা
সাদী করত চায়রে
হারে বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর কিরে—
আসিয়া সে মনোয়ার খা দু
বল বিক্রম করেরে কিরে
হায়রে সাদীর কবুল লইয়া গেছে
ঢাকার চৌকের মাইঝেরে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার
আর কিরে—
ইজ্জতেরই ভয়ে গো বাপজান
বিয়ার কবুল দিছিরে কিরে ॥
বিয়ার কবুল লইয়া গেছে মর্দ
আপন বাড়ীর মাইঝেরে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর কিরে—
এই মত পত্র লিখিয়া গো বিবি
কোন কামই করিলরে কিরে ॥
কাছিদের হাতে পত্র পাঠাইল
বাপজানেরই দরবারেরে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥

৩১. আসিয়া
৩২. বল পূর্বক

আর কিরে—

চাঁন বিবিরই পরনা[৩৩] যখন

আজব খায়ে পাইলরে, কিরে ।।

আগুনের মত হইয়া মর্দ

মাথায় দিল হাতরে, কিরে ।।

কি কাম করিলে মনোয়ার খাঁ

চোখের মতন আইয়ারে

হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ।।

আর কিরে—

কি কাম করিলে মাটিয়ার দেওয়ান

চান বিবির আওলীত আইয়ারে, কিরে ।।

মাইঝ মাথাত বাড়ি দিলে

বিয়ার কবুল নিয়ারে

হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ।।

আর কিরে—

কি সর্বনাশ করিলে ঢেঁকিয়ার দেওয়ান

আমার বাড়ীত আইয়ারে কিরে ।।

না জানাইয়া চান গো বিবির

বিয়ার কবুল লিলারে

হারে, বাঙ্গেলার জমিদার

আর কিরে—

চান বিবিরে করত বিয়া দিল্লীর

সুজা বাদশা [৩৪]আইছেরে কিরে ।।

আমি আজব খা তার লগেই

বিয়ার কবুল না দিছিরে

হারে, বাঙ্গেলার জমিদার

৩৩, পত্র

৩৪, এসেছে

আর কিরে—
আজব খাঁ দি দিছে কবুল
আপন বেটির তরেরে, কিরে
দিল্লীর বাদশায় করব বিয়া
চান বিবি সুন্দরীরে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ।।
আর কিরে—
ভাবিয়া চিন্তিয়া আজব খা
দেওয়ান কোন কামই করিলরে, কিরে ।।
দিল্লীর সুজা বাদশার আগে
এক পত্রই লিখিলরে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ।।
আর কিরে—
শুন শুন শুন বাবা সুজা বাদশা
শুন কই তোমারের কিরে ।।
বিয়ার কবুল দিছলাম বাবা
তোমারই না আগেইরে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার
আর কিরে—
ঢাকার চৌকের মাইট্যাল দেওয়ান
বড়ই জোরদার আইছেরে, কিরে ।।
জোর করিয়া মনোয়ার খা
বিয়া করে চাঁন বিবি সুন্দরীরে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ।।
আর কিরে—
ঢাকার চৌকের মনোয়ার খাঁ
চুরি কইরা আমার আওলীত আইছেরে, কিরে
কল[৩৫] করিয়া চাঁন গো বিবির

৩৫. কৌশল করে

বিয়ার কবুল নিছেরে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর কিরে—
মনোয়ার খাঁর কথারে বাবা
সকলই, জানাইলামরে, কিরে ॥
এখন তোমার যা মনে কয় বাবা
তাহাই তুমি করবে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর কিরে—
এই না পত্র লেখিয়া আজব খাঁ দেওয়ান রে
কোন কামই করিল রে, কিরে ॥
কাছিদের হাতে পত্র
সুজা বাদশার আগে পাঠাইল রে
হারে, বাঙ্গেলার জম্নিদার ॥
আর কিরে—
পত্র লইয়ারে কাছিদ আরও
পন্থ মেলাই দিলরে কিরে ॥
তিন দিন তিন রাইতে কাছিদ
দিল্লীর শরে উপস্থিত হইলরে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর কিরে—
ছেলামালকী দিয়ারে কাছিদ
পত্র দিল সুজা বাদশার আগেই রে কিরে ॥
পত্র পাইয়া বাদশা, কিরে
এই লেখন পড়িল রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর কিরে—

৩৫. উঠে পড়ল

আজব খাঁনের পত্র গো যখন
সুজা বাদশায় দেখিল রে, কিরে ॥
সিংহাসন ছাইড়া বাদশা
খাড়াইয়া[৩৬] না পড়িল রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর কিরে—
ঢাকার চৌকে আছে বিলে
মাটিয়ার দেওয়ান রে, কিরে ॥
সেই দেওয়ানে চায় বিলে
আমার ফাইল[৩৭] হাত বাড়াইত রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর কিরে—
কেমুন মর্দ মনোয়ার খাঁ কিরে
দেইখ্যা দিবাম আমিরে, কিরে ॥
ঢাকার শরতে ধইরা তারে
এই দিল্লীর শরে আনবাম রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর কিরে—
কেমুন মর্দ মনোয়ার খাঁ দেওয়ান
দেইখ্যা দিবাম আমিরে, কিরে ॥
বাঘের ওলের[৩৮] শিগার ধরত চায়
শিয়গাল না হইয়ারে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর কিরে—
ছিপাই লস্কর পাঠাইবাম আমি

৩৬. প্রতিদ্বন্দ্বী হতে চায়
৩৭. আয়ত্তের
৩৮. এনে

ঢাকার চৌকের মাইধ্যেরে, কিরে ॥
বাংলার বাঘ ধইরা আইন্যা[৩৯]
বিল্লার সাধ মিটাইবাম রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর কিরে—
এক পত্র লেখলরে সুজা বাদশা
আজব খাঁয়ের আগেরে, কিরে ॥
আর এক পত্র লেখল বাদশা
মনোয়ার খাঁর দরবারে রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর কিরে—
অমুখ তারিখে গো আমি
ছিপাই লস্কর লইয়া আইবাম রে,[৪০] কিরে ॥
মনোয়ার খাঁরে ধইরা আনবাম
ঢাকার চৌকে গিয়ারে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর কিরে—
পত্র লিখিয়া সুজা বাদশায়
পাঠাইল পত্র বাংলা মুল্লুকেরে, কিরে ॥
পত্র নিয়া তুইল্যা দিল
দেওয়ান মনোয়ার খাঁর হাতে রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥

(৪)

দিল্লীর বাদশা সুজার সঙ্গে যুদ্ধ

আর কিরে—

৩৯, আসব
৪০, যুদ্ধ

লড়াইর[৪১] সংবাদ গো যখন
মনোয়ার খাঁ পাইলরে, কিরে ॥
ফিইরা উত্তর লেখে দেওয়ান
সুজা বাদশার আগেই[৪২] রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর কিরে—
শুন শুন সুজা বাদশা, বাদশা
তোমার তারিখ ঠিকরে, কিরে ॥
এই তারিখ রণ খেলাইবাম
তোমার ছিপাই সেনার লগেরে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর কিরে—
পত্র লেখিয়া দেওয়ান মনোয়ার খাঁ
পত্র পাঠায় সুজা বাদশার আগেই রে, কিরে ॥
পত্র পাইয়া বাদশাজাদা
আগুনে[৪৩] জলিয়া উঠিল রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর কিরে—
তৎক্ষণাতেই বাদশায় দেখ
কোন কামই করিল রে, কিরে ॥
সেনাসৈন্য ডাইক্যা বাদশায়
হুকুম করিয়াই দিল রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর কিরে—
তৎক্ষণাতেই করিল সাজন সুজা বাদশা

৪১, কাছে
৪২, ক্রুদ্ধ হল
৪৩, পানসি তৈয়ার

ছিপাই কাতারে কাতারে রে, কিরে ॥
ওরে, দলে দলে লস্কর আরও
দিল দু বাংলায় পাঠাইয়া রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥

আর কিরে—

এই ও খবর গেল দেখ
ঢাকার চৌকের মাইঝেরে, কিরে ॥
খবর পাইয়া মনোয়ার খাঁ
শুন কোন কামই করিল রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥

আর কিরে—

মনোয়ার খাঁ দেওয়ানে দেখ আরে
কিবা কাম আর করে রে, কিরে ॥
আরে তিন কলা গাছ মিলাইয়া
হাজার বুরা[৪৪] বান্ধে রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥

আর কিরে—

কাগজের ছিপাই বানাইয়া কিরে
ঢাল, তেলুয়ার হাতে দিছেরে, কিরে ॥
পরতি বুরার মাইঝে এই ছিপাই
দুইজন কইরা খাড়া কইরা হাইছে রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥

আর কিরে—

ঢাল তেলুয়ার দিয়া ছিপাই
বুরায় খাড়া কইরা থইল রে, কিরে ॥
আয়রে আগাপাছা কইরা হাজার বুরা
ভাইট্যাল ছাইড়া দিল রে

৪৪. ভ্যোয়া রাতে

হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর কিরে—
স্নজা বাদশার ছিপাই যত
নদীর কিনার লইল রে, কিরে ॥
নদী দিয়া মনোয়ার খার ছিপাই
ভাইট্যাল যাইতেই লাগিল রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর কিরে—
মনোয়ার খার ছিপাই গো যখন
বাদশার লোকে দেখল রে, কিরে ॥
চান্নি[৪৫] রাইতে ছিপাই মনে
বন্দুকগুলি মারিতেই লাগিল রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর কিরে—
মনোয়ার খার ছিপাই গো যখন
ভাইট্যাল[৪৬] যাইতেই লাগিল রে, কিরে ॥
আয়রে, তেলুয়ার হাতে লইয়া মনোয়ার খাঁ
টানে দিয়াই গেল রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর কিরে—
বন্দুক আর তীর গো যখন
বাদশার লোকেই মারে রে, কিরে ॥
আয়রে কলাগাছে লাইগ্যা গুলী
কিছুই নাই সে করে রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর কিরে—

৪৫. ভাটীর দিকে
৪৬. লক্ষ্মীর করে

তীর যখন সইয়া মারে
ছিপাই লস্কর মারিতেরে, কিরে ॥
কলাগাছে লাইগ্যা থাকে তীর
না যায় পানিতে রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর কিরে—
এইভাবেই বাদশার লোকের
আইত্যার ফুরাইয়াই গেলরে, কিরে ॥
আরে, গুলী আরও তীর নাইগা
ছিপাইর খালি হাত হইল রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর কিরে—
তীর তেলুয়ার যত ছিল
সব গেল ফুরাইয়া রে, কিরে ॥
মনোয়ার খাঁ দেওয়ানে দেখা দিল
তেলুয়ার হাতে লইয়া রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর কিরে—
দুই হাতে দুই গো তেরুয়াল
মনোয়ার খাঁ ধরিল রে, কিরে ॥
সুজা বাদশার লোক যত আছিল
সব কাটিয়া ঘিরিল[৪৭] রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর কিরে—
কত লোক মারল বেটায়
কত গেল পালাইয়ারে, কিরে ॥
সুজা বাদশার আগে গেল লোকজন

---

৪৭. শেষ করল

খালি হাত লইয়ারে
হারে বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর ফিরে—
সুজা বাদশার আগে গিয়া লোকজন
কহিতেই লাগিলরে কিরে ॥
শুনেন শুনেন শুনেন বাদশাজাদা
শুনেন কই আপনেরে
হারে বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর কিরে—
এক বেটা অইছে[৪৮] গো পয়দা
নামে মনোয়ার খা দেওয়ানরে, কিরে ॥
তার মতন বীর নাইগো বাদশা
বাংলার মুল্লুকের মাইঝেরে
হারে বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর কিরে—
যত লোক আছিল আমরার সাইব
সব ফালছে মারিয়ারে, কিরে, ॥
হায়রে কয়েকজন আইছি হুজুর
আমরা জান[৪৯] বাঁচাইয়ারে
হারে বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর কিরে—
এই কথা সুজা বাদশায়ে
যখনই শুনিলরে, কিরে ॥
মাথায় হাত দিয়া বাদশা
কান্দিতেই লাগিলরে
হারে বাঙ্গেলার জমিদার

৪৮, এসেছে
৪৯, প্রাণ

আর কিরে—
হায়রে কি সৰ্ব্বনাস হইলরে আমার
বাংলার মুল্লুকের মাইঝেরে, কিরে
কি করিয়া দেখাইবাম মুখ
বাংলা মুল্লুকের মাইনসেরে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ।।

আর কিরে—
মনোয়ার খাঁ দেওয়ান গো অইল
বাংলার জমিদাররে, কিরে ।।
আয়রে আমি হইলাম
দিল্লীর বাদশা কিবা চমৎকার
হারে বাঙ্গেলার জমিদার ।।

আর কিরে—
সামাইন্য জমিদার গো হইয়া
লইজ্জা দিল মোরেরে, কিরে ।।
এই নিন্দন যাইত না আর
এই জীবন থাকিতেরে
হারে বাঙ্গেলার জমিদার ।।

আর কিরে—
এর[৫০] ও দাদ তুলবাম আমি
বাংলার মুলকে গিয়ারে, কিরে ।।
য্রাটিয়ার দেওয়ান করবাম বন্দ
লোহার পিঞ্জিরায় রে
হারে বাঙ্গেলার জমিদার ।।

আর কিরে—
যখন তখন সুজা বাদশায়রে
সাজন কইরাই লইলরে, কিরে ।।

---

৫০. এর প্রতিশোধ গ্রহণ করা

ফেঙ্গিনা ঘোড়ির পিষ্ঠে ছোয়ার হইয়া
পন্থ মেলাই দিলরে, কিরে ॥
একদিন ও এক রাইতে বাদশা
ঢাকার শরে উপস্থিত হইলরে
হারে বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর কিরে—
আজব খাঁ দেওয়ানের বাড়ীত
বাদশা দাখেল[৫১] হইলরে, কিরে ॥
আজব খাঁ, আজব খা, বলিয়া তবে বাদশা
কান্দিতেই লাগিলরে
হারে বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর কিরে—
মনোয়ার খা দেওয়ান গো হইল
বাংলার জমিদাররে, কিরে ॥
আয়রে, আমি হইলাম দিল্লীর বাদশা
হায়গো কিবা চমৎকার
হারে বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর কিরে—
সামাইন্য জমিদার দি হইয়া
অতই বল ধরেইরে, কিরে
আমার ছিপাই লস্কর কিনা মর্দ্দ
সকল মারিয়া ফালছেরে
হারে বাঙ্গেলার জমিদার
আর কিরে—
কিও ভাবে মারতেরে পারি
এই মাটিয়ার দেওয়ানেরে, কিরে ॥
হায়রে কিও ভাবে মারতে পারি

৫১. উপস্থিত

এই মনোয়ার খাঁ দেওয়ানরে
হারে বাঙ্গেলার
আর কিরে—
কও কও দেওয়ান গো দেওয়ান
কওছাই আমার আগেইরে, কিরে ॥
কি পরকারে বন্দ করি
এই মাটিয়ার দেওয়ানরে রে
হারে বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর কিরে—
আমি সুজা বাইচ্যা[৫২] থাকতে
মনোয়ার খাঁ চাতুরালী করতরে, কিরে ॥
বাদশা হইয়া এই দুঃখুনী
আমার প্রাণে সহেরে
হারে বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর কিরে—
সুজা বাদশার কথারে যখন
আজব খাঁ শুনিলরে, কিরে ॥
মাথা উঠাইয়া আজব খা দেওয়ান
বাদশার আগে কয়রে
হারে বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর কিরে—
আজব খা দি কয়রে কথা
সুজা বাদশার আগেইরে, কিরে ॥
অই যে, এক কল আছে দেখ
মাটিয়ার দেওয়ান বন্দ করার রে
হারে বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর কিরে—

৫২. বেঁচে থাকতে

এক কল আছে গো বাদশা
ও বাদশা বলি যে তোমারে, কিরে ॥
এক তামাশা লও জোরাই[৫৩]
এই ঢাকার শরের মাইঝেরে
হারে বাঙ্গেলার জমিদার ॥

আর কিরে—
কলে আর কৌশলে বন্দ করবাম গো
আমরা মনোয়ার খাঁ দেওয়ানেরে, কিরে ॥
শক্তি দিয়া বাংলার বাঘরে
বন্দি না করিতে পারিবাম রে
হারে বাঙ্গেলার জমিদার ॥

আর কিরে—
আজব খাঁ আর সুজা বাদশা
দুইজনে মিলিয়ারে, কিরে ॥
এই যেন, ঐরাবতের তামাশা জোরাইল
ঢাকার শরের মাইঝেরে
হারে বাঙ্গেলার জমিদার ॥

আর কিরে—
চতুর দিগে দিয়া বেড়া আরও
এক দরজা রাখলেরে, কিরে ॥
আয়রে তার মইধ্যে ঐরাবতের তামশা
দেখ জোরাইয়াই[৫৪] দিলরে
হারে বাঙ্গেলার জমিদার ॥

আর কিরে—
এমুন দরজা দেখ এক
তৈয়ার কইরাই লইলরে, কিরে ॥

---

৫৩. আরম্ভ করি
৫৪. আয়োজন করল

হায়রে ভিতরে যাইতে লোকের
নুইয়া যাওন লাগেইরে
হারে বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর কিরে—
এমুন তামশা জোরাইয়া তারা
কোন্ কামই করিলরে, কিরে ॥
বাংলা দেশের জমিদার যত
দাওয়াত পত্র করিলরে
হারে বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর কিরে—
বাংলার মুলকে যত যত গো
জমিদার আর ছিলরে, কিরে ॥
আয়রে, সবের আগেই বাদশা
নিমন্ত্রণের চিডি পাঠাইয়া দিলরে
হারে বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর কিরে—
চিডি পাইয়া যত জমিদার গো
আসিতেই লাগিলরে, কিরে ॥
আইসা আইসা সবেই
ঐরাবতের তামশা দেখিতেই লাগিলরে
হারে বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর কিরে—
যখন মনোয়ার খাঁ দেওয়ান
সেই চিডি পাইলরে, কিরে ॥
ঢাকার চৌকে বইয়া[৫৫] মনোয়ার খাঁ
হাসিতেই লাগিলরে
হারে বাঙ্গেলার জমিদার ॥

৫৫, বসিয়া

আর কিরে—

এইডা ত আর তামাশা নয়রে

মারণের কল আর ধরনের কলরে, কিরে ॥

হায়রে, আমার লাগিয়া বুঝি বাদশা

এই তামশা তৈয়ার করিছেরে

হারে বাঙ্গেলার জমিদার ॥

আর কিরে—

যাইতাম না যাইতাম না আমি

যাইতাম না বাদশার দাওয়াতেরে, কিরে ॥

আরে আপন পায়ে আইট্যা[৫৬] যাইতাম না

কাল যমের ঘরেইরে

হারে বাঙ্গেলার জমিদার

আর কিরে—

না যাইবাম না যাইবাম আমি

বাঘের ফান্দেরে মাইঝেরে, কিরে ॥

বেডা অইলে ধইরা নেওকা

সামনে লড়াই কইরারে

হারে বাঙ্গেলার জমিদার ॥

আর কিরে—

এই না ভাইব্যা মনোয়ার খাঁরে

আরে দেওয়ান কোন্ কামই করিলারে, কিরে ॥

বইস্যা[৫৭] রইল দেওয়ান সাইব

ঢাকার চৌকের মাইঝেরে

হারে বাঙ্গেলার জমিদার ॥

আর কিরে—

সরাইলের নাছির মামুদ গো দেওয়ান

৫৬. হেঁটে

৫৭. বসে রইল

মনোয়ার খাঁর দুস্তরে[৫৮] কিরে ॥
দুস্তেরে না জানাইয়া মিয়া
তামশা দেখতেই আইলরে
হারে বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর কিরে—
দুস্তেরে ছাড়িয়ারে দুস্ত
যখন তামশাই দেখতে গেলরে, কিরে ॥
আয়গো, সুজা বাদশায় দেইখ্যা তখন
নাছির মামুদ বন্দী কইরাই ফালরে
হারে বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর কিরে—
আমরা যুদি কয়েদরে করি
নাছির মামুদের তবেরে, কিরে ॥
দুস্তের দরদে মনোয়ার খা আইব[৫৯]
ঢাকার শরের মাইঝেরে
হারে বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর কিরে—
কারাগারে বন্দী অইয়া নাছির মামুদ
কান্দিয়া ভাসাইলরে, কিরে
কোথায় রইলে পরানের দুস্ত
এমন নিদান কালেরে
হারে বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর কিরে—
এক ও দুই ও কইরা যখন
এগার দিন গেলরে, কিরে ॥
এই যেন সরাইলের বুড়ি বেডি

২৮. বন্ধু, সখা
৫৯. আসবে

কাল স্বপন দেখিলরে
হারে বাঙ্গেলার জমিদার ।।
আর কিরে—
নিশা কালে দেখে স্বপন
নাছিরের মায়েরে, কিরে ।।
আরে, নাছির মামুদ মাইরা ফালছে
যেমুন ঢাকার শরের মাইঝেরে
হারে বাঙ্গেলার জমিদার ।।
আর কিরে—
পুতের দরদে গো বেইটো[৬০]
কান্দিতেই লাগিলরে, কিরে ।।
এই যেন, পালকী না দৌড়াইয়া বেটি
ঢাকার চৌকে আইলরে
হারে বাঙ্গেলার জমিদার ।।
আর কিরে—
আইস্সা[৬১] দেখে বইস্সা[৬২] রইছে
মনোয়ার খাঁ দেওয়ানরে, কিরে ।।
ওই যে মনোয়ার খারে দেইখ্যা
মাওই বেটি কান্দিতেই লাগিলরে
হারে বাঙ্গেলার জমিদার ।।
আর কিরে—
মনোয়ার খাঁ দি কয়রে কথা
মাওই বেটির আগেইরে, কিরে ।।
এগার দিন অইছে নাছির মামুদ
নাইগা আমার ঘরেরে

৬০. বেটি মা
৬১. এসে দেকে
৬২. বসে রয়েছে

হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ।।
আর কিরে—
মাওইর কথা গো মনোয়ার খাঁ
যখনই শুনিলরে কিরে ।।
টান দিয়া বসাইয়া বেটিরে
আরে শান্তনা দেয়রে
হারে বাঙ্গেলার জমিদার ।।
আর কিরে—
কাইন্দও না কাইন্দও না গো বেটি
শান্ত কর মনরে, কিরে ।।
আমার দুস্ত আছে গো কিবেন
ঢাকার শরের মাইঝেরে
হারে বাঙ্গেলার জমিদার ।।
আর কিরে—
আমার মনে কয় গো মাওই
বলি গো তোমারে কিরে ।।
ওরে, তামশা দেখত গেছে দুস্ত
ঢাকার শরের মাইঝেরে
হারে বাঙ্গেলার জমিদার ।।
আর কিরে—
সরাইলের জমিদার গো বেটি
আক্কল[৬৩] ত আর নাইরে, কিরে ।।
আরে আমারে ছাড়িয়া কেমনে গেলগা
ঢাকার তামশা দেখতরে
হারে বাঙ্গেলার জমিদার ।।
আর কিরে—
কাইন্দও না কাইন্দও না মাওই

৬৩. বুদ্ধি

নিচিন্তায় রও বইয়ারে, কিরে ।।
আরে ঐরাবতের তামশায় যাইবাম আমি
দুস্তেরই লাগিয়ারে
হারে বাঙ্গেলার জমিদার ।।
আর কিরে—
ঘোড়াটি সাজাইয়ারে দেখ
ছোয়ার হইল পিষ্ঠেরে, কিরে ।।
ঘোড়াটি দৌড়াইয়া গেল মনোয়ার খাঁ
ঢাকার শরের মাইঝেরে
হারে বাঙ্গেলার জমিদার ।।
আর কিরে—
ঢাকার শরে গিয়ারে মনোয়ার খাঁ
কিল্লার সামুনেই নামিলরে, কিরে ।।
সুজা বাদশার লোকে দেইখ্যা
যেমুন ঠারাঠুরি লইলরে
হারে বাঙ্গেলার জমিদার ।।
আর কিরে—
দরজায় খাড়ইয়ারে[৬৪] ভাবে
মনোয়ার খাঁ দেওয়ানরে, কিরে ।।
আরে কি কৌশলে দরজা বানাইছে
সুজা বাদশায় তবেই রে
হারে বাঙ্গেলার জমিদার ।।
আর কিরে—
দরজায় দি নুইয়া গেলে পরে
হাসিবে সকলই না লোকেইরে, কিরে ।।
আয়রে, ছেলাম দিছে, কইব কথা
ঢাকারই না লোকেরে

৬৪, দাঁড়াইয়া

হারে বাঙ্গেলার জমিদার ॥

আর কিরে—

ভাবনা-চিন্তা কইরা দেখ

মনোয়ার খাঁ দেওয়ানরে, কিরে ॥

আয়রে পিছাইয়া দি গেলগা কেবল

যেমুন কিল্লার ভিতরেইরে

হারে বাঙ্গেলার জমিদার ॥

আর কিরে—

কিল্লার ভিতরে গিয়ারে দেওয়ান

তেলুয়ার খুইল্যা লইলরে, কিরে।

আরে, কলার বাগিচার মত লোক

কাটিতেই লাগিলরে

হারে বাঙ্গেলার জমিদার ॥

আর কিরে—

অরীংয়ের[৬৫] পালে যেমুন

ডেক্‌রা বাঘ সান্ধাইলরে, কিরে ॥

আর গো, দুই হাতে তেলুয়ার লইয়া

যেমুন লোক কাটিতেই লাগিলরে

হারে বাঙ্গেলার জমিদার ॥

আর কিরে—

কলার বাগানের মত লোক

ঘিরাইয়াই[৬৬] না দিলরে, কিরে ॥

আরে, সুজা বাদশা আজব খাঁ

যেমুন পলাইয়াই গেলরে

হারে বাঙ্গেলার জমিদার ॥

আর কিরে—

যত লোক ছিল বাদশার গো

৬৫. হরিণের

সব ফাল্ল মারিয়ারে, কিরে ।।
বান্ধা আছিন নাছির মামুদ দেখ
লইল খালাশ করিয়ারে
হারে বাঙ্গেলার জমিদার ।।
আর কিরে—
বান্ধা আছিন নাছির মামুদ
ছুডাইয়া ভালা লইলরে, কিরে ।।
দুস্তের আগেতে কথা দেওয়ান
কহিতেই লাগিলরে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ।।
আর কিরে—
শুন শুন নাছির মামুদ দুছ গো
ও দুছ বলি যে তোমারেরে, কিরে ।।
কোন্ আকলে আইছলা তুমি
এই তামশা দেখিতারে
হারে বাঙ্গেলার জমিদার ।।
আর কিরে—
জমিদার অইছ দুছ গো তুমি
সরাইল মুল্লুকের রে, কিরে ।।
পোলাপানের আক্কল দেখি
না আছে তোমার মাঝেরে
হারে বাঙ্গেলার জমিদার ।।
আর কিরে—
জমিদারইয়া আক্কল গো যদি
তোমারই থাকিতরে কিরে ।।
হায়গো, শিয়ালের ফান্দে তুমি
আটক না হইতারে

৬৬, ফেলে দিল

হারে বাঙ্গেলার জমিদার ।।

আর কিরে—

তামশা দেখতা চাইছলা গো দুছ
তোমার অতই ছিল মনেরে, কিরে ।।
আমারে না জানাইয়া কেনে আইছলা
এই আজল[৬৭] খানার মাইঝেরে
হারে বাঙ্গেলার জমিদার ।।

আর কিরে—

নাছির মামুদ লইয়া গেল দেওয়ান
ঢাকার চৌকের মাইঝেরে, কিরে ।।
আরে, এলা শুন কই কথা
আজব খাঁ নবাবের রে
হারে বাঙ্গেলার জমিদার ।।

আর কিরে—

আজব খাঁ যে কয়রে কথা
সুজা বাদশার আগেই রে, কিরে ।।
চাঁন বিবিরে লইয়া যাইব মনোয়ার খাঁ
কি করবাম আমি রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ।।

আর কিরে—

খুশে যুদি নাও দেই গো মায়া
ধইরা নিব জোরে রে, কিরে ।।
এমুন বাঘের লগে আমি
কি করিয়া কুলাইবাম[৬৮] রে
হারে বাঙ্গেলার জমিদার ।।

আর কিরে—

৬৭, মন্ত্রণা স্থান
৬৮, শক্তিতে টিকিয়া থাকা

চাঁন বিবিরে ধইরা নিব সাইব গো
না ছাড়ব আমারে রে, কিরে ।।
আমারে নিয়া বন্দ করব
লোহার পিঞ্জরে রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ।।
আর কিরে—
এমুন বিপদে গো বাদশা
আমি না দেখি কিনারে রে, কিরে ।।
বিদ্দ কালের মরা যেমুন
আয়ু থাকতেই মরবাম রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ।।
আর কিরে—
আজব খায়ের কথা শুইনারে সুজা বাদশায়
ভাবনা চিন্তাই করে রে, কিরে ।।
ভাবনা চিন্তা কইরা তবেই
উত্তরই না দিল রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ।।
আর কিরে—
এমুন পালোয়ান গো আর
না আছে বাংলার মুল্লুকেই রে, কিরে ।।
তারে জব্দ করতে অইলে
কৌশল করণ লাগাবইরে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ।।
আর কিরে—
যেমুন বাঘ তেমুন খোয়াড়[৬৯]
তৈয়ার করন লাগব রে, কিরে ।।
তবে না এমুন বাঘ

৬৯. ফণ্দ

বন্দ করন যাইত রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর কিরে--
যেমুন পালোয়ান গো আছে
মনোয়ার খাঁ দেওয়ান রে, কিরে ॥
তেমুন নমাজি না আছে
এই ঢাকার মাইঝে রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর কিরে--
পাঁচ ওয়াক্তের নমাজ গো মনোয়ার খাঁ
কাজা নাইসে করে রে, কিরে ॥
নমাজ কইরা ফৈরাদ করে
মাবুদ আল্লার দরবারে রে
হারে বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর কিরে—
নমাজি কয়েদ গো করবাম আমি
মছিদ[৭০] বানাইয়ারে, কিরে ॥
হায়রে মছিদে করিবাম বন্দ আমরা
তারে ইমাম বানাইয়ারে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর কিরে—
বন্দ যে করিবাম দেওয়ান
না ছাড়িবাম আর রে, কিরে ॥
জনমের লাইগ্যা করিবাম বন্দ
মছিদ মাঝারে রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥

৭০, মসজিদ তৈয়ার করে

(৫)

[মনোয়ার খাঁকে মসজিদে আটক]

আর কিরে—

আজব খাঁ আর সুজা বাদশা

এই শল্লা[৭১] করিয়ারে, কিরে ।।

মছিদ তৈয়ার করায় দেখ

চাডি[৭২] গাঁও মুল্লুকেই রে

হারে বাঙ্গেলার জমিদার ।।

আর কিরে—

চাডি গাঁও মুল্লুক গো আছে

দক্ষিণ ভারতেই রে, কিরে ।।

আরে সুজা বাদশায় বানাইল মজিদ

সেই মুল্লুকের মাইঝে রে

হারে বাঙ্গেলার জমিদার ।।

আর কিরে—

এক লরের মছিদ গো বাদশায়

তিন লরে বানাইল রে, কিরে ।।

নবী, নসিন্দা[৭৩] কাম গো দেখ

কত আর করাইল রে

হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ।।

আর কিরে—

আল্লার নবীর পথ খুদাইল

মছিদের মাঝার রে, কিরে ।।

লতাপাতা আইক্যা থইল

দেখতে চমৎকার রে

৭১, পরামর্শ
৭২, চট্টগ্রামে
৭৩, নক্সী কাজ

হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥

আর কিরে—

চাইর চূড়ায় চাইর কইতর[৭৪] দিল

মইধ্যের চূড়ায় ময়ূররে, কিরে ॥

এমুন মছিদ না আছে আর

এই বাংলার মাঝারেরে

হারে বাঙ্গেলার জমিদার ॥

আর কিরে—

মছিদ বানাইয়া বাদশায় গো

কোন কামই করিলরে কিরে

মনোয়ার খাঁ আগে একখান পত্র

বাদশায় পাঠাইয়া না দিলরে

হারে বাঙ্গেলার জমিদার ॥

আর কিরে—

শুন শুন মনোয়ার খাঁ দেওয়ান গো

শুন কই তোমারেরে, কিরে ॥

তোমার মতন নমাজি গো নাই

এই ভারতের মাইঝেরে

হারে বাঙ্গেলার জমিদার ॥

আর কিরে-

শুন শুন মনোয়ার খাঁ গো দেওয়ান

বলি যে তোমারেরে, কিরে ॥

তোমার মতন ইমানী নাইগা

এই বাংলার মুল্লুকেইরে

হারে বাঙ্গেলার জমিদার ॥

আর কিরে—

এক মছিদ তৈয়ার করছি আমরা

৭৪, কবুতর

চাডি গাঁও মুল্লুকেইরে, কিরে ॥
রমজানেরই ঈদের নামাজ অইব
সেই মছিদের মাইঝেরে
হারে বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর কিরে—
ঈদের জম্মাত অইব সাইব
চাঁটগাঁও মুল্লুকের মাইঝেরে, কিরে ॥
আরে, ভালা ইমাম নাহি মিলে
এই ভারতের মাইঝেরে
হারে বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর কিরে—
নালিশ করিলাম সাইব গো
তোমারই দরবারে রে, কিরে ॥
আরে, আমার জেফত[৭৫] কবুল করবা
এই মিন্নতি করিলাম রে
হারে বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর কিরে—
ভারতের বিখ্যাত ইমাম গো আছ
এই বাংলার দেশেরে, কিরে ॥
ইমামতি করবা মনোয়ার খাঁ
চাঁট গাঁও মুল্লুকের মাইঝেরে
হারে বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর কিরে—
নয়া মছিদের ইমাম গো সাহেব
তোমারেই করিলাম রে, কিরে ॥
দয়া কইরা আইবা মনোয়ার খাঁ
ঈদেরই না দিনেইরে

৭৫, দাওয়াত রক্ষা করবেন

হারে বাঙ্গেলার জমিদার ।।

আর কিরে—

এই পরনা লেখিয়া সুজা বাদশায়

কোন্ কামই করিলরে, কিরে ।।

কাছিদ ডাকিয়া পরনা আরও

ঢাকার চৌকে পাঠাইয়া না দিলরে

হারে বাঙ্গেলার জমিদার ।।

আর কিরে—

পরনা লইয়ারে কাছিদ আরে

পন্থ মেলাই দিলরে, কিরে ।।

মার মার কইরা গেল কাছিদ

ঢাকার চৌকের মাইঝেরে

হারে বাঙ্গেলার জমিদার ।।

আর কিরে—

ঢাকার চৌকে গিয়ারে কাছিদ

এই যেন নজর কইরাই চাইলরে, কিরে ।।

মানোয়ার খাঁয়রে সামনে পাইয়া

পরনা ধইরাই দিলরে

হারে বাঙ্গেলার জমিদার ।।

আর কিরে—

পরনা পাইয়ারে মনোয়ার খাঁ

কোন কামই করিলরে, কিরে ।।

বিছমিল্লা বলিয়া পরনার বান খুলিয়া

পড়িতেই লাগিলরে

হারে বাঙ্গেলার জমিদার ॥

আর কিরে—

সুজা বাদশার পরনা দেখিয়া মনোয়ার খাঁ

দীল খুলিয়া পড়িলরে, কিরে ।।

অই যেন পরনা পড়িয়া দেওয়ান
হাসিতেই লাগিলরে
হারে বাঙ্গেলার জমিদার ।।
আর কিরে—
পরনা লইয়া মনোয়ার খাঁ দেওয়ান
আন্দরেতেই গেলরে, কিরে ।।
পরনা লইয়া যেমুন দেওয়ান
খল[৭৬] খলি হাসিতেই লাগিলরে
হারে বাঙ্গেলার জমিদার
আর কিরে—
পরনা লইয়া যেন দেওয়ান
হাসিতেই লাগিলরে, কিরে ।।
মনোয়ার খাঁর মায়ে আইয়া
পুতের আগে জিজ্ঞাসন করিলরে
হারে বাঙ্গেলার জমিদার ।।
আর কিরে—
শুন শুন মনোয়ার খাঁ দেওয়ান
পুত বলিযে তোমারে, কিরে ।।
তোমার হাতে দেখি পত্র খানা
কোন্ দেশ হইতে আইছেরে[৭৭]
হারে বাঙ্গেলার জমিদার ।।
আর কিরে—
কিবা লেখা আছেরে, বাবা
এই পত্রের উপুরেরে, কিরে ।।
আয়রে পত্র পইড়া হাস কেনে বাবা
কোন কথার কারণেই রে

৭৬, অট্টহাস্য
৭৭, এসেছে

হারে বাঙ্গেলার জমিদার ।।
আর কিরে—
শুন শুন শুন মাগো
শুন কই তোমারে, কিরে ।।
সুজা বাদশায় দিছে পত্র মাগো
ঈদের নমাজ পড়িবার রে
হারে বাঙ্গেলার জমিদার ।।
আর কিরে—
এক মছিদ তৈয়ার করছে বাদশা
চাডি গাঁও মুলুকেইরে, কিরে ।।
ঈদের নমাজ অইব মাইয়া
এই মছিদের মাইঝেরে
হারে বাঙ্গেলার জমিদার ।।
আর কিরে—
ইমামতি করতে মাগো, বাদশায়
দাওয়াত দিছে মোরে, কিরে ।।
আরে ঈদের নমাজ পড়াইতাম গিয়া
চাঁটগাঁও মুলুকের মাইঝেরে
হারে বাঙ্গেলার জমিদার ।।
আর কিরে—
আমি যুদি মনোয়ার খাঁ হই ওগো
ওই নাম রাখিবরে, কিরে ।।
নমাজ পড়াইতে মাগো
আমি চাডি গাঁও যাইবাম গো
হারে বাঙ্গেলার জমিদার ।।
আর কিরে—
নমাজ ত আর উদ্দিশ নয়রে
উদ্দিশ হইল[৭৮] ফিকির রে কিরে ।।

---

৭৮. প্রবঞ্চনার

চাতুরালী কইরা বাদশায়
আমরায় বন্দ করতে চায়রে
হারে বাঙ্গেলার জমিদার ।।
আর কিরে—
এই কথা শুনি শুনিয়া মায় গো
কান্দিতেই লাগিলরে, কিরে ।।
বার বার কইরা মায়ে মানোয়ার খা রে
নিষেধই করিল রে
হারে বাঙ্গেলার জমিদার ।।
আর কিরে—
যাইও না যাইও না গো বাবা
না যাইও চাডি গাঁও মুল্লুকেরে, কিরে ।।
আমি মানা করি তোমায়
না যাইও দক্ষিণেরে
হারে বাঙ্গেলার জমিদার ।।
আর কিরে—
তুমি যুদি যাওরে বাবা ধন
চাডি গাঁও মুল্লুকের মাইঝেরে কিরে ।।
নিশ্চয়ই মাইরা ফালব তোমায়
বাদশার লোকে ধইরারে
হারে বাঙ্গেলার জমিদার ।।
আর কিরে—
যত নিষেধ করে গো মায়ে
দেওয়ানে নাই সে শুনেরে কিরে ।।
বুঝ পরবুধ দিয়া মায় রে
বিদায় না চাইলরে
হারে বাঙ্গেলার জমিদার ।।
আর কিরে—

ভাত যে রান্ধিবা গো মাইয়া
না ফালাইবা ফেনারে কিরে ॥
ঢাড়ি গাঁও যাইতে এই যে গো মাইয়া
না করিও মানারে
হারে বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর কিরে—
কহিয়া বলিয়া মায়রে দেওয়ান
রাজি যে করিলরে, কিরে ॥
চাড়ি গাঁও যাইতে দেওয়ান
জোগার জোগাইতে লাগিলরে
হারে বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর কিরে—
আলালকুর নামে এক
চাকর বেডাই ছিলরে, কিরে ॥
সেই ছেড়ারে সঙ্গে লইতে মিয়ায়
মনস্থাব[৭৯] করিলরে
হারে বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর কিরে—
তাজী ঘোড়া দেইখ্যা মনোয়ার খাঁ
তাতে ছোয়ার হইলরে, কিরে ॥
মনি পুইড়া ঘোড়ার বাচ্চা একটা
আলাল কুরায় দিলই রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর কিরে—
মনোয়ার খাঁর ঢাল তেলুয়ার যেমুন
আলাল কুরে লইল রে, কিরে ॥
সাজিয়া পরিয়া তবে দুইজন

৭৯, মন স্থির করল

ঘোড়া ছাইড়াই দিল রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর কিরে—
তিন দিন তিন রাইত গো ঘোড়া
যাইতেই লাগিল রে, কিরে,
আয় রে, ঈদের আগের দিন গিয়া তবে
চাড়ি গাঁয়ে দাখেল না হইল রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর কিরে—
যখন পৌঁছিল মনোয়ার খাঁ দেওয়ান
চাড়িগাঁও মুল্লুকেই রে, কিরে ॥
আয়রে, সুজা বাদশার লোক আইয়া
তাজিম কইরাই নিল রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর কিরে—
যখন পৌঁছিল মনোয়ার খাঁ দেওয়ান
চাড়িগাঁও মুল্লুকেই রে, কিরে ॥
সুজা বাদশা নিজে আইয়া
কুলা কুলি করিল রে
হারে বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর কিরে—
মনোয়ার খাঁয়রে দেইখ্যা আজব খাঁ
বড়ই খুশালিত হইল রে, কিরে ॥
কাছে আইয়া আতে ধইরা
যোগ জিগ্গাসন করিল রে
হারে বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর কিরে—
লোক জনের ভাব দেখিয়া মনোয়ার খাঁ গো

বড়ই খুশাল হইল রে, কিরে ॥
মনের পেচ[৮০] ছাইড়া দিয়া
সরল মন হইল রে
হারে, বাঙ্গেলায় জমিদার ॥
আর কিরে—
তিশ রোজার শেষে যখন আরও
ঈদ শুরু হইল রে, কিরে ॥
ওরে অজু গোছল কইরা মনোয়ার খাঁ
মছিদেতেই গেল রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর কিরে—
এন সময়ে সুজা বাদশায় কয়রে কথা
মনোয়ার খাঁর আগেই রে, কিরে ॥
আরে ইমামতি করহাইন সায়েব
এই মিন্নতি করিলাম রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর কিরে—
বাদ বিসম্বাদ যত করছি
সব দেও ছাড়িয়া রে, কিরে ॥
চাঁন বিবিরে করবা সাদী
জম্মাতের নমাজ পড়াইয়া রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর কিরে—
আজব খাঁ নবাবের কইন্যা
চাঁন বিবি সুন্দরী রে, কিরে ॥
ওরে, আমি নাহি করবাম সাদী
হলফ করিবাম আমি রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥

৮০. কু-ধারণা

আর কিরে—

আগের বাদ বিসম্বাদ যত করছি
সব দেও দীলেত্যে[১] ছাড়িয়ারে, কিরে ॥

সাদা দিলে ঈদের জমাত
যাইবা তুমি পড়াইয়ারে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥

আর কিরে—

এই কথা যখন আরও
সুজা বাদশায় কইল রে, কিরে ॥

ইমামতি করতে মনোয়ার খাঁ
মিম্বরেতে গেলই রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥

আর কিরে—

যত লোক ছিল দেখ বাদশার
চাটগাঁও মুল্লুকের মাইঝে রে, কিরে ॥

কানে কানে কইল কথা
দিল্লীর সুজা বাদশায় রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥

আর কিরে—

তক্‌বীরের পরে যখন ইমাম
তহরীমা বান্ধিবেরে, কিরে ॥

আল্লাহু আকবর কইলা যেন
হাত জোর করিবে রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥

আর কিরে—

কোরানের ছুরা যখন মনোয়ার খাঁ
পড়িতেই থাকিবে রে, কিরে ॥

১. মন থেকে মুছে ফেল

আরে নামাজ ছাড়িয়া সব লোক
বাহির হইয়া আসিবে রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর কিরে—
ইমাম থইয়া[৮২] তোমরা সবে
বাহিরে আসিবে রে, কিরে ॥
কেপার মারিয়া বাইরে আরও
বরজ তালা লাগাইবে রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর কিরে—
যেই কথা মুখে কইল বাদশায়
সেই কাজ করিল রে, কিরে ॥
এই যেন মনোয়ার খাঁয়রে থইয়া
সব লোক বাহিরে আসিল রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর কিরে—
নেওৎ বান্ধিয়া যখন
ছুরা পড়িতেই লাগিল রে, কিরে ॥
এই যেন, বাদশার যত লোক ছিল
সব বাহিরে আসিল রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর কিরে—
বাহিরে আসিয়া গো সবেই
কপাট দিল লাগাইয়া রে, কিরে ॥
বরজ[৮৩] তালা লাগাইয়া দেখ
বাইরের দিগ দিয়া রে

৮২. রেখে
৮৩. ম্‌ল তালা

হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ।।

আর কিরে—

বাহিরে আসিয়া বাদশা

বড় খুশী বাসি হইল রে, কিরে ।।

আজব খাঁরে ডাকিয়া তবে

কহিতেই লাগিল রে

হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ।।

আর কিরে—

সুজা বাদশায় কয়রে কথা

আজব খাঁর আগেইরে, কিরে ।।

আয়রে, বাংলার বাঘ বন্দ করছি

এই চাটগাঁও মুল্লুকের মাইঝে রে

হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ।।

আর কিরে—

কিনু মতে যখন আমরা

তার সঙ্গে নাহি পারিবে, কিরে ।।

আয়রে, মছিদে করিলাম বন্দ

করিয়া একটা চালাকিরে

হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ।।

আর কিরে—

চল চল যাইগা এখন আমরা

দিল্লীরই দরবারে রে, কিরে ।।

ওরে আপন মতে মইরা থাকব

মর্দ মছিদের ভিতরেই রে

হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ।।

আর কিরে—

চল চল যাইগা এখন আমরা

দিল্লীরই দরবারে রে, কিরে ।।

রঙ উল্লাস কইরা আমরা
বিয়ার কাম করিরে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর কিরে—
শল্লা সাবুদ কইরা বাদশা
দিল্লী রওনা হইল রে, কিরে ॥
আজব খাঁ নবাবে দেখ
বিয়ার উরযোগ[৮৪] করিল রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর কিরে—
বিয়ার উরযোগ করে তারা
খুশী খুশাল মনেরে, কিরে ॥
সামনের মাসে বিয়ারে হইব
জানাইল দেশ বিদেশে রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর কিরে—
এই কথা রাখিয়া এই খান
আর এক কথা যাই বলিয়ারে, কিরে ॥
আলাল কুরের কথা কিছু
শুন মন দিয়ারে
হারে, বাঙ্গালার জমিদার ॥
আর কিরে—
বাদশার লোক যখন আরও
মছিদের বাইর হইয়া গেলরে, কিরে ॥
সেই সময় আলাল কুর
পাছের কাতারেই না ছিল রে ॥
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥

৮৪. ব্যবস্থা

আর কিরে—

আলালকুর পাছের কাতারে
যখন খাড়া ছিলরে, কিরে ।।
এই যেন বাদশার লোকের সঙ্গে
সেও বেটা বাহির হইয়া গেল রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ।।

আর কিরে—

বাহিরে তালা লাগাইয়া যখন
সবে বিদায় হইয়া গেলরে, কিরে ।।
আলাকুর সেইখান থাইক্যা
পলাইয়াই গেলরে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ।।

আর কিরে—

এই খান থাইক্যা আলালকুর
পলাইয়াই গেলরে, কিরে ।।
ঘোড়া জোড়া থইয়া আলালকুর
হাইট্যা রওনা হইল রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ।।

আর কিরে—

হাঁটিয়া হাঁটিয়া আলালকুররে বেটা
পন্থ মেলা দিলরে, কিরে ।।
সাত দিনের পরে ঢাকার চৌকে
বেটা দাখিল হইলরে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ।।

আর কিরে—

ঢাকার চৌকে গিয়া গো আলালকুর
মায়ের সামনেই গেলরে, কিরে ।।
কান্দিয়া কান্দিয়া মায়ের কাছে

লুটাইয়া লুটাইয়া পড়িলরে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ।।
আর কিরে—
মায়েরই দরবারে গিয়া যখন
বেটায় কান্দিতেই লাগিলরে, কিরে ।।
আয়রে মনোয়ার খাঁর মায়ে কান্দে
পুতেরই কারণেরে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ।।
আর কিরে—
মায়ে জিজ্ঞাসন করে আরও
আলালকুরের আগেইরে, কিরে ।।
আরে, একলা একলা আইলা আলাল
আমার মনোয়ার খাঁ কোথায় রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ।।
আর কিরে—
শুন শুন আলালকুররে বেটা
বলি যে তোমারে রে, কিরে ।।
আমার পরানের পুত্র,
তুমি কোথায় থইয়া আইছ রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ।।
আর কিরে—
মায়ের কথা শুইনারে চাকর বেটার
মুখ বন্ধ হইয়া গেলরে, কিরে ।।
কি কথা কহিব বেটায়
মায়ের ফাইল চাহিয়া রহিল রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ।।
আর কিরে—
মনোয়ার খাঁর কথা যেমুন

আলালকুর বলিল রে. কিরে ॥
মায়ের পায়ে ধইরা চাকর বেটায়
কেবল কান্দিতেই লাগিল রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর কিরে—
শুন শুন মাগো আমার
শুন কই তোমারে রে, কিরে ॥
আপনের নিষেধ ফালাইয়া সাইবে গেছিন
চাটগাঁও মুল্লুকের মাইঝে রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর কিরে—
দিল্লীর সুজা বাদশায় সাইবেরে
ইমাম বানাইয়া দিলরে, কিরে ॥
নমাজ পড়াইতে সাইব গো
মিম্বরেতেই খাড়া হইল রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর কিরে—
নমাজের ছুরা সাহেব গো আমার
যখনই পড়িল রে, কিরে ॥
তৎক্ষণাতে বাদশার লোকজন সবেই
বাহিরে আসিয়া পড়িল রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর কিরে—
বাহিরে আসিয়া লোকজন গো মা
কোন্ কামই করিল রে, কিরে ॥
দরজার কেপায় লাগাইয়া
বরজতালা না লাগাইলরে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥

আর কিরে—
বাঘের বাচ্চা করছে বন্দ
চাটগাঁও মুল্লুকের মাইঝেরে, কিরে ॥
কেমনে আসিবে গো তোমার দেওয়ান
এই ঢাকার চৌকের মাইঝে রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর কিরে—
ঘোড়া জোরা ফালাইয়া মাগো
আমি পলাইয়া আইছি রে, কিরে ॥
মনোয়ার খাঁ দেওয়ানের আশা মাগো
ছাইড়া ভালা দেওরে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর কিরে—
তোমার দেওয়ানের আশা মাগো
না করিও আররে, কিরে ॥
এই জনমে দেখতানা আর
তোমার পুতের মুখরে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর কিরে—
ম' জননীর আগে যেমুন বেটায়
করিল প্রলাপ রে, কিরে ॥
আয়রে শুন শুন এখন কই
মায়েরই বিলাপ রে
হারে বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর কিরে—
আলাকুরের কথা শুইন্যা
মায়ে বিলাপ জুড়িলরে, কিরে ॥
পুতেরই বেদনে দুঃখীনি মায়ের
পরান উইড়াই গেলরে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥

মায়ের বিলাপ

হায়রে···

কোথায় রইল যাদু আমার

কোথায় রইল রে ।।

আহা পুত্র্ মনোয়ার খাঁ জি

কে করিল বন্দীরে

চাডিগাঁও মুল্লুকে আমার যাদু

কে থইল আটকাইয়ারে ।।

হায় রে···

কত নিষেধ করলাম রে বাবা

ও বাবা তোমারই লাগিয়া

চাডিগাঁও নাও যাইতা

ঈদের নমাজের লাগিয়ারে ।।

হায় রে···

দশ না পাঞ্জ না গো পুত্র্

তুমি এক হাতের লড়ি,

তুমি মনোয়ার খাঁ না থাকিলে

আমি যাইবাম কার বাড়ী রে ।।

হায় রে···

মাছে চিনে উচঁ রে খুঁছ

পইখে চিনে ডাল

মায় সে জানে পুতের বেদন

যার কলিজার শাল রে ।।

হায় রে···

এক পুত্র্ আছলারে বাবা

আমার বুকের ধন

চাডিগাঁও মুল্লুকেরে বাবা
তুমি হইলা নিদন রে ॥

হায় রে…
হাঁতি শালে হাতিরে কান্দে
পাইছালে[৮৫] কান্দে ঘোড়া
পিঞ্জিরায় লুটাইয়ারে কান্দে
কান্দে শীকারিয়া কুড়ারে ॥

হায় রে…
পানিত কান্দে পানি খাওরী
শুকনায় কান্দে উদ[৮৬]
আমার বিছানায় পড়িয়া কান্দে
দু' নালা বন্দুক রে ॥

হায় রে…
বাংলার লোকে কানবরে বাবা
আর ও তোমারই লাগিয়া
আমারে ছাড়িয়া গেলারে যাদু
বুকে ছেল দিয়ারে ॥

হায় রে…
ঢাকার শরের বাস্তিরে আছলা
ঢাকার চৌকের মাইঝে
আরে চাডিগাঁও নিবাইল রে বাতি
আজব খাঁ নবাবে রে ॥

হায় রে…
না খায় দানা না খায় পানি
না বান্ধে মাথার কেশ
দিবা নিশি কান্দে মায় গো

৮৫. ঘোড়াশাল
৮৬. উদবিড়াল

পাগলেরই বেশ রে ॥

হায় রে···

দিনে রাইতে কান্দে মায় গো

পুড়ে রইয়া রইয়া

দুই নয়ানে পানি গরায়

নদী নালা হইয়ারে ॥

হায় রে···

পশু কান্দে পইখ গো কান্দে

কান্দে উচাঁ ডালে বইয়া

এমুন নিদানের কালে পুত্র

মায়রে কোথায় গেলে থইয়া রে ॥

হায় রে···

এই মত কান্দে মায় গো

কান্দে লুটাইয়া লুটাইয়া

হায় রে আজব খাঁর কথা এলা

যাইগো আমি কইয়ারে ॥

(৬)

[মনোয়ার খার ধর্ম-প্রাণতা এবং চান বিবির সঙ্গে বিবাহ]

আর কিরে—

এই মতে তিন ও মাস

একে একে ছাড়াইয়া গেল রে, কিরে ॥

তিন ও মাস ছাড়াইয়া বকরা ঈদ

সামুনেই পড়িল রে

হারে, বাজেলায় জমিদার ॥

আর কিরে—

সুজা বাদশা আজব খাঁ নবাব গো

বইসা শল্লা করেইরে, কিরে ॥

বকরা ঈদের নমাজ গো যেমুন
মছিদে পড়িতেই হইবে রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার।।
আর কিরে—
শলা সাবুদ কইরা তারা
লোক জনে হুকুম কইরাই দিলরে, কিরে।।
বকরা ঈদের নমাজে লোকজন
চাডিগাঁও মছিদেই হইবে রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার।।
আর কিরে—
আইজ থাইক্যা পাঁচ দিন পর
নমাজ মছিদে হইবে রে, কিরে।।
ওরে নমাজের জইন্ন মছিদ খানা
সাফ করিতেই হইবে রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার।।
আর কিরে—
বন্দ করছিলাম মনোয়ার খাঁ দেওয়ানে
এই মছিদের ভিতরেইরে, কিরে।।
মইরা বুঝি হাড্ডি গুড্ডি রইছে পড়িয়া
এই মছিদের মাঝারে রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার।।
আর কিরে—
শীঘ্র কইরা চইলা যাও তিনজন
চাটগাঁও মুল্লুকের মাইখে রে, কিরে।।
মনোয়ার খাঁর মরা হার ফালাও
মছিদের বাহির করিয়ারে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার।।
আর কিরে—
বাদশার হুকুম পাইয়া তবে

তিন লোক পন্থ মেলা দিল, কিরে ।।
চাটগাঁও মুল্লুকের মাইঝে
তিনজন উপস্থিত হইল রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ।।
আর কিরে—
উপস্থিত হইয়া লোকজন দেখ
কোন্ কামই করেরে, কিরে ।।
মছিদের কেপার ভালা
খুলিতেই না গেল রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ।।
আর কিরে—
মছিদেরই তালা খুইল্যা তারা
যখন কেপার মেলিল রে, কিরে ।।
এমুন সময় আচানক তামশা তারা
এই নজরে দেখিল রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ।।
আর কিরে—
কেপার খুলিয়া লোকজন
যখন নজর করিলে রে, কিরে ।।
এন সময় মনোয়ার খাঁ দেওয়ান
নমাজের ছেলাম ফিরাইল রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ।।
আর কিরে—
ডাইনে বাঁয়ে যখন দেওয়ান
ছেলাম ফিরাইল রে, কিরে ।।
এই না দেইখ্যা তিন বেডায়
যেমুন উইঠ্যা দৌড় দিলরে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ।।

আর কিরে—

এক দৌড়ে চইল্লা গেলগা তিনজন
বাদশারই দরবারে রে, কিরে ।।
কাইন্দা কাইন্দা ফৈরাদ করল তারা
বাদশারই গুছরে রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ।।

আর কিরে—

শুন শুন জাঁহাপনা ও
শুন কই তোমারে, কিরে ।।
হায়রে, মছজিদে করছ বন্দ বুঝি
আল্লার ফেরেস্তারে, রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ।।

আর কিরে—

আড্ডি ফালতাম গেছলাম গো আমরা
মনোয়ার খাঁ দেওয়ানের রে, কিরে ।।
আরে কেপার খুলিয়া দেখি
বেপার কি চমৎকার রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ।।

আর কিরে—

কেপার খুলিয়া আমরা গো সাইব
দেখি নজর করিয়ারে, কিরে ।।
ডাইনে বাঁয়ে ছেলাম ফিরায়
মনোয়ার খাঁ দেওয়ান রে ।।
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ।।

আর কিরে—

এই কথা যখন গো আরও
দিল্লীর বাদশা শুনিল, রে কিরে ।।
সিঙ্গাসন ছাইড়া বাদশা

বড়ই চমৎকির হইল রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ।।
আর কিরে—
আজব খাঁরে লইয়া বাদশা
ঘোড়া সাজাইল রে, কিরে ।।
ঘোড়াটি সাজাইয়া তারা
চাড়ি গাঁয়ের পন্থ মেলাই দিল রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ।।
আর কিরে—
আজব খাঁরে লইয়া বাদশা দেখ
চাড়ি গাঁয়ে গেলরে, কিরে ।।
আরে মছিদের কেপার খুইল্যা
নজর কইরা চাইল রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ।।
আর কিরে—
সুজা বাদশা নজর করে দেখ
মছিদের ভিতরেই রে, কিরে ।।
বইস্যা[৮৭] যে অজিফা করে মনোয়ার খাঁ
তছবি লইয়া হাতে রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ।।
আর কিরে—
এই দেখিয়া বাদশা গো বড়
খুশাল হইল মনেরে, কিরে ।।
মুনিষ্যি না হইব এইলা
খাশ খদার বান্ধা হইব রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ।।
আর কিরে—
সুজা বাদশায় কয়রে কথা

৮৭. বস

আজব খাঁর আগে রে, কিরে ।।
আর নহেত মুনিষ্যি এই জন
খদার ফিরিস্তা যে হইবে রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ।।
আর কিরে—
গলায়ে কাপড় বান্ধিয়া তারা
পায়ে গিয়া ধরিল রে, কিরে ।।
কত পাপ করছি সাহেব
সাফ কইরা দেওহাইন রে
হারে বাঙ্গেলার জমিদার ।।
আর কিরে—
বহুত অপরাধ করছি গো আমরা
আপনার দরবারে রে, কিরে ।।
আরে, মাফ কর গোনা গাথা যত
মাফ কইরা দেওহ ইন রে
হারে বাঙ্গেলার জমিদার ।।
আর কিরে—
মনোয়ার খাঁ দি কয়রে কথা
সুজা বাদশার আগেই রে, কিরে ।।
আরে, কি অপরাধ করছ তোমরা
ভাইঙ্গা[৮৮] কও আমারে রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ।।
আর কিরে—
কত অপরাধ করছি গো সাহেব
বলিতে না পারিরে, কিরে ।।
আয়রে নমাজে করছিল ম বন্দ
করিয়া চতুরালী রে

৮৮, প্রকাশ করে

হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥

আর কিরে—

মনোয়ার খঁা শুনিয়া দেখ
হাসিতেই লাগিল রে, কিরে ॥
ওরে মাবুদ আল্লা, দয়া কইরা
আমার হায়াত বাড়াইল রে।
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥

আর কিরে—

সুজা বাদশা কয়রে কথা
মনোয়ার খাঁর দরবারে রে, কিরে ॥
আরে, চল চল যাইগা মনোয়ার খাঁ
চল যাইগা, ঢাকার শরের মাইঝে রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥

আর কিরে—

শুন শুন মনোয়ার খাঁ গো দেওয়ান
শুন কই তোমারে রে, কিরে
পীর অইয়া মুরিদ কর
পীর মানলাম তোমারে রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥

আর কিরে—

হাতে ধইরা মুরিদ অইয়া
পীর বলিয়া কইল রে, কিরে ॥
মিল মহব্বত অইয়া তিনজন
ঢাকার শরে রওনা হইল রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥

আর কিরে—

একে একে তিনজন আরে
ঢাকার শরে দাখেল হইল রে, কিরে ॥

খুশী খুশালীতে বাদশায়
বিয়ার কথা কইল রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥

আর কিরে—
যত অপরাধ করছি গো সাহেব
মাফ কর আমরারে রে, কিরে ॥
আরে, বিয়া কর, তুমি
চাঁন বিবি সুন্দরীরে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥

আর কিরে—
মজব খাঁয়ে কইল কথা
মনোয়ার খাঁর আগেই রে, কিরে ॥
অপরাধ ক্ষেমা দিয়া গো তুমি
চাঁন বিবি গ্রহন[৮৯] কর রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥

আর কিরে—
কথায় কথায় মনোয়ার খাঁ গো
মন নরম হইল রে, কিরে ॥
চাঁন বিবিরে সাদী করতে
রাজী না হইল রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥

আর কিরে—
টুঁক চান পুরেতে ছিল গো তখন
চাঁন বিবি সুন্দরী রে, কিরে ॥
ওরে হাজির করিল নিয়া
মনোয়ার খাঁর দরবারে রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥

---

৮৯. গ্রহণ কর

আর কিরে—
চাঁন বিবিরে দিল বিয়া কিরে
মনোয়ার খাঁর সাথেই রে, কিরে ॥
ওরে, ঢাকার ছুবেদারী দিল বাদশা
মনোয়ার খাঁর হাতেই রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥
আর কিরে—
সাদী দিয়া দিল্লীর বাদশা
গেল আপন দেশ রে, কিরে ॥
আরে, এই পর্যন্ত মনোয়ার খাঁর কিচ্ছা
আমার হইল শেষ রে
হারে, বাঙ্গেলার জমিদার ॥

বন্দনা

আমার সুখ নাইরে ও
সুখ পরাণের বৈরী,
লাল মিয়ায় করে খুন গো
তোতা মিয়ার হাতে বেড়ি রে।
ও আমার সুখ নাইরে।।

আর, পরথমে করিলাম বন্দন গো আল্লা
ও আল্লা, প্রভু নিরাঞ্জন
যাহার খাতিতে পয়দা হইল
এ তিন ভুবন রে।।
আর তারপরে করিলাম দু' বন্দন
ও আল্লা, নূর আদমের চরণ
যাহারই উদ্দিশ্যে লইলাম জনম
এই মিছা দুইন্যাইর[১] ঘরে রে।।
ও আমার সুখ নাইরে।।

আর, পূবেতে করিলাম বন্দন গো আল্লা
আর গো পূবে ভানুশ্বর
এক দিকে উদয় গো ভানু আল্লা
চৌদিগে হয় পশর রে।।
আর, উত্তরে করিলাম বন্দন গো আল্লা
হেমালী আর পর্বত রে
হেমাল ছুটিলে ভাইরে ও ভাই
দুইন্যাই হইব গয়রত[২] রে।
ও আমার সুখ নাইরে।।

১. দুনিয়ার
২. ধ্বংস

আর, তার উত্তরে করিলাম বন্দন গো
শিবের আরও কৈলাস
সেই জাগাতে ছুইট্যা খাইছিন্
বসু বলদে ঘাস রে ॥
আর, পশ্চিমে করিলাম দু' বন্দন গো
মক্কা হেন্দুর রে স্থান
উদ্দিশ্যে জানায় ছালাম গো
এই যেরে মমিন মোছলমান রে।
ও আমার সুখ নাইরে ॥

আর, তারও পরে করিলাম দু' বন্দন
আল্লা, গয়া, গঙ্গা কাশী
মোছলমানের ত্রিশ রোজা গো আল্লা
হেন্দুর একাদশী রে ॥
আর, দক্ষিণে করিলাম দু' বন্দন
আর গো আল্লা ক্ষীর নদীর সায়র
সেই সায়রে করছিন্ বাণিজ গো
চান্দু না সদাগর রে ॥
ও আমার সুখ নাইরে ॥

আর, পশুপংখী যায় রে পশুপংখী
হায়রে ঝইরা পড়ে প'র,
ছাইড়া দিলে সীসার গুলী
ছয় মাসে না হয় তল রে ॥
আর চাইর কোণা পিরথিবী বানলাম গো
আসর করলাম থির
তীরের উপর বাইন্ধ্যা গাইবাম
আলী আজার পীর রে।
ও আমার সুখ নাইরে ॥

আর, আর্শা আজার পীর গো বানলাম
আর ও নয় লাখ পেগাম্বর
একে একে বাইন্ধা গাইবাম
যত দেবগণ রে ।।
আর, আইস, আইস দেবের কন্যা গো
লাইম্যা[৩] দেও গো বর
গায়ে দেও দোনা বল গো
গলায় মধুর স্বর রে ।
ও আমার সুখ নাইরে ।।
আর, সব বান্ধিয়া বানলাম আমরা
ম বাপের চরণ
যাহার উছিল্লায় আমরার
এই দুইন্যাই আগমন রে ।।
আর, সভ কইরা বইছেন[৪] গো
ও লোকজন, মমিন মোছলমান
আপনেরার জনাবে আমরার
এই অধমের ছেলাম রে ।
ও আমার সুখ নাইরে ।।
আর, এই সভাতে যুদি গো কেউ
কিচ্ছা গানই জানুইন্
তাইন আমরা উস্তাদ অইন
আমরা তান সাহরীদ[৫] রে ।।
আর উস্তাদ অইয়া সাহরীদ রে
যে ভায় আডক[৬] অচ্র করে

, নেমে
৪, বসেছেন
৫. শাগরেদ

আড়িয়া কুদালে পাপীর শির কাইট্যা
নরকে না পড়ে রে।
ও আমার সুখ নাইরে ॥
আর, বন্দনা গাইলে গো লোকজন
আর বন্দনার নাই সীমা
বন্দনা ছাড়িয়া গো এখন
কিচ্ছায় দেইও মন রে ॥
আর আমরার উস্তাদের নামটি গো সাইবান
সভায় করলাম জারী
ওয়াহেদ আলী নাম গো তানের
যশোদলপুর বাড়ী রে।
ও আমার সুখ নাইরে ॥
আর, আমি অধমের নামটি গো লোকজন
সভায় করলাম জারী
আঃ জব্বার নাম গো অধমের
কুঁড়ের পাড়ে বাড়ী রে ॥
আর, আল্লা নামটি লইয়া মুখে
কিচ্ছায় দিলাম মন
তোতা মিয়ার কিচ্ছা গো আমার
হইল স্মরণ রে।
ও আমার সুখ নাই রে ॥

কাহিনী শুরু

(১)

[শিকারে গমন]

আর, আমার সুখ নাই রে
ও সুখ পরাণের বৈরী

লাল মিয়ায় করে খুন গো
তোতার হাতে বেড়ী রে।
ও আমার সুখ নাইরে ।।
আর, আমার সুখ নাইরে
ও সুখ পরাণের বৈরী
চাচায় ভাতিজায় গুলমাল লাগে
আমরা তন মরি রে ।।
আর ছেলবরছের লাল মিয়া গো
মিয়া উজির নাজির ডাকল
উজির নাজির ডাইক্যা মিয়ায়
কাছারী সাজাইয়া বইল রে।
ও আমার সুখ নাইরে ।।
আর, কাছারী লইয়া গো মিয়ায়
মিয়ায় কইতে লাইগ্যা গেলরে
শুন শুন শুনরে লোকজন
লোকজন বলি যে তোমারে রে ।।
আর কামান বন্দুক সাজাও গো তোমরা
যাইবাম অরিং[৭] শিকারে রে ।।
আস্তি ঘোরা সাজাও আরও
যাইবাম মিরকে[৮] শিকারে রে।
ও আমার সুখ নাইরে ।
আর, এই কথা কইয়া না লাল মিয়া
আন্দর ময়ালে গেলরে
আন্দর ময়ালে গিয়া আম্মাজানের আগে
বাতচিত আর কইতেই লাগিল রে ।।
শুন শুন ছৈয়দের মাইয়া গো
ও মাইয়া বলি যে তোমারে

৭. হরিণ

৮. মৃগ

লোকজন লইয়া যাইবাম আমি
আরে অরিং শিকারেতে রে ।।
ও আমার সুখ নাইরে ।
আর, এইনা কথা শুইনা গো মায়ে
আর মায়ে কহিতেই লাগিল রে
এইনা সময় কালে লাল মিয়া
না যাইও শিকারে রে ।।
আর, তোমার চাচা দুধ মিয়া গো
ও মিয়ায় গণ্ডগোল জুরিল,
এইনা সময় কালে লাল মিয়া
শিগারে না যাইও রে ।।
ও আমার সুখ নাইরে ।
আর, আছিন বাজার হমাহল্যা[১]
তোতায় ভাইঙ্গা ফালছে
বাজারের পাচ্যা বেড়া গো মিয়ায়
তারেও মাইরা ফালছে রে ।।
আর মুদিরার চাউল ডাউল রে বাবা
এক খানঅ কইরা ফালছেরে
তার লাইগ্যা দুধ মিয়ায় গো মিয়ার
গণ্ডগোল বাঝাইছে রে ।।
ও আমার সুখ নাইরে ।
আর, মানা করি ওহেরে বাবা
ও বাবা মানা করি তবে
যাইওনা যাইওনা রে বাবা
না যাইও অরিংঅ শিকারে রে ।।
আর এই না সময় কালে গো লাল মিয়া
ও মিয়ায় কইত্যে লাইগ্যা গেলরে

১. ঘোঁধ

করতাম না করতাম না গুলমাল গো
আমার চাচার সাথে রে ॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, যেভায় যাইবাম এই ভায় আইবাম গো
ও মাইয়া অরিং শিগার কইরে
না কইরো নিষেধ গো মাইয়া
না যাইতে শিকারে রে ॥
আর, মারট্যেনতে[১০] বিদায় লইয়া গো মিয়ায়
বসত ঘরেই গেল
বসত ঘরে গিয়া গো লাল মিয়া
খানা পিনাই খাইল রে ॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, খানা পিনা কইরা মিয়ায়
মুখে দিল পানরে
ঘরেতে না বাইর অইল গো মিয়া
পুন্ন মাসির চাঁনরে ॥
আর, মায়ের কাছে গিয়া গো লাল মিয়া
ও মিয়া ছেলাম জানাইল রে
কদম বুছি কইরা মায় রে
ঘরতে বাইরি অইল রে ॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, ঘরতে না বাইরি অইয়া গো মিয়া
বাইর বাড়ীতেই গেল
দুলাল ঘোড়া বাইর করিয়া
পিষ্ঠে ছোয়ার অইল রে ॥
আর লোকজন লইয়া গো লাল মিয়া
ও মিয়ায় ঘোড়া ছাইড়াই দিল

১০. মার নিকট থেকে

বাইর বাড়ী ছাড়াইয়া মিয়ায়
শর জমিনে পড়িল রে ।।
ও আমার সুখ নাইরে ।
আর, মার মার কইরা গো মিয়া
জঙ্গলে না গেল রে
এই জঙ্গল ছাড়াইয়া লোকজন
গিলামন জঙ্গলে পড়িল রে ।।
আর গিলামন জঙ্গলে গিয়া গো লাল মিয়া
কোন্ কামই করিল
লোকজন লইয়া মিয়ায়
জঙ্গল বের করিল রে ।।
ও আমার সুখ নাইরে ।।
আর, লোক লস্করের লাড়া[১১] পাইয়া রে
সব অরিং পলাইয়া গেল
গাঙ্গের চট্রোয়ানে গিয়া অরিং
জমা না অইল রে ।।
আর এই না সময়কালে গো লাল মিয়া
অরীংয়ের গুম[১২] দেইখ্যা লইল
দু নাইল্যা বন্দুক গো মিয়া
পিট কইরা কইরা ফাল্ল রে ।।
ও আমার সুখ নাইরে ।

(২)

[অসাবধানতার ফলে জেলের মৃত্যু]

আর, নিশানা করিয়া মিয়ায় গো মিয়া
বন্দুক ছাইড়া দিল

১১. নাড়া
১২. পাল

দিশা না ছাড়িয়া গুলী গো
বেদিশা হইল রে ॥
আর, বেদিশানা হইয়া গো গুলী
গুলী লাগ্‌ল জালর[১৩] শইল্লেরে[১৪]
গুলী খাইয়া জালঅ
বেডা পানিতেই পড়িল রে ॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, খড়া[১৫] ধইরা বইছিন রে জালঅ
আর মাইঝ গাঙ্গের মাঝেরে
গুলী গিয়া লাগ্‌ল কেবল
বজরু জালর শইল্লেরে ।।
আর, গুলী খানঅ খাইয়ারে বজরু
উবুর হইয়াই পড়ে
পাছার মাইঝে আছিন গুনাই
ভাইরে থাফা দিয়া ধরে রে ॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, কি সব্বনাশ করলা গো লাল মিয়া
ও মিয়া দাদা মাইরা ফালছ রে
মাইঝ ঘরে ডাকাতি গো মিয়া
আমার না করছ রে ॥
আর, খড়া ধইরা বইয়া আছলাম রে দুই ভাই
দুই ভাই গাঙ্গেরই মাঝারে
কি অপরাধে গো লাল মিয়া
গুলী কইরাই মারলা রে ॥
ও আমার সুখ নাইরে ॥

১৩. জেলের

১৪. শরীরে

১৫. জাল বিশেষ

আর, থাকতাম ত পারতাম না গো আমরা
এই ছেলবরছের মাইঝে রে
বিনা অপরাধে দু মিয়ায়
আমার দাদা মাইরা ফালছ রে ॥
আর, কান্দা কাডা কইরা রে গুনাই
কোন্ বা কামই করিল
দাদার লাশ ডিঙ্গাত তুইলা
বৈডা আতেই লইল রে ॥
ও আমার সুখ নাইরে।

(৩)

[পিতৃব্য দুধ মিয়ার চক্রান্ত]

আর, পাস্তিবৈডা[১৬] লইয়া গো গুনাই
ডিঙ্গা ছাইড়াই দিল রে
আস্তে ধীরে গেল ডিঙ্গা
ছেলবরছের মাইঝে রে ॥
আর, ছেলবরছের ঘাডে গিয়া গো গুনাই
ও গুনাই ডিঙ্গা খান লাগাইল
ডিঙ্গা খান বান্ধিয়া গুনাই জালঅ
টানে গিয়া উঠ্‌ল রে ॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, মরা লাছ লইয়া গো জালঅ
টানে উইঠ্যাই[১৭] গেল
দুধ মিয়ার কাছারীতে নিয়া লাছ
জালঅ কান্দিতেই লাগিল রে ॥
আর, দুধ মিয়ার ছামনে গিয়া গো গুনাই
ছেলাম জানাইল রে।

---

১৬. নৌকার বৈঠা
১৭. ডাঙ্গায়

ছেলাম জানাইয়া জালঅ
কইতেই লাইগ্যা গেল রে ।।
ও আমার সুখ নাইরে ।
আর, থাকতাম পারতাম না গো সায়েব
এই ছেলবরছের মাইঝেরে
বিনা দোষে লাল মিয়ায় আমার
দাদা মাইরা ফালছে রে ।।
আর, খড়া ধইয়া বইয়া আছলাম গো হুজুর
ও হুজুর, গাঙ্গের না মাইঝে রে
এন কালে গুলী মারে
ছেলবরছের লাল মিয়ায় তবে রে ।।
ও আমার সুখ নাইরে ।
আর, এইনা কথা শুইনা গো দুধ মিয়া
ও মিয়ায় মনে খুশাল হইল
ভাতিজারে মজানির[১৮] লাগি
বড়ই কৌশল অইল রে ।।
আর, এইনা সময় কালে গো দুধ মিয়া
ও মিয়ায় কোন্ কামই করিল
কাগজ কলম লইয়া গো মিয়া
একখান চিঠি লেখিল রে ।।
ও আমার সুখ নাইরে ।
আর, চিডিখান লেইখ্যা গো মিয়ায়
গেলগা আন্দর মাঝারে
দশ আজার টেহা গইন্যা আরও
এক পুটলা না বান্ধিল রে ।।
আর, দশ আজার টেহা গো আরও
পুটলা না বান্ধিল রে

১৮. প্রতিশোধের

এই না পুটলা লইয়া গেলগা মিয়া
বাইর বাড়ী দহলে রে ।।
ও আমার সুখ নাইরে ।
আর, দশ আজার টেহা গো মিয়ায়
আরও চিঠি, পিয়ন বইয়ে ভরিল রে
তারপরে গুনাই জালঅর আগে দুধ মিয়া
কইত্যেই লাইগ্যাই গেল রে ।।
আর, শুন শুন গুনাই জালঅরে
ও জালঅ বলি যে তোমারে
এই টেহা আর চিডি লইয়া যাওগা তুমি
মমিংসিঙ্গের শরে রে ।।
ও আমার সুখ নাইরে ।
আর লাছ লইয়া যাইবা তুমি
মমিংসিঙ্গের শরে
লাল মিয়ায় করছে খুন
তোতার নামে এজার দিবারে ।।
আর, লইছরাবাজের শরে গিয়া
গুনাই কোন কামই করিবা
বড় জজের আগে নিয়া
এই চিডি ধরিয়া না দিবা রে ।।
ও আমার সুখ নাইরে ।
আর, দশ আজার টেকার পুটলা লইলা গো জালঅ
মনে মনেই আঁসেরে[১৯]
কইয়ের তেল দিয়া কই ভাজিবাম
এই নইছরাবাজের শরে রে ।।
আর, এই না মনে ভাইব্যারে গুনাই
ও জালঅ কোন কামই করিল

১৯। হাসে

মরা বজরুর লাছ নিয়া
পানসি ডিঙ্গায় উঠাইল রে ।।
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, মরা লাছ উঠাইয়া গুনাই
ডিঙ্গা ছাইড়াই দিল
মার মার কইরা ডিঙ্গা
বাইর গাঙ্গে পড়িল রে ।।
আর, বাইর গাঙ্গে গিয়া ডিঙ্গা
ও ডিঙ্গা নইছরাবাজে গেল
নইরাবাজের শরে গিয়া
ডিঙ্গা লাগাইল রে ।।
ও আমার সুখ নাইরে ।
আর, ডিঙ্গা লাগাইয়া জাল অ
অ জালঅ টানেতেই উঠিল
বড় জজের কোর্টে কেবল
এক দৌড়েই গেল রে ।।
আর, বড় জজের সামনে গিয়া গুনাই
ও জালঅ ছেলাম জানাইল
দুধ মিয়ার চিঠি আরও টেহার টুবলা
জজের সামনেই দিল রে ।।
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, দশ হাজার টেহার টুবলা পাইয়া জজগো
ভাবে মনে মনে রে
দুধ মিয়ার এজার গো আমি
ইজার না করবাম রে ।।
আর আমার সুখ নাইরে ।
ও সুখ পরানের বৈরী
লাল মিয়ায় করে খুন গো

তোতার হাতে বেড়ি রে ।।

ও আমার সুখ নাইরে ।

আর, গুনাইরে ডাকিয়া জজ গো

জিজ্ঞাস কইরা লইল

ইচ্ছামতে তোতার নামে

জজে ইজার লেখিল রে ।।

আর, ইচ্ছামতে পাহা ডাইরী

ইজার লেইখ্যা বইল

আইনের ল' মতে তোতার

ফাঁসির উকুম অইব রে ।।

ও আমার সুখ নাইরে ।

আর, আরমান ছিপাইর আতে

আরমান লেইখ্যা দিল

আরমান ছিপাই গো ইজার

বড় ডাক্তারের কাছেতেই নিল রে ।।

আর বড় ডাক্তার দেইখ্যা ইজার গো

সাইবে কোন্ কামই করিল

ডুম ডাহুনী দিয়া সেই লাছখান

হসপিটলে না আনল রে ।।

ও আমার সুখ নাইরে ।

আর, হসপিটালে নিয়া লাছ রে

লাছ ছিরা ফারা করে

পিষ্ঠে দিয়া মারিল গুলি

বুকেতে বাইর অইলরে ।।

আর, বড় ডাক্তারে দিল ইজার গো

ফিইরা বড় জজের আগে

বড় জজে ইজার লইয়া

জায়গায় জায়গায় টেলি করে রে ।।

ও আমার সুখ নাইরে ।

আর, বড় জজে এই সময় গো
কোন্ কাম করে
বাই পোষ্টে টেলি গো জজে
জাগায় জাগায় করে রে ॥
আর, আইনের বই দেইখ্যা জজে
ওয়ারেন লেইখ্যা ফাম
ছেলবরছের তোতার মিয়ার নামে
ওয়ারেন বাইরি করলরে ॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, নইছরাবাজে যত আছিন জজ হাকিম
এসডু দারগা সবে
জাগায় জাগায় থানায় থানায়
পুলিশ ছিপাই সাজে রে ॥
আর, শতে শতে দারগা সাজে
পুলিশ আর ছিপাই
নয় শ' চহিদার সাজে
লেখা জুখা নাইরে ॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, বারুত বন্দুক লৈয়া সবে
পন্থ মেলা দিল
রাতাই দিনাই কইরা তারা
যাইতে লাইগ্যা গেল রে ॥
আর, ছেলবরছে গিয়া তারা
উবস্থিত না হইল
ছেলবরছের বাড়ী গো তারা
ঘির কইরাইনা লইল রে ॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আর মার মার কইরা রাত্রি

ফজর অইয়া গেল
এন কালে তোতা মিয়া
নিদ্রাত্যে উঠিল রে ॥
এনকালে রমজান দাসী গো
কোন কামই করিল
বদনা খান ঘুরাইয়া আইন্যা
অজুর পানি দিল রে ॥
ও আমার সুখ নাইরে।
এন কালে তোতা মিয়ায়
কোন কামই করিল
রমজান দাসী রমজান বইলা
ডাকিতেই লাগিল রে ॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, শুন শুন রমজান দাসী গো
ও দাসী বলি যে তোমারে
ফরছি উক্কায় তামুক ভইরা
জলদি কইরা আন রে ॥
আর, ডাক শুনিয়া রমজান দাসী রে
ও দাসী কোন বা কাম করে
ফরছি উক্কায় পানি ভইরা
নল না সাজাইল রে ॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, আধমণ ছয় পাইরী তামুক গো দিয়া
দাসী তাওয়াটি সাজাইল
সাত কুড়ি না টিকা গো দিয়া
এই তাওয়া ধরাইল রে ॥
আর, তামুক সাজাইয়া গো দাসী
বাইর আন্দরেই গেল

তোতা মিয়ার সামনে নিয়া
হুক্কা ধইরাই দিল রে ।।
ও আমার সুখ নাইরে ।
আর, হুক্কা দিয়া গো দাসী
খেরকি দিয়া চাইল
চাইয়া দেখে লাল পাগরী, লিল পাগড়ী
বাড়ী ঘিইরা লইছে রে ।।
আর, এই না দেইখ্যা দাসী গো
তোতার আগে কইতেই লাগিল
লাল পাগড়ী, লিল পাগড়ী গো সাইব
বাড়ী ঘিইরা লইল রে ।।
ও আমার সুখ নাইরে ।
আর, দাসীর কথা হুইনা গো তোতা মিয়া
তামুক খাইয়া লইল
তামুক খাইয়া গো মিয়ায়
অজুটি বানাইয়া লইল রে ।।
আর, অজুটি বানাইয়া গো মিয়া
জায়নামাজে খাড়ইল রে
ফজরের ছুন্নত গো মিয়া
আদায় না করিল রে ।।
ও আমার সুখ নাইরে ।
আর ছুন্নত নামাজ পইড়া মিয়ায়
নফল নমাজ পড়ে
নফল নমাজ পইরা সাইবে
মনাজাত করে রে ।।
মনাজাত কইরা মিয়ায়
ঘিরহের বাহির অইল রে
এইনা সময় দারগা পুলিশ

ঘির করিয়া লইল রে ॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, ঘির করিয়া লইল গো মিয়ারে
কেহই নাহি ধরে
যত অবিছার গো আছিন
দূরে দূরে থাকে রে ॥
আর এসড্‌ু সাইবে ইশারা করে গো
কেবল পুলিশ সাইবের আগে
পুলিশ সাইবে ইশারা করে গো
বড় দারগার আগে রে ॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, বড় দারগা করে ইশারা গো
কেবল মাইঝ্‌ুম দারগারে
মাইঝ্‌ুম দারগা ইশারা করে গো
ছোড্‌ু দারগার আগেই রে ॥
আর ছোড্‌ু দারগায় করে ইশারা গো
ছিপাইয়ের না আগে
ছিপাই ইশারা করে গো
আরমান ছিপাইর আগে রে ॥
ও আমার সুখ নাই রে।
আর, আরমান ছিপাই ইশারা করে গো
কেবল চোহিদারের আগে
এই মত ঠেলাঠেলি
সবেই করিতেই লাগিল রে ॥
আর ঠেলাঠেলি কইরা সবে
খাড়ইয়া না রইল
তোতারে ধরিতে কেউর
সাহস না অইল রে ॥
ও আমার স্‌ুখ নাইরে।

আর, এই না দেইখ্যা তোতা মিয়ায়
জিজ্ঞাস করে, এসডু সাইবের আগে
কিসের জন্যে আইছুন গো সাইবান
খুলিয়া না কওহাইন রে ॥
আর তোতার কথা শুইনা এসডুর
মনে সাহস অইল
ইজার খান বাইর করিয়া
সামনে ধরিল রে ॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, ইজার দেইখ্যা তোতায়
ও মিয়া তাইজ্জব অইয়া গেল
কিছুত জানে না মনে
জালঅ কে মারিল রে ॥
হাছা মিছা যত আছে
পরে বিচার অইব
গহরমণ্টলের আইন গো এখন
মানিতেই না অইব রে ॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, এই না সময় তোতা মিয়ায়
কইত্যেই লাইগ্যা গেল
গরমণ্টলের আইন গো সাইব
মানিতেই না অইব রে ॥
আর বিনা হেনকাপে নিবাইল গো
ও সাইব নইছরাবাজের শরে
হেনকাপে দেখলে চাচায়
ঠিসিঠাসি না করিব রে ॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, হেনকাপে দেখলে চাচায়

ঠিসিঠাসাই করব রে
জনমের লাইগ্যা আমার চাচায়
এই খুড়া দিব রে ॥
আর, ছোড্ দারগা গো আল্লা
কেবল নয়া চাকরীই লইল
ইশারাখান গো দারগায়
বুঝিতে না পারল রে ॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, থাফা দিয়া দারগা গো
তোতার হাতেই ধরে
গরমণ্টের আইন গো মিয়া
তুমি মান কিনা মান রে ॥
আর গরমণ্টের আইন গো সাইব
একশ বার মানি রে
বিনা হেনকাপে নিবাইন কেবল
এই নইছরাবাজের শরে রে ॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, এই না সময় কালে গো দারগা
কোন্ কামই করিল
তোতার কথা নাও শুনিয়া
হেনকাপ লাগাইল রে ॥
আর গোস্বা আছিন গোস্বার গো মর্দ
গোস্বায় জইলা গেল
বাঁউ হাত উডাইয়া কেবল
এক ছাপ্পর মারল রে ॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, ছাপ্পরের ছুঁড গো আল্লা
ও আল্লা, দারগার কাল্লা ছিইড়ে পরে

দারগার কাল্লার বাড়ি লাইগা
এক ছিপাইর কাল্লা ছিঁড়েরে ॥
আর, ছিপাইর কাল্লার বাড়ী লাইগ্যা
আরমান পুলিশ মরিল রে
পুলিশের শইল্লের ধাক্কায়
চহিদারের হাত ভাইঙ্গা গেল রে ॥
ও আমার সুখ নাইরে।

আর, এক ছাম্পরে তিনজন গো মইল
বাইর বাড়ীর দহলে
যত আছিন অবিছার আরও
এই না দেইখ্যা দৌড়িতেই লাগিল রে।
আর, ফাল দিয়া এসডু সাইব গো পড়ল
বেত ছোবার মাঝারে
অবিছার যত আছিন আরও
সবে জঙ্গল ভাইঙ্গা দৌড়ে রে ॥
ও আমার সুখ নাইরে।

আর, জানের ভয়ে দারগা সাইব গো
চোংরা গড়ে দৌড়িল
দৌড়ের ছোডে কাডা ঘরে দারগা
কুলাব্বর বাইজ্যা রহিল রে ॥
আর, অবিছারের দৌড়ের ছোডে
কত পুলিশই মরিল রে
পুলিশের ঠেলা ধাক্কায়
কত লোক জখম না অইল রে ॥
ও আমার সুখ নাইরে।

আর, যত যত অবিছার গো
সবেই দৌড়িতেই লাগিল
পালই ক্ষেত গইড়াইয়া তবে

ভাইঙ্গা হমান করিল রে ।।
আর, সবই যখন গেলগা ভাইগা
ঝাড় জঙ্গল দিয়া
তোতা মিয়া দৌড়িয়া গেলগা
আন্দরে চলিয়া রে ।।
ও আমার সুখ নাইরে ।
আর, আন্দরে না গিয়া মিয়ার গো
মিয়ায় কোন কামই করিল
ছৈয়দের মায়ের আগে গিয়া
তবে কহিতেই লাগিল রে ।।
আর শুন শুন ছৈয়দের গো মাইয়া
বলি যে তোমারে
শীঘ্রি কইরা দুই নালা বন্দুকটা
আমার আগে লও রে ।।
ও আমার সুখ নাইরে ।
আর, গরমণ্টের ভাত গো মাইয়া
খাওয়াইয়া না দিবাম রে
দুই চাইর শ' খুন করিয়া ফালবাম
বাইর বাড়ীর দহলে রে ॥
আর, এক ছাপ্পারে তিনজন মারলাম গো মাইয়া
বাইর বাড়ীর দহলে
দারগার কাল্লা ছিঁইড়া
পুলিশ মরিল রে ।।
ও আমার সুখ নাইরে ।
আর, দেওছে দেওছে বন্দুক গো মাইয়া
দেওছে আমার না হাতে
কেমুন বাপের পুতে হেনকাপ দেয়
আমার ল' হাতে রে ।।

আর এই না সময় মা জননী গো
মায়ে কোন কামই করিল
থাফা মাইরা মায়ে গো কেবল
বন্দুক ধইরা ফায় রে ॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, গহরমণ্টলের আইন গো বাবা
মানিতেই না হইব রে
তার লাইগ্যা কেরে বাবা
অতনা উছলছ, রে।
ও আমার সুখ নাইরে।
আমার সুখ নাইরে ও
সুখ পরানের বৈরী
লাল মিয়ায় করে খুন গো
তোতা মিয়ার হাতে বেড়িরে
ও আমার সুখ নাইরে ॥
আর, গহরমণ্টলের আইন গো বাবা
বড় কঠিন হয়রে
বাঘে ভইষে এক ঘাডে
পানি না খাওয়ায় রে ॥
আর, বন্দুকে ধরিয়া মায়ে গো মায়ে
কইত্যেই[২০] লাইগ্যা গেল রে
গহরমণ্টলের আইন গো বাবা
বড়ই লাম্বা আছে রে।,
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, কয়ডা মারবা, করডা মারবারে বাবা
এই ছেলবরছের মাইঝে রে
লাহে লাহে আছে সেনা
গহরমন্টের ঘরে রে ॥

২০. বলতে লাগল

আর, গহরমণ্টলের আইন গো বাবা
মানিতেই না অইব রে
বিনা হেনকাপে বাঁচতা চাইলে
হাজির হওগা নইছরাবাজের[21] শরে রে ॥
ও আমার সুখ নাই রে।

আর, কারে লইয়া যাইবাম গো মাইয়া
ও মাইয়া নইছরাবাজের শরে
ভাইরে লইয়া গেলে আমার
কে থাকিব ঘরে রে ॥
আর, যাও যাও যাওরে বাবা
ও বাবা নইছরাবাজের শরে
নাছির মামুদ পেয়দা তোমরার
তারে লইয়া যাওরে ॥
ও আমার সুখ নাই রে।
আর, এই শুনিয়া তোতা
হায়রে মিয়া পন্থে মেলা দিল
নাছির মামুদের বাড়ীত গিয়া
উপস্থিত না অইল রে ॥
আর, নাছির নাছির বইলা[22] তোতা
আর গো মিয়া ডাকিতেই লাগিল
একও ডাকও দুইও ডাক
মিয়ায় তিনও ডাকও দিল রে
ও আমার সুখ নাইরে ॥
আর, চাইর ডাকের কালে গো নাছির মামুদের মায়ে
কানেতেই শুনিল রে
এই না সময় কালে মামুদ

২১. নাসিরাবাদ বা ময়মনসিংহে
২২ বলে

আর গো বেটা ঘুমেতেই না ছিল রে ॥
আর দিশা বিশা না পাইয়া বেইটো[২৩]
কোন কাম আরও করে
চাইর পিতলী পানি আইন্যা নাছির মামুদের
নাঁহের মাইঝে ঢালে রে ॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, এই না সময় কালে নাছির
আরে গর্জিয়া না উঠে
কিয়ের লাইগ্যা ডাকলাইন মাইয়া
কইবা আমার আগে রে ॥
আর, এই না সময় কালে বুড়া বেটি
আরও কইত্যে লাইগ্যা গেল রে
ক্যামুন বেডায় ডাকে তোমার
আর গো বাবা নিজ নাম ধইরা রে ॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, এই কথা শুনিয়া নাছির
আর গো বেডা গোস্বায় জইল্যা গেল
ক্যামুন বেডার পুতে ডাকে
বাইর বাড়ীর দহলে রে ॥
আর, তোতা ছাড়া যেই গো ডাকে গো
নিজ নাম ধইরা রে
কাল্লা ছিইড়া ফালাইবাম আমি
বাইর বাড়ীর দহলে রে ॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, এই কথা শুনিয়া নাছির
বেটায় পন্থে মেলাই দিল
বাইর বাড়ীর দহলে গিয়া

২৩, বেটি

আর দাখিল না অইল রে ।।
আর, অবস্থিত অইয়া নাছির মরদ
আরও নিরখিয়া চায়
বাপের বেডা তোতা যেমুন
দেখতেই দেহা যায় রে ।।
ও আমার সুখ নাইরে ।
আর, ছেলা মালকী আলেক ছেলাম দিয়া গো মরদ
আরও সামুনে খাড়ইল
কিসের লাইগ্যা আইছুন গো
আরও জিজ্ঞাসন করিল রে ।।
আর কিসের লাইগ্যা আইছুন গো ভাইছাব
এই গোলামের বাড়ীতে
কি দরহার পরছিল গো ভাইছাব
জানাইতান থাকিয়া বাড়ীতে রে ।।
ও আমার সুখ নাইরে ।
আর খবর যুদি দিতাইন গো ভাইছাব
আরও বাড়ীতে বসিয়া
আমি গোলাম যাইতাম কেবল
দৌরিয়া দৌরিয়া রে ।
আর, আইছি আইছি নাছির মামুদ রে
ও মামুদ কইলাম তোমার আগে
লাল মিয়ায় যে করছে খুন
আমার নামে ইজার[২৪] রে ।।
ও আমার সুখ নাইরে ।
আর, এক ছাপ্পরে তিনজন মারলাম গো
ও বাইর বাড়ীর দহলে
মা জননী করছে উহুম গো

২৪. এজাহার

যাইতাম দুনা নইছুরাবাজের শরে রে।
আর, সঙ্গের সাথী কইরা রে মামুদ
তরে যাইতাম লইয়া
যাত্রা বাড়ীর ঘাডের মাইঝে
ডিঙ্গা সাজাও গিয়া রে।।
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, এই কথা কহিয়া তোতা
হায়রে মিয়া বিদায় হইয়া গেল
ছেলবরছের বাড়ী বইয়া
পন্থে মেলাই দিল রে।
আর, এই না সময় কালেরে মামুদ
হায়রে, কোন্ কামই করিল
আন্দরেতে গিয়া মিয়ায়
মায়ের আগে কইতে লাইগ্যা গেল রে।।
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, শুন শুন ছৈয়দের মাগো
ও মাইয়া শুন কই তোমারে
তোতার লগে যাইতে হবে
হায়রে জেলখানার মাঝারে রে।।
আর, গরমণ্টলে খাওয়ায় কিনা গো
কইতাম ত আর পারি না
তোমার আতের[২৫] চাইল্লা নাস্তা
খাওয়া না দেওরে।।
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, নাস্তার কথা হুইনা গো বেডি
হায়রে বেডি মাথা নত করে
জোয়ানহী[২৬] বইসে পারছিনা গো

২৫. হাতের
২৬. যৌবন কালেও

তার নাস্তার জোগার করতে রে।
আর, ভাবনা চিন্তা কইরা বেটি
হায়গো বেটি, কোন, কামই করিল
কুল হাতে লইয়া বেটি
চিড়ার কাঁরিত[২৭] গেল রে।।
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, চিড়ার কাঁরি ঢাইল্যা বেটি
হায়রে চিড়া বাইর করিল
ধান ধুরা বাইচ্যা বেটি
চিড়া ঝাড়তেই লাগল রে।
আর, বারমণ চিড়া ঝাইড়া গো বেইটো
সামনে ধইরা দিল
এই না সময় কালেরে মামুদ
ও মামুদ চিড়া খাইতে লাগলো রে,
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, বারমণ চিড়া খাইয়া রে নাছির
আরও মুইট্টাইয়া মুইট্টাইয়া
তের ছড়ি কল খাইল আরও
আঙ্গুলে ছিলিয়া রে।
আর, তিন মণ লবণ খাইল গো
আর সাত টিইল্লা[২৮] পানি
নিমেষেতে খাইয়া ফালা মায়ের
নাস্তার জোগানী রে।।
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, বিয়াল্লি বিড়া পান খাইল রে
আর তের কুড়ি গুয়া

২৭. পাত্র
২৮. মাটির কলসী

এক ডাবুয়া দিয়া খাইয়া ফাল্ল
আর দুই তিন সের চুনরে
আর, বিন্দাবনী উক্কার মাইঝে বেডার
তামুক সাজাইল রে
দেড় মণ তামুক দিয়া গো মরদ
আরও তাওয়াটি ধরাইল রে ॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, পান তাম্বুল খাইয়া গো মামুদ
সাজন কইরা আইল
বিদ্দু[২৯] মায়ের আগে গিয়া
ছেলাম জানাইয়া রে ॥
আর, ছেলাম জানাইল গো মামুদ
ও মামুদ বিদায় চাইয়া লইল
যাত্রা বাড়ীর ঘাডে গিয়া গো
আরও পান সিটি সাজাইল রে ॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আর এই হান দিয়া তোতা মিয়া গো
ও মিয়ায় খানা পিনা করে
এক খাসি দিয়া গো মায়ে
ও মায়ে খানার জোগার করে রে।
আর, খানা পিনা দিয়া গো মায়ে
চইক্ষের পানি পুছে
কি ভাবেতে না-ও জানি আমার পুত গো
জেল খানেতে থাকে রে।
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, খায়ও কিনা নাও খায়গো
হায়গো কেবা আরও জানে

২৯, বৃদ্ধা

এই না দুঃখু সয়না আরও
হায় গো মায়েরই পরানে রে।
আর, খাওয়া-দাওয়া কইরা মিয়ায়
হায়রে মায়রে ছেলাম জানাইল
নইছরাবাজের শরে যাইতে
বিদায় না চাইল রে॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, গোলমাল নাহি করবা বাবা
ও বাবা, জেলখানার ভিতরে
কাইলি পরশু লইবাম খবর
লাল মিয়ারে পাঠাইয়া রে।
আর গোলমাল যুদি কর বাবা
হায় গো জেলখানায় বসিয়া
গরমণ্টের লোকে পেসব[৩০]
হায়রে কায়দায় পাইয়ারে।
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, পুত্র বিদায় কইরা মায়ে
হায়রে কান্দিতেই লাগিল রে
উলট পালট কইরা কান্দে মায়ে
হায়রে পুত্রেরই লাগিয়ারে।
আর, এই সময় না কালে তোতা
হায়রে বিদায় হইয়াই গেল
যাত্রা বাড়ীর ঘাডে গিয়া
দাখিল না হইল রে॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, দাখিল না হইয়া মিয়ায় হায়রে
ডিঙ্গায় চাপ্পিয়া বইল

৩০. সাজা দেবে

এই না সময়কালে নাছির
হায়রে নাছির, ডিঙ্গা ছাইড়া দিল রে
আর, রাতাই দিনাই কইরা নাছির
হায়রে ডিঙ্গা বাইতে লাগল
একে একে ডিঙ্গা আরও
নইছরাবাজে গেল রে ॥
ও আমার সুখ নাইরে!
ও, নইছরাবাজের শরে আরও
যখন ডিঙ্গা গেল
নাছির মামুদ ডিঙ্গাখান
টানেতেই ভিড়াইল রে।
আর, ডিঙ্গাত্‌ত্যে লামিয়া তোতা মিয়া
হায়রে পন্থ মেলাই দিল
সঙ্গের সাথী নাছির মামুদ
আর ও, পাছে পাছে যাইতেই লাগিল রে ॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, দুইলা জানুয়ার গো কেবল
হায়রে যাইতেই লাগিল
বড় জজের কোর্টে গিয়া
তবে উপস্থিত না অইল রে।
আর, বড় জজে দেইখ্যা গো তবে
হায়রে মনে মনেই ভাবে
গহরমণ্টের ভাত গো বুঝি
আমার উইঠ্যা গেছেরে।
ও আমার সুখ নাইরে
আর, এই না সময় কালে জজে
ও জজে কোন্ কাম করে
নিজে উইঠ্যা কুরছি দিল
তোতার আগে তবে রে।

আর, কিসের লাইগ্যা আইছ গো তোমরা
হায়রে কইবা আমার আগে
তোমার না কথা আমি
শুনবাম মন দিয়া রে ।।
ও আমার সুখ নাইরে ।
আর, আইছি আইছি আইছি গো হুজুর
কইবাম আপনের আগে
আমার ভায়ে করছে খুন
আমার নামে ইজার রে ।
আর, আমার ভায়ে করছে খুন গো
ও হুজুর ইজার আমার নামে
বিনা হেনকাপে নিবা কেবল
হাজতের ভিতরে রে ।।
ও আমার সুখ নাইরে ।
আর, হেনকাপের ডরে আইছি সাহেব গো
ও সাহেব নইছরাবাজের শয়ে
হেনকাপ লাগাইলে চাচায়
ঠিসি[৩১]-ঠাসাই করব রে ।
আর, হেনকাপ লাগাইলে সাহেব গো
চাচায় টিটকারী না দিব
তার ডরে আইছি কেবল
আপনেরই দরবারে রে ।।
ও আমার সুখ নাইরে ।
আর, এই কথা হুনিয়া জজ গো
ও জজ, কোন কামই করিল
ছিলিপ লেখিয়া কেবল
আরমান ছিপাইর আতে দিল রে ।

৩১. ঠাট্টা, বিদ্রূপ

আর, এইনা ছিল্লিপ দিবা গো ছিপাই
কেবল মধ্যুম জজের আতে
মধ্যুম জজে একটা ভাও
করব কেবল তোতা মিয়ার তরে রে ॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, আরমান ছিপাই ছিল্লিপ পাইয়া গো
কেবল কোন কামই করিল
মাধ্যুম কোর্টে নিয়া ছিল্লিপ
সাইবের আগে ধরিয়া না দিল রে।
আর, ছিল্লিপ না পাইয়া মধ্যুম জজে গো
ও জজ, ভাবে মনে মনে
এমুন আসামী তারে
আর গো, ছাড়ে কোনু জনে রে ॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, ভাবনা চিন্তা কইরা জজ গো
হুকুম কইরাই দিল
হেনকাপ লাগাইয়া আসামী
হাজতে না ভরবারে।
আর, হুকুম না পাইয়া আরমান ছিপাই গো
ও ছিপাই কোন কামই করিল
ডবল কইড়ার হেনকাপ নিয়া
তোতার আতেই দিল রে ॥
ও আমার সুখ নাইরে।

(৪)

[তোতা মিয়ার হাজতে অবস্থান]

আর, এন কালে তোতায় রে তোতায়
কেবল কান্দিতেই লাগিল

যেই ডরে ডরাইলাম আমি
সেই ডরে পাইল রে।
আর, কান্দেরে কান্দেরে তোতা মিয়া
হায় গো মাথায় থাপা দিয়া
গহরমণ্টের আইন গো কেবল
ঝঞ্জাল দিল ভাজাইয়া[৩২] রে ॥
ও আমার সুখ নাইরে ॥
আর, গহরমণ্টের আইন গো কেবল
মানিয়া না নিলাম
আর না অইলে, জজ ব্যারিষ্টার ধইরা
আমি একখানঅ করিতাম রে।
আর, তোতারে বান্ধিয়া আরমান ছেপাই
হাজত লইয়া যায়
সাথের সাথী নাছির মামুদ
হায়রে সাথে সাথে যায় রে ॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, হাজতের ভিতরে নিয়া
তোতা আর ও হাজির করিল
পিছন দিয়া নাছির মামুদ লেপ-তোষক
আর উক্কা লইয়া যাইতেই লাগিল রে।
আর, আমার সাইব তোতা মিয়ার গো
আর ও হাজত না অইছে রে
তার লাগিয়া জিনিসপত্র লইয়া আমি
সাইবের লগে যাইও রে ॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, নাছিরের কথা শুনিয়া গো জেল দারগা
গোস্বায় অইল্যা গেল

৩২. বেঁধে

বিজগী মাইরা মাহমুদের আগে
কথা আরও কইতে যে লাগিল রে।
আরে, যা যা বেটা যারে বেটা ও বেটা
চইলা যা বাড়ীতে
তর সাইবের লাগা। সাইব
কত আছে হাজতের ভিতরে রে ॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, তর সাইবের লাগান সাইব কত আছে
এই হাজতের ভিতরে
একজনের অইছে হাজত
দুইজন যাইত কেরে রে।
আর, গহরমণ্টের আইনও নাইগা রে বেটা
কইলাম তরই আগে
অন কারণে কেনে কেবল
পেচাল পাচাল করে রে ॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, নাছির মামুদের দেরীং অইতে দেইখ্যা তোতা
আগ বাড়ান না দিল রে
কেরে গো নাছির মামুদ
খাড়ইয়া না রইলা রে।
আর আইস আইস নাছির মামুদ
এই হাজতখানার মাইঝে রে
করছি উক্কা সাজাইয়া আর গো
তামুক টিক্কা ভর রে ॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, দেয়না দেয়না ভাইছাব গো
যাইতাম জেলখানার ভিতরে

জেল দারুগা সাইবে আরও
আবক্তালিই[৩৩] করে রে।
আর, এই কথা শুনিয়া তোতা মিয়া
হায়রে, রাগে জ্বইল্যা গেল
থাপা দিয়া জেল দারগার
ঘারটার মাইঝে ধরিয়া ফালাইল রে।।
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, থাপা দিয়া জেল দারগার
হায়রে ঘাড়েতেই ধরিল
ভিডার মাইঝে বাড়ি মাইরা
চুরমার কইরা ফাল্ল রে।
আর, যত আছিন ছিপাই লস্কর
হায়রে, এই কাণ্ডই দেখিল
লাডি, বন্দুক, থইয়া সবে
আর গো, দৌড়িতেই লাগিল রে।।
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, যত আছিন ছিপাই লস্কর
কেবল দৌড়িতেই লাগিল রে
আইজ্যা বুঝি গরমেণ্টের ভাত গো
কেবল খাওয়াইয়াই দিব রে।
আর, কি মাইল আইয়া পোঁছল
হায়রে জেলখানারই ভিতরে
গরমণ্টের ভাত গো আমরার
উইঠ্যাই বুঝি গেল রে।।
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, ছিপাই পুলিশ দৌড়িয়্যা গেল
বড় জজের আগে

৩৩. অকথ্য কথা

বড় জজের আগে গিয়া
হায়রে সবে, আরজ করিল রে
আর, কি মাইল[৩৪] পাড়াইছুইন সাইব গো
ও সাইব, জেলখানার মাঝারে
জেল দারগা ধইরা সাইব গো
মারিয়া না ফাল্ছে রে ।।
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, ঘাড়ে ধইয়া জেল দারগার গো
ও হুজুর, এক বাড়ি দিল
বাড়ির ছোড়ে জেল দারগার
পরাণ বাইর করিল রে।
আর জানের ডরে ভাইগ্যা আইছি গো হুজুর
ও, হুজুর, বন্দুক ফালাইয়া
আর খাইতাম না ভাত গো আমরা
এই চাকরি করিয়া রে ।।
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, এই কথা শুনিয়া জজ গো
ও জজ, মাথায় আত, দিল
বাঘের বাচ্চা জেলে দিয়া
কি সর্বনাশ হইল রে।
আর জেল দারগা মাইরা ফালছে
হায়রে, তামার কিবা আশা
আশাতে ভাসিয়া আমি
হইবাম নৈরাশা রে ।।
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, যাও যাও বাবারে তোমরা
যাও জেলখানার ভিতরে

৩৪. আপদ

যোল্ল শ' কয়েদী যাইব, আর ও
একবার ভাগিয়া রে।
আর, হাত্তি[৩৫] ব্যুতি কইরা বাবা
গিয়া বইসা থাকবা
মশামাছি ধরলে তোমরা
নাহি লড়বা চড়বারে ॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, আম্ম বঁাচি কিনা, নাই বাঁচি
তার উরদিশ লইও রে
তোমরার ডিউটি তোমরা গিয়া
জায়গায় বইস্যা কররে।
আর, আইজ্জা রাইতি কাডাও গিয়া
হায়রে ডিউটিতে বসিয়া
এরও বিহিত করবাম কাইল
এই কোর্টে'তে আসিয়া রে ॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, জজের হুকুম পাইয়া ছিপাই
ও ছিপাই জেলেতে চলিল
যার যির জাগাত গিয়া
পারা করতেই লাগিল রে।
আর, যার যির জাগাত বইসা
ডিউটি তনা করে
মশামাছি ধরলেও কেবল
না করে লড়াচড়া রে ॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, এই মত কইরা পুলিশ
হায়রে পাহারা না দিল

৩৫. কথায় বাধ্য

পশাপাশি কইরা রাতি
পশাইয়া না গেল রে
আর, বেলা যখন আটটা আরও
ঘড়িতে বাইজ্যা গেল
হাত মুখ ধুইয়া তোতা
নাস্তা করিতেই রইল রে ॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, পান তামুক খাইয়া তোতা
ও তোতায় কোন কামই না করিল
নাছির মামুদের আগে কথা
হায়রে কহিতেই লাগিল রে।
আর, চল চল নাছির মামুদ রে
ও মামুদ, চল যাইগা কোর্টে রে
কোর্টে গিয়া মামলার না
ইজার তদবির করি রে ॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আর এই সময়কালে তোতা
হায়রে মিয়া পন্থ মেলা দিল
বড় জজের কোর্টে গিয়া
হাজির না অইল রে।
আর, হাজির হইয়া তোতায়
জজের আগে কইতে লাইগ্যা গেল
একদিন হাজত কাটছি সাইব গো
এইডা এ কর্তন দেওন লাগব রে ॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, আইনের মতে সাইব গো
আমার বিচার কইরা দিবা
তার মাইঝে একও দিনও

হায়রে কর্তন দিয়া দিবা রে।
আর, শুনিয়া বড় জজ গো
ও জজ ভাবে মনে মনে
এমুন ডা[৩৬] পাড়ের বিচার আমি
হায়রে করিবাম ক্যামুনে রে।।
ও আমার সুখ নাইরে।

(৫)

[চৌদ্দ বছরের কারাবাস]

আর ভাবনা চিন্তা কইরা জজ গো
ও জজ, কোন কামই করিল
তোতারে না এজলাশ থইয়া
গুপ্তি কোডায় গেলরে।
আর গুপ্তি কোডায় গিয়া সাইব গো
মনে ফম[৩৭] আটিয়াই রইল
ছোডু জজ, মধ্যম জজ, বাইর জজ
তারা তিনজনে ডাকাইয়্যা আনাইল রে।।
ও আমার সুখ নাইরে।
আর তিন জজে ডাইক্যা জজ গো
ও জজ, কোন কামই করিল
তোতার ইজারের নথি
বাইর কইরাই লইল রে।
আর, এক আইনে তোতার গো কেবল
ফাঁসির উহুম অয়
আর এক আইনে তোতা মিয়ার
কেবল দিবান্তর অয়রে।।
ও আমার সুখ নাইরে।

৩৬, ধীরের

৩৭, যুক্তি করল

আর, আরেক আইনে তোতা মিয়ার
চইদ্দ বছরের জেল কয়রে
নথিপত্র পাইয়া জজরা
ভাবে মনে মনে রে
আর তোতার বিচার যেই করে গো
তারই ভাত উইঠ্যা যাইব রে
এমুন দারুণের বিচার
কোনু জনে করবরে।।

ও আমার সুখ নাইরে।

আর, মধ্যম জজে নথি লইয়া গো
নথি দিল ছোডু জজের আতে
ছোডু জজে নথি লইয়া আর
ভাবে মনে মনে রে।
আর, তোতার বিচার ক্যামনে করবাম গো
এই কোর্টেতে বসিয়া
আমার দানা তুইল্যা দিবা দুনা
এই জীবনের লাগিয়া রে।।

ও আমার সুখ নাইরে।

আর, ভাবনা চিন্তা কইরা জজ গো
হায়রে কোন কামই করিল
বড় জজের আতে নথি
এই নথি ঘুরাইয়া দিল রে।
আর বড় জজে নথি লইয়া গো
জজে ভাবে মনে মনে
তিন আত ঘুরাইয়া নথি
আইল আমার আতে রে।।

ও আমার সুখ নাইরে।

আর, ভাবনা চিন্তা কইরা জজ গো

নথির মাইঝে কলম ধরিল
একদিন কম চৌদ্দ বছরের জেল গো
কেবল লেখিয়াই ফেলিল রে।
আর, নথিখানা লেইখ্যাই জজ গো
কিনারে লেখিল
আপিত্তি করিলে আরও
কমাইতাম পারবাম রে।।
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, এমুন লেখিয়া নথি জজ গো
কোন কামই করিল
আরমান ছিপাইর আতে নথি
এজলাসে পাঠাইল রে।
আর, এই নথি না নিয়া দিবা গো ছিপাই
পাঠুয়ারই[৩৮] আতে
পাঠুয়ারে কইবা আরও কইবা আরও, নথি পইড়া
তোতারে শুনাইত রে।।
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, হুকুম পাইয়া আরমান ছিপাই
নথি লইয়াই গেল
বড় জজের এজলাসে নিয়া
এই নথি পঁছাইয়া দিলরে।
আর, পাঠুয়ায় যে নথি পইড়া
আর তোতারে শুনাইল রে
মনে ধরলে এরতে জেল
আরও কমাইত পারব রে।।
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, নথির কথা পইড়া তোতা

৩৮. পাঠক (রায়ের)

হায়রে মিয়া মনে মনে আসে[৩৯]
জজ, বারিষ্টার, হাকিম তারা
আইনের কাম করিল রে।
আর গহরমণ্টের আইন গো তোতা
হায়রে মানিয়া না গেল
আরমান ছিপাইরে তবে
জজের আগে পাঠাইল রে॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, যাও, যাও আরমান ছিপাই গো
ছিপাই যাইবা জজের আগে
এজলাসে না আইত তাইন
কইবা জজের আগেরে।
আর, এজলাসে না আইত তাইন
কইবা জজের আগেই রে
আর কইবা তানের বিচার
মানিয়াই না গেলাম রে॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, তৎক্ষণাৎই আরমান ছিপাই গো
ও ছিপাই দৌড়িয়াই ছলিল
জজের খাস কামরায় গিয়া তবে
উবস্থিত না হইল রে।
আর, ছিপাই গিয়া দেখে গো ও আল্লাহ
জজ কাঁপে থরে থরে
জজের কাপনের ছোডে
খাস কামরাওতি কাঁপেরে॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, ছিপাই কয় গো, হুজুর

৩৯. হাসে

যাইতাইন বুলে তোতারই সামুনে
সাইবে কইছে খবর আরও
কইতাম আপনের আগেরে।
আর, এই কথা শুনিয়া জজ গো
আরও কাঁপে থরি থরি
এই আজলের[৪০] সামনে আমি
না যাইবাম মরিতেরে॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, যাইবাম না যাইবাম না আমি
যাইবাম না তোতারই সামুনে রে
তোতার সামনে গেলে আরও
আমায় মাইরা ফাল্‌ব রে
আর, যাইবাম না যাইবাম না আমি
যাইতাম না তোতার আতের ধারে
মরলে মরবাম এই
খাস কামরার ভিতরে রে॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, এই সময় কালে আর ছিপাইরে
ও ছিপাই কয় জজের তবে
নির্‌ভাবনায় যাইতাইন বুলে
আপনের এজলাসের মাঝারে রে।
আর, নির ভাবনায় যাইতাইন বুলে
হায়রে এজলাসের মাঝারে
সাইবে বলে আপনের বিচার
মানিয়া না নিছেরে॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, এই কথা না শুনিয়া জজেরে

হায়রে জজের একটুক সাহস অইল
বন্দুকধারী পুলিশ লইয়া
তবে কোটেতে না গেল রে।
আর, তোতার মেজাজ দেইখ্যা সাইবের
মুহে পানি আইল
নথি খানা লইয়া তবে
রায় লেখাইয়া দিল রে॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, একদিন কম চইদ্দ বছরের জেল গো মিয়ার
ও মিয়ার মঞ্জুর অইয়া গেল
জজের ইশারায় ছিপাই
কইড়া আতেতেই লাগাইল রে।
আর, জজের গায়ের শাল গো আরও
তোতার গায়ে দিল
এই শালে কইড়া ঘুইড়া
জেল হাজতে নিলরে॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, আমার সুখ নাইরে
ও সুখ পরানের বৈরী
লাল মিয়া করুছে খুন গো
তোতার আতে বেড়ি রে
আর, জেলখানাতে নিয়া তারা
হায়রে ভাবনায় পড়িল
এমুন দানবের তারা
কি ভায় আটকাইয়া রাখিব রে॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, ভাবনা চিন্তা কইরা ইন্‌নিছপট্টর
কোন্ কামই না করে

বাঁশের লাগান শিক গো দিয়া
এক পিঞ্জিরা তৈয়ার করে রে
আর, চাইরঅ মুখ দিয়া কইরা বন্দ
একখান মুখ রাখিল
এই পিঞ্জরে তোতারে ভরিয়া কেবল
মুখে তালা মাইরা দিলরে ।।
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, বাঘের পিঞ্জরে হায়রে
বাঘের বাচ্চা ভরল
এইখানে এক খণ্ড গান গো আমার
হায়রে শেষ অইয়াই গেল রে
আর বাঁইচ্যা যদি থাকি আমরা
হায়রে আরও গান কইবাম
আরও একদিন বাঁহি কিচ্ছা
হুনাইয়া দিবাম রে।।
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, পান তামুক দেওহাইন গো
আরও সবে বাড়ীত চইল্লা যাওহাইন
কিচ্ছা হুইন্যা গরম ভাত গো কেবল
ঠাণ্ডা কইরা খাওয়াইন রে ।।
ও আমার সুখ নাইরে।
আমার সুখ নাইরে ও
সুখ পরানের বৈরী,
লাল মিয়ায় করে খুন গো
তোতা মিয়ার হাতে বেড়ী রে ।।
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, এই না সময় কালে মায়ে গো মায়ে
লাল মিয়ার আগে কইত্যে লাইগ্যা গেল

না ও জানি আমার পুত্র
কেমুন হালে আছে রে
আর, নাও জানি আমার পুত, গো
ক্যামুন হালে আছে
জলদী কইরা যাও গো বাবা
নইছরাবাজের শরেরে ॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, মায়ের কথা হুইন্যা লাল মিয়া
কোন্ বা কাম করিল
পঞ্চা মাঝি লইয়া তবে
পন্থ মেলাই দিলরে
আর, পঞ্চ মাঝি লইয়া লাল মিয়া
পন্থ মেলাই দিল
যাত্রা বাড়ীর ঘাডে গিয়া
পানসী সাজন করিল রে ॥
ও আমার সুখ নাই রে।
আর, পানসীর মাইঝে সোয়ার অইয়া
পানসী বাইত্যে লাইগ্যা গেল
বাইর গাঙ্গের সায়রে পানসী
ছাইড়া নাইসেন দিল রে।
আর, মার মার কইরা গেল তারা
হায়রে ঢাকার না শরে
নবাবের সৈন্য ছিল আরও
ছিল নদীর পারে রে।
ও আমার সুখ নাই রে।
আর, এমন বাহারের পানসী
হায়রে না দেখছি জেবনে
সেই খবর পোঁছাইল নিয়া

নবাব সাইবের কানে রে
আর, নবাব সাইবের আগে কইল গো
হুজুর কইলাম তোমার আগে
এমন সুন্দর পানসী আমরা
না দেখছি জেবনে রে ॥
ও আমার সুখ নাই রে।
আর, তৎক্ষণাতে নবাব সাইবে কইল গো
সেনা কইলাম তোমরার আগে
পানসী নিয়া ডাইক্যা লাগাও
যাত্রা বাড়ীর ঘাডে রে।
আর, এই কথা শুনিয়া সৈন্য
চইলা গেল নদীর কিনারে
পানসী ডাইক্যা তারা
যাত্রা বাড়ীর ঘাডে রে ॥
ও আমার সুখ নাই রে
আর, তৎক্ষণাৎ নবাব গো সাইবে
চইলা গেল যাত্রা বাড়ীর ঘাডে
পানসীর লোকজন দেইখ্যা নবাব
হায়রে ভাবে মনে মনে রে।
আর, এমন সুন্দর পানসী গো
আর না দেখছি জেবনে
এমন সুন্দর লোকজন আর
না দেখলাম কোনুখানে রে ॥
ও আমার সুখ নাই রে।
আর, কোথা হইতে আইছরে বাবা
কোথায় বাড়ী-ঘর
কিবায় নাম তর মাতা পিতার
কিবায় নামটি তর রে।
আর, ছেলবরছে বাড়ী আমরার গো

ও, হুজুর, ছেলেবরছে ঘর
বাপের নামটি সুরুজ মিয়া
দিলাম পরিচয় রে ॥
ও আমার সুখ নাই রে।
আর, চাচায়-ভাতিজায় গোলমাল করে
ছেলবরছের মাইঝে
এক চাপপরে তিনজন মাইল তোতায়
বাইর বাড়ীর মহলে রে।
আর, এই কারণে ভাই তোতা মিয়ার
কেবল হাজত হইয়া গেল
হাজত ছাড়াইয়া জজে
চইদ্দ বছরের জেল মঞ্জুর করিল রে ॥
ও আমার সুখ নাই রে।
আর, ভাইয়েরে দেখিতাম যাই গো
হায়রে নইছরা ভাজের শরে
আমার নামটি লাল মিয়া
কইলাম আপনেরে আগে রে
আর, এই কথা শুনিয়া নবাব হায়রে
ভাবে মনে মনেই রে
যেই মত সুন্দর লাল মিয়া
না জানি কেমন সুন্দর তোতা রে ॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আর ভাবিয়া চিন্তিয়া নবাব হায়রে
কোন্ কামই করিল
লাল মিয়ারে ডাক দিয়া
ঘাডের আওজগ্যাত[৪১] নিল রে।
আর, ঘাডের আওজগাত নিয়ারে মিয়া
হায়রে কোন্ কাম না করে

৪১. আড়ালে

লাল মিয়ার কানে কানে
কান কথা না কইতে লাইগ্যা গেল রে ॥
ও আমার সুখ নাই রে ।
আর, শুন শুন মিয়া গো মিয়া
শুন কই তোমারে
চাঁনতারা, উদয়তারা হায়রে
আমার দুইটি কইন্যা আছেরে ।
আর এক কইন্যা বিয়া যুদি করে গো তোতা
কইলাম তোমার আগে
চইদ্দ বছরের জেল আমি
মাপ লইয়া দিবাম রে ॥
ও আমার সুখ নাই রে ।
আর, চইদ্দ বছরের জেল গো আমি
মাপ লইয়া দিবাম
জাগা জমি যাহাই চাও
তাহাই আমি দিবাম রে
আর, জাগাজমি যাহাই চাও
তাহাই আমি দিবাম
টেকা পইসা যুদি চাও সকল আমি দিবামরে ॥
ও আমার সুখ নাইরে ।
আর, এই কথা শুনিয়া লাল মিয়া
হায়রে 'কইতে' লাইগ্যা গেল
ভাইছাবের মত না লইয়া
কিছু আমি কইতাম না পারবাম রে
আর উঠ্‌খাইন উঠ্‌খাইন গো হুজুর
উঠ্‌খাইন পানসীরই মাঝারে
আপনেরে লইয়া যাইবাম আমি
মুমিনসিঙ্গের জেলখানার মাঝারে রে ॥
ও আমার সুখ নাইরে ।

আর, এই কথা শুনিয়া নবাব
নবাব রাজী হইয়াই গেল
সাজন পাজন কইরা তবে
পানসির মাইঝে আইলরে
আর, এই না সময় কালে নবাব গো নবাব
উঠল কেবল পানসীর মাঝারে
আল্লার নামটি লইয়া তবে
পানসী ছাইড়া দিল রে ॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, বরম পুক্র দিয়া তারা
পানসী বাইতে লাগল
রাতাই দিলাই কইরা তবে
নইছরাবাজে গেল রে।
আর, নইছরাবাজের গিয়া যখন হায়রে
পানসী লাগল করল
জজ বারিষ্টার যত আছিন
সবের দৌড়াদৌড়ি লাগল রে ॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, বড় জজ, ছোড্ জজ গো
আরও মধ্যম জজ আইল
মুয়মিংসিঙ্গের সদর হাকিম
তানিও দৌড়িতে লাগিল রে।
আর, সবেই গিয়া ছেলাম দিয়া গো
কেবল ছামনে খাড়া হইল
কিসের লাইগ্যা আইছুইন হুজুর
কিসের দরকার হইয়া গেলরে ॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, কের লাগিয়া আইছে তারা

হায়রে যহনে কহিল
জজ বারিষ্টার তাড়াতাড়ি
আরমান ছিপাইরে হুকুম না দিলরে
আর জেলখানাতে আছে তোতা মিয়া
হায়রে তারে দেখতে আইছে
জেলখানাতে গিয়া তোমরা
তোতারে দেখাও রে ॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, হুকুম পাইয়া আরমান ছিপাই
কোন কামই করিল
জেলের চয়াত[৪২] নিয়া লাল মিয়া
তোতারে আগে খবর জানাইল রে।
আর, খবর পাইয়া তোতা, হায়রে মিয়া
জেলের চরাত আইল
ভাইয়েরে দেখিয়া লাল মিয়া
ছইক্কের পানি ছাড়ল রে ॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, কি হালেতে আছ ভাইছাব
কি ভায় থাক জেলের ঘরে
খবরের লাইগ্যা আমি
কেবল মুমিনসিংয়ের শরে রে।
আর, নাইলে মা দুস্‌কিনি আমার
হায়রে পাগল অইয়া যাইব
কাইলের ফজরের আগে নিয়া
এই খবর পেঁছাইতে হইবে রে॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, শুন শুন ওই যেরে লাল মিয়া

৪২, জেলের দরজায়

ভাই বলি যে তোমারে
বাড়ীত থাইক্যা বড় সুখে আছি
এই জেলখানার ভিতরে রে।
আর, বাড়ীর থাইক্যা বড় সুখে
আছি ভাইরে জেলখানার ভিতরে
খাওয়া খাইদ্য যত বল
কিনু তিরুডি[৪৩] নাই রে ।।
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, এই না সময় কালে লাল মিয়া
ইশারা না দিল
জেলখানার সামনে আছিন গাছ
বট বিরখের তলে নিলরে।
আর বট বিরখের আওজগাত নিয়া
লাল মিয়া কইত্যে লাইগ্যা গেল
ঢাকার নবাবের কথা কেবল
আদি অন্ত কইল রে ।।
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, ঢাকার নবাবের ঘরে গো ভাইছাব
দুইলা কইন্যা আছে
উদয় তারা চাঁন তারা বইলা দুই বইন
বিয়ার যোগ্যি অইছে রে।
আর, বিয়া যদি কর গো ভাইছাব
ও ভাইছাব নবাব সাবের ঘরে
চইদ্দ বছরের জেল গো তোমার
মাপ করিয়াই দিব রে ।।
ও আমার সুখ নাই রে।
আর, বিয়া যুদি কর গো ভাইছাব

৪৩. কোন ত্রুটি

হায় গো নবাব আইছে সাথে
জেল জোল মাপ দিব
এই ক্ষণের মাঝারে রে।
আর, জাগা জমি যাহাই চাও
তাহাই তোমায় দিব
টেকা পইসা যতই লাগে
তা-ও বিলে দিব রে॥
ও আমার সুখ নাই রে।
আর এই কথা শুনিয়া তোতা
হায়রে গোস্বায় জইলা গেল
ছি, ছি, ছি, কইরা মিয়া
ছেপ ফালাইয়া দিল রে।
আর, আইজেই বুঝি চামড়া বেছরার
ছেড়ি বিয়া যে করিতাম
চামড়া বেছরার ছেড়ি বিয়া কইরা
জেল মাপ লইতাম রে॥
ও আমার সুখ নাই রে।
আর, লোকে কেবল দিব খুটারে[৪৪]
হায়রে ছেলবরছের মাইঝে
কসাইর ছেড়ি বিয়া কইরা
জেল মাপ লইছে রে
আর, দইখ নাইল্যা না আছিন বাতাস
হায়রে থুথু নিল নবাবের শরীলে
গোপনে যে আছিন নবাব
তোতায় বাইর করিল রে॥
ও আমার সুখ নাই রে।
আর, তোতায় না থুথু যহন কেবল

৪৪. অপবাদ

শইল্লেতে পড়িল
গোস্বায় না আছিন নবাব
হায়রে গোস্বায় জইলা গেল রে।
আর, গোস্বা অইয়া নবাব সাইব
হায়রে কোর্টে চইল্লা গেল
যত আছিন জজ বারিষ্টার
সবারে ডাইক্যা আনল রে।।
ও আমার সুখ নাই রে।
আর, নবাবের হুকুম পাইয়া তবে
কাতার বাইন্ধা আইল
জনে জনে আইয়া সবে
নবাবের আগে ছেলাম জানাইল রে।।
আর, পান্ডা ডাইরী টান দিয়া লইয়্যা
নবাব কইতে লাইগ্যা গেল
তোমরার চাকরি সবের
খতম কইরা দিবাম রে।।
ও আমার সুখ নাই রে।
আর, এই কথা শুনিয়া গো সবে
জোরাত কইরা খাড়া অইল
কি অপরাধে গো হুজুর
আমরার চাকরী খতম কইরবাইন রে।
আর এই মত একটা আসামী গো
রাখছ কেবল জেলখানার মাঝা রে
লাথা মাইরা ভাইঙ্গা ফালব দেওয়াল
বাইর নদীর মাঝারে রে।।
ও আমার সুখ নাই রে।।
আর, পনের শ' কয়েদী গো আছে
এই হাজতের ভিতরে

সব আজতী চইলা যাইব
এক ঘণ্ডার বাঝারে রে।
আর, এই কথা হুইন্যা গো সবে
কাইন্দা কাইন্দা বলে
কি করিতাম কি করিতাম গো হুজুর
হুকুম দেওহাইন আমরারে রে॥
ও আমার সুখ নাই রে।
আর, আমরা আলুয়ার[৪৫] পুত না গো হুজুর
আল বাইয়্যা খাইতাম
আমরা জ'লুয়ার পুত না গো হুজুর
জাল বাইয়া খাইতাম রে।
আর, আমরার চাকরি যদি খতম করুইন
আমরার কিবা গতি অইব
স্ত্রীরি পুত্র সবই আমরার
হায়রে উবাশে মরিব রে॥
ও আমার সুখ নাই রে।
আর, হগলের কাগতি মিনতি দেইখ্যা গো নবাব
মনের বিপাক ছাইড়া দিল
জজ বারিষ্টারের আগে তবে
কহিতেই লাগিল রে।
আর ছোড পিনরা ফালাইয়া তোমরা
মজবুত পিনরা বানাও রে
মজবুত পিনরা বানাইয়া কেবল
তোতা মিয়ারে ভর রে॥
ও আমার সুখ নাই রে
আর, চইদ্দ মণ ওজন দিবারে
পিনরার এক এক ফলার মাইঝে

---

৪৫. চাষীর ছেলে

চইদ্দ কলার পিনরা তৈয়ার করবা
এই এক ঘণ্ডার ভিতরে রে।
আর, নবাবের কথা মতে গো তবে
পিঞ্জিরা তৈয়ার করে
তালা তৈরার কইরা নিল
হাজতের মাঝারে রে॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, পিনরা খানা দেইখ্যা তোতা
তোতায় ভাবে মনে মনে
এই পিনরা তৈয়ার কইরা গেছে
ঢাকার না নবাবে রে।
আর, ইচ্ছা কইরা হাণ্ডাইল[৪৬] তোতা
হায়রে পিঞ্জিরার ভিতরে
এই ভাবে রইয়্যা গেল
হাজতখানার ভিতরে রে॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, নবাবের লইয়া লাল মিয়া
চলল বাইর গঞ্জের মাঝারে
রাতাই দিনাই কইরা গেল
ঢাকার না শরে রে।
আর, নবাবরে রাখিয়া তারা
যাইতে লাখগ্যা গেল
রাতাই দিলাই কইরা তারা
ছেলবরছে গেল রে॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, ছেলবরছে গিয়া লাল মিয়া
হায়রে মায়ের আগে গেল

৪৬. প্রবেশ করল

মায়ের সাইক্ষাতে গিয়া
খবর কইতে লাইগ্যা গেলরে।
আর, শুন শুন মা জননী গো
মাইয়া শুন কই তোমারে
ভাইছাবের খবর কিছু লইয়া আছি
নইছরাবাজে গিয়া রে॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, একদিন কম চইদ্দ বছরের জেল
ও মাইয়া ভাইছাবের হইয়া গেল
বড় সুখে আছে ভাইছাব
জেল খানার মাঝারে রে।
আর, এই কথা শুনিয়া মায়ে গো
মায়ে চইক্ষের পানি ছাড়ে
পুত্র ছাড়া হইয়া গেলাম
চইদ্দ বছরের লাইগ্যারে॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, কান্দেরে কান্দেরে মা জননী
কান্দে ধূলায় পড়িয়া
আমার বাছা ক্যামনে থাকব
হাজতে পড়িয়া রে।
আর পানিত কান্দে পানি খাওরী
শুকনায় কান্দে উদ,
বিছানায় পড়িয়া কান্দে
হায়রে দু'নালা বন্দুক রে॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, মায়ে কান্দে, বইনে কান্দে গো
ও আল্লা, রংমালার ঘরে
আগে যুদি জানতাম আমি

ভাই না আইব ঘরে রে।
আর, তোতা মিয়ার বইনের বাড়ীত গো
আল্লা লাহের[৪৭] বাত্তি জ্বলে
বাক্স ভইরা দিও টেকা গো
হায়রে ভাইয়ের কারণে রে ।।
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, কান্দা কুড়ি কই গো আল্লা
রাত্রি প্রভাত করল
ফজরের সুন্নত নামাজ মায়ে
হায়রে আদায় করিল রে
আর, ছুন্নত পড়িয়া মায় গো
ও মায়ে নফল আদায় করে
যাদু মন্ত্রের আছিন বেডি
হায়রে যাদু মন্ত্রই পড়ে রে ।।
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, যাদু মন্ত্র কইরা মায়ে হায়রে
কোন্ কামই করিল
সুন্দরি বনের ডুইরা বাঘ গো কেবল
চালনা কইরা দিলরে।
আর, লেজ ঘুরাইয়া ডাক মবরিয়া বাঘ গো
গাঙ্গের মাইঝে পড়ল
লম্প দিয়া গাংডা কেবল
পাড়ি দুনা দিল রে ।।
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, টানের মাইঝে উইঠ্যা বাঘ রে
বাইত্যো লাইগ্যা গেল
মানুষ গরু যেইডা পাইল

৪৭ লাখের

দুই আতে মারিল রে।

আর, বারশত বলদ মারল বাঘে
আর তেরশত গাই

কত মানুষ মারল বাঘে

হায়রে লেখা জুখা নাইরে ।।
ও আমার সুখ নাইরে।

(৬)

[শহরে বাঘের উপদ্রব]

আর, সেই বাঘ উইঠ্যা বইল

মুমিংসিঙ্গের শরের মাঝারে

মধ্যম জজের পাকের ঘরে

বাঘে বাসা করে রে।

আর, মুমিংসিঙ্গের কোট কাছারী

আল্লা বন্ধ হইয়া গেল
বাঘের ডরে মানুষজন

ঘরের বাইরী না হয় রে ।।
ও আমার সুখ নাইরে।

আর, আগা মুতা ঘরে করে

কেহ বাইরে নাহি যায়

সুন্দি বনের ডুইরা বাঘে

কোন্ ভালা জানি ধইরা খায় রে

আর, লেজ ঘুরাইয়া গুর গুর কইরা
যখন ডাক মারে

বৈশাখ মাইয়া খেসারীর ডাইল

যেমুন চাক্কিত ভাঙ্গে রে ।।
ও আমার সুখ নাইরে।

আর, বাঘের ডরে কোট কাছারী
সবেই থরথর কাপে

জজ-মেজিষ্টর বইসা তখন
শল্লা যুক্তি করে রে।
আর, শল্লা যুক্তি কইরা তারা
কোন কামই করিল
বিলাতের শরের মাইঝে
টেলিগ্রাফ দিল রে ।।
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, পঞ্চম জজের আগে তারা
টেলী কইরা দিল
বাঘের ডরে কোট-কাছারী
বন্ধ হইয়া গেল রে।
আর বিলাত থাইকা অর্ডার আইল
হায়রে বড় জজের আগে
যেই ভায় পার সেই ভায় তোমরা
বাঘ মাইরা ফালাও রে ।।
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, অর্ডার পাইয়া জজ গো', ও জজ
যুক্তি না করিল
দেশে দেশে পরনা দিয়া
ঘোষণা দিল রে
আর, সুন্দি বনের ডুইরা বাঘ গো
যেইজন মাইরা দিব
সভা কইরা বড় জজে
পুরুস্কারী দিব রে ।।
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, দিছে দিছে পরনা গো আল্লা
কইলকাত্তার না শরে
কইলকাত্তার শিহারী আইল

নইছরাবাজের শরে রে।
আর, শিহারী যায় গো আল্লা
এই বাঘ মারিবারে
শিহারীরে দেইখ্যা বাঘ
মিট মিটাইয়া চায় রে ॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, বাঘের মিটমিটানী দেইখ্যা শিহারীর
হায়রে পরাণ উইড়া গেল
বন্দুক বারুত থইয়া শিহারী
কইলক:ত্তাতে গেল রে।
আর, তখন পরনা[৪৮] ভেজিয়া দিল
হায়রে আলীপুর শরে
আলীপুরের শিহারী আইল
এই বাঘ ধরিবারে রে ॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, আলীপুরের শিহারী যায়রে আল্লা
এই বাঘ মারিবারে
শিহারীরে দেইখ্যা বাঘ
মিটমিটাইয়া চায়রে
আর বাঘের মিটমিটানী দেইখ্যা
শিহারীর পরান উইড়া যায়
সেও শিহারী ও ভাইগ্যা
আলীপুরে যায়রে ॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, কত লোক আইল গেল
বাঘ না পারিল মারিতে
বাঘ মারিব দূরে থাউক

---

৪৮. পত্র পাঠাল

পরান লইয়া ফিইরা যায় ঘরেতে রে,
আর, বড় জজে যুক্তি করে গো তখন
সেনা সৈন্তের লগে
কিভাবে মারিবাম বাঘ
কও না আমার আগে রে॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, সেনা সৈন্য কইল হুজুর
ও হুজুর, কইবাম তোমার আগে
মুণ্ডা পালোয়ান আছে এক
এই জেলখানার মাঝারে রে।
আর, মুণ্ডা পালোয়ান আছে এক
এই জেলখানার মাঝারে
সেইও বেটায় যুদি গো পারে
এই বাঘ ধরিবারে রে॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, এই কথা শুনিয়া জজ গো, ও জজের
খুশী হইল মন
জেলের মাইঝে গিয়া তোমরা
ঘোষণা দিবা এইক্ষণ রে।
আর, যেই-ই জেলি, এইও বাঘ গো
এই বাঘ ধরিরা না দিব
যত জেল আছে তার, সব আমি
মাপ করিয়া দিব রে॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, তৎক্ষণাতে সেনা-সৈন্য হায়রে
কোটের বাইরী হইয়া গেল
জেলের সামুনে নিয়া
ঢোলের ঘোষণা না দিল রে

আর, ঢোলের বাড়ী শুইনা তোতা কয়রে
হায়রে নাছির মামুদের আগে
কিসের ঘোষণা দিল
এই জেলেরই সামুনে রে ॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, বাইরি অইয়া নাছির মামুদ
জাইন্যা বুইঝ্যা আইও রে
কিসের ডেণ্ডেরা বাজায়
এই হাজতের সামুনে রে।
আর, তৎক্ষণাতে নাছির মামুদ
বাইরি হইয়া জিজ্ঞাসন করে
কিসের ডেণ্ডারা পিডাও তোমরা
এই জেলের মাঝারে রে ॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, ডেণ্ডেরার লোকজন জানায় কথা
নাছির মামুদের আগে
এই খবর লইয়া নাছির
তোতার আগে গেল রে।
আর, শুন শুন ভাইছাব গো ভাইছাব
কইলাম আপনের আগে
চইদ্দ আত লাম্বা বাঘ আইছে বুলে
এই মমিংসিঙ্গের শরে রে ॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, এই বাঘ যেই গো জেলি
ধরিয়াই না দিব
বড় জজে তার গো জেল
বুলে, মাপ করিয়াই দিব রে।
আর, এই কহিতেই রে তোতা, ও তোতা

পিঞ্জিরার বাইর হইল
নাছির মামুদের কথা—কথা
কহিতেই লাগিল রে ॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, চল, চল নাছির রে মামুদ
চল পিনরা লইয়া হাতে
এইক্ষণি চলিয়া যাইব
বড় জজের কোর্টে রে।
আর, এই কথা বলিয়া তোতা
হায়রে পন্থে মেলা দিল
কেনী আঙ্গুলে বাঝাইয়া পিন্‌রা
মামুদ, পাছে, পাছে চলিল রে ॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, বড় জজের কোর্টে গিয়া তোতায়
ও ছেলাম জানাইল
ডেণ্ডেরার কথা কেবল
জিজ্ঞাসন করিল রে।
আর, শুনখাইন[৪৯], শুনখাইন হুজুর গো
হুজুর বলি যে তোমারে
বাঘ ধরিয়া, বাঘ ধরিয়া দিলে হুজুর
জেল নি মাপ পাইবাম রে ॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, বাঘ ধরিয়া দিলে তোতা
জেল মাপ পাইবা
আরও কিছু পুরস্কারী
তাও পাছে, পাইবাদে রে
আর, এই কথা কহিতেই তোতা, ও তোতা

৪৯, শুনুন

কইতে লাইগ্যা গেল রে
আমি ধরিবাম বাঘ
ধরিবারে চাট্টোয়ানের মাঝারে রে ॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, কিভাবে ধরবারে বাঘ ও তোতা
কওছে আমার আগে রে
ধরবাম, ধরবাম, ধরবাম গো হুজুর
কইলাম আপনের আগেই রে।
আর, পইলা করবাম উড়াউড়ি গো
পরে ভাবনা[৫০] ভাবনী
তার পরে করবাম হুজুর
আরও পাছ্‌রা পাছরা রে ॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, এরপরে বেজির বাচ্চার লাগান
ধরবাম বাঘ, ধরবাম আমি ঘারে
ঘারের মাইঝে ধইরা বাঘ
ভরিবাম পিঞ্জিরার মাইঝে রে।
আর, এই কথা কইয়া পিনরা লইয়া
পন্থ মেলা দিল
মধ্যম জজের পাইছালে গিয়া
উপস্থিত না হইল রে ॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, নাছির মামুদে কয়রে কথা
ভাইছাব কইলাম আপনের আগে
আপনে কেবল বইয়া থাক্‌কুয়াইন
বাঘটা আমি ধইরা দেইও রে।
আর, এই কথা শুনিয়ারে তোতা

৫০, হড়াহড়ি

গোস্বায় অইলা গেল
তুমি যদি ধর বাঘ গো মামুদ
আমার খুটাই[৫১] হইব রে।।
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, গোলামে ধরিল বাঘরে
তোতায় জেল মাপ পাইছে
এই কথাডা থাকব কেবল
এই জনমের লাগিয়ারে
আর, এই কথা কহিয়া তোতা পিঞ্জর লইয়া
যায় পাকের ঘরে
পাকের ঘরের সামনে যাইতেই
বাঘে মিটমিটাইয়া চায় রে।।
ও আমার সুখ নাইরে।

(৭)

[তোতা মিয়ার কৌশল]

আর, তোতারে দেখিয়া বাঘে, হায় রে
বাঘে মিটমিটাইয়া চায়
বাঘের মিটমিটানী দেইখ্যা তোতা
গোস্বায় অইলা যায় রে
আর, ইসারা না দিয়া বাঘ
তোতায় তুলিয়ানা বওয়াইল
লেজ ঘুরাইয়া বাঘে তখন
গুঙ্গুর ডাক ডাক ছাড়িতেই লাগিল রে।।
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, বাঘের ডাক শুইনা শরের মানুষ
ডরে কম্পমান হইল

৫১ অপবাদ

শরের মাইঝে জজ্ঞ আরও
কেবল ঘোষণাই ফিরাইল রে।
আর, তোমরা সবেই তামশা দেখবা গো
তোতায় বাঘ ধরিব
এই কথা শুনিয়াই সবে
দুতালায় তেতালায় উঠিল রে ।।
ও আমার সুখ নাই রে।
আর, কেহ উডে গাছে-বিরহে[৫২]
কেহ আর গড়িয়া[৫৩] বান্ধিল
এই ভাবে সকলেই যে কেবল
এই তামশা দেখিতেই লাগিল রে।
আর, ইসারা না পাইয়া বাঘ গো
আইল চট্টোয়ানের মাঝারে
লেজ ঘুরাইয়া বাঘে কেবল
গুর গুর ডাক ছাড়ে রে ।।
ও আমার সুখ নাই রে।
আর, লেজ ঘুরাইয়া ডাক মারিয়া
বাঘে ফাল মারিয়া বইল
তোতার উপর দিয়া বাঘ
হায়রে চাট্টোয়ানে পড়িল রে।
আর, বাঘের টব্‌গণ দেইখ্যা তোতা
ও তোতা রাগে জইল্যা গেল
বনের পশু হইয়া আইজেই
আমারে টব্‌বগিয়া গেল রে ।।
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, কমর কাচু কইরা তোতা

৫২, বৃক্ষ
৫৩. মাচা

কোন্ কামই করিল
বাঘের উপরে দিয়া
টব্‌গিয়া না পড়িল রে।
আর, বাঘ টবগিয়া গেলে তোতা
বাঘ গোস্বায় গেল
খাপ ধরিয়া বাঘ দু বেবল
থাপা[৫৪] খেইচ্যা বইল রে॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, এই না সময় কালে তোতা
ও তোতা বাঘেরে ধরিল
বাঘে আরও তোতায় কেবল
পাছরা পাছরি লাইগ্যা গেল রে।
আর, উড়াউড়ি পাছরা পাছরি
হায়রে বাঘের লগে করে
তার পরে তোতায় কেবল
ডাবনা ডাবনা করে রে॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, বাঘের পায়ের গোছার বাইরে আর ও
তোতার পায়ের গোছার বাইরে
আধসেরী দিঘী না অইল
এ চট্টোয়ানের মাঝারে রে।
আর, এই সময় না কালে তোতায় বাঁও আতে ধরিল
কেবল বাঘটার ঘাড়টার মাইঝে
ডাইন আতটা ফালাইয়া দিল
বাঘের কমরের মাঝারে রে॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, বেজির বাচ্চার মত বাঘ

৫৪, থাবা মারল

ভরিল লোয়ার পিঞ্জরে
ডাক মারিয়া কইল তোতা
নাছির মামুদের আগে রে।
আর চল, চল নাছির রে মামুদ
চল বাঘ লইয়া হাতে
চল্ চল্ যাইগো আমরা
এই বড় জজের কোটে রে॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, তৎক্ষণাতে বাঘ লইয়া তোতা আরও
নাছির ভাইরে পন্থ মেলা দিল
বড় জজের দরবার গিয়া
এই, দাখিল না হইল রে।
আর, ছেলামালকি দিয়া তোতা
জজের সামনে খাড়া হইল
বাঘ মারিছি, জেল মাপ হইল
এই কথা কহিতেই লাগিল রে॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আর চইদ্দ বছরের জেল গো হুজুর
মাপ ত না পাইলাম
পাছের পুরুস্কারীর লাইগ্যা কেবল
আপনের কাছে আইলাম রে।
আর, কিসের পুরুস্কারী চাও রে বাবা
কও ছাই আমার আগে রে
কও, কও, কও রে মিয়া
কও আমার আগেই রে॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আর এই কথা শুনিয়া তোতা
কইত্তো[৫১] লাইগ্যা গেল রে

৫১, বলতে লাগল।

তিনডা খুনের পাস, চাই গো হুজুর
কইলাম আপনের আগেই রে।
আর, তিনডা খুনের পাস, চাই গো হুজুর
কইলাম আপনের আগে
পাস মঞ্জুর কইরা দেওহাইন
চইল্যা যাইগা ঘরে রে॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, কারে কারে মারবা রে তোতা
কইবা আমার আগে
এই কথা না কইলে তুমি
পাস দিতাম না পারবারে রে।
আর, পইলা মারবাম গো আমি
চাচা দুধ মিয়ারে
তারপরে মারবাম আমি
মধ্যম জজেরে রে॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, তারও পরে মারবাম আমি
ঢাকার নবাব সাইবরে
এই না তিনজা খুনের পাস
চাইলাম আপনের আগে রে।
আর, তোতার কথা শুইনা জজ গো
বড় ভাবনায় পইড়া গেল
দেশের উপরে তিনজন লোক
তোতায় কেরে মাইরা ফালত রে॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, তোমার চাচা মারবা তোতা
জাগা জমির গণ্ডগোল আছে
ঢাকার নবাব যার বাংলার জমিদার

তারে মারতা কেরে রে।
আর, মুমিনসিঙ্গের মধ্যুম জজ গো
গহরমণ্টলের লোক গো আছে
এই দুই জনরে কেরে মারতা
কওছে আমার আগে রে।
ও আমার সুখ নাইরে।
আর ঢাকার নবাব মারবাম গো
ভরছিন পিঞ্জিরার ভিতরে
এই গতিকে মাইরা পালবাম
ঢাকার নবাবে রে।
আর বিনা হেনকাপে আইছলাম গো অ ম
এই নইছরাবাজের শরে
মধ্যুম জজে এক দিনের লাইগ্যা
হেনকাপে নিছিন আজতের ভিতরে রে।।
ও আমার সুখ নাইরে।
আর বড় জজে শুইনা কয়রে বাবা
কইলাম তোমার আগে
এই তিনডা খুনের পাস
আমি দিতাম ত পারতাম না নারে।
আর, তুমি বাবা চইলা যাও
কইলকাত্তার শরে
খুনের পাস গিয়া চাও
বড় লাডের কাছেরে।।
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, আমি এক জজ গো কেবল
এই নইছরাবাজের শরে
খুনের পাস দিলে বাবা
আমার চাকরী চইল্যা যাইব রে।।

আর, আমারে যুদি মারবার মনে কর বাবা
কইলাম তোমার আগে
মাইরা তুমি যাওগা কেবল
কইলকাত্তার শরে রে ॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, জজের কথা শুইনা তোতা, হায়রে
কোন্ কামই করিল
পিঞ্জিরার সইত বাঘ লইয়া
কইলকাত্তা রওয়ানা অইল রে ॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আমার সুখ নাইরে ও
সুখ পরাণের বৈরী
লাল মিয়া করে খুন গো
তোতা মিয়ার হাতে বেড়ি রে ॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, নইছরাবাজের শর ছাড়াইয়া
ও তোতা পন্থ মেলাই দিল
বাঘের পিঞ্জর লটকাইয়া নাছির
পাছে পাছে যাইতেই লাগিল রে।
আর মার মার কইরা দুইজন
যাইতে লাইগ্যা গেল
রাতাই দিনাই কইরা তবে
ঢাকার শরে দাখিল না অইল রে ॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, রুস্তম নামেতে পাহলোয়ান
হায়রে ঢাকার শরেতে ছিল
শতাশতি সৈন্য তার
তোতার বাঘ দেখিল রে।

আর, শতাশতি সৈন্য তার
তাম্বুর মাধ্যে ছিল
তাম্বুতে থাকিয়া সেনায়
তোতার বাঘ দেখিল রে ।।
ও আমার সুখ নাইরে ।
আর, তৎক্ষণাতে সেনা সৈন্য হার রে
কোন্ কামই করিল
রুস্তম খায়ের আগে গিয়া
এই সমবাদ জানাইল রে ।
আর, এমুন সুন্দর বাঘ গো হুজুর
আমরা না দেখছি জেবনে রে
দুই বেডায় বাঘ ভরিছে
লোয়ার পিঞ্জিরার ভিতরে রে ।।
ও আমার সুখ নাইরে ।
আর, এই কথা শুনিয়া রুস্তম হুকুম করল
সেনা সৈন্যের আগে
পিঞ্জিরার সইত বাঘডা আনবা
কেবল আমরারই সামুনে রে ।
আর, হুকুম পাইয়া সেনা সৈন্য
দৌড় পিটিয়া গেল
তাম্বুর মাঝারে গিয়া
পরে সাজিতেই লাগিল রে ।।
ও আমার সুখ নাইরে ।
আর, বারশত ছিপাই ছিল
আর তেরশত সৈন্য
তাম্বুর সকলে মিইল্যা
বাঘ কাইড়া রাখল রে ।
আর বাঘ কাড়িয়া লইয়া গেল

কেবল রুস্তমের সামুনে
রুস্তম খায়ে দেইখ্যা বাঘ
খোশাল হইল মনে রে ॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, বারিন্দার থইয়া পিন্‌রা
তারা তামশা দুনা দেখে
এমুন সুন্দর বাঘ তারা
না দেখছে এই জেবনে রে
আর, বাঘ থইয়া নাছির মামুদ তোতা আরও
হায়রে পন্থ মেলাই দিল
গাড়ী ঘোড়ায় চইড়া তারা
কইলকাত্তাই না গেল রে ॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, কইলকাত্তাতে গিয়া দুইজন
লোকের আগে পুছাইও না করে
বড় লাডের কাছারীডা
কওছাই আমার আগে রে।
আর, ওই যে দেয়া যায় গো
দলান সাইরী সাইরী
সোনালী চান্দুয়া উড়ে
এইডাই বড় লাডের বাড়ী রে ॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, লাল, নীল, পাকড়া রংয়ের
দলান সাইরী সাইরী
এইডাই অইল বড় লাডের
দরবারের কাছারী রে।
আর, কত কত বীর পালোয়ান ছিপাই
রাস্তায় দাঁড়া আছে

সরাসরি বাঙালী যে যাইত না পারে
বড় লাডের কাছে রে ॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, এই গো কথা শুইনা গো তারা
পন্থ মেলাই দিল
তোতারে দেখিয়াই হায়রে ভাগিয়াই
না গেলে রে।
আর, বন্দুকদারী আছিন যত
বন্দুক না লইয়া
একে একে গেল গো তারা
গেল পলাইয়া রে ॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, সরাসরি উঠল দুইজন
বড় লাডের কোডে
বড় লাডে দেইখ্যা দুই জন
তাজ্জব অইয়া গেল রে
আর, ছেলাম জানাইয়া তোতায় ও মিয়া
কইতে লাইগ্যা গেল
শরবে শুনছুইন গো হুজুর
হুজুর নয়ানে না দেখছুইন রে ॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, বারশত বলদ মারছে বাঘে
আরও তের শত গাই
কত মানুষ মারছে বাঘে
তার লেখা জুখা নাই রে।
আর মধ্যম জজের পাকের ঘরে গো
বাঘে বাসা করছিন্
মুমিংসিঙ্গের কোট কাছারী

সবই বন্ধ হইয়া গেছিন রে ।।
ও আমার সুখ নাই রে।
আর, জাগায় জাগায় টেলিগেরাফ
জজে করছিন করছিন দুনা ওবে
কত জাগার শিহারী আইয়া
ভাইগ্যা[৫৬] দুনা গেছে রে
আর পরে দিল ঢোলের ঘুষণা
দিল জেল খানার সামুনে
বাঘ ধইরা যেই দেয়
জেল মাপ পাইব রে ।।
ও আমার সুখ নাই রে।
আর, জেলির মাইঝে বাঘ ধরিলে
জেল মাপ অইয়া যাইব
আর ও দুনা পুরুষকারী
পাছে দুনা পাইব রে।
আর বাঘ ধইরাছি, জেল মাপ পাইছি
পুরুষকারী লাইগ্যা আইছি
আপনার দরবারে
চাইল্লা[৫৭] খুনের পাস দিবাইন
কইলাম আপনেরে আগে রে ।।
ও আমার সুখ নাই রে।
আর, তোতার কথা শুইনা লাড গো
তাজ্জব হইয়া রইল
কারে কারে মারবা বাবা
জিজ্ঞাসন করিছি রে।
আর, অতি পরথম মারবাম হুজুর

৫৬, পালিয়ে গিয়েছে
৫৭, চারটি

আমায় চাচা দুধ মিয়ারে
তারপরে মারবাম আমি
নইছরবাজের মধ্যম জজেরে রে ।।
ও আমার সুখ নাই রে ।
আর, তারপরে মাইরা ফালবাম
ঢাকার নবাব সাইব রে
অবশেষে মারবাম আমি
ঢাকার রুস্তম খাঁয়রে রে ।।
আর, তোমার চাচা দুধ মিয়া গো
তারে মারতা কিসের কারণে
বার মুল্লুকের জমিদার ঢাকার নবাব
তারে ও মারতা কেরে রে ।।
ও আমার সুখ নাই রে ।
আর, গহরমণ্টের চাকরীয়া মধ্যম জজ
তারে মারতা কেরে
রুস্তম খাঁ বড় পালোয়ান
তারেও মারতা কোন কথার কারণে রে ।
আর, চাচার লগে জাগা-জমি লইয়া
গোলমাল কিছু আছে
এই গতিকে চাচা মারতাম
কইলাম আপনের আগেই রে ।।
ও আমার সুখ নাই রে ।
আর, একদিনের লাইগ্যা দিনরাত ভরছিন
হায়রে ঢাকার নবাবে
এই গতিকে নবাবও মারবাম
না ছাড়বাম তারে রে ।
আর, হেনকাপের ডরে আইছলাম গো
জজের কোর্টের মাঝারে

মধ্যম জজে হেনরূপ নিছিন
এই হাজতের ভিতরে য়ে ॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, রুস্তম খায়ে বাঘ গো আমার
কাইরা[৫৮] রাইখ্যা দিছে
এই কারণে তারেও মারবাম
কইলাম আপনের আগে রে।
আর, তোতার কথা শুইনা লাড গো
ও লাড ভাবে মনে মনে
এমুন খুনের ছাইরটা পাস
আমি দিবাম কেমনে রে ॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আর ভাবনা চিন্তা কইরা জজ
মনে ফন্দ আটিল
তোতা মিয়ার আগে কথা
জজে বানাইয়া কইল রে
আর যেইডা দিয়া নিবা পাশ
হেইডা কোথায় আছে
বাঘডা ধরলা কিনা ধরলা
কিসের চিন আছে রে ॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, চিন দেখাইয়া পুরুস্কারী নেও গো মিয়া
কইলাম তোমার আগে
না অইলে কিসের পরিস্কারী
দিবাম তোমারে রে।
আর এই কথা শুনিয়া গো তোতা
ও মিয়া বড় লজ্জিত হইল

৫৮. বলপূর্বক

ছেলামালকী দিয়া দুইজন
ঘরের বাইরী হইল রে।।
ও আমার সুখ নাইরে।
আর বড় লাডের চট্টোয়ানে আইয়া দুইজন
ভাবনা চিন্তাই করে
সাত দিন ধরে খাইনা আমরা
শইলে বল লাইসে ধরে রে।
আর, কিছু খাওন যুদি খাইয়া লইতাম রে নাছির
কইলাম তর আগে
তবে দেখতাম বাঘ কাড়িয়া রাখছে
রাখছে কেমুন বাপের পুতেরে
ও আমার সুখ নাইরে।
আর এই না সময় কয় তোতা রে নাছির
আরে বেডা দেখ না নজর করে
চট্টোয়ানের[৫৯] মাইঝে কার খাসি
কেবল[৬০] আঁডাগুড়ি করেরে।
আর, লোকের কাছে পুছাই করে
লোকজন কইলাম তোমারার আগে
এইডা কার খাসি কেবল
এই চট্টোয়ানের মাঝারে রে।।
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, লোকে কইল পালোয়ান দেইখ্যা
হুজুর, কইলাম তোমারে
এইতা অইল বড় লাডের
পাবনাই ও না খাসি রে।
আর, তোতায় কইল নাছির মামুদ

৫৯. চরাই জমি
৬০. ঘুরা-ফেরা

মামুদ কইলাম তোমার আগে
বড় লাডের খাসি খাইলে
কেলাকিতা কইব রে ।।
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, ধইরা ধইরা আন খাসিরে নাছির
আরে মামুদ, কইলাম তোমার আগে
হুকুম পাইয়া নাছির মামুদ খাসি ধরিতেই লাগিল রে
আর, চইদ্দলা[৬১] খাসি ধরল কেবল
দৌড়াইয়া দৌড়াইয়া রে
এইনা খাসি আইন্না দিল
তোতারই সামুনে রে ।।
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, দুই আঙুলে চিমুড় দিয়া
খাসি জবাই দোনা করল
চামড়া পেঁডা ফালাইয়া
সূর্যের তেজে কবাব বানাইল রে।
আর, কবাব বানাইয়া খাসি
জনে সাতলা কইরা খাইল
কবাব খাইয়া দুই জনার
হায়রে পানির পিয়াস হইল রে ।।
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, ডাইনে বাঁয়ে নাছির মামুদ
পানি দোনা খুঁজিতেই লাগিল
চট্টোয়ানের কিনারে গিয়া
দুইডা ইন্দিরা পাইল রে।
আর, ইন্দিরার পানি তোলে নাছির
হায়রে বাল্তি লাগাইয়া

৬১. চৌদ্দটি

দুই ইন্দিরার পানি খাইল
দুইজনে মিলিয়ারে রে॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, পানি খাঞ্জি খাইয়া তোতা
হায়রে কইতে লাইগ্যা গেল
রুস্তমের সইতে বাঘ
ধরিয়াই না আনিবাম রে।
আর, তোতার কথা শুইনা নাছির
তোতার আগে কইল রে
অস্ত্র ত নাই আমরার লগে
ক্যামনে দু লড়িবাম রে॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, তোতা মিয়ায় কয় নাছির
নাছির, শুন কই তোমারে
দুইজন যাইবাম দুই দিগ দিয়া
সৈন্য ধইরা সৈন্য না মারিবাম রে।
আর, আগ্গা দিয়া ধইরা সৈন্য
কেবল বাইড়াতে থাকিবাম
সৈন্য দিয়া সৈন্য কেবল
মারিয়া না ফালবাম রে॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, এই কথা বলিয়া দুইজন
আল্লা, পন্থ মেলা দিল
রাতাই দিনাই কইরা তারা
রুস্তমের বাড়ীতে গেল রে।
আর, তাম্বুর মাইধ্যে গিয়া দেখে গো
সৈন্য দলার দলা
কেকই খেলে তাস খেলা

কেকই খেলে পাশা রে ॥
ও আমার সুখ নাই রে।
আর, এই খেলা ধুলার মাইঝে দুইজন
দুই দিক দিয়া গেল
আতকা[৬২] মাইরা তাম্বুর মাইঝে
দুই জন হাঞ্জাইল রে।
আর, তাম্বুতে হাঞ্জাইয়া[৬৩] দুইজন
কেবল হাবড়া আঞ্জা ধরল
বিশ জন ত্রিশ জন সেনা ধইরা
কেবল বাড়াইতেই লাগিল রে ॥
ও আমার সুখ নাই রে।
আর, সৈন্য দিয়া সৈন্য বাইড়ায় রে
কেবল তাম্বুর মাঝারে
চৈত মাইয়া বেলের মত
এক এক জনের কাল্লা ছিইড়া পড়ে রে।
আর, কেকই পড়ল রক্তের তলে
কেকই ভাইস্যা যায়,
কত সৈন্য দিশ না পাইয়া
ভাইগ্যা[৬৪] ভাইগ্যা যায় রে ॥
ও আমার সুখ নাই রে।
আর, সব সৈন্য ভাগাইয়া দিয়া
দুই জনে পন্থ মেলা দিল
রুস্তমের বাড়ী বুইল্যা
তারা যাইতে লাগিল রে
আর, দুইজন মালের পাউয়ের আওয়াট[৬৫]

৬২. হঠাৎ
৬৩. প্রবেশ করে
৬৪. পালায়ে যায়

পাইয়া রুস্তম কোন কামই করিল
দুলাল ঘোড়াত উইঠ্যা তখন
হায়রে পলাইয়াই গেল রে ।।
ও আমার সুখ নাই রে।
আর, পাছ দিয়া তোতা আমার গো কেবল
রুস্তম দৌড়াইতেই লাগিল
ঢাকার না নদী কেবল
রুস্তম টবগাইয়াই গেল রে
আর, পাছে দিয়া কইল তোতায় রে
নাছির খাড়া হও তুমি
নদী টবগাইয়া রুস্তম গো
রুস্তম ধইরা আনবাম আমি রে ।।
ও আমার সুখ নাই রে।
আর, নাছির মামুদ কইল কথা
ভাইছাব, কইলাম আপনেরে আগে
আপনের ডরে ভাইগ্যা গেছে
কি কাম ধইরা তারে রে।
আর, বাঘের লাইগ্যা আইছি আমরা
বাঘ লইয়া যাই
রুস্তম খাঁর দাদ তুলবাম
যদি ফিইরা[৬৬] বাউলিত পাই রে ।।
ও আমার সুখ নাই রে।
আর, নাছিরের কথা শুইনা দুনা
তোতা ফিইরা আইল
রুস্তম খাঁর বাড়ীত আইয়া
বাঘ লইয়া পন্থ মেলা দিল রে।

৬৫. শব্দ
৬৬. ফিরার পথে

আর, বাঘ লইয়া তার দুনা কেবল
পন্থ মেলাই দিল
রাতাই দিনাই কইরা দুই জন
কেবল যাইতেই লাগিল রে ॥
ও আমার সুখ নাই রে।
আর, মার মার কইরা গেল
হায়রে কইলকাত্তার শরে,
হাযির হইল গিয়া কেবল
বড় লাডের দরবারে রে।
আর, বড় লাডে দূরে দেইখ্যা
হায়রে, ভাবে মনে মনে
বাঙ্গালী অইয়া সরাসরি
দরবার ঘরে আইল ক্যামুনে রে ॥
ও আমার সুখ নাই রে।
আর, চাইর দিগে চাইয়া দেখে লাডে
পাহারা সৈন্য না হয়,
এমুন পালোয়ানের সামনে সৈন্য
ক্যামনে খাড়া রয় রে।
আর, খাসি খাইয়া গেছিন পাপ
হায়রে ফিইরা ফেরে আইল
না জানি আমার কপালে
কি দুর্গতি লেখিল রে।
ও আমার সুখ নাই রে।
আর, বাঘের বানে চায় গো লাডে
তোতার বানে ও চায়,
না জানি অহন আল্লা
কোন দুর্গতি ঘডায় রে।
আর, ভাবনা চিন্তা কইরা লাডে

হায়রে কোন কাম করে
কাঁপতে কাঁপতে তোতার আগে
কথা কহিতেই লাগিল রে ।।
ও আমার সুখ নাই রে।
আর, আমি একটা ছোড়ু লাটরে বাবা
বাবা, কইলাম তোমার আগে
খুনের পাশ যদি দেই
আমার চাকরী চইলা যাইব রে।
আর, তুমি এক কাম করবে বাবা
বাবা, শুন কই তোমারে
এই বা লইয়া যাওগা দুইজন
যাওগা বিলাতেরই শরে রে ।।
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, বিলাতের শরে যাও
রাণী ভিক্টোরিয়ার কাছে রে
তার কাছে গিয়া তুমি
খুনের পাশ চাও রে
আর, বিলাতের জাজ[৬৭] রে বাবা
লাগাইল আছে ঘাড়ে
ভাড়ার টেহা যতই লাগে
সব দিয়া দেই আমি রে ।।
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, আমারে মারিলে রে বাবা
মারতা পার তবে
আমারে মারিলে তোমার
কিবা ফায়দা হইব রে।
আর, এই কথা শুনিয়া তোতা মিয়া

াজ

কইতে লাইগ্যা গেল রে
কইলকাত্তার লাট গো দেখলাম
বিলাত ত আর দেখলাম নারে ॥
ও আমার সুখ নাইরে।

(৮)

[রাণীর কাছে আবেদন]

আর চল চল যাইগা নাছির
যাইগা বিলাতের শরে
লাগত না লাগত না টেকা পইসা
লাগত না আর ভাড়া রে।
আর এই কথা বলিয়া দুইজন
হায়রে পন্থ মেলাই দিল
ইষ্টিমারের ঘাডে গিয়া তারা
দাখিল না অইল রে ॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আর বাঘ লইয়া দুইজন মাল রে
উঠল জাহাজের মাঝারে
না চাইল ভাড়া, না চাইল টিহস
কইলাম তোমারার আগেই রে।
আর, জাজের পাসিন্দার দেইখ্যা আল্লা গো
আল্লা ভাবে মনে মনে
যেই দুই মাল উইঠ্যা[৬৮] বইছে
আমার জাজের মাইঝে রে ॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, মাল উঠছে, যেমুন তেমুন
আরও বাঘ লইছে সাথে
ভাড়া চাইলে কোনডা করে

৬৮. উঠে বসেছে

তার ঠিক ঠিকানা না আছে রে।
আর, এইনা সময়কালে পাসিন্দার
হায়রে, জাজ ছাইড়া দিল
ভাড়ার কথা টিহসের কথা
কিছু জিজ্ঞাসন না করল রে।।
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, মার মার কইরা জাজ
এই যেন ছাড়িয়া দু দিল
ছয় মাসে গিয়া জাজ বিলাতে
লঙ্গর করল রে।
আর, বিলাতের শরে গিয়া জাজ
এই যেন লঙ্গল করিল
বাঘ লইয়া দুইজন মাল
টানে লাইম্যা দু' পড়িল রে।।
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, অস্তে ধীরে গেল গো তারা
কেবল শহরের মাঝারে
লোকের কাছে জিজ্ঞাসন করে
পঞ্চম জজ কোনডায় আফিস করে রে।
আর, লোকে কইল গো দেখ
দলান সাইরী সাইরী
সোনালী চান্দুয়া উড়ে
এইডাই বিলাতের বাড়ী রে।।
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, ঠিকানা পাইয়া উরদিস পাইয়া
দুইজন পন্থে মেলাই দিল
পঞ্চম জজের দরবার বুইল্যা
যাইতেই লাইগ্যা গেল রে।

আর, শিখি সৈন্য মগল সৈন্য গো
আর ও পাডান সৈন্য ছিল
দুই জানোয়ার দেইখ্যা বিলাতের সব
সৈন্য পলাইয়া গেল রে ॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, জজের কোটে গিয়া গো তারা
দাখিল হইয়া যায়
পঞ্চম জজে জানোয়ার দেইখ্যা
আড়ে আড়ে চায় রে।
আর, কোথায় গেল মগ সৈন্য রে
আমার পাডান সেনারা
সরাসরি বাঙ্গালী আইল
আমার না ছামনে রে ॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, ভাবনা চিন্তা কইরা জজে
ও জজে কোন্ কামই করিল
কি কারণে আইছ মিয়ারা
এই জিজ্ঞাসন করিল রে।
আর, এইনা সময় তোতা মিয়া
হায়রে, কইতে লাইগ্যা গেল
আদি অন্ত যত কথা
কেবল বলিতেই লাগিল রে ॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, ছেলবরছে বাড়ী গো হুজুর
হায়রে ছেলবরছে ঘর
আমার নামটি তোতা গো মিয়া
দিলাম পরিচয় রে।
আর, লাল মিয়া করল খুন গো হুজুর

তোতার পায়ে বেড়ি
এক ছাপ্পরে তিনজন মাইলাম
ছেলবরছের বাড়ী রে ॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, দারগার কাল্লা ছিঁইড়া গো
ছিপাই মারা গেল
ছিপাইয়ের কাল্লা ছিঁইড়া
পুলিশ মারা গেল রে।
আর যত চাইকরা আছিন গো হুজুর
সব গেলগা ভাগিয়া
ম্যাজিষ্টারের কুলাব্বর থাকল
বেত ছোবায় বাজিয়া রে ॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, সেই বিচারে গো হুজুর, একদিন কম
চইদ্দ বছরের জেল দুনা অইল
একদিন হাজত খাটলাম
এইডাও কর্তন দিল রে।
আর, এইনা সময়কালে গো হুজুর
মুমিংসিঙ্গের শরে
সুন্দির বনের বাঘ আইয়া
উজারপাতি করে রে ॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, বারশত বলদ মারল বাঘে
আর ও তেরশত গাই
কত মানুষ মারল বাঘে
তার লেখাজুখা নাইরে।
আর, মধ্যুম জজের পাকের ঘরে
বাঘে বাসা করল

মুমিংসিংয়ের কোট-কাছারী বাঘের ডরে
বন্ধ হইয়া গেল রে ॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, তখন বড় জজে জাগায় জাগায়
হায়রে টেলী কইরাই দিল
টেলী পাইয়া দলে দলে
শিহারী কত আইল রে।
আর, শিহারী আইল, ভাইগ্যা গেল
ভাইগ্যা গেল ডরে
এইনা সময় জজ সাইবে
কোন্ কাম আর না করে রে ॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, সামনে ডেগুরা দিল
কেবল দিল বাজাইয়া
জেলি যুদি বাঘ গো ধরে
জেল যাইব কাটিয়া রে।
আর, যেই বাঘ ধরিব, জেল মাপ পাইব
আরও পুরস্কারী রে
আমি বাঘ ধইরাছি, জেল মাপ পাইছি
বাহী রইল পুরুস্কারী রে ॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, পুরুস্কারীর লাইগ্যা গেছলাম
হুজুর, কইলকাত্তার শরে
বড় লাডে পাডাইয়া দিছুইন
এই আপনার দরবারে রে।
আর, আমি খুনের পাশ নিতাম আইছি
এই বিলাতের শরে
আর, চাইল্লা খুনের পাশ দেওহাইন

চইলা যাইও ঘরে রে ॥

ও আমার সুখ নাইরে।

আর, তোতার কথা শুইনা গো জজে
ও পঞ্চম জজ, তাজ্জব লাইগ্যা রইল
বাঘ মাইরা বেডা কেবল
পাশের লাইগ্যা আইল রে।
আর, কারে কারে মারবা গো মিয়া
ও মিয়া কওনা আমার আগে
বুইঝ্যা হুইন্যা দেখি আমি
পাশ দিতাম পারবাম কিনা পারবাম রে ॥

ও আমার সুখ নাইরে।

আর, অতি পরথম মারবাম গো হুজুর
চাচা দুধ মিয়ারে
তার পরে মারবাম আমি মুমিনসিঙ্গের
মধ্যুম জজে রে।
আর, তারপরে মারবাম আমি গো
হুজুর ঢাকার নবাব সাইবে
এরও পরে মারবাম আমি
ঢাকার রুস্তম খাঁরে রে ॥

ও আমার সুখ নাই রে।

আর, তোমার চাচা দুধ মিয়া গো
মিয়া তারে মারতা কেরে
ঢাকার নবাব জমিদার
তারেও মারতা কেরে রে।
আর, মধ্যুম জজ গরমেণ্টের লোক
তারে মারতা কেরে
বীর পালোয়ান রুস্তম খাঁ
তারেও মাইরা ফালতা কেরে-রে ॥

ও আমার সুখ নাই রে।

আর, চাচারে মারিয়া ফালবাম গো
জাগা জমির গোলমাল কিছু আছে
এই গতিকে চাচা মারবাম
কইলাম আপনের আগেই রে।
আর, এক দিনের লাইগ্যা পিনরাত ভরছিন
হায়রে ঢাকার নবাবে
এই গতিকে নবাব মারবাম
না ছাড়বাম তারেও রে ॥
ও আমার সুখ নাই রে।
আর, হেনকাপেরই ডরে আইছলাম গো
রাইতির মাইঝে মুমিনসিঙ্গের শরে
মধ্যম জজে হেনকাপ দিছিন
এই হাজতের ভিতরে রে।
আর, রুস্তম খাঁয়ে বাঘ গো আমার
কাইরা রাইখ্যা দিছিন
এই কারণে তারেও মারবাম
কইলাম আপনের আগে রে ॥
ও আমার সুখ নাই রে।
আর তোতার কথা হুইন্যা জজ গো
পঞ্চম জজ ভাবে মনে মনে
এমুন খুনের চাইরটা পাশ
আমি দিবাম ক্যামুনে রে।
আর, দিতাম না দিতাম না পাশরে বাবা
দিতাম না কইলাম তোমার আগে
পাল বাছা মানুষ দেশের
দিতাম না মারিবারে রে ॥
ও আমার সুখ নাই রে।
আর, এই কথা শুনিয়া তোতা হায়রে
গোস্বায় জ্বইলা গেল

নাছির মামুদের আগে তবে
কহিতেই লাগিল রে।
আর, চল চল নাছির রে মামুদ
চল বাঘ লইয়া সাথে
যেইখানের বাঘ গো কেবল
সেইখানে না ছাড়িবাম রে॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, যেই জাগাতে উজাইছিন্‌রে বাঘ
সেই জাগাতে ছাড়বাম
কোন্ বাপের পুতে জেল দেয়
দেইখ্যা আমি দিবাম রে :
এইনা সময়কালে গো দুইজন
হায়রে পন্থ মেলাই দিল
বাঘ লইয়া দুইটি মাল
যাইতেই না লাগিল রে॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, নাতিপুঁতি লইয়া মহারাণী গো রাণী
খেল জুরছে ফুল বাগানে বইয়া
এইনা সময়কালে বাঘ গেল গা
রাণীর নজরে পড়িয়া রে।
আর, এইনা সময়কালে গো রাণী কইল
তার পাহারার আগে
পিনরাত কইরা কিডা নেয়
কওছেই আমার আগেই রে॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, পাহারাদার কইল গো আম্মা
রাণীর ওনা কাছে
পিনরার মাইঝে এই দেহা যায়

বাংলার বাঘ আছে রে।
আর, এই কথা শুনিয়া রাণী কইল
পাহারার আগে
আমি কেবল আইন করছি
বাঘ না দেখছি নয়ানে রে॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, আন আন বাঙ্গালী ডাইক্যা[৬৯] রে
আইন্যা জিজ্ঞাসন কর
কিসের লাইগ্যা আইছিন্ তারা
এই বিলাতের শরে রে।
আর, হুকুম পাইয়া পাহারাদার গো
আর কোন্ কামই করিল
দুইজনে আন্ধুয়াইয়া[৭০] কেবল
ডবে ডাবিতেই লাগিল রে॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, ডাক শুনিয়া তোতায় রে
কেবল ফিইরা উলডিয়া চাইল
মহারাণীর আগে গিয়া কেবল
ছেলাম না জানাইল রে।
আর, কও, কও, বাঙ্গালীরে বেডাইন
তোমরা বাঘ কেমুনে ধরিলা
কি কারণে বাঘ লইয়া
বিলাতে না আইলারে॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, রাণীর কথা শুইনা গো তোতা
ও মিয়ায় কইতে লাইগ্যা গেল

৬৯. ডেকে আন
৭০, তাড়াতাড়ি

আদি অন্ত যত কথা কেবল
রাণীর আগে কইল রে।
আর, চাইল্যা খুনের পাসের লাইগ্যা
আইছ্‌লাম[৭১] কেবল বিলাতেরই শরে
দিল না দিল না পাশ গো
না দিল পঞ্চম জজে রে ॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, পাশ না পাইয়া যাইগো আমরা
হায়রে দেশেতে চলিয়া
যেইখানের বাঘ গো মাইয়া
সেইখানে দিবাম ছাড়িয়ারে।
আর, এই কথা শুনিয়া মহারাণী গো রাণী
কেবল ভাবে মনে মনে
আইনের 'ল' পঞ্চম জজে
কেবল দুনা জানে রে ॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, আমার নাম শুনিয়া
আইন মানিয়া বাঙ্গালী গো লোকে
এই আইন তোতায় না মানিলে
কিবা গতি হইত রে।
আর, এই-ও আইন তোতায় যদি
নাও যে মানিত
হাজারে হাজারে কেবল সৈন্য
বিনাশ না হইতো রে ॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আর সৈন্য যাইত টেকা যাইত কত
তার লেখা জুকা নাই
আমার আইন মানিয়া আইছে কেবল

এই ডাই ধইঙ্গাবাদ রে।
আর, তৎক্ষণাৎ চিডি লেইখ্যা গো দিল
পঞ্চম জজের আগে রে
গরমণ্টলের আইনের 'ল'
জাননু দু তবে রে।।
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, ডাইন আতে লেখ পাস রে
কইলাম তোমার আগে
বাঁও আতে টেলী করবা
ঢাকার মুলকের মাইঝে রে।
আর, পাশ দিয়া শিগ্‌গী কইরা
চাইর নামে টেলী যে করিবা
টেলী পাইয়া তারা যেন
থাকে পলাইয়া পলাইয়া রে।।
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, না অইলে যে মধ্যম নাতি
বসাইবাম সিঙ্গাসনে রে
তোমারে লামাইয়া দিবাম
এই ক্ষণের ভিতরে রে।
আর, এই চিডি লেইখ্যা গো রাণী
তোতার হাতে দিল
চিডি লইয়া তোতা মিয়া
জজের দরবার গেল রে।
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, এই চিডি লইয়া গো তোতা
হায়রে জজের কাছে গেল
জজের হাতে নিয়া চিডি
তুইল্যা নাইসেন দিলরে

আর চিডি দেইখ্যা পঞ্চম জজ গো
অস্থির অইয়াই পড়ে
অহনেই দু সব্বনাশ অইয়া যাইত
একটুকের লাগিয়া রে।
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, থির অইয়া জজ গো কেবল
দুই জনরে বসিতেই না দিল
খাতা কলম লইয়া জজে
পাস লিখিতেই লাগিল রে।
আর চাইল্লা কিনা সাতলা পাস
কেবল দিবাম যে তোমারে
তুমি আইন মাইন্যা যে
আইছ কেবল বিলাতেরই শরে রে।।
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, খুনের পাস লেইখ্যা দিয়া গো জজে
এই টেলিগেরাম করে
পরথমে করিল টেলী
ঢাকার নবাবের আগেই রে।
আর তোমারে মারিতে তোতারে
কেবল আইতে আছে
জান লইয়া পলাও তুমি
আইজ[১২] কাইলের মাইঝে রে।।
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, তারপরে করিল টেলী
হায়রে দুধ মিয়ার আগে
তোমার ভাতিজা আইয়্যে কেবল
তোমারেই মারিতে রে।

৭২. আজ কালের মধ্যে

আর একে একে করল ঢেলী
হায়রে চাইরা জনার কাছে
যার ঘির জান লইয়া কেবল
পলাইয়া না যাওরে ॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, তোমরারে মারিয়া ফাল্লে গো
কিনু আচার বিচার নাই
তোতার বিচার কে করিব গো
এমুন হাকিম এই মুল্লুকে নাইরে
আর, মহারাজায় দিলাম পাস গো
দিলাম গো লেখিয়া
তোমরা চাইর জন ভাইগ্যা যাও
এই মুল্লুক ছাড়িয়া রে ॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, পাস খান আতে লইয়ারে তোতায়
কেবল ছেলাম জানাইল
আতা আতি কইরা দুইজন
পন্থ মেলাই দিল রে।
আর বাঘ লইয়া দুই গো জন
হায়রে পন্থ মেলাই দিল
কইলকাত্তার জাজ গো কেবল
ঘাডে লাগাইল পাইল রে ॥
ও আমার সুখ নাইরে।

(৯)

[গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন]

আর, হাসিতে খেলিতে দুইজন তারা
জাজ উইঠ্যা বইল

ভাড়া টিহড কেউ আর
চাইয়া না দেখিল রে
আর, বিলাত থাইক্যা জাজ গো কেবল
আল্লার নামে ছাড়ে
মাসা মাসি কইরা জাজ
আইল কেবল কইলকাত্তার শরে রে ॥

ও আমার সুখ নাইরে।

আর, কইলকাত্তার শরে আইয়া গো
দুই জন টানেতেই উঠিল
মার, মার, কইরা তারা
যাইতেই লাইগ্যা গেলরে
আর, গাড়িয়ে ঘোড়ায় আইল দুইজন
আইল ঢাকার না শরে।
অতি পরতম উঠল গিয়া
ঢাকার নবাবের বাড়ীতে রে ॥

ও আমার সুখ নাইরে।

আর, লোকের কাছে জিজ্ঞাস করে গো
নবাব কোথায় আছে
লোকে কয়, কইতাম ত পারতাম না আমরা
নবাব কোথায় আছে রে।
আর, আজ ছয় মাস ধইরা না দেখছি
নবাব কোথায় আছে
শরবে শুন্‌ছি গো আমরা
নবাব ছাপিয়াই[৭৩] না গেছেরে ॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, বাড়ীত গিয়া দেখে গো কেবল
দলাল ছাতুরাইরা না রইছে

৭৩, আত্মগোপন।

মানুষ গরুর চিহ্ন ত নাই
বাড়ী পরা না পড়িছে রে।
আর, এইখান থাইক্যা যায় গো তারা
রুস্তম খাঁর বাড়ীতে
সেই খানেও গিয়া দেখে
বাড়ী পড়া পইড়া রইছে রে।
ও আমার সুখ নাই রে।
আর, রুস্তম খার বাড়ী কেবল গো
পরা পইড়াই রইছে
দুবড়া চাইল্লায় বাড়ী ঘর
ভরিয়াই না গেছে রে
আর, লোকের কাছে জিজ্ঞাস করে গো
ও রুস্তম কোথায় আছে
লোক জন কয় ছয়মাস ধইরা
আমরা না দেখছি রে।
ও আমার সুখ নাই রে।
আর, এইখান থাইক্যা চইলা গেল গো
কেবল ছেলবরছের মাইঝে রে
দুধ মিয়ার বাড়াত গিয়া
দাখিল না হইল রে
আর, দুধ মিয়ার বাড়ীত গিয়া দেখে গো
বাশের পাতায় বাড়ী ভইরা গেছে
লোকের কাছে জিজ্ঞাস করে
চাচা কোথায় আছে রে।
ও আমার সুখ নাই রে।
আর, দেখছি দেখছি না গো হুজুর
আপনির চাচা দুধ মিয়ারে
ছয়মাস ধইরা কোথায় আছে

উরদিস নাই ও আছে রে।
আর, এইখান থাইক্যা তোতা মিয়া
কোন কামই করিল
আপনারই বাড়ী ত গিয়া
মিয়ায় দাখিল না অইল রে।।
ও আমার সুখ নাই রে।
আর, মা-ও মা-ও কইরা মিয়া
কেবল বাড়ীতে হাঙ্গাইল
অত দিনের পুতরে দেইখ্যা
মায়ে ছইক্ষের পানি ছাইড়া দিল রে।
আর, তোতা তোতা বইলা গো মায়ে
কোলে তুইল্যা লইল
ঘরে আছিন সোনার পালং
তাতে নিয়া বওয়াইল[৭৪] রে।
ও আমার সুখ নাই রে।
আর জিজ্ঞাসাবাদ কইরা মায়ের
ও মায়ের পরান ঠাণ্ডা হইল
পোলা খোরমা কইরা মায়ে
খানা আইন্যা দিল রে।
আর খাও, খাও, খাও রে বাবা
চাইল্লা খানা খাইয়া লও
তারপরে দুঃখের কথা
মায়ের আগে কও রে।।
ও আমার সুখ নাই রে।
আর, খাইতাম না খাইতাম না গো মাইয়া
এই ছেলবরছের মাইঝে রে
চাইল্লা খুনের উগলা খুন

৭৪. বসাইল

কইরা দুনা খাইবাম রে।
আর, এই না সময় কালে মায়ে গো
কেবল কইতে লাইগ্যা গেল রে।
খাও, খাও, খানা বাবা
কইলাম তোমার আগে রে।
ও আমার সুখ নাই রে।
আর তোমার ডরে চাইর জন গো
কেবল আমারই ঘরেতে
পলাইযা আছে কইলাম
আমার হেফাজতে রে।
আর, পলাইয়া আছে কেবল গো
এই তোমারই বাড়ীতে
খানা খাইয়া মার গিয়া
তোমার নিজ হাতে রে॥
ও আমার সুখ নাই রে।
আর, এই কথা শুনিয়া তোতা
খানা খাইতে বইল
খানা পিনা কইরা তবে
মায়ের আগে কইল রে।
আর, দেখাও দেখাও গো মাইয়া
শীঘ্র দেখাইয়া দেও রে
চাইরজনরে একখান অ মারবাম
কেউরে না ছাড়িবাম রে।
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, এই না সময় কালে গো মায়ে
কইতে লাইগ্যা গেলরে
জিয়ন্তে মরা ভালানারে বাবা
একেবারে মরা ভালা রে

আর, মায়ের কথা শুইনা তোতা
হায়রে চাইয়া দু-না রইল
তৎক্ষণাতে মায়ে কেবল
ভাঙ্গাইয়া না কইল রে ॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, তোমার ডরে স্ত্রী পুত্র ছাইড়া
কোথায় দু-না গেছে
জিয়ন্তে থাইক্যা তারা
হায়রে মরিয়াই না রইছেরে
আর, সমুদ্দুরে যদি থাকরে বাবা
বাবা নৌকার মাঝারে
বাতাসে তারুনে তারা
ছট[৭৫] ফডাইয়া না উড়ে রে।
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, খালি ছট্‌ফড ছট্‌ফড করব রে বাবা
তোতা বুঝি আইতে আছেরে
তোতায় পাইলে আমরারে যে
প্রাণে মাইরাই ফালব রে।
আর, এই জেবনে তারার আর
ঘুম নিদ্রা খাওয়া না অইব
এক কথা থাকব কেবল
তোতায় মাইরা ফালব রে ॥
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, জেন্তে থাইকা মরা গো তারা
এই দুনিয়ার মাঝারে
মরারে যে মারলে বাবা
এই কোন ফল অইব রে।

৭৫, অস্থিরতা

আর, একবারে মাইরা ফালে বাবা
সব গেল ফুরাইয়া
জিয়ন্তে মরিয়া থাউক
এই ডাই অইব ভালারে
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, বও, বও, বওরে বাবা
এই গদ্দির মাঝারে
সুখে রাজ্যত্বি কর তুমি
এই ছেলবরছের মাইঝে রে।
আর, সুখে রাজ্যত্বি কররে বাবা
এই গদ্দিতে বসিয়া
যত আছে মনের জিদ
সকল দেও ছাড়িয়া রে।
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, মায়ের কথায় গো তোতা
নরম হইয়া গেল
রাগ ছাল ছাইড়া দিয়া
পানি হইয়া গেলরে
ও আমার সুখ নাইরে।
আর, ছেলবরছে রাজত্বি করে গো কেবল
আছে থাহে খায়
এইখানে তোতার মিয়ার গান গো
কেবল ফুরাইয়া[৭৬] না যায় রে।
ও আমার সুখ নাইরে।

৭৬. শেষ হয়ে যায়

মাধব মালঞ্চি কন্যা

বন্দনা

আয় হায়, হায় হায়রে
কি গুণের রাজা মাধব রে ।।
আর বুলেরে—
পরথমে বন্দনা করলাম রে আমি
আল্লা নিরাঞ্জন
যাহার 'কদ্রতে' পয়দা হইল
এ তিন আর ভূবন রে
কি গুণের রাজা মাধব রে ।।
আর বুলেরে—
পূবেতে বন্দনা করলাম রে আমি
পূবের ভানুর শ'র
এক দিকে উদয় রে ভানু
চৌদিগে পশর রে
কি গুণের রাজা মাধব রে ।।
আর বুলেরে—
উত্তরে বন্দনা করলাম রে আমি
হেমালী আর পর্বত
হেমাল ছুটিলে ভাইও আরে
দুনিয়াই করিবে গয়রত[১] রে
কি গুণের রাজা মাধব রে ।।
আর বুলেরে—
পচ্চিমে বন্দনা করলাম রে আমি
মক্কা হেস্থুরে স্থান

১. ধ্বংস

যাহার উদ্দেশ্যে জানায় ছেলাম
মমিন মুছলমান রে
কি গুণের রাজা মাধব রে ॥
আর বুলেরে—
দক্ষিণে বন্দনা করলাম রে আমি
ক্ষীর নদীর ঐ সায়র
সেই সায়রে করছিন বানিজ
চান্দুনা সওদাগর রে
কি গুণের রাজা মাধব রে ॥
আর বুলেরে—
সভা কইরা বইছুইন গো সাইবান
মমিন মুসলমান
আপনেরার জানাবে আমার
অধমের ছেলাম রে
কি গুণের রাজা মাধব রে ॥
আর বুলেরে—
এই সভাতে যুদি গো কেহ
কিচ্ছা গানই জানুইন[২]
আমি তার সহরীদ অইলাম
তাইন দু আমার উস্তাদ লাগুইন রে
কি গুণের রাজা মাধব রে ॥
আর বুলেরে—
উস্তাদ অইয়া সাহরীদরে যেবা
আডক[৩] অচ্ করে
আঁডিয়া[৪] কুদালে পাপীর আরে

২. জানেন
৩. বিপদে ঠেকান
৪. তীক্ষ্ণ ধার কুদালে

শীর কাইট্যা পরে রে
কি গুণের রাজা মাধব রে।।
আর বুলেরে—
আমার উস্তাদের নামটি গো সাইবান
সভায় করলাম জারী
কাউচার বাপ বয়াতি নামটি গো
খাঁসাপুর[৫] তার বাড়ী রে
কি গুণের. রাজা মাধব রে
আর বুলেরে—
আমি অধমের নামটি গো সাইবান
সভায় পরচার কইরা যাই
ইব্রাহিম মিয়া নাম গো আমার
জহির মাহমুদ বাপের নাম সবারে জানাইরে
কি গুণের রাজা মাধব রে ।।
আর বুলেরে—
বন্দনা কইলে গো সাইবান আরে
বন্দনার নাই গো মাথা
সেই সব কথা ছাইড়া দিয়া
কই কিছু কিচ্ছা গানের কথা রে
কি গুণের রাজা মাধব রে ।।
আর বুলেরে—
বন্দনা ছাড়িয়া গো এখন
'মাধব রাজার কিচ্ছা খান কই
পান তামুক দেওহাইন আর গো
একটুক খাইয়া লই ওরে
কি গুণের রাজা মাধব রে ।।

---

৫. ছোট পল্লী

কাহিনী শুরু

(১)

[রাজা-রাণীর মৃত্যু এবং রাজ পুত্রদের কলহ]

মিছির শরে ভাইরে দুলভ রাজার বাড়ী কাতারে কাতারে বাইন্ধা বইছে কাঠ কেপারের চৌপারী। রাজার ধনে-জনে কোন কিছুর না আছে উঁনা, ধন দিয়া মনে করলে বানতারে শরের চাইর কোনা। চাইর মোগে চাইর জিলা দিয়া বাড়ীখান করছে টান রাজার বাড়ী খান দেহা যায় যেমুন দেবপুরীর নির্মাণ।

এই যে রাজা। রাজার সাত পুত। হগলের ছোডু পুত মাধবরে কোলে থইয়া রাণী গেছে মইরা। অহন রাজাও অইছে বুড়া বিদ্দ—

আইজ থাকতে কাইল নাই,
তার মরনের বিশ্বাস নাই ॥

তে আরেক বিয়া ক্যামনে করে? রাজার আর ছয় পুতেরে বিয়া সাদী করাইছে। তারারে লইয়াই—

সুহে দুহে আছে থাহে যায়
দিন আইয়্যে রাইত কাইট্যা যায়।

দিন যাইতাছে: একদিন রাজার একটুক জ্বর আগুনে বিছনা লইছে। না—দিন যাইতেছে জ্বর খালি বাড়তির দিগে যাইতেছে। শেষ এমুন অবস্থা অইছে যে—

রাজা আইজ আছে, কাইল নাই,
তার বুলে মরণের বিশ্বাস নাই।

নাঁহের আগখানে যহন দম আইছে, তহন রাজায় কি করছে—ডাকছে তার বড় পুতের বউ চন্দ্রবন কইন্যারে। ডাইক্যা কইতাছে—

আর বুলেরে—

শুন শুন চন্দ্রবন গো কইন্যা
শুন কই তোমারে
আমা পুত্র মাধব রাজা

সঁপলাম তোমার আতে রে
কি মাধব আর হায় হায় রে ।।

আর বুলেরে—

বাপ নাই তার মাও নাই গো কইন্যা
নাই গো আপন কোনুক জন
নিজের ছাইল্যা বুইল্যা গো কইন্যা
করিবা পালন রে
কি মাধব আয় হায় হায় রে ।।

কথা

তহন রাজায় কইতাছে—'এগো মাইয়া চন্দ্রবন, আমার কইল দিন ফুরাইয়া গেছে। তে আমার পুত মাধবরে তোমার আতে সঁইপ্যা দিয়া গেলাম। তার অহন আর কেউ নাই। বড়-ভাই বউ অইলেও তুমি আর মা অইলেও তুমি। তে গো মাইয়া! আমার মাধব যে কোনকিছুর লাইগ্যা কষ্ট না পায়।'

রাজায় এই কইয়া আট বচ্ছর বয়সের মাধবের আতটা চন্দ্রবন কইন্যার আতে দিছে। দিয়াই রাজা মইরা গেছে। রাজা যেন মরছে তেন ভাইর বাড়ীত যে ছয় ভাই আছিন, তারা এই খবর পাইছে। খবর পাইয়াই বড় ভাইয়ে কয়ঃ

এরে ভাইরা! আমি কইল রাজা অইবাম। আরেক জনে কয়ঃ তরা ফিইরাবার রাজ্যত্যি করছিলে কোনদিন? রাজ্যত্যি করবাম আমি। এই রহম ভায় হগলেই কথা কাডাকাডি করতাছে। একজনের থাইক্যা একজন কম না। হগলেই রাজা অইত চায়। ভইহাতহি কইরা ছয় জনে লাগছে আতাআতি মুহামুহি, না ধ্যুম কিলাকিলিই লাইগ্যা পড়ছে। আন্দর থাইক্যা চন্দ্রবন কইন্যা স্বামী দেউড়ের কাইজ্যা হইন্যা কেবল দৌড়াইয়া আইতাছে—

আর বুলেরে—

এক দেউরী দুইও গো দেউরী কইন্যা
এই যে তিন দেউরী ছাড়াইল

চাইর দেউরী পঞ্চ গো দেউরী
　　এই যে কইন্যা ছয় দেউরী ছাড়াইল
সাত দেউরীর মাথায় দেখে গো কইন্যা
　　স্বামী দেউরে কাইজ্যা লাইগ্যা গেল রে
কি মাধব আয় হায় হায় রে ॥

কইন্যায় এই দেইখ্যাই—পড়ি কি মরি কইরা দৌড়িয়া আইয়া ছয় ভাইয়ের মাইঝখানে খাড়ইছে। খাড়ইয়া কইতাছে—

'এগো, আপনেরা এইডা কি করতাছুইন! পাগল অইছুইন নাহি! আপনেরার বাপ মরছে কই আবেস্থা বেবস্থা কইরা তার সংগতি করবাইন—না, আগেই সিঙ্গাসন লইয়া কামর-কামরি লাইগ্যা পড়ছুইন! এই কথা হুইন্যা ছয় ভাইয়ে কয়ঃ

হ্ এইডাও ত ঠিক কথা।' তে—লও, যাই আগে বাপের সংগতি কইরা আইগা। এই কথা কইয়া তারা গেরামের আরও মানুষ জন ডাইক্যা রাজার মরা লাছ লইয়া চিতাশালে পথ দিছে—

আর বুলেরে—
কেহ লইল আগুন গো চন্দন
　　কেহ লইল গো তেল
কেহ লইল লাহর্ড়ার বোঝা
　　কেহ লইল গো রাজা রে
কি মাধব আয় হায় হায় রে ॥

আর বুলেরে—
গাঙ্গের পাড়ে নিয়া গো রাজা রে
　　তারা আর কোন্ কাম করিছে
আগর চন্দন দিয়া রাজা রে
　　শ্মশানে না তুলিছে রে
কি মাধব আয় হায় হায় রে ॥

আর বুলেরে—
একুইশ গণ্ডা কড়ি গো দিয়া

ছিরুয়ালে না সাজাইয়া
মহান্ধ[৬] করি রাজারে আরে
দিল রে জ্বালাইয়া রে
কি মাধব আয় হায় হায় রে ।।

কথা ঃ

রাজারে চিতাশালে দিয়া—ছয় ভাই আইছে বাইর বাড়ীত আইয়াই আর কথা নাই, হেই কাইজ্যা লাইগ্যা পড়ছে। বড় ভাইয়ে কয়—আমি রাজা অইবাম। আইন মতে সিঙ্গাসন আমার।

তার ছোড্‌ডায় কয়—না, রাজা অইবাম আমি। আরেকজনে কয়—না রাজা অইবাম আমি। এই রহম কইরা ছয়জনে লাগছে কিলাকিলি। এ কিলায় হেরে, আর হে কিলায় হেরে। অন্দর থাইক্যা চন্দ্রবন কইন্যা স্বামী-দেউরের কাইজ্যা হুইন্যা—পড়ি মরি কইরা দৌড়িয়া আইতাছে।

আর বুলেরে—
এক দেউরী দুইও গো দেউরী কইন্যা
এই যে তিন দেউরী ছাড়াইল
চাইর দেউরী পাঞ্চ গো দেউরী
এই যে কইন্যা ছয় দেউরী ছাড়াইল
সাত দেউরীর মাথায় দেখে গো কইন্যা
সামী-দেউরের কাইজ্যারে
কি মাধব আয় হায় হায়রে ।।

কইন্যা দৌড়িয়া আইয়াই ছয় ভাইয়ের মাইঝ খানে খাড়াইয়া কয় ঃ

—আরে, আপনেরা এইডা কি করতাছুইন! নিজেরার সিঙ্গাসন লইয়া যুদি নিজেরাই এমুন কাড়াকাড়ি করুন তে পরজারা কি আপনেরারে মানবঅ ? কাইজ্যা থইয়া আমার একটা কথা হুনহাইন—

তহন বড় ভাইয়ে কয় ঃ

আহ কইন্যা তুমি কেরে এই হানে আইছ। সন্তাল কইরা আন্দরে যাও।

৬, মন্ত্র বলে

আর পাঁচ ভাইয়ে কয় ঃ

—না, রাখ দেহি ভাউজ কি ডা কয় হেইডা হুনি। কওহাইন ভাউজ আপনে কিডা কইতাইন চাইছলাইন।

তহন কইন্যায় কয় ঃ

আইজ দিন বাদে কাইল একটা রাজসভা ডাকক্যায়াইন আর হেই রাজসভার মাইঝে নজ্জুম পণ্ডিতরে আইন্যা গণা গণাইয়া দেখ্যায়াইন কেলা সিঙ্গাসনে বইব। গনায় যারই নাম উডে হেই রাজা অইব।

এই কথা হুইন্যা ছয়জনে কয় ঃ

হ' এইডাই ঠিক।—গনায় যারে কয় হেই রাজা অইবনে। আমরা কেরে খামাহা[৭] কাইজ্যা ন্যায় বাদ করতাছি

এই কইয়া ছয়জন আন্দরে গেছে গিয়া খাওয়া-দাওয়া কইর-আরাম আয়েশ করছে। পরের দিন সহালে ঘুম থাইক্যা উঠ্যাই—একটা রাজ-সভার ঘোষণা দিয়া বড় ভাই রওনা করছে নজজুম পণ্ডিতের বাড়ীত। ছোড্ ভাই মনে মনে কয় ঃ আরে এইলা গিয়াত গণকরে টেহা-পইসা দিয়া তার 'বুল' দিয়া আনব। তহন হেও কয় ঃ

না ভাই আম্ম[৮] গণকের বাড়ীত যাইবাম এই হান দিয়া হেই চাইর জনেও মনে মনে এই রহম চিন্তা কইরা কয় ঃ

—আমরাও যাইবাম। কি করব! ছয় ভাইয়েই অক্করে রওনা করছে নজ্জুম পণ্ডিতের বাড়ীত।

(২)

[নজ্জুম পণ্ডিতের গণনার বিবরণ]

আর বুলেরে—

এই হান থাইক্যা ছয়টি ভাইও গো
পন্থে মেলারে দিল
নজ্জুমের বাড়ী বুইল্যা ছয়জনে

৭. অনর্থক অকারণ
৮. আমি নিজেও

উবস্থিত না হইল রে
কি মাধব আর হায় হায়রে ॥

আর বুলেরে—

নজ্জুম নজ্জুম বইলারে তারা
এই গো ডাকন শুরু দিল
গাই লইয়া গেছিল নজ্জুম গো
ডাক শুনিয়া আইলরে
কি মাধব আর হায় হায়রে ॥

কথা ঃ

নজ্জুম পণ্ডিত গাই লইয়া গেছিল উত্তরের আইলে ঘাস খাওয়াইত, ছয় ভাইয়ের ডাক হুইন্যা গাই-টাই ফালাইয়া থইয়া দৌড়িয়া আইয়া কয় ঃ

আরে—! রাজার নন্দনরা, আপনেরা কেরে আমার বাড়ীত আইছুইন! গরীবের দরহার পরছিন—একটা খবর দিলেইত্য আমি নিজেই যাইতাম, তে কওহাইন[১] কি মর্জি কইরা আইছুইন।

ছয়জনের একজনে কয় ঃ

পণ্ডিত! আইজ, এইক্ষণ রাজসভার মাইঝে গিয়া গইণ্যা দিবা, আমরা ছয় ভাইয়ের মাইঝে কেলা সিঙ্গাসন পাইব।

নজ্জুম কয় ঃ

ভালা কথা,—যাইবাম। তে-আমার গণা—গণাতে যে একশ'ডা কড়ি আর একটা খুশি খাট লাগে, এই ডি কেলা দিবাইন?

বড় ভাইয়ে কয় ঃ

না গো পণ্ডিত। এইডা আমি দিতাম না। দিবাম যে, পরে যুদি আমি সিঙ্গাসন না পাইলাম।

ছয়জনেই এই পেছ ধইরা বইছে। কেউই আর একশ কড়ি, কুশি খাট দিত রাজী অয় না।

তহন নজজুম পণ্ডিতে কয় ঃ

১. বলুন কি মনে করে এসেছেন

আচ্ছা আপনেরা না দিলে এই খরচটা আমি নিজেই দিবামনে। আপনেরার নুন-লুডি খাইয়া বাপ-দাদা চইদ্দ ফিরি চইল্যা আইছি তে আইজ এই খরচটা দিতারতাম না? যাওহাইন আপনেরা আমি অহনেই[১০] আইতাছি।

ছয় ভাই তহন বাড়ী বুইল্যা রওনা করছে। নজ্জুম পণ্ডিত ও তারারে বিদায় কইরা—নিজের সাজন করতাছে। অহন তার সাজটার কথা একটুক কই।

আর বুলেরে—

ভাঙ্গা ছাতি ভাঙ্গারে কুড়া
ভাঙ্গা লাডি হাতেতে লইল
রাজ বাড়ীর গণা গণতঅ এই যে নজ্জুম
পন্থ মেলা দিল রে
কি মাধব আয় হায় হায় রে॥

আর বুলেরে—

একে একে কইরা নজ্জুম আরে
পন্থেতে চলিল
তিন[১১] পরে রাজার বাড়ীর রাজসভায়
উপস্থিত না হইল রে
কি মাধব আয় হায় হায় রে॥

কথা:

নজ্জুম পণ্ডিত রাজসভায় যাইতেই সভার মাইঝহানে একটা চন্দ্রবন কইন্যা মাইঝ জাগাডা লেইপ্যা পুইছ্যা মাধবের খাটটা আর একশ' কড়ি আইন্যা নজ্জুমের দিছে। তহন নজ্জুম খাটটা মাইঝ হানে থইয়া মাডির মাইঝে আঁক দাগ দিয়া গণা গণতাছে

আর বুলেরে—

আতারে[১২] পাতারে গণেরে নজ্জুম

১০, এখনই
১১. তৃতীয় প্রহরের সময়
১২, এখানে ওখানে

বিরিখের পাতা
পাতায় পাতায় লেইখ্যা থইছে
মাধব রাজার কথা রে
কি মাধব আয় হায় হায় রে ।।

আর বুলেরে—
আশমানেতে গণেরে নজ্জুম
নব লইক্ষ তারা
পাতালেতে গণেরে নজ্জুম আরে
পাতালের বালু রে
কি মাধব আয় হায় হায় রে ।।

নজ্জুম একবার দুইবার তিনবার গণছে। তে-ও গণাত খালি একটা নামেই উডে। ছয় ভাইয়ের একজনের নামও উডে না। যেই নামডা উডে এইডা নজ্জুম ডরে ভয়ে কয় না। কইলে ছয় ভাইয়ে যুদি মারে —তে কি করব। গণাটনা ফালাইয়া থইয়া মাথাত আত দিয়া বইয়া রইছে। তহন ছয় জনে জিগায়ঃ

—কি পণ্ডিত! কি গনছ—তাড়াতাড়ি কও। নজ্জুম কয়।

কি কইবাম! আমার কইলাম দুষ নাই। আমি একতে একডে তিন বার গণছি। তিন বারই মাধবের নাম উডে। তে—মাধবই রাজা অইব।

এই কথা হুনা মাত্রই ছয়জনে নজ্জুমরে—ধইরা আন্ধুয়া কিল কিলাই-তাছে। আর কইতাছে।

হে—হুনছ! বুইড়ার ঘরের বুইড়ায় কি কয়,—তার বাপ মাধব বিলে রাজা অইব। আর আমরা বিলে কিছুই না। তে—আমরা তায় চাচা অইলেও ত লাগি। এই কয়;—আর নজ্জুমরে কাঁডল কীল কিলাইতাছে।

এন সুময়ে চন্দ্রবন কইন্যা দৌড়িয়া আইয়া তারারে ফিরাইতাছে, আর কইতাছেঃ —আর রাখুয়াইন দেহি কি অইছে।

বড় ভাইয়ে কয়ঃ

কইন্যা তুমি অহন এই হানতে যাওগা।

আর পাঁচ ভাইয়ে কয়ঃ

ভাউজ! বুইড়ার ঘরের বুইড়ায় কয়ঃ রাজ্যত্যি বিলে আমরা পাইতাম না, পাইব বিলে তার বাপ মাধবে।

কইন্যায় কয়ঃ

আরে তার কথা কেরে আপনেরা কানে লইছুইন? এ—অইছে অহন —বুড়া—বিদ্দ,—কি গণতে কি গইন্যা ফালছে। —তে কাইল আপনেরা আর একজন ভালা ডাট-পাট দেইখ্যা গণক আনাইয়া গণাওহাইন।

কইন্যার কথায় নজ্জুমরে যেই ছাড়ছে তেই নজ্জুম খাট কড়ি ফালাইয়া থইয়া এক ডাপাট[১৩]। জান্ লইয়া বাঁচছে। তে—ছয়জন এই হানতে গেছে আন্দরে গিয়া বোর গোছল পাইড়া তারা একঘরে খাইত বইছে। পাঁচ বউয়ে ভাত তরহারী আইন্যা দিতাছে—আর বড় বউ চন্দ্রবন কইন্যা পাতে পাতে বাইড়া দিতাছে। ছয় ভাইয়ে খাইতাছে আর গপ[১৪] করতাছে।

একজনে কইতাছেঃ

—কিরে, আমরা যোগ্যি মান অইয়া মাধব রাজা অয় কেমনে?

—হ' এইডা ত ঠিক কথাই।

এই ফাঁহে চন্দ্রবন কইন্যা যে করে লাইগ্যা বাইরে গেছিল তহন বড় ভাইয়ে কয়ঃ

—গণায় যহন খালি মাধবের নাম উডে, তে—ল আইজ রাইতে মাধবের মাইরা ফালাই।

এই কথায় আর পাঁচ ভাইয়ে কয়ঃ

—হ' এইডাই ঠিক কথা! আমরার দাদা যেমুন বড় এই রহম বুদ্ধিও তার বড়।

এই যে কথা বার্তাডি অইছে এইডি কইল চন্দ্রবন কইন্যা ঘরের আস্তলে—খাড়াইয়া হুনছে। হুনা মাত্রই তার চোহে[১৫] দিয়া ধর ধর

১৩ দৌড়ে পালিয়েছে

১৪, গল্প করছে

১৫, চোখ দিয়ে

কইরা পানি পড়তাছে। পানি পড়তাছে—আর কইন্যায় পানি পুছতাছে ছয় ভাইরে খাওয়াইয়া লওয়াইয়া পাঁচ মাল আইয়া কইন্যারে ডাকতাছে—আওহাইন[১৬] গো বড় বইন, আমরাও খাইয়া ফালাই।

কইন্যায় কয়ঃ

নারে বইন, আমি অহন খাইতাম না। আইজ আমার পেটটা বেশী ভালা না। তরা খাইয়া ফালাগা।

—তে পাঁচ ঝাল গেছে গা। আর চন্দ্রবান কইন্যা বাড়ীর আগ দেউরীত গিয়া খাড়াইয়া রইছে। দেহে মাধব কোন সুময় আইয়ো। সারাদিন গিয়া আর একবার দেহে বাপের পুত মাধব। বন্দের রাখ্যয়ালরার লগে ধূলি খেইল খেলাইয়া ধূলায় শইল, মইল কইরা আইতাছে। কইন্যাডায় তহন—আগ বাড়ান দিয়া গিয়া মাধবরে কোলে কইরা আন্দরে আনছে। আইন্যা আর আর দিনের লাগান। একটা খুশি খাডে বওয়াইছে। বওয়াইয়া বাসের সাবান দিয়া শইলডা মরাইয়া ধইয়া, নিজের মাথার কেশ দিয়া মাধবের শইলডা পুছাইয়া ঘরে নিয়া ভাত পানি বাইড়া দিছে। তে মাধব খাইতাছে—আর কইন্যাডায় অঝুর নয়ানে কানতাছে। তার কান্দন আর কোনুমতেই ফিরাইত পারতাছে না। আতখা[১৭] মাইয়া মাধবের পাতের মাইঝে এক ফোডা পানি পড়তেই কইন্যার মুহের ফাইল চাইয়া কয়ঃ

—কি বউ তুমি কানতাছ কেরে?

বইন্যায় কাপড়ের আঁচলে চোখ পুছে আর কয়—নারে ভাই কান্দিনা। আমার চোহের মাইঝে কাপড়ের আঁচলের বাড়ি লাগছিন যে, এইডার ঝড়তাছে।

এই কথা হুইন্যা মাধব ফিইরাবার খাইতাছে। তরহারী ভাতটি খাইয়া যখন দুধের ভাতটি লইছে তহনেই ফিইরাবার কইন্যার চোহেরত্তে আরেক ফোঁডা পানি থালের মাইঝে পড়ছে। মাধবে চাইয়া দেইখ্যাই কয়ঃ

—না গো বউ, তুমি কেরে কানতাছ এইডা কইবা।

১৬. আসুন
১৭. হঠাৎ করে

কইন্যায় কয়ঃ

—নারে ভাই, আমি কান্দিনা। মাধব এই কথা হুনলে ত! দুধের ভাতটি ঠেলা দিয়া থইয়া কয়ঃ

কের লাইগ্যা কান্দ গো বউ, এইডা যুদি না কও তে—এই রইল দুধের ভাত। এই ভাত আমি আর খাইলাম না।

কইন্যায় কয়ঃ

—কি কইতাম ভাইরে—কইলেও ত খাইতে না। তখন এক এক কইরা মাধবরে সব কথা খুইল্যা কইয়া কয়ঃ

ভাইরে! তুই আইজ রাইতেই এই রাজ্যি ছাড়াইয়া আরেক রাজ্যি যাগা। এইহানে থাকলে আইজ রাইতেই তরে মাইরা ফাল্‌ব। আমি অইছি মাইয়া মানুষ। আমি তরে বাঁচাইতাম পারতাম না। আরেক রাজ্যি গেলে বাঘ-বইসে খাইয়া ফাললেও মনে মনে কইবাম, আমার মাধব আছে। কোনক দিন আইব। আবুইদ্যা[১৮] মানুষ, এই কথা হুইন্যা তার মাথাত আশমানডা ভাইঙ্গা পড়ছে। খাওয়া-টাওয়া থইয়া দুধের ভাতটি সামনে লইয়া অঝুর নয়ানে কানতাছে—

আর বুলেরে—

কান্দে কান্দে মাধব গো রাজা
মাও বাপরে ডাকি
মাধবের কান্দনে গো ডুবে
সোনার দুইডা আক্ষিরে
কি মাধব আয় হায় হায় রে।।

আর বুলেরে—

কান্দে কান্দে মাধব গো রাজা
অইয়া অরি ঝুরি
মাধবের কান্দনে গো কান্দে
নবীন আর মঞ্জুরী[১৯] রে

১৮, অ। ন

১৯ পোষা গাভীর নাম

কি মাধব আয় হায় হায় রে ॥

আর বুলেরে—

তেইল্যা কান্দে মাইল্যে গো কান্দে

পন্থে রইয়া খাড়া

নন্দন করে যয়বত নারীয়ে

কান্ধে লইয়া ঘড়ারে

কি মাধব আয় হায় হায় রে ॥

আর বুলেরে—

কুম্ভিরায় কুম্ভিরণী কান্দে গো

রইয়া শুখ্না পাড়ে

বাইশ আজার কুম্ভুইরে কান্দে

তরল বাঁশীর স্বরে রে

কি মাধব আয় হায় হায় রে ॥

আর বুলেরে—

মাধবের কান্দনে গো জাইন্য ও

বিরিখের পত্র গো ঝরে

ভাইট্যাল ছাইড়া গঙ্গা গৌরী গো

সেও ত উজান ধরে রে

কি মাধব আয় হায় হায় রে ॥

কাইন্দা কুইট্যা কি করব। নিমা[২০] সামের কালে কইন্যায় মাধবরে বাইর বাড়ীত নিয়া কইতাছে।

যাওরে ভাই মাধব। আইজ ওতি বাপের রাজ্যি ছাইড়া যাও। যদি কোনকদিন বেডায় লাগান বেডা আইত পার তে এই দেশে আইও[২১]। না অইলে আইও না।

মাধব কইন্যার ঠোনতে বিদায় লইয়া যাইতাছে। এক কাইক যায়, দুই কাইক ফিইরা আইয়ে। কইন্যায় এইডা দেইখ্যা মনে মনে কইতাছে ঃ

২০, সন্ধার সময়ে

২১, আসিও

—আরে আবুইন্থা মানুষ, তারে ত আমি একটা কিছু দিয়া দিলাম না। আমারে না মায় একটা হার ছড়া দিয়া গেছিন! যা আইজ হেই হার ছড়াডাই, তারে দিয়া ফালবাম।

মনে মনে এই ভাইব্যাই কইন্যায় ডাক দিছে—এরে ভাই মাধব।

মাধব ফিইরা উলডিয়া আইয়া কয়ঃ

—কি বউ কের[২২] লাইগ্যা ডাকছ?

কইন্যায় কয়ঃ

—একটুক খাড়রে ভাই। এই কইয়াই কইন্যায় দৌড়িয়া গিয়া তার মন্দীরতে হারছঁড়াডা বাইর কইরা আইন্যা মাধবের আতে দিয়া কয়ঃ

—ভাইরে, তরে আমি আর কি দিবাম! এই হারটাই শেষ সম্বল আছিন তে এইডাই লইয়া যাও।

মাধবে কয়ঃ

বউ! আমি পুরুষ মানুষ তে এই হারছঁড়া দিয়া কি করবাম?

কইন্যায় কয়ঃ

ভাইরে, এই হারছড়া গলাত দিয়া তুমি যেই হান দিয়া মন লয়, এই হান দিয়াই যাইতারবা[২৩]। তোমারে ভ্যাও, দানব, বাঘ, ভইষ কেউ দেখত না। মোটকথা তুমি হগলই দেখবা। আর ছয় মাসের পথ হারছঁড়ায় তোমারে এক দণ্ডে নিয়া দিব। মাধবে এই কথা হুইন্যা কয়ঃ

—তে হইলে এইডা আমি নিতারি।

(৩)

[বলা রাজার রাজ্যে মাধবের পলায়ন]

কইন্যার টোনতে[২৪] বিদায় লইয়া মাধব পথ দিছে যাইতাছে। কত হানি দূর গিয়াই হারছঁড়াডা বাইর কইরা কয়ঃ

দেহিছে এইডার গুণডা, হারছঁড়ারে কইতাছে এরে হারছঁড়া

২২. কি জন্যে
২৩. যেতে পারবে
২৪. কন্যার কাছ থেকে

আগে[২৫] আছলে কার?

—আগেতে আছলাম চন্দ্রবন কইন্যার।

—তে অহন কার?

—অহন ত তুমি মাধবেরই।

—তে আমি যা কই, তাই অইব?

—হেঁ, তাই অইব।

—তে আমারে লইয়া এইক্ষণ এই রাজ্যির থাইক্যা আরেক রাজ্যি যা।

এই কইয়া মাধব হারছঁড়া গলাত দিছে। তে হারছঁড়া গহন ঝাড়-জঙ্গল দিয়া মাধবরে লইয়া যাইতেছে। জঙ্গল কত কত বাঘ-ভাল্লুক, গণ্ডার, জানোয়ার, মাধব হগল তাই দেখতাছে। আইলেও হেইতানে মাধবরে দেখতাছে না। যাইতে যাইতে সারা রাইতে এই রাজার রাজ্যি ছাড়াইয়া বলা রাজার রাজ্যির সীমের মাইঝে নিয়া পঁছাইছে, রাইতখানও পশাইছে। তে মাধব গলার হারটা খুইল্যা জঙ্গলের কানিত একটা গাছের নীচে বইয়া রইছে। এন সুময়ে ফিইরাবার বলা রাজার উজির, "লুডা[২৬] লইয়া আইছিন এই জঙ্গলে"। দূর থাইক্যা উজিরে নজর কইরা দেহে—গাছের তলে সোনার পুতলার লাগান, এইডা কি বইয়া রইছে। তার শইল্যের জ্যুতিতে আধা জঙ্গল পশর অইয়া গেছে।

উজিরে এইডা দেইখ্যা এক কাঁইক আগুয়ায় আর দুই কাঁইক পিছ্যু যায়। এই করতে করতে আর একবার কয়ঃ

—যা করছে, আল্লায় দেখবাম এইডা কি? এই মনে ভাইব্যা উজির কইতাছেঃ

আর বুলেরে—

ভূত ও না পেরত গে তুমি
আরে মুনিঋষিরই ছাইল্যা
সইত্য কথা কইবা তুমি গো

২৫. পূর্বে কার ছিলে

২৬. পানির পাত্র

এই যে আমার সাইক্ষাতে রে
কি মাধব আয় হায় হায় রে ॥
তহন মাধব কইতাছে—
আর বুলেরে—
ভূত না পেরত গো আমি
আরে মুনিষ্যিরই ছাইল্যা
সত্যি কথা কইলাম আমি গো
আপনের সাইক্ষাতে রে
কি মাধব আয় হায় হায় রে ॥
উজির ফিইরাবার কইতাছে—
আর বুলেরে—
কোন ঠাইন থাক্যা আইছ রে মিয়া
কোন ঠাইন তনা বাড়ী ঘর
কিবা নাম তর মাতারে পিতা
কিবায় নামটি তর রে
কি মাধব আয় হায় হায় রে।
মাধব কইতাছে—
আর বুলেরে—
নাইগা মাতা নাইগা পিতা
নাইগা সুন্দর রে ভাই
বনের পংখী অইয়া আমি
বনে বনে রিয়া বেড়াই রে
কি মাধব আয় হায় হায় রে ॥

কথা :
তহন উজির কয় :
—তে বাবারে, তুই আমার লগে যাইবে ?
মাধব কয় :
—দুষ কি মেসাব ! নিলে ত যাইবামই।

তখন উজিরে কি করছে, মাধবরে কোলে লইয়া তার বাড়ীতে গেছে। গিয়াই উইজরাণীর কইতাছে ঃ

—এগো, উইজরাণী, সকাল কইরা এই ছাইলাডারে বোর গোরল পাড়াইয়া কিছু খাওনের দেও।

উইজরাণী অত সুন্দর ছাইল্যা দেইখ্যা কয় ঃ

উজির! উজির! তুমি এই অত সুন্দর ছাউয়াল কইত্যে আনলা?

উজিরে কয় ঃ

—আর উইজরাণী কইও না। সহালে লুডা লইয়া জঙ্গলে গিয়া দেহি, ছাইল্যা ডা বইয়া রইছে।

তহন উইজরাণী কয় ঃ

—উজির তুমি জাননা, আমরার যে কোন সন্তান আদী নাই। —তে কাল পোয়াও সহালে জঙ্গলে গিয়া আর একটা ছেইল্যা আনবা।

উজিরে কয় ঃ

—আহ, উইজরাণীর উইজরাণী! তরার যেমুন পাছা গুপ্পাও—নাই এমুন বুদ্ধিও নাই। এই ছেইল্যা কি বিপদে পইড়া আইছিন তারে আমি আনছি,—তে কাইল গিয়া কইত্যে আনবাম? জঙ্গলে কি ছেইল্যা ব্যায়[২৭] ট্যায় নাহি?

উইজরাণী কয় ঃ

—আর ছেইল্যা না পাও না পাইবা ঃ এই ছেইল্যাই আমি[২৮] পালবাম।

—তে, এদিন থাইক্যাই মাধব এই উজিরের বাড়ীত থাকতাছে, খাইতাছে। দিন যাইতাছে।

একদিন করছে কি মাধবে একটা ঝিংলা[২৯] ভাইঙ্গা ঘরের ধাইরের মাইঝে আঁহা ঝুঁহি করতাছে। উজিরে এইডা দেইখ্যা জিগাইতেছে ঃ

—কিরে বাপ মাধব, তোমার লেহা পড়া করতা মনে লয়?

২৭, প্রসব করা
২ , পালন করব
২.., বাঁশের কঞ্চি ভেংগে

মাধব কয় ঃ

কে বেন দেয় খাওন খরচ
কে বেন দেয় লেহার খরচ ।।

উজির কয় ঃ

এইডা কি কছরে বা মাধব ! ল' আইজেই তরে মাষ্টরের কাছে লইয়া যাই। এই যে রাজার বাড়ী দেহা যায়, এই বাড়ীতে দেশের উপরে এক মাষ্টর আছে, তার[৩০] টোন রাজার কন্যা পড়া-লেহা করে। এই মাষ্টরের টোন একজন পডলেও যে খরচ—পনর জন পড়লেও হেই খরচ। এই কথায় মাধবও রাজী অইছে। তহন উইজরাণী মাধবরে ছান গোছল করাইয়া সাজ-পোশাগ পড়াইয়া উজিরের লগে দিয়া দিছে। উজিররে ডাক দিয়া কইয়া দিছে যে—উজির ! ছেইল্যারে কইল তোমার লগে নিবা। পড়াইয়া লেহাইয়া হেই তোমার লগে লইয়া আইবা।

উজির মাধবরে লইয়া রাজবাড়ীত গিয়া রাজ সভার এক কানি দিয়া বইছে। অনেক্ষণ গেছে তেও রাজায় যহন উজিরের লগে রাও করে না, তহনেইত্যো[৩১] উজিরে বুঝছে যে—রাজা কের লাইগ্যা রাও করে না। 'উজির, হে অইছে কি চালাক' আত জোর কইরা কয় ঃ

দোয়াই লাগে মহারাজ ! এই ছাইল্যা আমার না।

রাজায় কয় ঃ

হ' উজির, বুঝছিত ? অত সুন্দর ছাইল্যা থইয়া অত দিন কইছ তোমার কোন সন্তান আদী নাই।

ঃ দোয়াই লাগে মহারাজ। এই ছাইল্যা ঠিহেই আমার না।

রাজা কয় ঃ

—এই ছাইল্যা তোমার না-তে তারে পাইলা কই ?

—হুনহাইন মহারাজ ! হেই দিন খুব সহালে লুডা লইয়া গেছলাম জঙ্গলে, হেই জঙ্গলে গিয়া দেহি এই ছাইল্যা—তহন তারে হেইহানতে আইন্যা পালা পোষ্য করতাছি।

৩০, তার কাছে

৩১, সেই সময়েই

এই কথা হুইনা রাজায় কয় ঃ

উজির ! বাপরে—ভাইনা, ভালা—তুমি কাইল সহালেও হেই জঙ্গলতে গিয়া এমুন একটা ছাইল্যা আমারেও আইন্যা দিবা। দেহনা আমার কোন পুত্র সন্তান নাইগা।

উজিরে মনে মনে কয় ঃ

'রাজা যত আম্মক তত' ফুইট্যা কয় ঃ মহারাজ কাইল সহালে গিয়া আমি ছাইল্যা আনবাম কইত্যে, এই ছাইল্যা দুঃখে পইড়া কইত্যে আইছিন—তে তারে আমি আনছি। অইন রোজেই গিয়া কই পাইবাম। জঙ্গলে কি ছাইল্যা বেয়াম টেয়ায় নাহি ?

রাজায় কয় ঃ

হ' উজির এইডা ঠিক কথাই ! তে অহন এই ছাইল্যারে কেরে আনছ ?

উজির কয় ঃ

'মহারাজ, তারে আনছি—আপনের বাড়ীর মাষ্টরের ট্যোন একটুন পড়া-লেহা করত।

রাজায় কয় ঃ

দুষ, কি উজির, আমার ত এক মাষ্টর আছেই কইন্যারে পড়ায়। একজনে পড়লেও মাষ্টরের যে বেতন—পনর জনে পড়লেও তার হেই বেতন। তে—ছেইল্যারে এই মাষ্টরের ট্যোন দিয়া যাও।

—তে উজির মাধবরে মাষ্টরের ধারঅ লইয়া গেছে। সারাদিন লেহাইয়া পড়াইয়া সইন্ধ্যার আগে আগে উজির মাধবরে লইয়া পথ দিছে—বাড়ীত যায়। তহন রাজায় জিগায় ঃ

—কি উজির, তারে লইয়া কই যাও ?

উজিরে কয় ঃ

মহারাজ, বাড়ীত যাই।

রাজা কয় ঃ

—কি কও উজির, আবুইন্যা[৩২] মানুষ তারে রোজই একবার আঁডাইয়া[৩৩] আনবা, আর একবার আঁডাইয়া লইয়া যাইবা। এর

৩২, অবুঝ শিশু
৩৩, হাটিয়ে

থাইক্যা যতদিন লেহা-পড়া করে অতদিন আমার বাড়ীতেই তারে থইয়া যাও।

সাতদিন পনর দিন বাদে তোমরার চিড়া-পিডা বানাইলে ছেইলারে বাড়ীত নিবানে।

—মহারাজে একটা কথা কইছে, অহন উজিরে না করে কেমনে? ছেইলারে রাজার বাড়ীত থইয়া বাড়ীত গেছে। বাড়ীত যাইতেই উইজরাণী কয়ঃ

—কি উজির? ছেইলা কই থইয়া আইছ?

উজির কয়ঃ

—উইজরাণী! ছেইলা ত রাজার বাড়ীত থইয়া আইছি। মহারাজ কয়, ছেইলা যতদিন লেহাপড়া করে অতদিন তার বাড়ীতেই থাকত অ। মাসে পনরে আমরা বাড়ীত চিড়া পিডা বানাইলে ছেইলা আনতাম।

—এই কথায় ছেইলা বুঝি রাজার বাড়ীত থইয়া আইছ? যাও উজির সক্কাল কইরা গিয়া ছেইলা লইয়া আইও। রাজারে কওগা আমরার আইজেই পিডা বানাইছে।

উজির কয়ঃ

—দূর উইজরাণী! এইডা কেমুনতর কথা! হগলে থইয়া আইছি, অহনেই গিয়া কেমনে এই কথাডা কইতাম? আরে আজার অইলেও ত একটা রাজা! তার কথার দাম আছে, লেহাপড়া হিকলেও ত আমরার ছেইলা আমরারে দিয়াই ফালব।

উজির এইডা হেইডা কইয়া উইজরাণীরে বুঝ দিছেঃ

এই হানে এই কথা থইয়া
মাধব রাজার কথা যাই কিছু কইয়া॥

(৪)

[মাধব ও মালঞ্চির প্রণয়]

উজির মাধবরে রাজার বাড়ীত থইয়া আওনে রাজায় তার একটা মন্দীরের মাইঝে মাধবরে দিছে থাহনের লাইগ্যা। মাধব এই হানে

থাইক্যা পড়ালেহা করে। এই যে মন্দীরটা এইডার ফিইরাবার উপরের তলাত থাইক্যা পড়ালেহা করে রাজার কইন্যা 'মালঞ্চি সুন্দরী'।

'মালঞ্চি কইন্যা এমুন সুন্দরী যে
সুন্দর যারে কয়
একবার দেহলে তারে
ফিইরাবার দেহনের মনে লয়।'

যে একবার দেখছে, হেও মরে আপছুছ[৩৪] কইরা। আর যে না দেখছে—হেও মরে আপছুছ কইরা। এক মাষ্টরের ট্যোন দুইজনে লেখতাছে-পড়তাছে দিন যাইতাছে। একদিন মাধবরে ডাইক্যা মাষ্টরে কইতাছে:

—এরে বা' মাধব! তুমি কাইলেই তোমার রাজার ট্যোন জানাইবা আর একজন মাষ্টর রাইখ্যা দিত। আমি তোমারে আর পড়াইতাম পারতাম না। আমার যা' বিদ্যা আছিন হগলতাই তোমারে দিয়া সারছি।

এই কথা হুইনা পরের দিন মাধব কি করছে—রাজার ট্যোন গিয়া কইতাছে:

—মহারাজ! মাষ্টরে কইছে, তাইন বিলে আর আমারে পড়ালেহা দিতারত না। তাইনের সগল বিদ্যাই বিলে দেওয়া শেষ অইছে।

রাজায় হুইন্যা কয়:

—এরে বাপ মাধব, মাষ্টরে তোমারে এই কথা কইছে নাহি? তে যাও, তোমার পড়ালেহার কাম শেষ অইয়া গেছে। এই মাষ্টরের উপরে দেশে আর মাষ্টার নাই।

রাজার কাছতে মাধব বিদায় লইয়া আইছে। পরের দিন হেই মাষ্টর আইয়া জিগাইতাছে:

—এরে বা' মাধব; রাজার ট্যোন এই কথাডা জানাইছলা?

মাধব কয়:

হ' মাষ্টর মশয়—জানাইছলাম। তে তাইন কইছে আমার আর বিলে পড়ালেখা করন লাগত না। সব বিলে আমি হিই ফ্যালছি[৩৫]।

---

৩৪. আক্ষেপ
৩৫. শিক্ষা করেছি

এই কথা হুইন্যা মাষ্টর এই হানতে বিদায় অইছে। উপরের তলাত যে মালঞ্চি কইন্যা আছিন, হেই কইন্তার মাধব আর মাষ্টরের কথা বার্তা হুইন্যা মনে মনে কয়ঃ কিরে! অহনও এক বছর অইছে না মাধব আইছে। আর এর মাইঝেই, হে মাষ্টরের হগল বিষ্যা হিইকা ফালাইছে! আর আমি অত বছর ধইরা লেখতাছি-পড়তাছি—তে আমার ত আইজও শেষ হয় না। মাধব! মাধব! রাও ত হুনা যায় মধুর বচন! তে তার বদনডা আইজও আমি দেহলাম না। না জানি তার বদনডা কি রহম! যা করছে কপালে, আইজ তার বদন আমি দেখবাম।

কইন্যায় মনে মনে এই কইয়া কি করছেঃ মন্দীরের উপরের তলাত থাইক্যা মাধব বরাবর একটা ছিদ্রি কইরা তার লেহনের কলমডা নীচে ফালাইয়া দিছে। কলম না ফালছে—পড়ছে আইয়া মাধবের সামনে তহন কইন্যায় কইতাছেঃ

অক্কই হানে লেহি-পড়ি মাধব রে
কইয়া বুঝাই রে তুরে
পইড়া গেল মোর হাতের কলম রে মাধব
তুইল্যা দে মোর হাতে রে
কি গুণের রাজা মাধব রে॥

তহন মাধব কি করছে, কইন্তার কলমডা তুইল্যা দিছে। আত বাড়াইয়া যহন কলমডা দেয় তহন মাধবের আতের রূপটা দেইখ্যা কইন্যায় মনে মনে কয়ঃ তার আতের রূপটা দেখছি যেমুন, না জানি তার বদনের রূপটা কেমুন! না আর একবার তার রূপটা আমি দেখবাম!

এই মনে কইরা কইন্যায় কি করছে ফিইরাবার হেইতার কলমডা ফালাইয়া দিয়া একটা রাগনীত টান দিছে। তে মাধব কলম তুইল্যা দিছে। এই মত একবার, দুইবার, তিনবার কইন্যায় যহন কলম ফালছে তহন মাধব কলম তুইল্যা দিছে। চাইর বারের মাথায় কইন্যায় কলম ফালাইয়া যেন একটা রাগিনী কইছে তেন মাধব কলমডা আতে লইয়াই কইতাছেঃ

আর বুলেরে—
অক্কই হানে লেহি পড়ি মালঞ্চি গো কইন্যা
কইয়া বুঝাই গো তুরে
আগে দিবে বিয়ার কবুল গো মালঞ্চি
পাছে তুলবাম কলমরে
কি কইন্যা মালঞ্চি রে ॥

কইন্যায় কইতাছে ঃ
আর বুলেরে—
অক্কই হানে লেহি পড়ি মাধবরে মাধব
কইয়া বুঝাইরে তুরে
বাপের ওনা চাহর অইয়ারে মাধব
বিয়ার কবুল চাইলে রে
কি গুণের রাজা মাধব রে ॥

মাধবে ফিইরাবার কইত্যাছে ঃ
আর বুলেরে—
অক্কইহানে লেহি-পড়ি মালঞ্চি গো কইন্যা
কইয়া বুঝাই গো তুরে—
তুর বাপের লাহান কত কত রাজা আছিন
আমার বাপের চাহর রে
কি কইন্যা মালঞ্চিরে ॥

এই কথা হুইন্যা কইন্যায় মনে মনে কয় ঃ এ্যারে বাপ রে বাপ এ এইডা কয় কি! আমার বাপের লাহান বিলে কত রাজা তার বাপের চাহর আছিন। তে ফিরাইবার কইতাছে ঃ
আর বুলেরে—
অক্কইহানে লেহি-পড়ি মাধব রে মাধব
কইয়া বুঝাইরে তুরে
গুরুর সম্পর্কে লাগরে তুমি
আমার জৈষ্ঠ না ভাইও রে
কি গুণের রাজা মাধব রে ॥

মাধব :

আর বুলেরে—

অক্কইহানে লেহি-পড়ি মালঞ্চি গো কইন্যা

কইয়া বুঝাই গো তুরে

গুরুর সম্পর্কে লাগ তুমি

আমার ও না থিরিরে

কি কইন্যা মালঞ্চি রে ।।

মালঞ্চি :

শুন শুন গুণের মাধব, মাধব আয়ে

শুন কই তোমারে

গাঁইট্যাল রাজায় করছে পণ রে

সাত মণ সোনা দিয়া রে

কি গুণের রাজা মাধব রে ।।

আর বুলেরে—

গাঁইট্যাল রাজায় করছে পণরে মাধব

সাত মন সোনা দিয়া

কাইলি আইব বিয়া করত

রাজা সঙ্গি সাথী লইয়ারে

কি গুণের রাজা মাধব রে ।।

আর বুলেয়ে—

তুরই যুদি মনে ছিলয়ে মাধব

মাধব আরে শুন কই তোমারে

একদিন আগে কেনেরে মাধব

মাধব না কইলে আমারে রে

কি গুণের রাজা মাধব রে ।।

কথা :

তহন কইন্যায় কইতাছে :

এগো, মাধব, মাধব! তোমার যুদি মনে অতই খাইশ[৩৬] আছিন

৩৬. ইচ্ছা ছিল

তে আর একদিন আগে কইলা না কেরে? জান না গাঁইট্যাল রাজা যে সাত মণ সোনা দিয়া কাঁছাপন[৩৭] কইরা গেছে। আইজ দিন বাদে কাইলেই আমার বিয়া।

মাধব কয়ঃ

কইন্যা গো, আমারে যে খালী দুষ দেও, তে তুমিই আর একদিন আগে কলমডা ফালতারছিলা না কেরে?

কইন্যায় কয়ঃ

—তে অহন আর কি করন। আমার কলম আমারে দিয়া ফালাও

মাধব কয়ঃ

—না কইন্যা এইডা অইত না। আগে বিয়ার কবুলডা দিবা পরে কলম দিবাম। কইন্যা পড়ছে ভাবনাত! আইজ দিন বাদে কাইল তার বিয়া। অহন মাধব রে কথা দেয় কি কইরা।

শেষে—অনেক ভাবনা-চিন্তা কইরা কয়ঃ

—এগো মাধব আমার একটা কথা। আইজ দিন বাদে কাইল রাইতে পোয়ানীর আগে যুদি আমার বাপের বাড়ীর উত্তরে খালের উপরে 'গুরগুরি' গাছটার তলে একটা মনপবনের নাও লইয়া[৩৮] থাকতারঅ তে—তোমারে লইয়াই দেশান্তরী অইবাম কও থাকতার বা কিনা?

মাধব কয়ঃ

—হেঁ কইন্যা—থাকতারবাম।

—থাকতারবাম কইলে অতই না। এই রাইতে রাইতে থাকতারলে থাকবা। না থাকতারলে আমারে পাইতা না। আর রাইত পোয়াইয়া গেলেই কইল আমার শর্ত ছুইট্যা যাইব।

মাধব এই কতাইতে রাজী অইয়া কইন্যার কলম কইন্যারে উডাইয়া দিছে।

এর কতক্ষণ পরেই, রাজায় মাধবরে ডাহাইয়া নিয়া কইলঅঃ

—বাপরে মাধব! আইজ দিন বাদে কাইল মালঞ্চি কইন্যার বিয়া। আমার জন নাই, পুত নাই কেলা জামাইর লগে থইব।

৩৭. বিবাহ স্থির করেছে
৩৮. থাকতে পার

আগোয়াইয়া আনব। তে বাপরে তুই আমার পুত অইলেও আচ্ছ, উজিরের পুত আইলেও আচ্ছ। তুইয়েই জামাইর লগে বইবে। আগোয়াইয়া আনবে।

মাধব কয়ঃ

মহারাজ! এইডার লাইগ্যা আপনে চিন্তা করুইন না যেন। আমি ত আছিই। তে বাপরে মাধব। আইজ রাইতটা তুমি আমার লগে থাকবা। জামাইরে কেমনে আনবা, সেবাচারি[৩৯] করবা, এইডার আলাপ-সালাপ কইরা—ঠিক কইরা রাখবাম নে।

—আচ্ছা মহারাজ! এইডা পারতাম না?

রাইত অইছে। রাজায় মাধবরে লইয়া পুতছে[৪০]। কথাবার্তা কইতাছে। মাধবের কি এইসব কথায় কান আছে? তার দিশ[৪১] রাজা কোন সময় ঘুমাইব তে—রাজার বাড়ীত্যে বাইর অইয়া মন পবনের নাওয়ের তালাসে যাইব। মাধব আলাপ করতাছে আর রাজার শইলডা টিইপ্যা দিতাছে। আর একবার দেহে রাজা ঘুমাইছে। তহনেই আর কথাবার্তা নাই। আস্তে আস্তে পুতন তে উইঠ্যা ঘরতে বাইর অইছে। অইয়াই হেই তার হার ছঁড়াডা বাইর কইরা কইতাছেঃ

—এরে হারছঁড়া, আগে আছলে কার?

—আগেত আছলাম চন্দ্রবন কইন্যার।

—তে অহন কার?

—অহন ত তুমি মাধবেরই।

—তে আমি যা কই, তাই অইব?

—হেঁ তাই অইব।

—তে আমারে লইয়া এক নিমিষে হেই চন্দ্রবন কইন্যার মন্দীরে লইয়া যাইবে।

এই কইয়া মাধব যহন হারটা গলাত দিছে। তহনেই হারে মাধবরে লইয়া উড়া করছে। এক নিমিষের মাইঝে মিছির শরের হেই চন্দ্রবন

৩৯. আপ্যায়ন
৪০. শয়ন করেছে
৪১. লক্ষ্য

কইন্যার মন্দীরের সামনে নিয়া লামাইয়া দিছে। মাধব মন্দীরের সামনে খাড়ইয়া[৪২] ডাকতাছে—

আর বুলেরে—
উঠ উঠ হুইয়ে গো কইন্যা
আমি ডাকি মাধব রে রাজা
আমি ডাকি মাধব রে রাজা
এই যে কইন্যা,, আইক্ষি মেইলা চাও রে
কি মাধব আয় হায় হায় রে ॥

আর বুলেরে—
এক ডাক দুইও ডাক গো মাধব
তিনই ডাক রে দিল
তিন ডাকের কথায় কইন্যা
এই যে কইন্যা চেতন পাইল রে
কি মাধব আয় হায় হায় রে ॥

চেতন পাইয়া কইন্যা ঘুমেরতে উঠছে। মাধবের গলার আওয়াজডা হুইন্যা কইন্যা তাড়াতাড়ি মন্দীরের কেপাট গুছাইয়া দেহে সামনে মাধব খাড়া। তহনেই কইতাছে—

আর বুলেরে—
শুন শুন মাধব রে ভাইও
আর শুন কই তোমারে
তোমার ভাইরা জান্তে পারলে রে মাধব
মাধব আরে, মাইরা ফালব তুরে রে
কি মাধব আয় হায় হায় রে ॥

—এরে মাধব, তুমি কের লাইগ্যা এই বাড়ীতে আইলা? সকাল কইরা যেই হানতে আইছ—হেইহানে যাওগা। তোমার ভাইরা জান্তে পারলে মাইরা ফালব।

---

৪২. দণ্ডায়িয়ে

মাধব কয় ঃ

ভাউজ গো, আমি আইছি যে আমারে এইক্ষণ এক ঘড়ির মাইঝে একটা মন পবনের নাও দিবা। যুদি না দেও তে তুমিই মার। আর ভাইয়েরাই মারে। আমার কোনু পুরনৃতী[৪৩] নাই।

কইন্যায় কয় ঃ

হেঁ, বুঝছি! তুমি অত দিনে নাগর অইছো। আচ্ছা যাও। বাড়ীর আগে দেহগা খেইড়া পেয়দার ঘর আছে, তারে গিয়া কও—আমি চন্দ্রবন কইন্যা ডাকছি। সাবধান, তোমার কথা কইল কইও না।

এই কথা হুইন্যা মাধব করিছে গমন
খেইড়া পেয়দার ঘরের সামনে দিছে দরশন॥

আর বুলেরে—

উঠ উঠ খেইড়া রে পেয়দা
পেয়দা আরে কতই নিদ্রা যাও।
চন্দ্রবনের পেয়দায় ডাকি গো
এই যে আইক্ষি মেইলা চাও রে
কি মাধব আয় হায় হায় রে॥

আর বুলেরে—

এক ডাক দুইও ডাক রে মাধব
যেন তিন ডাক দিল
চেতনই না পাইয়া রে খেইড়া
এই যে খেড় খেড়াইয়া বাইরী অইল রে
কি মাধব আয় হায় হায় রে॥

কথা ঃ

কাঁচা ঘুমডার ব্যাঘাত পাইয়া খেইড়া পেয়দা কি রহম খেড় খেড়াইয়া বাইর অইছে। বাইর অইয়াই সামনে মাধবরে দেইখ্যা জিগাইতাছে কিরে বেডা, তুই আমারে ডাকছ কের লাইগ্যা?

৪৩. দুঃখ নাই, আক্ষেপ নাই

মাধব কয় ঃ

—আমি চন্দ্রবন কইন্যার পেয়দা। কইন্যায় আমারে পডাইছে। তুমি অহলেই তার মন্দীরে গিয়া দেহা করতা।

এই কথা হুইন্যা খেইড়া পেয়দা করিছে গমন
কইন্যার মন্দীরে গিয়া দিছে দরিশন ।।

তহন কইন্যায় কইতাছে ঃ

এঁরে খেইড়া পেয়দা তুই অক্কনেই মন পুতারের বাড়ীত গিয়া তারে কইবে এক ঘড়ির মাইঝে একটা মন পবনের নাও বানাইয়া লইয়া আমার মন্দীরে আইত। যুদি না আইয়ো তে—কাইল সহালে তার জন বাচ্চা সইত গর্দান দিবাম।

'আদেশ পাইয়া খেইড়া পেয়দা করিছে গমন মনপুতারের বাড়ীত গিয়া দিছে দরিশন। দরিশন দিয়া খেইড়া কোন কাম করে, মনপুতার মনপুতার বইলা লাগছে ডাকিবারে ।।

উঠ উঠ মনারে পুতার
আরে, কতই নিদ্রা যাও
আমি ডাকছি খেইড়ারে পেয়দা
এই যে আইক্ষি মেইলা চাওরে
কি মাধব আয় হায় হায় রে ।।

আর বুলেরে—

এক ডাকের মাথায় রে মনা
আরে গা মুইড়ানই দিল
দুইও ডাকের মাথায় রে মনা
এই যে চেতন না পাইল রে
কি মাধব আয় হায় হায় রে ।।

আর বুলেরে—

তিন ডাকের মাথারে মনা
আরে উঠিয়া না বইল
চাইরী ডাকের মাথায় রে মনা

এই যে বেড়া ভাইঙ্গা বাইরী না হইল রে
কি মাধব আয় হায় হায় রে ॥

কথা :

বেল[৪৪] ঘুমের মাইঝে খেইড়ার খেড়—খেড়াইন্যা ডাক হুইন্যা মনা পুতারের উলি লাইগ্যা গেছে। আন্ধা গোন্ধা ঘরের ঝাপ-টাপ না পাইয়া বেড়া ভাইঙ্গাই বাইর অইছে। সামনে পেয়দারে দেইখ্যা জিগাইতাছে :

—কি পেয়াদা তুমি অত রাইতে কেরে ডাকছ ?

খেইড়া পেয়দায় কয় :

—তোমারে ডাকছি যে পুতার, চন্দ্রবন কইন্যায় কইছে, এক ঘড়ির মাইঝে একটা মন পবনের নাও বানাইয়া লইয়া তার মন্দিরে যাইতা না অইলে কাইল সহালে জন বাচ্চা সইত তোমারে গর্দান দিব। এই কথা হুইন্যা মনপুতার পুকটিতদেয় এক থাফা মাথাত দেয় এক থাফা। আর কয় রাইত পোয়াইলেত আমার মরণ অইষই। তে—খেইড়া, ভাইরে—এই যে তামার পাতের ডঙ্গাডা দেহা যায়, এইডার মাইঝে একটা বাড়ি দিয়া যা।

খেইড়া পেয়দা তহন কি করছে, একটা কাডের মুগুর লইয়া, তামার পাতের ডঙ্গার মাইঝে এক বাড়ি দিছে যে, ডঙ্গাডা খান খান অইয়া বত্তিশ খান অইয়া গেছে। বাড়ি দিয়াই খেইড়ার মতে খেইড়া গেছে গা। এই হান দিয়া মনা পুতারের বিশাশ[৪৫] আছিন নাতী পুঁতি। তারা অত রাইতে ডঙ্গার আওয়াজ পাইয়া লেলে কইরা আইতাছে —তারা আইতাছে, আর মনা পুতার মাথায় থাফাইতাছে আর কইতাছে আইজ কইন্যায় আমার পুরীডা নিপুরী কইরা ফালাইব।

নাতী-পুঁতিরা কয় :

—আরে বুইড়ার ঘরের বুইড়া! কি অইছে যেন হেইডা কয় না খালি কয় ; পুরীডা নিপুরী কইরা ফালব।

---

৪৪. ভাগ্য প্রসন্ন হইয়াছে।
৪৫. আধা ঘুমের মাঝের

পুতারে কয়ঃ

চন্দ্রবন কইন্যায় অহন তার পেয়দা পাডাইছে কইন্যার উহ্ঁম অইছে এক ঘড়ির মাইঝে একটা মন পবনের নাও বানাইয়া লইয়া যাইতাম। না—লইয়া গেলে কাইল সহালে জন বাচ্চা সইত আমারে গর্দান দিব।

কেউ বিলে নানা। কেউ বিলে বড় বাপ। কেউ বিলে দাদা। কেউ বিলে জ্যেডা। এইডার লাইগ্যা চিন্তা কর কেরে? আমরা অহনেই এক নিমেষের মাইঝে মন পবনের নাও তোমারে বানাইয়া দিতাছি

এই কইয়াই তারা কোন কাম করছেঃ

আর বুলেরে—
কেহ লইল আগর গো চন্দন
কেহ লইল তৈল।
কেহ লইল আতুর গো বাডাল
কেহ লইল কুড়াল রে
কি মাধব আয় হায় হায়রে।।

আর বুলেরে—
কেহ লইল চুরি গো কাছি
কেহ লইল ফুলার[৪৬] গো পশর
কেহ লইল আইত্যার পত্র
কেহ না রইল ঘররে
কি মাধব আয় হায় হায়রে।।

এই মত কইরা মন পুতারের বিশাশ নাতী পুঁতি খুব বড় একটা জঙ্গলে গিয়া বড় বড় গাছ কাটতাছে। মন পুতারের ফিইরাবার ঘরে বইয়া কইতাছেঃ

—আরে! আভাইগ্যা হগল যে গেছে এরাত মন-পবন গাছও পাইত না। আর নাও বানাইতে ও পারত না। দেহিছে—আমার বাপে না, একটা মন পবনের গাছ দেহাইয়া গেছিন। এইডা নি পাই।

এই কইয়া পুতরে কি করছে একটা ভাঙ্গা কুড়াল কান্দে ফালাইয়া

৪৬. দ.ই হাজার

লেংড়াইয়া লেংড়াইয়া পথ দিছে। তার ফিইরাবার আছিন শুদ। শুদ ও কি। বিশাইল্যা শুদ। —তে পুতার লেংড়াইয়া লেংড়াইয়া যহন একটা জঙ্গলের কানি দিয়া যাইতাছে তহন হুনে, একটা গাছের উপরে দুইডা ভেঙ্গমা ভেঙ্গমীর বাচ্চা তার মারটোন কইতাছে ঃ

—মাইয়া গো, আইজ পুব জঙ্গলে অত রাও শব্দ কেরে?

ভেঙ্গমীডায় কয় ঃ

বাবারে রাও শব্দ যেন—এইডা তোমারেই ভাইগ[৪৭] লাগছে।

—কেরে গো মাইয়া আমারার কি রহম ভাইগডা লাগছে!

—ভাইগ লাগছে যেন বাবা আমরা তোমরারে জনম দিতারি। অইলেও ও চৌখ দিতারি না। চৌখ ফুডাইতে মানুষের লও লাগে তে কাইল সহালে রাজার বাড়ীত বিশাশডা মানুষ বলি অইব। হেই হানতে লও আইন্যা তোমরার চৌহে দিবাম-তে চৌহ্ ফুটব।

--কেরে গো মাইয়া, কাইল রাজার বাড়ীত বিশাশডা বলি অইব কেরে?

—বলি অইব যে, রাজার বাড়ীর চন্দ্রবন কইন্যায় উহুম করছে এই রাইতের এক ঘড়িতে একটা মন পবন কাষ্টের নাও বানাইয়া দিত। তার লাইগ্যা মনা পুতারের বিশাশ নাতি পুঁতি পুব জঙ্গলে আইয়া কাঠ কাটতাছে। কাটলে কি অইব। পবনের গাছত পাইব না, আর মন পবনের নাও ত অইত না। —তে কাইল সহালে এই বিশাশ পুতার রে রাজ বাড়ীত বলি দিব।

—পবন গাছ কের লাইগ্যা পাইত না গো মাইয়া?

—পাইত না যে,—এই দেশে মাত্রক দুইডা গাছ আছে। একটার মাইঝে আমরা আছি। আর একটা আছে সাত সমুদ্দুরের হেই পাড়ে, হেইডার মাইঝে তরার বাপ আছে।

ভেঙ্গমী যতডি কথা অইছে হগলডিই মনাপুতার এই গাছটার নীচে বইয়া হুনছে। হুইন্যাই আর কতা বার্তা নাই। গোদ লইয়া কোনক রহমের টাইন্যা হেঁছড়াইয়া গিয়া গাছে উইঠ্যা নিজের ডাইন আতের একটা আঙ্গুল কাইট্যা দুইডা বাচ্চার দুইডা দুইডা চাইর টা চৌউহে

৪৭. পাউ খড়ি জালিয়ে নিজ

চাইর ফোঁডা লও দিছে। লও দিতেই ত বাচ্চারার চোহ্ ফুটছে। তহন বাচ্চাডি ভেঙ্গিডারে কইতাছে ঃ

—কি গো মাইয়া তেনা বিলে মানুষের লউ না দিলে আমরার চোহ্ ফুডে না। এদুতে আমরার চোহ্ ফুটছে।

ভেঙ্গিডায় কয় ঃ

—অইয় রাও করিছ না। কইত্যো ফুটব ?

—মাইয়া বিশ্বাস করনা। এদু আমরা এইডা হেইডা দেখতাছি। এদু তুমি বইয়া রইছ।

—তে— কিবেন তরার কোনক পীর আইছে ? ডাকছে কোন পীর আইছে। এক ডাক দুই ডাক তিন ডাক দিয়া জবাব না পাইলে ভস্মা কইরা দে।

তহন বাচ্চারা কইতাছে।

—এগো তুমি কোন পীর আইছ ?

নীচে থাইক্যা পুতারে কয় ঃ

—আমি ত মনা পুতার।

—মনা পুতার ? —তে তুমি কি চাও ?

—আমি ত এই পবনের গাছটা চাই।

তখন বাচ্চাডি ভেঙ্গিডারে কয় ঃ

—মাইয়া পীর'ত রাও করছে।

—তে পীরে কি চাও ?

—পীরে ত এই পবনের গাছটা চায়।

—চায় তে কি করবে। গাছটা পীরেরে দিয়া ল' যাইগা।

এই কইয়া ভেঙ্গিমা তার দুই বাচ্চারে উড়াইয়া লইয়া গেছেগা আর মনা পুতারে গাছ তে লাইম্যা ভাঙ্গা কুড়াল দিয়াই যহন গাছে দুই কুব দিছে—তহন দুই চেলি গিয়া তফাত পইড়া মুমের লাগান জলতাছে। এই দেইখ্যা পুতার আত উড়াইয়া নাতী পুঁতিরে ডাকতাছে

—এরে তরা কইরে! সকাল কইরা আয়। হেইহান দিয়া তারা দশে বাইশ বেবাক জঙ্গল যাইচ্যা বিশাইল্যা এক গাছ কাইট্যা লইয়া পথ দিছে। পুতারের ডাক হুইন্যা তারা কয় ঃ

আহ, বুইড়ার ঘরের বুইড়া। এইডারে না—করছিলাম, জঙ্গলে না আওনের লাইগ্যা তেও অইছে। —আরে বুইড়া নাওইত্যা চাছ। যে গাছ লইছি—নাও অইব কুড়িডা। তেও বুইড়ায় যহন ডাহে তহন এ র' কয়ঃ

আরে ল ছেরে যাই, বুইড়া বেন এর থাইক্যা বড় একটা গাছ পাইছে। এই কইয়া সগলে দোড়াদোড়ি কইরা আইয়া দেহে মনা পুতার ভাঙ্গা কুড়াল দিয়া গাছ কুবাইতাছে। আর চেলি তফাত পইড়া মুমের লাগান জলতাছে। এই দেইখ্যা জনে-জনে ধর-মার কইরা গাছ কাইট্যা লইয়া গেছে বাড়ীত। লোকজনে মনা পুতাররে কয়ঃ

বুইড়া, তুমি আত মুখ ধইয়া আইও; আমরা অহনেই তোমার নাও বানাইয়া দিতাছি। এই কইয়া কেউ তামুক ভরতাছে। কেউ কাট কাটতাছে। কেউ তক্তা লাগাইতাছে।

—না, দেখতে দেখতে নাওখান তৈয়ার অইয়া গেছে। মনা পুতার আত-মুখ ধইয়া হগলে একটা ঠেং ঘরে দিছে, তহনেই কয়ঃ

—ও বুইড়া, তোমার নাও নেও।

মনা পুতার ও আর কথাবার্তা নাই। যে ঠেংডা ঘরে দিছিন এইডা ঘুরাইয়া নাও গিয়া উঠছে। উইঠ্যা কইতাছেঃ

এরে নাও, আগে আছলে কার?

—আগেত আছলাম পর্বতের ভেঙ্গা ভেঙ্গির।

—তে অহন কার?

—অহন ত তুমি মনা পুতারেরই।

—তে, আমি যা কই, তাই অইব?

—হেঁ তাই অইব।

—তে আমারে এইক্ষণ চন্দ্রবন কইন্যার মন্দীরে লইয়া যা।

এই কথা যেন কইছে—তেন নাও পুতাররে লইয়া উড়া করছে এক বাইটে নিয়া কইন্যার মন্দীরে লামাইয়া দিছে। পুতার চন্দ্রবন কন্যারে কইতাছেঃ

—মা, নেওহাইন আপনের নাও। এইহান দিয়া মাধবও খাওয়া-দাওয়া কইরা হগলে বাইরে কুলিডা ফালছে।

তহন কইন্যায় কয়ঃ

নেও মাধব, তোমার পবনের নাও। নাও লইয়া সকাল কইরা এই বাড়ী ছাইড়া যাওগা।

—এই কথা হুইনা মাধব কি করছে। আল্লার নাম লইয়া নাওডার মাইঝে পাঁড়া দিয়াই কইতাছেঃ

—এরে নাও, আগে আছলে কার?

—আগে ত আছলাম মনা পুতারের।

—তে অহন কার?

— অহন তুমি মাধবেরই।

—তে আমি যা কই তাই অইব?

—হেঁ, তাই অইব।

—তে আমারে এইক্ষণ বলা রাজার 'গুরগুরি' গাছটার তলে লইয়া যা।

—নাওয়েরে যেই আদেশ করছে—তেই নাও মাধবরে লইয়া উড়া করছে। দেখতে দেখতে এক নিমিষের মাইঝে হেই বলারাজার বাড়ীর পাছে 'গুরগুরি' গাছটার তলে লামাইয়া দিছে। তে মাধব নাও লইয়া বইয়া রইছে। রাইত দুই পর গিয়া তিন পর পড়ছে। তে কইন্যার নামে দেহা নাই। মাধব বইয়া বইয়া চিন্তা করতাছে। আইজ মালঞ্চির বিয়া, রাইত পোয়াইলেই জামাই আইব বাড়ীত। তার কি আর আমার কথা মনে আছে? এই রহম চিন্তা-ভাবনা করতাছে আর সুময় যাইতাছে। আর একবার মাধব কয়ঃ

—না, একবার রাজ বাড়ীডাত ঘুরান দিয়া দেইখ্যা আইগা।

আর বুলেরে—

সুবুদ্ধি না আছিন মাধব রাজার রে
কুবুদ্ধি না লাগিল
নাওহান নাইসেন লইয়া রে মাধব
মাধব তামশাই দেখতে গেল রে
কি মাধব আর হায় হায় রে॥

আর বুলেরে—

রাজ বাড়ীতে গিয়া রে মাধব
মাধব অরে কোন্ কামই করিল
রঙ্গ রসে বিয়ার বাড়ীর
তামশাই আরও দেখিতে লাগিল রে
কি মাধব আর হায় হায় রে ॥

কথা ঃ

নাওডা গুরগুরি গাছের তলে—ঘাডে থইয়া মাধব রাজার বাড়ীত গেছে তামশা দেখতে।

রাজায় তারে দেইখ্যা কয় ঃ

—এরে বাপ মাধব। আমার বাড়ীত জামাই আইছে, আর তুমি অতহান কই আছলা ?

মাধব কয় ঃ

—আর মহারাজ, কইন্যা যে, জামাই আইছে, তে জামাইরে আমিইত্য গিয়া আগ্যোয়াইয়া আনলাম।

—হাঁছা[৪৮] নাহি ! তে ত বাপ ভালাই করছ। তে যাও অহন গিয়া জামাইর লগে বও। এই কথা হুইন্যা মাধব, জামাইর লগে গিয়া বইয়া হাঁইস[৪৯] রং করতাছে।

এই কথা থইয়া
আরেক কথা যাই কইয়া।

বিয়ার দুই দিন আগেই রাজায় কি করছিন। তার বাড়ীর চাইর মুগ দিয়া যত পাটনী মাঝি আছিন হগলরেই উক্কম করছিন যে, তার কইন্যার বিয়ার সময় দিনে-রাইতে খালে-বিলের গোদারা দেওন লাগব। রাজার এক কইন্যাই। তার বিয়ার মাইঝে কত রং-তামাশা অইব। অহন পরজারা যুদি গোদারার লাইগ্যা রাজার বাড়ীত আইত না পারে আর এই রং-তামশা দেখত না পারে তে এইভার উল্না[৫০]

৪৮. সত্যি কিনা।
৪৯. আনন্দে উল্লাস করছে
৫০. অপবাদ

থাকব জীবন ভরা। এর লাইগ্যা রাজার কড়া উহম যে, বিয়ার সময় পাটনীরা বিনা খাজনায় পরজা পাড়াপাড় করন লাগব। এই উহম পাইয়া হাছুইন্যা পাটনী আইজ দুই দিন ধইরা রাজার বাড়ীর উত্তরের খালে গোদারা দিতাছে। সারাদিন গিয়া রাইত যহন একপর অইছে, তহন মানুষেরও গতাগম কমিয়া আইছে। পাটনী মনে মনে কয়, এই ফাঁহে গিয়া চাইরটা খাইয়া আইয়া পড়ি। এইনা কইয়া পাটনী নাওহান ঘাডে থইয়া গেছে বাড়ীত। বাড়ীত গিয়া তার মারে কইতাছে ঃ

—মাইয়া গো, তড়াতরী কইরা আমারে চাইরট্যা ভাত দে।

পাটনীর মায় কয় ঃ

—বাবারে ভাত ত নাইগা।

—কেরে গো মাইয়া, দুইলা পুড়া পান্তা ভাতও নাই।

—ডহির মাইঝে দেখগা, থাহলে থাকত ত পারে। মার কথা হুইন্যা পাটনী ডহি গুছাইয়া দেহে কতটি কড়-কইড়া ভাত পইড়া রইছে। তহন এইডিই এক খাবলা নুন আর এক ডাব্যুয়া কাঁচা মরিচ ভাইঙ্গা খাইয়া দৌড়ছে খালে। খালে গিয়া দেহে পাটনীর নাও নাই। গরানে[৫১] ভাসাইয়া লইয়া গেছে গা।

তহনই পাটনী নাও বিছড়াইত কই যাইব—খালের ভাইট্যাল, না হে পথ দিছে খালের উজানে। পাটনী যে পাটনীই। বিছড়াইতে বিছড়াইতে যাইতাছে। যাইতে রাইতে আর একবার হেই 'গুরগুরি' গাছটার তলে দেহে একটা নাও। আন্ধা গোন্ধা[৫২] পাটনী এইডাই তার নাও মনে কইরা খাল হাঁতরাইয়া গিয়া নাওয়ে উইঠ্যা বইছে। বইছে ত বইছেই। হানেকক্ষণ যাইতাছে তেও কোনক লোকজন যহন পাড়াপাড় অইত আইয়ো না—তহন পাটনী কান্দের চাদ্দরটা শিরে পায় দিয়া নাওয়ের উপরেই পুতছে[৫৩]।

এই কথা এই হানে থইয়া
আরেক কথা যাই কইয়া।

---

৫১. স্রোতে
৫২. অন্ধকারে
৫৩. শয়ন করছে।

(৫)

[মালঞ্চির পলায়ন]

এই হান দিয়া মালঞ্চির বিয়া। তারে লইয়া হগলে রং উল্লাস করতাছে। অইলেও কইন্যার মনে কোন রং-উল্লাস নাই। তার মনে খালি মাধব? মাধব! কোন সুময় 'গুরগুরি' গাছটার তলে যাইব তে তার মাধবের লগে দেহা অইব। একবার দুইবার কইন্যা বাইর অইত চাইছে; অইলেও লোকজনের লাইগ্যা আর পারে না। রাইত দুই পর গিয়া যহন তিনপর পড়ছে তহন কইন্যাডায় দুইডা পানের বাডা আঞ্জাত[৫৪] লইয়া লুডার ছলে বাইরে গেছে। একটুক দুর গিয়াই লুড'-টুডা ফালাইয়া থইয়া দৌড়। দৌড় দৌড় কইরা কইন্যা 'গুরগুরী গাছটার তলে গিয়া দেহে ঠিহেই মাধব মন পবনের নাওডা রাইখ্যা ঘুম দিছে। কইন্যা মনে মনে কয়ঃ সারারাইত যে মাধব, অঘুমা রইছে, তার লাইগ্যা অহন ঘুম দিছে। ঘুমওক তারে অহন আর ডাক দিতাম না। তহনেই কইন্যায় নাওডাত উইঠ্যা কইতাছেঃ

—এরে নাও, আগে আছলে কার?

—আগেত আছলাম মাধবের।

—তে অহন কার?

—অহন ত তুমি কইন্যা মালঞ্চিরই।

—তে আমি যা কই তাই অইব?

—হেঁ, তাই অইব।

—তেরে নাও, আমরারে এক ঘড়ির মাইঝে এই রাজার রাজ্যি ছাড়াইয়া আরেক রাজার রাজ্যি লইয়া যা।

কইন্যার আদেশ পাইয়াই, নাও উড়া করছে। যাইতাছে। নাও উড়া করতেই পাটনী উইঠ্যা কইন্যারে পাছ উলডা দিয়া বইছে। আর মনে মনে কয়—কিরে এইডা বিষয়ডা কি? হানেকক্ষণ যাইতাছে। তে-ত যহন রাও করে না। তহন কইন্যায় মনে মনে কয়ঃ

৫৪. কাঁকতলিতে

—অত দেরী কইরা আইছি দেইখ্যাত মাধব খুব গুসা করছে। রাও করতাছে না। আচ্ছা আমি একটা পান বানাইয়া দিলে সব গুসা-রাগ যাইব গা।

এই মণে কইরা কইন্যার কি করছে। লং, জারফান, এলাচি, গুলমরিচ দিয়া একটা পান বানাইয়া বাডাত ভইরা আত বাড়ান দিয়া বাডাডা মাধবের উড়ে দিছে। বাড়ীর রাজ বাডা, পাটনী ঘুরাইয়া ফিরহিয়া খুলতও পারল না—পানও খাইত পারল না। বাডাডা ফিইরাবার কইন্যার দিগে ঘুরাইয়া দিছে।

কইন্যায় কয়ঃ

দেখছ! মাধবত দেহা যায় ভারি গুসাডা করছে। তে রাখ দেহি গুসা কেহান রাখা। একটা পান বানাইয়া নিয়া যহন তার মুহে তুইল্যা দিবাম তহন রইদের মাইঝে ঘি দিলে যে ভায় উনাইয়া গলে, মাধব এই ভায় গলত না!

কইন্যায় মনে মনে এই ভাইব্যা একটা পান বানাইয়া মাধবের ধারে গিয়া তার মুখটা তোলা পানডা মুহে তুইল্যা দিত চাইছে, তহনইত্য দেহে এইলা মাধব না। এ দূ হাছুইন্যা পাটনী! এই দেইখ্যাই কন্যায় একটা চিক্কাইর মাইরা কয়ঃ

—হায়রে হায়, আমি কোন কাম করলাম! আমার বন্ধেরে আমি চির হালের লাইগ্যা হারাইলাম। —কিরে হারামজাদা পাটনী, তুই কেরে এই নাও আইছলে? হারামজাদার হারামজাদা। পাটনীরে কইন্যায় বহে—আর নাওয়ের বৈডা দিয়া বাইড়ায়। বাইড়াইতে বাইড়াইতে পাটনীরে আধা[৫৫] লুছ কইরা ফালাইছে। পাটনী দুই আতে কিরায় আর খালি কয়ঃ দোয়াই লাগে রাজকন্যার! আমি কিছু জানি না।

কইন্যায় কয়ঃ

—আচ্ছা দেহিছে, পাটনী যহন আমার দোহাই দেয়—তে কি বিষয়ডা অইছে।

---

৫৫. আধমরা

বাইড়ানি ক্ষেন্ত দিয়া কয়ঃ

—'ক, হারামজাদা। তুই কি পরহারে এই নাওয়ে আইলে।

পাটনী কয়ঃ

দোয়াই লাগে রাজ কইন্যা! কইন্যা গো আমি এই এই[৫৬] পরহারে এই ডারে আমার গোদারার নাও মনে কইরা বইয়া আছলাম। এই দেখুয়াইন আমি যে হ'াত বাইয়া নাওয়ে উঠছিলাম-অহনও আমার কাপড়টা ভিজা। (এখানে গীতক তঁার নিজের গামছা নিংড়াইয়া দেখাইল।

কইন্যায় এই বিশ্বাস কইরা কয়ঃ

—আর,—আমার কপালে দুঃখু আছিন, এইডার কি করণ যাইব।

—তে রাইতও পোয়াইছে, নাও-ত এই রাজার রাজ্যি ছাড়াইয়া আরেক রাজার রাজ্যির এক বাজারের ঘাডে লাগন অইছে।

তুই মাধব আসিবে বলি
মাধব আরে, অন্তরে লাগাইছে কালি
লাগল কালিরে মাধব, নিকুর না অন্তরে
কি দুঃখুই রে॥

তুই মাধব আসিবে বলি
মাধব আরে, ফুলের বিছানা অইল কালি
অইল কালিরে মাধব, নিকুর না অন্তরে
কি দুঃখই রে॥

তুই মাধব আসিবে বলি
মাধব আরে দোয়ারে না দিলাম বাড়ী
তুই মাধবের লাগি আমি
দেই ছাড়িয়া হইলাম বৈদেশী রে
কি দুঃখুই রে॥

নারীর যৈবন তামারে কাঁশা
মাধব আরে, যাইব জাম্বি থাকব আশা

---

৫৬ এই প্রকারে

লাগল কালিরে মাধব, নিকুর না অন্তরে
কি দুঃখই রে ॥
নারীর যৌবন চুনের রে ফুটা
মাধব আরে যাইব জাত্থি থাকব খুঁটা।
লাগল কালিরে মাধব, নিকুর না অন্তরে
কি দুঃখুই রে ॥

কথা ঃ

কাইন্দা কুইট্যা কইন্যায় কি করছে, হাছুইন্যা পাটনীরে কইতাছে ঃ

—এরে হাছুইন্যা, এইভায় বইয়া থাহলে কি অইব! যা অওনের ত অইছেই অহন ত একটা উপায় করন লাগব। খাওনের বেবস্থা করন লাগব।

'বাপ মরে মা মরে
মাইল্যা পেডে আক্করে।'

তে যা আমার আতের এই একটা আক্কন লইয়া হেই যে দেহা যায় বাজারটা হেই বাজারে নিয়া বেচ্যা চাউল ডাইল লইয়া আয়গা।

আতে দিয়া বাজারে পাডাইছে। পাটনী কাক্কনডা লইয়া যে দোহানদারের কাছেই যায়, হেই—কাক্কন দেইখ্যা কয় ঃ

—নারে বেডা, এই কাক্কন আমরা রাখতাম না। এইডা দেহা যায় রাজার বাড়ীর কাক্কন। তুই জানি কইত্যে চুরি কইরা আনছ। এই রাইখ্যা পরে আমরা মরি।

পাটনী দোহানেই যায়, হেইয়েই এক কথা কয়। শেষে ঘুরতে ঘুরতে বাজরের একটা কানিত গিয়া দেহে—অনেকডা মানুষ জোয়ার পট লইয়া জোয়া খেলতাছে। পাটনী এই জোয়ারীরার মাইঝে গিয়া খাড়ইয়া খেইল দেখতাছে। আর একবার একবার এক জোয়ারী কয় ঃ

—কিরে বেডা খেলবে?

পাটনী কয় ঃ

—নারে ভাই, কি দিয়া দেখবাম? আমার ট্যেন ত টেহা-পইসা নাই।

—দূর বেডা, টেহা-পইসা দিয়া কি করছ ?

এদু তর আতে এইডা কিডা দেহা যায়। এইডা দিয়াই খেলাছ না।

পাটনী মনে মনে কয় ঃ

হ' কাঙ্কনড ধইরা যুদি খেলাই, আর এক দান পাইতে হেইডি দিয়া চাউল ডাইল কিইনা লইয়া যাইবাম গা। কইন্যার কাঙ্কন কইন্যারে দিয়া ফালবামনে।

পাটনী মনে মনে এই চিন্তা কইরা কাঙ্কনডা জোয়ার মাইঝে ধরছে। যেই না ধরছে ঘুডি ঘুরাইছে, জোয়ারীরা দান পাইছে। পাটনীতে বেক্কল অইছে। অহন কোনডা করব। একটাও বুইঝ্যা উটত পারতাছে না। হেই সুময়েই কইন্যায় যে রহম বাইড়ানিডা বাইড়াইছে। অহন যুদি কাঙ্কন থইয়া কিছুই না লইয়া যাই। তে ত আর উপায়েই নাই। পাটনী 'থ' অইয়া খাড়ইয়া রইছে। তহন জোয়ারী কয় ঃ

—কিরে বেডা আরও খেলা !

পাটনী কয় ঃ

—কি দিয়া খেলবাম ? আমার ত আর কিছুই নাই।

—কিরে বেডা, অঙ্গের বাজী ধর।

পাটনী মনে মনে কয় ঃ

—হ' এইডা ত মন্দনা। অঙ্গের বাজী ধইরা যুদি জিত্‌তারী তে কাঙ্কনডা লইয়া, যে আপদের কাঙ্কন তারে দিয়া জান আজাইতারবাম।

এই চিন্তা কইরা পাটনী অঙ্গের বাজী ধরছে। যেই ঘুড়ি ঘুড়াইছে তেই জোয়ারীরা জিঁতছে। আর যায় কই ! জোয়ারীরা পাটনীরে ধইরা চহির পায়ার লগে বাইন্ধ্যা থইছে।

এইহান দিয়া সুময় যাইতাছে। বেইল একপর অইছে, তেও পাটনী যহন আইয়্যে না, তহন কইন্যায় নানা কথা ভাইব্যা চিইন্তা, একটা ছিপাইর বেশ ধইরা আতে বেতের একটা লাডি লইয়া রওনা করছে বাজারে। ছিপাইর বেশ ধইরা কইন্যা যহন বাজারে গেছে, তহন তারে দেইখ্যা হগল দোহানদাররা কওয়া বলা করতাছে যে, এই দেশের রাজার পুত কিবেন বাজার দেখত আইছে। তে কইন্যা ঘুরতাছে

ফিরতাছে। অইলেও কোনক হানেই আর হাছুইন্যা পাটনীরে দেখতাছে না। শেষ আরেকবার—লামার বাজারে গিয়া দেহে জোয়ার আড্ডার মাইঝে পাটনীরে চহির পায়ার লগে বাইন্ধা থইছে। এই দেইখ্যাই কইন্যা জোয়ার আড্ডার মাইঝে গিয়া খাড়াইছে। তহন জোয়ারীরা কইতাছে ঃ

—কি ছিপাই খেলবাইন নাহি!

কইন্যায় কয় ঃ

—খেলবাম

তে হেই একটা কাঙ্কন বাইর কইরা জোয়াত ধরছে। জোয়ারীরা যেই ঘুড়ি ঘুরাইছে তেই কইন্যায় দান পাইছে। জোয়ারীরা কয় ঃ

—এঁরে আমরার না একটা কাঙ্কন আছে। এইডা তারে দিয়া ফালা। দান আরেকটা করুক। তে বাচার পুতরে পাইবামনে। তে—কইন্যায় ফিইরাবার কাঙ্কন দিয়া দান ধরছে। জোয়ারীরা যেই ঘুড়ি ঘুরাইছে তেই হেই কইন্যার নামে জান উঠ্ছে। জোয়ারীরা কি করব—পাঁচ'শ টেহা কঙ্কনের দায় ধইরা কইন্যারে টেহা দিয়ে। এই মতে বাজী খেলতাছে আর কইন্যায় পাইতাছে। শেষ জোয়ারীরার আর কিছুই নাই। পড়ে টডে আইরা ফালছে। তহনেই কইন্যায় তার আতের বেত দিয়া বেবাক জোয়ারীরারে ধ্যুম বাড়ী লইছে।

হৈ ছৈ হুইন্যা দোহানদাররা আইয়া কইতাছে ঃ

—দোয়াই লাগে মহারাজ, আপনের বাজারটা আপনেই ভাইঙ্গা দেইন না যে। কইন্যায় চহির নীচে বান্ধা পাটনীরে—দেহাইয়া কয়

—ভাংতাম নাতে কি করবাম! এরা আমার চাহরটারে বাইন্ধা থইল কেরে?

হুগলে দোয়াই দস্তুর দিছে তে—কইন্যায় পাটনীরে ছুডাইয়া, চাউল ডাউল, হাঁড়ি পাতিল কিইন্যা লইয়া গেছে হেই ঘাড়ে। ঘাড়ে গিয়া কইন্যার পাটনীরে জিগাইতাছে ঃ

—হাইছুন্যা পাটনীরে চাউল, ডাইল একখানে মিশাইয়া রানলে না কি অয়?

পাটনী কয় :

—খিছুরী অয়।

—তে-রে পাটনী, এইডাই রান্ধি। কইন্যায় এই কইয়া একটা পাতিলের মাইঝে চাউল ডাইল দিয়া তিনডা ঠিকরার উপরে বওয়াইয়া[৫৭] জাল দিতাছে। খিছুরী যহন রান্ধা অইছে-তহন পাটনীরে কয় :

—হাছুইন্যা পাটনী, ভাইরে-তরে হেই সুমে

—আমি যে মাইরটা মারছি, আরও জোয়ারীরা মারছে-তে-গোছলডা না কইরা খাওনের কাম নাই। আমি খিছুরীডা উলাই[৫৮]। তুই এই ঘাটটততে একটা বুর[৫৯] দিয়া আয়।

কইন্যার কথায় পাটনী ঘাডে গেছে। গিয়া মনে মনে কয় : বাপরে বাপ। যে আজরাইলের আতে পড়ছি, একবার যে মাইর মারছে, এইডারই অহন ও শইল বিষ করতাছে। আর একবার যদি মাইর ধরে তে—আর বাঁচতাম না। দেহিছে কইন্যায় না নাওডারে কি কইছিন এই ভায় কইলে নি নাওডায় আমারে লইয়া যায়। পাটনী মনে এই ভাইব্যা কোন কাম করছে। নাওয়ের মাইঝে উইঠ্যা গিয়া কয় :

—এরে নাও আগে কার আছলে?

—আগে ত আছলাম মালঞ্চি কইন্যার।

—তে অহন কার?

—অহন ত তুমি হাছুইন্যা পাটনীরই।

—তে যেহানতে আইছলেরে নাও আমারে লইয়া এক্ষণ হেইহানে যা।

—পাটনীর যেই আদেশ পাইছে, তেই পাটনীরে লইয়া নাও উড়া করছে।

—কইন্যায় যে বইয়া খিছুরী বাড়তাছিন আর গাছ উলডা দিয়া দেহে পাটনী ও নাই। নাও নাই। তহনেইত্য কন্যায় হায়! হায়! কইয়া উঠছে। কের খিছুরী খাওয়া টাওয়া। অঝর নয়ানে কানতাছে

৫৭, বসিয়ে

৫৮, উনুন থেকে নামাই

৫৯, গোছল করে আয়

হায়রে নাওরে নাও গেল সঙ্গের সাথী—একটা ডর আছিন—ছাচুইন্না পাটনী ও গেল। অহন আমি কোন পথে যাই? হায়রে মাধব মাধব!

তুই মাধবের লাগিরে আমি
হায়রে, দেশ ছাইড়া বৈদেশী হইলাম রে
পাইলাম না প্রাণের মাধব রে॥
মাধবরে, পাইলে পরে যত দুঃখ দুরে যাইত
হায়রে, যাইত দুরাচারি হইয়ারে
পাইলাম না প্রাণের মাধবারে॥
সকল রোগের ঔষধ আছে
হায়রে, মাস্থকের ঔষধ নাইগা আস্থক বিহনরে
পাইলাম প্রাণের মাধব রে॥
মাধবরে পাইলে পরে যত দুঃখ দুরে যাইত
হায়রে, যাইত দুরাচারি হইয়ারে
পাইলাম না প্রাণের মাধবারে॥
কোথায় রইলা প্রাণে মাধব
হায়রে, না দেখলা আসিয়ারে
পাইলাম না প্রানের মাধবারে॥

(৬)

[মালঞ্চির ছদ্মবেশ ধারণ]

কথা ঃ

কি করব কাইন্দা কুইটা কইন্যায় ছিপাইর পোষাগড়া পিইন্দা[৬০] পথে রওনা করছে। যাইতাছে। জিগাইয়া যাইতে যাইতে এই দেশের এক মাইল্যানীর বাড়ীত গিয়া মাইল্যানীরে মসি, মসি, কইরা উঠছে মাইল্যানী ছিপাই বেশী কইন্যারে দেইখ্যা কয়ঃ

—কে গো তুমি, মসি, মসি ডাকতাছ?

৬০. পরিধান করে

আমার ত জীবনে ও হুনছি না আমার কোনক বইন পুত, কি বইন ঝি আছে। আদত ত আমার কোনক বইনই নাই।

—কি কছ বেডি, তর বইন নাইগা। তর জনমের আগেই যে, তর এক বইনেরে অমুক দেশে বিয়া দিছিন হেইডা জানস?

না আগেই কছ তর কোনক বোইন নাইগা। বইন নাইগা তে আমি কইত্যে আইলামরে বেডি?

—থাহলে ও আমরার জাতের মাইঝে অত চোহ ঠারাইন্যা ছাইল্যা পুইল্যা কইত্যে আইব?

—আরে বেডি, এইডা কি কছ? জাতের মাইঝে কি কুজাত আয় না। আর গোবরের টাইলেকি পওদ ফুল ফুডে না?

তহন মাইলানী মনে মনে কয়ঃ

—আরে অইলে ত আইত ও পারে। মুখ ফুইট্যা কয়ঃ —আরে বাবা অইত ত পারেই তে বাইরে খাড়াইয়া রইচ্ছ কেরে? ঘরে আয়, বইয়্যা। তর মা কেমুন আছে?

কইন্যা ঘরে গিয়া কইয়া কয়ঃ

—মাইয়া ত ভালই আছে। তোমরা কি হালতে আছ?

—আর বাবা কইওনা। কোনক রহমে টাইন্যা বাইন্যা আছি আরহি।

এই হেই আলাপ কইরা কইন্যায় মাইল্যানিরে কয়ঃ

—আচ্ছা মসি গো, তরার এই হানঅ চাউল ডাইল কিনতে পাওয়া যায় না?

মাইল্যানী কয়ঃ

—পাওয়া যাইত না কেরে? বেবাকতা পাওয়া যায়।

—তে মসি গো, এই দশটা টেকা লইয়া যা বাজার তে গিয়া কিছু চাউল, ডাইল আর হাঁড়ি পাতিল কিইন্যা লইয়া আয় (এখানে গীতক নিজের টেক হইতে টাকা বাহির করিয়া দেওয়ার অভিনয় করিল)।

টেকা পাইয়া বুড়ির ত খুশীর সীমা নাই। এক থাফা দেয় পুকটাত আর এক থাফা দেয় মাথাত টেহা লইয়া বাজারে যায়। পথে যারেই পায় তারেই জিগায়ঃ

—কিগো, তোমরা চাউল ডাইল বেছ নাহি? আলবাইতাছে বেডাইন। হেইহানে গিয়া জিগায়ঃ

—কিগো, তোমরা চাউল ডাইল বেছ?

আলোয়া[৬১] বেডাইনে কয়ঃ

—আরে মাইল্যানী তুই পাগল অইচ্ছ নাহি? আমরা চাউল ডাইল বেছতাম কেরে? চাউল ডাইল বেছে বাজারে।

—তে মাইল্যানী বাজারে গিয়া চাউল ডাইল বাজার সদায় কইরা বাড়ীত আইছে।

তহন ছিপাই বেশী কইন্যায় কয়ঃ

—আচ্ছা গো মসি, মাইয়া কি মানত করত আর কিছু পাইছিন না। মানত কইরা বইছে আমি যতদিন বিয়া সাদী না করি ততদিন নিজের পাক নিজের বাইন্ধা খাওন লাগব।

মাইল্যানী কয়ঃ

—কি করবে বেডা। তর মায় যহন মানত করছে তে নিজেই রাইন্ধ্যা বাইড়া খা।

—তে গো মসি! আমি যহন রান্ধাম, বাড়তাম, তে তর আর রন্ধন লাগত না, আমার রান্ধাই তুইও খাইছনে। তে কইন্যায় পাক করছে মাইল্যানীরে লইয়া খাইছে। এইভায় থাকতাছে খাইতাছে, দিন যাইতাছে। আর একদিন কইন্যায় কয়ঃ

—মসি গো, মসি তরার এইহানে ভালা ঘোড়া কিনতে পাওয়া যায় না?

—পাওয়া যাইত না কেরে?

—তে এই একশ'ডা টেকা লইয়া যা। আমার লাইগ্যা খুব তেজাল দেইখ্যা একটা ঘোড়া কিনিয়া লইয়ায়।

মাইল্যানী শ টেকা দিয়া খুব তেজাল দেইখ্যা একটা ঘোড়া কিনিয়া আইন্যা দিছে। তহন ছিপাই বেশী কইন্যা একটুক একটুক কইরা রোজেই ঘোড়াভাত উঠে। রাস্তা-ঘাডে দৌড়ায়। না ঘোড়া দৌড়তে দৌড়তে এমুন ঘোড় সোয়ার অইছে যে—সোয়ার যারে কয়—

৬১. চাষীরা বলে

একবার উঠলে ঘোড়া শুন্তে উড়া লয়। তে কইন্তায় এদেশের বুইট্যাল রাজার বাড়ীর সামনে দিয়া রোজেই একবার ঘোড়া দৌড়াইয়া যায় আর একবার আইয়ো।

একদিন রাজ সভাত বইয়া উজিরে বুইট্যাল রাজারে কয়ঃ

---মহারাজ গো, আপনের রাজ্যে কইত্যে যে এক ছিপাই আইছে, এইডার কি কইবাম? ছিপাইয়ে রোজেই একবার আপনের বাড়ীর সামনে দিয়া ঘোড়া দৌড়াইয়া যায়, আর একবার আইয়ো। তে মহারাজ গো? তারে যুদি আপনের বাড়ীত রাখতাইন?

রাজায় কয়ঃ

---কি উজির কি কও। ভালা ছিপাই অইলে রাখতাম না কেরে কইলেই তারে কইবা আমার দরবারে আইত।

উজির কয়ঃ

---আচ্ছা মহারাজ। এই দিন গেছে পরের দিন হেই ছিপাই যহন ঘোড়া দৌড়াইয়া রাজার বাড়ীর সামনে দিয়া যায়, তহন উজির নাজির গিয়া তার ঘোড়ার সামনে দিয়া খাড়ইছে। তহন কইন্তায় কয়ঃ

---কি লোকজন, তোমরা যে আমার ঘোড়া আটকাইলা?

উজিরে কয়ঃ

—ছিপাই! আমরার রাজায় কইছে, তান লগে আইজে আপনে দহা করতাইন।

ছিপাইয়ে কয়ঃ

—যা বেডা, আমি রাজার লগে দেহা করতাম! আমি কি তার চাহর-টাহর নাহি? দরকার থাহলে রাজাই আমার লগে দেহা করবনে। উজিরে রাজারে গিয়া হগল কথাই জানাইছে। তহন রাজায় কয়ঃ

—তে যাও উজির, আইজ তার ঘোড়া থামাইয়া আমারে খবর দিবা। আমি নিজেই তার লগে দেহা করবাম।

এই দিন গেছে। পরের দিন হেই উজির নাজির গিয়া ছিপাইর ঘোড়ার সামনে খাড়ইছে। তহন ছিপাই কয়ঃ

—কিরে মিয়ারা তোমরা যে আইজও আমার ঘোড়া আটকাইলা?

উজিরে কয় ঃ

—ছিপাই গো, আপনের ঘোড়াডা একটুক থামাইতাইন। আইজ আমরার রাজাই বিলে আপনের লগে দেহা করব।

ছিপাইয়ে কয় ঃ

—না, রাজার আর আওন লাগত না। তাইন কেরে আর কষ্টডা করত। আমিই তানের লগে দেহা করবাম।

এই কইয়া উজিরের পাছে পাছে ছিপাই রাজার দরবারে গেছে। গিয়া রাজারে ছেলাম দিয়া খাড়ইছে।

তহন রাজায় কয় ঃ

—কি ছিপাই তুমি আমার এইহানে চাহরী করবা।

ছিপাইয়ে কয় ঃ

—চাহরী দিলে ত করবামই।

—তে তুমি কি কাজ জান!

—আমি পুস্তের অসাধ্যি কাজ জানি।

—তে তুমি মায়না কত চাও!

—আমারে রাহলে মহারাজ! মাসকারা—এক আজার টেকা দেওন লাগব।

—না ছিপাই পাঁচশ টেকা দিবাম।

—না মহারাজ, এই মায়নায় আমি কাজ করতাম না। এই কইয়া ছিপাই যহন যায়গা তহন উজিরে রাজারে কয় ঃ

—মহারাজ তারে রাহনেই ভালা আছিন। পুষ্যের অসাধ্যি কাজ যহন জানে তে—হেই যে রাইক্ষস·········

রাজায় কয় ঃ

হ উজির ঠিহেইত্যে! তারে ডাক দাও। তহন উজিরে ফিইরাবার ছিপাইরে ডাইক্যা আইন্যা এক আজার টেকায়েই রাজার বাড়ীর চাহরীতে বওয়াল[৩২] করছে।

ছিপাই সারাদিন রাজার বাড়ীত কাজ কাম করে, রাইত অইলে হেই মাল্যানীর বাড়ীত গিয়া থাহে। আর রোজের মায়নাভি ইসাব

৩২, নিযুক্ত

কইরা রোজেই লইয়া যায়গা। দিন যাইতাছে আর টেকা পইসা দিয়া মাল্যানীর বাড়ীর এক কোনা ভইরা ফালাইতাছে।

এক দিন রাজার ছিপাইরে ডাইক্যা কয়ঃ

—এগো ছিপাই তোমার ত এক কাম করণ লাগে। আমার রাজ্যে রোজই একটা রাইক্ষস আইয়্যে, তারে তুমি যেই পরহারেই পার মাইরা দিবা।

এই হানে ফিইরা আরেক কথা, বছর আগে এই রাজার রাজ্যে একটা রাইক্ষস আইয়া হমানে মানুষ গরু খাইয়া উজার করতাছিন। তহন রাজায় রাইক্ষসের লগে সর্ত করছে যে রোজ রাইতে তারে একটা কইরা মানুষ দিব—তে এর বেশী আর কিছু নষ্ট করতে পারত না রাইক্ষস এই সর্তে রাজী অইলে, রাজায় বন্ধের মাইঝহানে একটা বেঁটখানা ঘর বানাইয়া দিছে। আর পাল্লা কইরা দিছে এক এক বাড়ীত্যে রোজ রাইতে একজন কইরা মানুষ রাইক্ষসরে দিব। এইডা কইরাও ফিইরাবার রাজায় তার রাজ্যে ঘোষণা দিয়া দিছে যে, যে নাহি এই রাইক্ষস মারতারব তার ট্যাই রাজ কইন্যারে বিয়া দিয়া রাজায় তার অর্ধেক রাজ্যেও লেইখ্যা দিব। এই ঘোষণার কথাডা বেঁটখানা ঘরের সামনেও টাঙ্গাইয়া থইছে। টাঙ্গাইয়া থইলে কি অইব! আইজ পর্যন্ত একজন বেডা পাওয়া গেল না যে রাইক্ষসটা মারে। রাইক্ষসের ভায় রাইক্ষস রোজ রাইতেই সমুদ্দুরের হেই পার থাইক্যা আইয়া মানুষটা খাইয়া ফিইরাবার হেই পাড়ে যায়গা।

রাজায় যহন ছিপাইরে কইছে এই রাইক্ষস মাইরা দেওনের লাইগ্যা তে ছিপাই এই দিন আর কিছু কইছে না। হগল বিত্তান্ত হুইন্যা গেছে হেই বেঁট খানা ঘরে। যেই হান দিয়া রাইক্ষসটা আইয়্যে হেই পঁথটাও গিয়া দেখছে। পথে গিয়া দেহে কত হানি ছাড়াইয়া ছাড়াইয়া তিনডা গাছ। তিনডা গাছে তিনডা বাজরার ছাল বাহল নাই। রাইক্ষস সমুদ্দুরতে উইঠ্যাই এই গাছে দেয় একটা ঘসা, হেই গাছে দেয় একটা ঘসা। —এর লাইগা ছাল নাই।

হগলডি দেইখ্যা আইয়া রাজরে কয়ঃ মহারাজ, রাইক্ষস আমি মারতারবাম।

তে আমারে তিনডা ইরার ধার তেরুয়াল[৬৩] দিবাইন। আর বিষ-ভরা তিনডা তীর দিবাইন।

রাজায় কয়ঃ

আরে ছিপাই, তিনডা কেরে? তোমার দরহার লাগলে মনলয় একশ'ডা নেওগা।

এই দিন গেছে। পরের দিন সইন্ধ্যার আগেই ছিপাইয়ে তিনডা ইরার ধার তেরুয়াল আর তিনডা বিষভরা তীর লইয়া হেই বেঁটখানা ঘরে গেছে।

তেরুয়াল তিনডা তিনডা গাছে মাইঝে কাছি দিয়া খুব শক্ত কইরা বাইন্ধা তীর তিনডা লইয়া একটা গাছের উপরে বইয়া রইছে।

রাইত এক পর গিয়া যহন দুইপর পড়ছে। তহনে হুনে রাইক্ষস সমুদ্দুরে আইয়া পড়ছে—হাঁতড়ইয়া[৬৪] আইতাছে তার পাউয়ের বাড়িয়ে।[৬৫]

আশাগের পানি পাতালে নেয়
পাতালের পানি আশাগে নেয়॥

এইভায় হাঁতড়াইয়া রাইক্ষস টানে উঠছে। উঠ্যাই আর কথাবার্তা নাই। সামনে যে গাছটা পাইছে এইডার মাইছে মারছে এক ঘসা ঘসা মারতেই এক বাজরা কাইটা গরছে। আর একটুক দুর আইয়া আরেক গাছে মারছে আরেক ঘসা। গেছে আরেক বাজরা কাইট্যা। আর একটুক যহন আইছে তহন ছিপইয়ে গাছের উপর থাইক্যা একের পর এক মারছে বিষ্যে ভরা দুই তীর।

তীর খাইয়া রাইক্ষসে পড়ছে। পইড়া মইরা গেছে। ছিপাইয়ে তহন কি করছে রাইক্ষসের দুই কানের আগ নাহের আগ কাইট্যা একটা গামছার মাইঝে বাইন্ধা লইয়া বেঁটখানা ঘরে পুইত্যা[৬৬] গিয়া ঘুম দিছে।

৬৩, তরবারি
৬৪ সাঁতার দিয়ে
৬৫, আঘাতে
৬৬, শয়ন করে

এই হান দিয়া—

পূবে দিয়া ধলপর দিছে
রজনী জাইগ্যা উঠছে।

রাজার বাড়ীর মালী কোদাল কান্ধে লইয়া রাজার বাড়ীত রওনা করছে। মালী যহন ভেঁটখানা ঘরের সামনে দিয়া আইয়ো তহন ঘরের কাছাকাছি আইয়া আৎখা নাজর কইরা দেহে রাইক্ষস পুইত্যা ঘুমাইয়া রইছে। এই দ্যাখ্যাই মালী দৌড়। কতহানি দুর গিয়া ফিইরা উলডিয়া চাইয়া দেহে—না রাইক্ষস হেইভায় পুইত্যা রইছে। তহন মালী কয়ঃ

—হালার রাইক্ষস, ছিপাইরে খাইয়া আইজ এই হানেই ঘুমাইছ মনে করচ্ছ মালীত সহালে এই পথ দিয়াই আইব, —তে তারেও খাইয়া যাইবে। না রাইক্ষস মালী ছিপাইর লাগান অত বেক্কলনা আমারে খাইত পারতে না।

এই কইয়া মালী রাইক্ষসের দিগে এক কাঁইক আগোয়ায়[৬৭] দুই কাঁইক পাছোয়ায়[৬৮]। এই করতে রাইক্ষসের ধারে আইয়া কুদালের গাইড়া দিয়া রাইক্ষসের শইলে এক লাড়া দিয়াই দিছে দৌড়। এক দৌড়ে হানেকঠা দুর গিয়া পাছ উলডা দিয়া চাইয়া।

দেহে—না, রাক্ষইস একটুকও লড়ছেনা। যেভায় আছিন হেইভায় পইড়া রইছে।

মালী কয়ঃ

—আইজ কেমুন তেল তেলাইন্যা খাওয়াডা খাইছ! অহন কি আর ঘুম ভাংব। তে য করছে কপালে। আইজ অইলে মরণ না অইলে, রাজার বাড়ীর জামাইবাবু!

এই কইয়া মালী কি করছে, আস্তে আস্তে রাইক্ষসের মাথার ধার দিয়া গিয়া ভাঙ্গা কুদাল দিয়াই 'কুব' ফালাছে। কুবাইয়া রাইক্ষসের শির আলগা কইরা, গাওয়ের কেঁথা দিয়া মা বড় এক পাগড়ী বাইন্ধে রাইক্ষসের শির মাথাত লইয়া পথ দিছে রাজার বাড়ীত। আর কয়ঃ

৬৭. অগ্রসর হয়
৬৮. পেছনে যায়

—দেখবাম, কেমুন রাজার, কেমুন বাক্যি! রাজার বাইর বাড়ীত যহন গেছে তহনে উজিরে রাইক্ষসের শির দেইখ্যা কয়ঃ

—কি মালী, তুই রাইক্ষস মারচ্ছ নাহি?

—হেঁ, কি কও উজির! আমি অহন রাজার বাড়ীর জামাই। উজির! তুমি তাড়াতাড়ি অন্দরে খবর দেওছে। কইন্যাডারে ছান ধ্যুতি করাইত।

আরে মালী! খবর ত দিবামই, রাইক্ষসটা কি তুইয়েই মারচ্ছ?

—হেঁ উজির! আমি মারছি? তোমারে যে কইলাম। আমি অহনও মালী রইছি নাহি? আমারে রাজার বাড়ীর জামাই বাবু ডাকতার না?

—হ মালী, এইডা ত বুঝলাই। তুই যে রাইক্ষস মারচ্ছ, তে রাইক্ষসের কানের আগ কই? নাঁহের আগ কই?

—আহ, উজিরের উজির! উজির যত, বেক্কল তত। আমার হাউরেরে[৬৯] পাইচ্ছ বেক্কল আর খুব করলে। রাখ আমি খালি রাইজ্যতির ভাগটা লইয়া লই! তারপরে দেহাই মনে তুই কিমুন উজির গীড়িডা করছ!

—আরে মালী! দেহাইলে পরে দেহাইছনে। অহন ক' রাইক্ষসের নাঁহের কানের আগ কই?

আহরে উজির, তরে আর কত কইবাম! রাইক্ষসের এইডা এই রহমেই থাহে। এই কাইত্যে[৭০] মানুষ খাইছে ভালা, এই কানের আগডা খাইয়া দিছে। আর এই কাঁইত্যে খাইছে ভালা, এই কানের আগজ খাইয়া দিছে। আর ঘসায় ঘসায় নাঁহের আগডা খাইয়া দিছে।

—দূর যা মালী, এইডা কি বিশ্বাসের কথা?

—হেঁ উজির! কয়দিন কয়ডা রাইক্ষস মারছিল'?

—হেঁ

৬৯. শ্বশুরকে
৭০, এ পাশে

এবার তর্হাতর্হি হুইন্যা রাজা যে কের লাইগ্যা বাইরে আইছিন। তাইনও আইয়া আজির অইছে।

রাজায় কয়ঃ

—কি মালী, ঠিহেই তুই রাক্ষস মারছ্ছ?

—আহ, মহারাজ! আপনেও মালী ডাহুইন[৭১]। তে আর উজিরের দুষ কি, তারাত ডাকবই। তে দেখবাম মহারাজ, কেমুন রাজার কেমুন বাক্যি।

—আরে মালী, আমি যেইডা কই হেইডা ক' রাইক্ষসটা কি তুইয়েই মারছ্ছ?

—আমি মারছি নাতে, আপনে মারছুইন?

—তে রাইক্ষসের নাঁহের কানের আগ কই?

—এইতা এমুনেই থাহে। কয়দিন কয়ডা রাইক্ষস মারছুইন মহারাজ?

রাজাত অ মালীর কথা হুইন্যা মাথাও আত দিয়া বইছে। কয়ঃ

—হায়রে। দশটা না পাঁচটা না, আমার একটা কইন্যা তার কি কইরা মালীর টোন বিয়াডা দিবাম। আরে একটা ধুপা-নাপিত অইত তেওত ভালা আছিন। অহন যে এ একবারে মালী। জাতের জাত হগলের ছোডু জাত। রাজায় যহন এই রহম হৈ হতাশন করতাছে, তহন রাজ্যির বুইড়া উজির এই সব হুইন্যা কয়ঃ

—আরে তোমরা যে আগেই অত হৈ হতাশন করতাছ। তে ছিপাইরে যে কাইল রাইতে বেঁটাখানা ঘরে পাড়াইছলা, তার খবর কি? হের কি একটা খুঁজ-খবর লইছ?

—তহন রাজায় কয়ঃ

—আরে হ' এইডা ত ঠিক কথাই। তে লোকজন। তোমরা তাড়াতাড়ি বেঁটাখানা ঘরে গিয়া দেহছেন ছিপাই আছে না, রাইক্ষসে খাইয়া ফালছে?

তৎক্ষণাতে লোকজন দৌড়াদৌড়ি কইরা বেঁটাখানা ঘরে গিয়া চুপি দিয়া দেবে, বাপের বেডা ছিপাই আগেলে মাথালে চাদ্দর দিয়া ঘুরাইরা

---

৭১. সম্বোধন

রইছে। হিখানে ইরার ধার তেরুয়ালডা চিক্‌চিক্ করতাছে। লোক্‌জনের মাইঝে ঠেলাঠেলি লাগছে, ছিপাইরে কেলা ডাক দিব।

—এ কয়, তুই যা।

—হে কয় না, আমি জাইতাম না। যে জাতের ছিপাই, আর যে জাতের তেরুয়াল লইয়া পুতছে[৭২]। আমি ডাক দিবাম আর ঘুমেরত্তো উইঠ্যা রাগের মাথায় কি কইরা বইয়া থাহে তার ঠিক নাই। ঠেলাঠেলি কইরা কেউ যহন রাজী আয় না, তহন আর একটায় কয়ঃ

—ও ছিপাইরে আমিই তুলবা মনে। তরা কেউ গিয়া একটা চকম[৭৩] আর এক লুডা পানি লইয়া আয়।

যেই কথা হেই কাম। একজন দৌড়িয়া একটা চকমক আর এক লুডা পানি আইন্যা দিছে তহন যে কইছিন হে, চকমডা ঘরের চালের মাইঝে লাগাইয়া লুডার পানিডা লইয়া উঠছে গা চালের উপরে। ছিপাই বরাবর চালডা কানা কইরা দিছে লুডার পানি ঢাইল্যা

শইল্যে পানি পড়নে ছিপাই ধছ, মছ, কইরা হজাক অইয়া কয়ঃ

—কিরে, তরা কে?

লোকজন বাইরে থাইক্যা কয়ঃ

—সাইব গো, আমরা ত রাজার বাড়ীর লোক।

—রাজার বাড়ীর লোক তে তরা কি চাছ?

—আমরারে রাজায় পডাইছে তরাতড়ী কইরা আপনে রাজার বাড়ীত যাইতাইন। হেইহানে যবর গণ্ডগোল। মালী বলে রাইক্ষস মাইরা ফালছে।

—হাঁছা নাহি! মালী রাইক্ষস মাইরা ফালছে? তে তোমরা যাও। আমি অহনেই আইতাছি[৭৪]।

লোকজনরে বিদায় কইরা ছিপাই উঠছে। গামছার মাইঝে বান্ধা রাইক্ষসের নাঁহের কানের আগের টুকলাডা আতে লইয়া পথ দিছে

৭২. শুয়েছে

৭৩. মই

৭৪. আসছি

রাজার বাড়ীত গিয়া দেহে, বাপরে বাপ। বেডার বেডা মালী, মালী, রাইক্ষসের শির সামনে লইয়া বইয়া রইছে।

তহনেই মালীরে জিগায় ঃ

—কিরে মালী! রাইক্ষসটা কেলা মারছে? মালী রাগে অক্করে খাড়ইয়া[৭৪] পড়ছে। কয় ঃ

—আমি মারছি নাতে তুমি মারছ? সারারাইত রাইক্ষস লইয়া অত পাছরা পাছরী করলাম। তোমারে কত ডাহলাম আমারে এক টুক ভর করনের লাইগ্যা। তুমি ত হেই সুময় আইছলানা। অহন ফিইরাবার আইয়া জিগাও রাইক্ষস কেলা মারছে। ছিপাই, তোমারে আইজে আমি বিদায় করতাম না! খালি রাজার জামাইডা অইয়া লই না।

—অ রে মালী! রাইক্ষস যে মারচছ, তে রাইক্ষসের নাহের কানের আগ কই!

—যা বেডা রাইক্ষসের এইতা এমুনেই থাহে।

—তহনেই ছিপায়ে কি করছে। হেইটুবলা খুইল্যা, নাঁহের কানের আগডি যেইডা যেই হানে আছিন, হেইহানে যহন লাগাইছে, তহনেইত্যা মালী শির টির ফালাইয়া দৌড় দিত চায়।

রাজায় কয় ঃ

লোকজন! মালীরে ধর। ভাগতারে না যে। তারে বিয়াডা করাইয়া দেও।

তহন লোকজনে মালীরে ধইরা মালীর মারগে দিয়া এক বাশ হানধাইয়া তে পথাত নিয়া বাঁশটা কুইপ্যা থইছে।

মাইনষে জিগায় ঃ

—কি গো, এর, এই শাস্তি ক্যারে?

—এ, রাইক্ষস মাইরা আইছে, অহন রাজার কইন্যারে বিয়া করব যে, তার লাইগ্যা ফজর ভাতায় বইছে।

এই হান দিয়া উজিরে রাজারে কয় ঃ

৭৪. দাঁড়াইয়া

—মহারাজ! অহন ত বেবাকতাই অইছে আপনের মুখ ও ঠিক রইছে, আর জামাইর লাগান একজন জামাইও পাইলাইন। ছিপাইর লাগান এমুন জামাই বিছড়াইয়াইয়া কই পাই লাইন অইলে? তে নেওহাইন সংকাজ যত তড়াতড়ি অয় ততই মঙ্গল।

—হ' উজির এইডা ত ঠিক কথাই।

তে যাও ছিপাইর অনুমতি লইয়া তারে নির বেরে গোছল পাড়ানির ব্যবস্থা কর। আর আম্মি[৭৬] আন্দরে গিয়া কইন্যারে সাজানীর ব্যবস্থা কর।

তৎক্ষণাতে উজির, ছিপাইর কাছে গিয়া কইতাছে—এগো, ছিপাই আপনে যহন রাইক্ষস মারছুইন তে রাজার পরতিজ্ঞা মতে ত অহন রাজ কইন্যারে আপনের বিয়া করন লাগে।

ছিপাই বেশী কইন্যায় কয়ঃ

—উজির আমি রাজ কইণ্যারে বিয়া করাম কেমনে! আমার মায় যে মানত কইরা গেছে। রাজায় এই মানত পূরণও করত না আমার বিয়াও অইত না।

—কি গো ছিপাই! আপনের মায় কি মানতটা করছে যে রাজার পূরন করতে পারত না!

—উজির, আমার মায় মানত করছে যে আমার বিয়া অইব তেরুয়ালের উপরে। বিয়ার পর ছয় মাস লাগাত বউয়ের মুখ দেখতাম পারতাম না আর এই ছয় মাসের মধ্যে একটা কড়ির তালার কাডানি লাগাব। একজন কামলায় এক উডামাডি কাডব আর এক উড়া কড়ি নিব। তে এই মানত কি রাজায় পূরণ করব!

—আচ্ছা ছিপাই আমি অহনেই রাজারে আপনের মানতের কথা কইয়া দেহি, তাইন কি কয়ঃ

এই কথা ছিপাইরে কইয়া উজির রাজার টোনে ছিপাইর মানতের কথা গিয়া কইছে রাজার হইন্যায় কয়ঃ

—আরে উজির এইডা কি কও! আমার দশটানা পাঁচটানা একটা

৭৬. আমির

মাইয়া, তে তারে বিয়া দিতে আমার রাজ্যোত্তির আধা গেলেগাও কি চিন্তা করবাম। তুমি অহনেই ছিপাইরে জানাও গিয়া তার মার মানত আমি পূরণ করবাম।

তে উজির গিয়া ছিপাইরে রাজার কথা জানাইছে—ছিপাই ও রাজী অইছে।

দিন তারিখ দেইখ্যা ধূম ধরফা কইরা ছিপাইর নামে তেরুয়ালের উপরে মালা দিয়া রাজ কইন্যা ফুলমতীর বিয়া অইয়া গেছে। ছয় মাসের মাইঝে কইন্যার লগে দেহা করত পারত না এই সর্তে কইন্যা থাহে আন্দর বাড়ীত। আর ছিপাই দিনে রাজ বাড়ীর কাম কাজ কইরা রাইতে হেই মাইল্যানীর বাড়ীত গিয়া থাহে। দিন যাইতাছে—এক দিন ছিপাইয়ে কয়:

—কি মহারাজ কড়ির থালাবডা[৭৭] কাইটাত আমার মার মানতটা রাহন লাগে।

রাজায় কয়:

—আরে বাবা এইডা কও! তালাব কাডাইবা তে কাডাও না কেরে! এইডা ফিইরাবার আমারে জিগাইতা আইছ কেরে, রাজ্যত্তিত অহন তোমারই।

তে ছিপাইয়ে কি করছে, দেশে দেশে ঢোলের ঘোষণা দিয়া দিছে যে, রাজ বাড়ীত

একটা তালাব কাডা অইব। জনে এক উরা মাডি কাটব। আর এক উরা কইরা কড়ি পাইব। কেউ এক উরার বেশী কারতার-তনা এই ঘোষণা দিয়া তালাবের মাপ যোখ দিয়া দিছে। দেশে দেশের লোকজন আইয়া এক উরা মাটি কাইট্যা এক উরা কইরা কড়ি লইয়া যাইতাছে।

এইহানে এই কথা রইল, এখন মধুর রসের বাণী
মাধব রাজায় কি করে হেইডা একটুক শুনি॥

৭৭. পুকুর খনন

(৭)

[মালঞ্চির জন্যে মাধবের উন্মত্ততা ও মিলন]

বলা রাজার বাড়ীত জামাই আইছে। পোয়া পোয়া কইরা রাইত খান পষাইছে। বিয়ার লগন আইছে তহন ত মালঞ্চি কইন্যারে বিছড়াইয়া[৭৮] পায় না। কইন্যারে পায় না যে পায়েই না। এক দিন দুইদিন গেছে, বিয়ার জামাই ফিরত গেছে। মাধবের হুগল হুইন্যাত বুঝছে যে বিষয়ডা কি অইছে। ঘড়ে ও যহন মনপবনের নাও হান নাই। তে-হে কি করবা। মনে মনে খালী হায়! হায়! করে। মুখ ফুইট্যা কিছু কইত ও পারে না সইত ও পারে না।

একদিন বলা রাজারে গিয়া কইতাছে ঃ

—মহারাজ গো, আমারে বিদায় দেওহাইন। আমি দেশ খুইজ্যা মালঞ্চিরে যেইহানে পাই, হেইহান তেই লইয়া দেশে আইবাম। না পাইলে এই পুড়া মুখ লইয়া আর ফিরতাম না।

রাজায় কয় ঃ

—বাবারে মাধব, কইন্যা গেছে গেছেই। তার লাইগ্যা তোমারেও অহন আরাইবাম। এইডা অইত না।

মাধব এই কথা হুনলেত। একদিন রাইতে কেউরট্যোন[৭৯] ভালাবুড়া কিছুই না কইয়াই বাড়ীত্যে বাইর অইয়া কইন্যার তালাশে রওনা করছে যাইতাছে। যাইতে যাইতে এই গেরাম হেই গেরাম এই ভায় সাত গেরাম ছাড়াইয়া সামনে পাইছে এক বেডা ফহির একটা সারিন্দা লইয়া ভিক্ষা করত যাইতাছে। তহন মাধব ফহির বেডারে কয় ঃ

—এরে ভাই! তুই আমার পোষাগডা নিয়া তর সারিন্দাডা আর পোষাগটি দিয়া ফালা। ফহির দেহে অতদামী পোষাগ এই পোষাগ বেইচ্যা বইয়া খাইলে ও জিন্দেগী যাইব গা। তে ফহির এই ডাতে রাজী না অইব কেরে? তাড়াতাড়ি কইরা তার পোষাগটি আর সারিন্দাডা মাধবেরে দিয়া মাধবের পোষাগ লইয়া গেছে গা!

মাধব ফহিরের ছিড়াভিড়া পোষাগ পিইন্দা সারিন্দা বাজাইয়া মালঞ্চি কইন্যার গান করতে করতে যাইতাছে।

আর বুলেরে—

একতারে বুলেরে কেবল

আর তারে বুলেরে কেবল

ঐ যে মালঞ্চি কইন্যারে

কি গুনের রাজা মাধবরে॥

আর বুলেরে—

বাড়ী বাড়ী যায়রে মাধব

মাধব আরে মালঞ্চির গান গায়

এই দেশ খান ছাড়াইয়ারে মাধব

ঐ যেরে বুইট্যাল রাজার দেশে যায়রে

কি গুনের রাজা মাধরে॥

আর বুলেরে—

এই ও মতে মাধব আরে

আরে মাধব, বুইট্যাল রাজার দেশে গেল

কড়ি দিয়া তালাব রে কাডায়

আরে মাধব শুনিতে না পাইল রে

কি গুনের রাজা মাধব রে।

কথা :

বুইট্যাল রাজার দেশে গিয়াই মাধব হুনে রাজ বাড়ীত একটা তালাব কাডাইতাছে কড়ি দিয়া। এক উড়া মাডি কাটলেই এক উড়া কড়ি দেয়। মাধব মনে মনে কয় : আইজ কয়দিন ধইরা যহন ভিক্ষাও বেশী পাইতেছি না, তে যা আইজ রাজ বাড়ীত গিয়া এক উড়া মাডি কাইট্যা একউরা কড়ি লইয়া আইগা। মাধব রাজার এই মনে ভাইব্যা কি করছে, এক গিরছ বাড়ীত গিয়া ডাক দিছে

—এগো আপনেরা বাড়ীত কেলা আছুইন। তহন বাড়ীর ভিতরেতো এক বুড়া বাইর অইয়া জিগায় :

—কি গো ফহির মিয়া, কি চাও।

—মেয়া সাব গো! শব্দে শুনছি রাজার বাড়ীত বিলে একটা কড়ি তালাব কাডাইতাছে। তে আপনেরার একডা কুদাল আর একটা উড়া যুদি দিতাইন। আম্ম এক উড়া মাডি কাইট্যা আইতাম।

বুড়ায় কয়ঃ

—আরে বাবারে আমরায় ত উরা কুদাল একটাও বাড়ীত নাইগা। হেই দেহ ক্ষেতে আল খাড়া। আমার সাত পুজ, সাতজনেই ক্ষেতের আল ক্ষেতে থইয়া রাজার বাড়ীত গেছে মাডি কাটত।

—তে মেয়াসাব গো! আপনেরার কি একটা ভাঙ্গা কুদালও নাই?

বেড়ার ফাঁহে দিয়া বুইড়ার পুতের বউয়ে এই কথা হুইন্না কয়ঃ

—মেছাব, আমরার না একটা ভাঙ্গা কুদাল আর ভাঙ্গা উড়া আছে যেডা দিয়া গোবর ফালাই, তে বেডায় যহন অত কইরা চাইতাছে হেইডি দিয়া দেওহাইন।

পুতের বউয়ের কথা হুইন্না বুইড়ায় গোয়াইল ঘরতে গিয়া ভাঙ্গা কুদাল আর ভাঙ্গা উরাডা আইন্যা মাধবরে দিছে। মাধব সারিন্দাডা গিরছ বাড়ীতে থইয়া উরা কুদাল লইয়া রওনা করছে যাজার বাড়ীতে মাধব ও রাজার বাড়ীত গিরা পোঁচছে। তালাবে আর এক উরা মাডি রইছে। তহন লোকজনে কয়ঃ

—এই ফহির বেডা যহন অত দৌড়িয়া আইছে তে এই শেষ উরা মাডিডা তারেই দেও—কাডওক।

তে মাধব মাডিডা কাইট্যা উরাও ভরছে। দুইজনে ধইরা বাইন্ধা যহন মাডির উরাডা।

মাথ্যাত তুইল্যা দিছে তহনেই মাধব ধিরিন খাইয়া মাডিত পড়ছে পইড়া কয় 'হায়! কইন্যা মালঞ্চিরে তুরে বুজি আর পাইলাম না।' [এই বেডা অইছে রাজার পুত মোমের লাগান কাইল। কোনদিন পোঝা বিরার কাম করলে ত! পোঝা লইরা কেরে না পড়ব!] মাধব যহন পইড়া গেছে, তহন ছিপাইও তালাবের পাড়ে বওয়া আছিল নিজের নাম হুইন্যাই ছিপাই বেশী কইন্যা আগোয়াইয়া[৮০] গিয়া দেহে

৮০ অগ্রসর হয়ে।

এই লাই মাধব! 'হায়রে! যার লাইগ্যা অত কাণ্ড হেরেই আইন্যা খদায় মিলাইছে।

ছিপাইয়ে তাড়াতাড়ি লোকজনেরে উহুম কইরা মাধবরে রাজবাড়ীত নেওয়াইয়া সেবা যত্ন কইরা থা-থিত করছে। বোর গোছল পারাইয়া ভালা সাজ পোষাগ করইয়া আলাদা এক মন্দীরে লইয়া গেছে। চাহর নহররা মাধবরে আইন্যা খানা দিছে। ছিপাই ধারে বইয়া রইছে মাধবত খাওয়া থইয়া খালি ছিপাহির মুহের ফাইল চাইয়া থাহে।

ছিপাই কয়ঃ

—কি মিয়া, তুমি যে খালি আমার মুহের ফাইল চাইয়া থাহ?

মাধব চইক্ষের পানি ছাইড়া দিয়া কয়ঃ

—ছিপাই গো, দুঃখের কথা কি কইবাম, আমার একটা কইন্যা আছিন তার মুহের[৮১] আয় লয়ডা ঠিক আপনের মুহের লাগান।

তহনেই কইন্যায় আইস্যা ছিপাইর সাজডা খুইল্যা কয়ঃ

—আমি তোমারে আগেই চিনছি আর তুমি অহন ও আমারে চিনতার লানা?

কার খাওয়া কেলা খায়, মাধব-মালঞ্চি! মালঞ্চি! কইরা কইন্যারে গিয়া আগ্লাইয়া পিঞ্জাইয়া ধরছে। যার যির সুখ দুঃখের হগল বিত্তান্ত কইছে। তহন মালঞ্চি কি করছে মাধবরে মন্দীরে থইয়া কইন্যার বেশে রাজার সামনে গিয়া কইতাছেঃ

আর বুলেরে—

শুনেন শুনেন ঐ যে গো বাজজান
বলি যে আপনারে
সন্তাল কইরা দেখ্যুয়াইন আইয়া গো
আপনের জামাই আইছে দেশে রে
কি গুনের রাজা মাধব রে।

রাজায় কয়ঃ

এইডা কি! এই কইন্যা কইত্যে অইল। আর এইডা কি কয়।

৮১, মুখের আদর

কইন্যায় তহন রাজার কাছে আদী অন্ত যত কথা সগল খুইল্যা কইছে।

রাজায় হুইন্যা কয়ঃ

নেও মা তোমার লাগান একটা কতা যার আছে তার জনম ধইন্যা। মাধব যহন তোমার স্বামী অইব—তে আমার ফুলমতিরে ও তোমার ছোডু বইনের লাগান তার পায় থান দিও।

কইন্যায় কয়ঃ

বাপজান! এই কথাডাইত্য আপনের ট্যোনকইতাম চাইছলাম। তে শীঘ্র কইরা আমরার বিয়ার বেবস্থা করহাইন।

রাজায় তৎক্ষণাতেই পাত্র মিত্র ডাইক্যা নিজ কইন্যা ফুলমতী আর মালঞ্চিরে মাধবরে ট্যোন বিয়া দেওয়ার বেবস্থা করছে।

আর বুলেরে—

চইরী গাছি রাম রে কেলা

আরে দোয়ারে না গাঁরিয়া

মালঞ্চির বিয়া হয় গো আরে

সোনায়ে ঢুরিয়া রে

কি গুনের রাজা মাধবরে।

আর বুলেরে—

ফুলমতিরই বিয়া অইল রে

আরে সোনারে ঢুলিয়া

যত আছিন মনের ধান্দা হায় রে

গেল উড়িয়ারে

কি গুনের রাজা মাধরে ॥

কথাঃ

মালঞ্চি আর ফুলমতী দুই কইন্যা লইয়া মাধব এই রাজার বাড়ীতেই থাহে থায় দিন যায়।

'এই হানে এই কথা থইয়া

আরেক কথা যাই কইয়া ॥

(৮)

[দানব কর্তৃক ফুলমতির হরণ]

দ্যাওনীর[৮২] রাজ্যের দ্যাওনীরা কি করছে এক মলবীরে চুরি কইরা তারার রাজ্য নিয়া রাখছে। মলবী অহন কি করে এক একটা ছুরা কইয়া ফুমারে আর দ্যাওনীরার শইল্যে আগুন লাগে।

আগুনের জ্বালায় দ্যাওনীরা কয়ঃ

মলবী তুমি কি চাও হেইডা কও, তে ও আর আগুন লাগাইওনা

মলবী কয়ঃ

—দেখ দ্যাওনীরা, তরা যুদি বুইট্যাল রাজার কইন্যা ফুলমতিরে আইন্যা আমারে দিতারহ তা অইলে আর আগুন জ্বালাইতাম না।

এই কথা হুইন্যা বেবাক দ্যাওনীরা কয়ঃ

—বাপরে বাপ! যে জাতের বুইট্যাল রাজা! তার কইন্যারে আমরা কেউ আনতাম পারতাম না। আরও হুনছি কইন্যার বলে মাধব রাজার টোন বিয়া অইছে। এক বুইরা দ্যাওনী কয় আমি ফুলমতি কইন্যা আনতাম পারতাম। তে আমারে কি দিবা?

হগল দ্যাওনীরা কয়ঃ

—আরে বুড়! তুই আইন্যা দিতারলে তরে আমরার রাণী বানাইবাম

এই কথা হুইন্যা দ্যাওনী কি করছে, এক বুড়ীর রূপ ধইরা হেই বুইট্যাল রাজার বাড়ীত গিয়া উবস্থিত অইছে। বুড়ি আন্দরে গিয়া দেহে মালঞ্চি কইন্যা ফুলমতীর মাথা দেখতাছে।

তহনেই বুড়ি ফুলতীরে কয়ঃ

—নাতীনরে তরে কত কোলে কাঁহে লইয়া পালন করছিলাম। অহন তর বিয়াডা অইল আমারে জানাইও না।

ফুলমতী ত এই কথা হুইন্যা শরমে বইয়া রইছে। তে বুড়ী কতহান খাড়ইয়া থাইক্যা মালঞ্চিরে কয়ঃ

—বইনরে তুমি আমার লাইগ্যা গিয়া একটুক পান আনঅ আমি নাতীনের মাথাডা দেখতে থাহি।

---

৮২. দানবী

এই কথা হুইন্যা মালঞ্চি কি করছে—বুড়িরে ফুলমতীর মাথা দেখতে দিয়া নিজে গেছে পান আনত। বুড়ি কইন্যার মাথা দেহে আর কয়ঃ

—নাতীন আর একটুক ধারে আয়, এই কইয়া ধারে আনতে আনতে কোনক মতে তার রথটার মাইঝে ফুলমতীরে তুইল্যাই বুড়ি রথ দিছে ছাইড়া। দেখ, দেখ, করতে করতে কইন্যারে ছ্যাওয়ানীর দেশে লইয়া গেছে গা।

এইহান দিয়া মালঞ্চি ত পান লইয়া আইয়া দেহে বুড়িও নাই, ফুলমতীও নাই। কি অইল? কি অইল? গণক আইন্যা গণাইয়া দেহে কন্যা আছে ছ্যাওয়ানীর দেশে। এই কথা মাধব হুইন্যাই রাজার কাছে গিয়া কয়ঃ

—মহারাজ, আমারে বিদায় দেওহাইন, আমি একবার ছ্যাওয়ানীর দেশটা দেইখ্যা আই। রাজায় কয়ঃ

বাবারে, কইন্যা আরাইছি, আরাইছিই লগে তোমারেও আরাইবাম।

মাধব এই কথা হুনলে ত! কের বিদায় টিদায়। কেউরট্যোন[৮৩] না কইয়া না বাইয়াই একদিন আল্লার নাম লইয়া ছ্যাওয়ানীর দেশে রওনা অইছে। যাইতাছে। এক দেশ ছাড়াইয়া আরেক দেশে গেছে। সামনে পড়ছে সমুদ্দুর।

(৯)

[দৈত্যের কলহ]

এই সমুদ্দুরডার পাড়ে একটা সিদ্ধির ঝোলা লইয়া দুই ছ্যাওয়ে কাইজ্যা লাগছে। এরা দুই ভাই, একটায় কয়ঃ

—ঝোলা নিবাম আমি। আর একটায় কয়ঃ না, ঝোলা নিবাম আমি। এরা যহন কাইজ্যা করতাছে তহন দূরে মাধবরে দেইখ্যা একটায় কয়ঃ

—এরে ভাই, এই দেহা যায়, একটা মুনিষ্যি আইতাছে। ল' তার ট্যোন বিচার নেই। হুনছি মুনিষ্যি জাতি খুব বুদ্ধিমান, আর ন্যায় বিচারী।

৮৩. কাহারও কাছে

হেইডায় কয় :

—এইডাই ঠিক কথা। মুনিষ্যিই বিচার কইরা দিবনে, আমরা কে ঝোলা পাইবাম।

—তে দ্যাও আত উড়াইয়া মাধবরে ডাকতাছে। মাধব দ্যাওয়েরারে দেইখ্যা মনে মনে কয় : এই অহন সারছে। আচ্ছা দেহি ; ডাকতাছে যহন তে কি অয়।

এই মনে কইয়া বুহে সাহস বাইন্ধা মাধব দ্যাওরার কাছে গেছে। তহন দ্যাওরা ঝোলাডা দেহাইয়া কয় :

—এগো মুনিষ্যি আমরার এই বিচারটা কইরা দিয়া যাও। আমরার বাপ মরণের সময় এই ঝোলাডা থইয়া গেছে অহন আমরা দুই ভাইত্যে এইডা কেলা পাইব ?

মাধব কয় :

—আচ্ছা, হেমডা পাইবাম যে, আগে কও এই ঝোলাডা দিয়া কি অয় !

দ্যাওরা কয় :

—এই ঝোলারে যেইডাই কওন যায় হেইডাই করে।

মাধব কয় :

—আচ্ছা বেশ! আমি যা বিচার করি তাই তোমরা মানতে রাজী আছ !

দুইজনেই কয় :

—হেঁ আমরা রাজী আছি।

—রাজী থাহলে এক কাম কর। ঝোলাডা আমার টৈন থইয়া দুইজনেই এই সমুদ্দে গিয়া ডুব দেও। যেই শেষে উঠবা, হেই এই ঝোলা পাইবা।

দ্যাওরা খুশী অইয়া একটায় আরেকটারে কয় : কেমুন কইছলাম যে, মুনিষ্যি জাতী বড় বুদ্ধিমান, আর স্তায় বিচারী। কি সুন্দর বিচারটা করছে।

এই কইয়াই দুই দ্যাও সমুদ্দে লাইম্যা ডুব দিছে। দ্যাওয়ের ডুব! এক ডুবে এক ঘণ্টা পরে একটা ভাইস্যা দেহে হেইডা অহনও ভাসছে না। তহনেই এইডা ফিইরাবার ডুব দিছে। আর কতহান পরে হেইডা ভাইস্যা দেহে এইডা অহনও ভাসছে না, তহন এইডাও ফিইরবার ডুব দিছে। মাধবে কয়ঃ আমি অহনও চাইয়া রইছি কেরে? এইতানে এইহানে ডুবাইতে থাওক আমি ঝোলা লইয়া যাই। তহন মাধব ঝোলারে কয়ঃ

—এরে ঝোলা, আগে আছলে কার!

—আগে ত আছলাম মিরহা দ্যাওয়ের।

—তে অহন কার!

—অহন ত তুমি মাধবেরই।

—আমি য' কই তাই অইব।

—হেঁ, তাই অইব।

—তে আমারে লইয়া এইক্ষণ দ্যাওনীর রাজ্যে লইয়া য়া।

আদেশ পাইয়াই সিদ্ধির ঝোলায় মাধবরে লইয়া উড়া করছে, যাইতাছে।

এইহান দিয় দ্যাওনীরা যাদু দিয়া জানছে যে বেডার বেডা মাধব ফুলমতীরে নিত আইতাছে। এই জাইন্যাই তারা কি করছে। জন যাতি মাডির তলে গাতা কইরা গাতার ভিতরে বইয়া রইছে। আর গাতার উপরে ডাহুন[৮৪] দিয়া ঘুইরা থইছে।

মাধব দ্যাওনীর রাজ্যে গিয়া দেহে, একটা দ্যাওনীর পাত্তাও নাইগা। কিরে শরবে হুনছি দ্যাওনীর দেশ। তে একটা দ্যাওনী ও যে নাইগা, এইডার কারণডা কি? মাধব ঘুরতাছে-ফিরতাছে, আর একবার মাডির ফাইল নজর কইরা দেহে, একটুক ছাড়াইয়া ছাড়াইয়া ডাহুন। কিরে—অতডা ডাহুন কের? একটা তুলা দিয়া দেহে—এইডার তলে এক দ্যাওনী বওয়া। তহনেই আর কথা-বার্তা নাই এইডারে চুলে ধুইরা হেঁছড়াইয়া তুইল্যা পিঠ পাতারে কয়েক বাড়ি দিছে।

৮৪. ঢাকনি

এইভায় ডাহুন উদাম কইরা চুলে ধইরা তুলতাছে আর স্থাওনীরারে জইড়াইতাছে। আর একটা তুলা দিয়া দেহে কইন্যা। তহন আর কি, কইন্যারে ঝোলাতে তুইল্যা লইয়া দেশের ফাইল পথ দিছে। সমুদ্দুরের উপরে দিয়া যহন উইড়া যায় তহন দেহে দুই স্থাও তহনও ডুবাইতেই আছে। একটা ডুব দেয় আর একটা ভাসে।

কইন্যা লইয়া যহন বুইট্যাল রাজার বাড়ীত গেছে তহন লোকজন মাধবরে ধন্য ধন্য করতাছে। একদিন রাজ দরবারে এক উজিরে কয়ঃ

—মাধব রাজায় স্থাওনীর দেশ থাইক্যা যহন কইন্যা লইয়া আইয়া পড়ছে। তে আয়রা দেশের আয়রা বাদশার কইন্যাডারেও কিবেন আন ত পারল অইলে। আয়রা কইন্যায় পাশা খেলাইয়া কত রাজা জমিদারের পুতরে যে, কয়েদ কইরা রাখছে, এইডার সীমা সংখ্যা নাই। পাশা খেলায় কইন্যারে কেউ আরাইতেও পারে না, কইন্যারেও বিয়া করত পারে না।

এই কথাডা মাধব হুনছে। হুন্যিরাই আন্দরে গিয়া দুই কইন্যার টোন বিদায় চাইতাছে।

আর বুলেরে—
শুন শুন কইন্যা গো শুন
শুন কই তোমরা রে
আমারে না বিদায় গো দেও
যাইতাম আয়রা বাদশার দেশে রে
কি গুণের রাজা মাধব রে ॥

আর বুলেরে—
শুন শুন প্রাণের গো পতি
আরে শুন কই তোমারে
না যাইও, না যাইও গো তুমি
আয়রা কইন্যার দেশের
কি গুণের রাজা মাধব রে ॥

আর বুলেরে—
আয়রা কইন্যার দেশে গেলে গো পতি

না আইবা ফিরিয়া
কি করিয়া থাকবাম গো আমরা
বেঁওয়া রাঁরী আইয়া রে
কি গুণের রাজা মাধব রে।।

আর বুলেরে—
শুন শুন কইন্যা গো শুন
শুন কই তোমরা রে
এক মাসের কালে গো আমি
ফিরিয়া আইবাম দেশে রে
কি গুণের রাজা মাধব রে।।

এইহানে দুই কইন্যারে কইয়া বাইয়া বুঝাইয়া-শুনাইয়া বিদায় লইয়া আয়রা বাদশার দেশে রওনা করছে।

(১০)

[আয়রা কন্যার দেশে গমন]

এইহান থাইক্যা মাধব আরে করিছে গমন,
আয়রা বাদশার দেশে গিয়া দিল দরিশন।।

লোকের কাছে জিগাইতে জিগাইতে মাধব, আয়রা কইন্যার বাড়ীত গেছে। বাইর বাড়ীতে গিয়া দেহে একটা তামার ডঙ্গা, লটকাইল। ডঙ্গাডার উপরেই লেইখ্যা থইছে যে, "কইন্যারে পাশা খেলায় যে আরাইত পারব, কইন্যা তারটাই বিয়া বইব। আর কইন্যার লগে পাশা খেইলে না পারলে জনমের লাইগ্যা কয়েদখানায় বন্দী অওন লাগব।"

এই দেইখ্যাই আর কথাবার্তা নাই। আল্লার নাম লইয়া মাধব লোয়ার গুর্জ দিয়া ডঙ্গাত এমুন এক বাড়ী দিছে যে, বাড়ির ছোডে ডঙ্গা ছিইট্যা কই গিয়া যে পড়ছে, তার ঠিক্-ঠিকানাই নাই।

ডঙ্গার আওয়াজ হুইনাই আয়রা কইন্যা তার দাসীরে পাডাইছে। দাসী বুক ফুলাইয়া আইয়াই মাধবরে সামনে দেইখ্যা কয়ঃ

—কি তুমি ডঙ্গা কি করছ? ডঙ্গাত যে বাড়ি দিছ, আমরার কইন্যার শর্ত জানত?

দাসীর কথা হুইন্যাই মাধব দাসীর পিঠ পাথারে দু'তিন বাড়ি দিয়া কয়ঃ

—দাসীর ঘরের দাসী, শর্ত না জাইন্যা কি এমনেই ডঙ্গাত বাড়ি দিছি?

বাড়ি খাইয়া দাসী চেঁচাইতে চেঁচাইতে দৌড়ছে। আন্দরে গিয়া কইন্যারে কয়ঃ

—কইন্যা, এই অত দিনে আইছে বাপের পুত। এইবারে তোমারে লইয়াই যাইব।

কইন্যায় কয়ঃ

—অইয় যা তারে লইয়া আয়গা দেহি কেমুন বাপের পুত আইছে।

—না গো কইন্যা, এই যমের সামনে আমি আর যাইতাম না।

—কইন্যায় আরেক দাসী পাডাইয়া মাধবরে ঘরে আনাইয়া বও-য়াইছে। পান তামুক দিয়া কইন্যায় কয়ঃ

—আপনে আমার শর্তের কথা জানুইন ত!

মাধব কয়ঃ

—শর্তটর্ত থও ফালাইয়া। পাশা খেলবা নাহি, খেলা লইয়া বও।

কইন্যায় দেহে বড় গরম। তে একখুনে সইঞ্চ্যাডা অইছে কইন্যায়ও পাশা লইয়া বইছে। কথা অইছে একের পর এক তিন পাট্টি জিততার লেই খেলার আইর অইব। খেলতাছে খেলতাছে। না, কইন্যায় এম পাট্টি জিইত্যা ফালাইছে।

তহনেই মাধব কয়ঃ

—কইন্যা, আইজ আর খেলতাম না। খেলবাম কাইল।

কইন্যায় কয়ঃ

—বেশত, কাইল খেলাই, কাইলেই খেলবাম।

এই কইয়া এই দিন খেলা বন্ধ কইরা দিছে। রাইত গেছে। পরের দিন সহালে মাধব কইন্যার বাড়ীর চাইর পাশটা ঘুইরা ফিইরা যহন দেখতাছে—তহন এক বুড়ি কয়ঃ

—বাবারে, কেমুন বাপের কেমুন পুত ! কেরে আইছ—কইন্যারখপ্পরে পইড়া মরতে। কইন্যা বিয়া বইছেও ভালা, আর তুই বিয়া করছ ও ভালা। তার লগে কি পাশা খেলাইয়া পারবে ?

মাধব কয় ঃ

মাইয়া গো, কইন্যার লগে পারতাম না কেরে ?

—আরে বাবা, পারতে না যে, কইন্য খেইলে বয় সুময় বাত্তিডা থয় একটা বিলাইয়ের মাথাত। আর তার লুড়ুমের মাইঝে রাহে কয়ডা সাইরের উন্দুর। তহন দেহে কন্যায় আরতাছে তহনেই আতে তুরি মারে। তুরি মারতেই সাইরের উন্দুরটি লুড়ুমতে বাইর অইয়া সামনে আইতেই বিলাই যায় উন্দুর ধরত। তহনেইত্যে বিলাইর মাথার বাত্তি পইড়া জিইম্যা[৮৫] যায়। এই ফাঁহে কইন্যায় আইরের গুড়ি জিতের ঘরে নেয় আর জিতের গুড়ি আইরের ঘরে নেয়।—তে বাত্তি আলাইয়া খেলা জুরলেইত্য তার লগে আর কেউ পারে না।

মাধব কয় ঃ

—তে মাইয়া গো, কি করলে কইন্যার লগে খেলাডা জিতোতারবাম ?

—বাবারে খেইলেব সুময় তুই যদি একটা বেজির বাচ্ছা সামনে লইয়া বছ তেই জিততারবে। বেজির ডরে উন্দুরও বাইর অইত না আর বিলাই ও লড়ত না। বাত্তি না জিমলে কইন্যায় ফিইরাবার পুরুষের লগে পারে কি কইরা ?

এই কথা হুইনা মাধব যাইতাছে। এক টুক দুরগিয়াই দেহে কয়ডা রাখুয়াল ছেড়াইনে একটা বেজির বাচ্চা ধইরা মারতাছে আর কইতাছে ঃ

—এরে এইডায় হেই দিন আমরার মামুরার মুরগী ছাউ খাইয়া ফালছিন।

আরেকটায় কয় ঃ

—অইয়া এইডায়ই হেইদিন আমরা অমুকের আঁস[৮৬] খাইয়াছিল। এক এক জনে এক একটা কয় ঃ আর বেজীর বাচ্চারে মারতাছে।

৮৫, নিভে যায়

৮৬, হাঁস।

মাধব রাখুয়ালরারে কয় ঃ

—ভাইরে বেজীর বাচ্চাডা আমারে দিয়ালবা—রাখুয়ালরা কয় ঃ

—না বেডা এইডা দিতাম না।

—তোমরারে পাঁচটা টেকা দেই তে ও বাচ্চাডা আমারে দিয়া ফালাও।

টেকার কথা হুইন্যা রাখুয়ালরা খুশী অইয়া বাচ্চাডা মাধবরে দিয়া ফালছে। মাধব বাচ্চা লইয়া কইন্যার কাছে গিয়া কইতাছে ঃ

আর বুলেরে—

শুন শুন, শুন কইন্যা

শুন কই তোমারে

আইজ্যা সকাল কইরা লও গো কইন্যা

পাশা খেইল খেলাই রে ।।

কি গুনের রাজা মাধবরে।

কইন্যায় কয় ঃ

আর বুলেরে—

শুন শুন ঐ-যে রে সাধু

সাধু বলি যে তোমারে

পান-তামুক খাইয়ারে লহ

এই যে পাশা খেইল খেলাই ওরে।

কি গুণের রাজা মাধব রে ।।

কথা ঃ

তে পান-তামুক খাইছে, খাইয়া বাত্তিহান জ্বালাইয়া দুইজনে পাশা খেইলে বইছে। মাধব বেজীর বাচ্চাডা সামনে লইয়া খেলতাছে খেলতে খেলতে কইন্যায় যহন আরতাছে তখনেই আর আর দিনের লাগান তুরি মারছে, তুরি মারলে কি অইব? উন্দুর বাইর অইয়াই বেজী দেইখ্যা পলাইছে আর বিলাইত বেজীর ডরে আগেই কপ্ত[৮৭] লাইগ্যা রইছে। কইন্যা এই পাট্টি আরছে। ফিইরাবার খেলা লইছে। হেই

৮৭. সন্ত্রস্ত

কইন্যা আরছে। এইভায় এক এক কইরা তিন পাট্রি না কইন্যার পাঁচ পাট্রি আরছে। তহনেই আর কথাবার্তা নাই। মাধব কইন্যার চুলডার মাইঝে থাপা দিয়া ধইরা কয়ঃ

আর বুলেরে—
শুন শুন ওহে গো কইন্যা
শুন কই তোমারে
কত কত সাধু গো সদাগর
কেরে রাখিছ কয়েদ করিয়াছে
কি গুনের রাজা মাধবরে ॥

কইন্যায় মাধবের পাউ ধরতাছে। আর কইতাছে

আর বুলেরে—
ছাইড়া দেও ছাইড়া দেও রে সাধু
সাধু ধরি তোমার পায়ে
হাতে ধরি পায়ে গো ধরি
ছাইড়া দেও আমার রে
কি গুনের রাজা মাধব রে ॥

আর বুলেরে—
রাজ্যি বল, পাটের বল সাধু
আরে সকলি তোমরার রে
ছাইড়া দেও ছাইড়া দেও সাধু
কইলাম তোমার আগেরে
কি গুনের রাজা মাধব রে ॥

কথা ঃ

তে মাধব কইন্যারে ছাইড়া দিয়া কয়েদখানায় যত কয়েদী আছিন হগলেরেই ছাইড়া দিছে। কয়েদীরা মাধবরে দোয়া আশির্বাদ কইরা যার যির দেশে চইল্যা গেল।

একদিন দুইদিন গেছে। মাধব কইন্যারে ডাইক্যা কয়ঃ

—কইন্যা আমি দেশে চল্লাম।

কইন্যায় কয় ঃ

—তুমি দেশে যাইবা আর আমি এইহানে থাইক্যা কি করবাম? আমারেও সঙ্গে লইয়া যাও।

—তুমি যে আমার লগে যাইবা, তে—তোমার রাজ্যত্যি দেখশুন করব কে?

—রাজ্যত্যির ভার উজিরের উপরে দিয়া যাইবাম। হাঁপ যেইহানে যায়, তার লেঙ্গুরও ত হেইহানেই যাইব, তে রাজ্যতির লাইগ্যা থাহন যাইব?

—বেশ কইন্যা! তে আমার লগে লও।

আরও একদিন দুইদিন গেছে। হগলতা ভাও বেবস্থা কইরা ঃ

—"আয়রা কইন্যা লইয়া মাধব করিছে গমন, মাস পনরে, নিজ বাপের রাজ্যে আইয়া দিল দরিশন।"

—মাধব আয়রা কইন্যারে লইয়া তার বাপের বাড়ীর কাছ কাছ আইয়া কইন্যারে কয় ঃ

—কইন্যা গো, আমি অইছি এই দেশের রাজার পুত। আর তুমি ও অইছ একটা রাজার কইন্যা।

—তে তোমারে যুদি এইভায় আঁডাইয়া[৮৮] বাড়ীত লইয়া যাই —তে পরজা কি কইব আর আমার ভাই-বউয়াইনেই কি কইব! তে তুমি এই গাছটার তলে একটুক খাড়ও[৮৯] আমি একটা গালহী লইয়া আই।

কইন্যায় কয় ঃ

—ঠিহেইত্য।

—তে কইন্যারে একটা গাছের তলে থইয়া মাধব গেছে পালহীর খুঁজে। কতহানি দূর গিয়াই কের পালহী টালহী আগে লোকজনের কাছে। জিগাইতাছে তার রাজ ভাইরার কথা, ভাই-বউরার কথা। লোকজনে কয় ঃ

—আরে সাইব, কি কইন! যাবার কইতাছুইন এরাত অহন

৮৮. হাটিয়ে।

৮৯. দাঁড়াও

রাজবাড়ীর ঘোড়ার কচুয়ান, দারুয়ান। আগের উজির অহন রাজা অইছে। এইলাই[৯০] রাজ্যখি চালায়।

মাধব যহন বাড়ীর আশ পাশ গিয়া এই রহম খুঁজ-খবর নিতাছে তহন হেই উজির রাজা করছে কি? কের লাইগ্যাবেন এই পথটা দিয়া যাইতাছিন। একা একেশ্বর গাছতলায় এমুন সুন্দরী কইন্যা দেইখ্যা ত উজিরের লোভ অইয়া গেছে। তে কইন্যার কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা-বাদ করতাছে।

—এগো কইন্যা কইন্যা গো, তুমি কে? এইহানে কি কইরা আইলা!

কইন্যায় কয়ঃ

আমি ত অমুক। এই দেশের রাজার পুতে আমারে আনছে। তে তাইন আমারে এই হানে থইয়া পালহী আনত গেছে।

উজির কয়ঃ

—কইন্যা, তুমি পড়ছ ঠগের পাল্লাত। এই দেশের রাজার পুত ফিইরাবার কেলা? রাজাত আমিই আমার কোন পুত্র সন্তানই নাই তে রাজার পুতটা অইব কইত্যে? ঠগের কথা বাদ দেও। কইন্যা লও আমার লগে যাইগা; তোমারে আমি রাণী করবাম।

উজিরের কথায় কইন্যায় যহন রাজী অয়না। তহন এক রহম জোর জবর কইরাই কইন্যারে লইয়া পথ দিছে। যাইতাছে গা। কইন্যায় দেহে বিপদ! রাজার লগেত হাজায়ও পারে না।

তে মনে মনে এক ফম[৯১] কইরা কয়ঃ

—এগো আপনে অইছুইন এই দেশের রাজা। রাজা অইয়া আমারে যদি আডাইয়া বাড়ীত লইয়া যাইন তে পরজারা কি অইব! আমারে এইহানে থইয়া একটা পালহী কি ঘোড়া লইয়া আওহাইন গা।

উজির দেহে কইন্যায়ও ঠিক কথাই কইছে। আডাইয়া নিলে পরজারাত মন্দই কইব। তে কইন্যা পথে খাড়াইতা কেরে? আইও এই যে সামনে বাড়ীডা দেহা যায় এইডাত তোমারে থইয়া যাই।

---

৯০. সেই

৯১. বুদ্ধি

এই কথা কইয়া উজিরে এক মড়লবাড়ীত কইন্যায় থইয়া নিজের গেছে ঘোড়া আনত।

হেই হান দিয়া মাধব লোকের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ কইরা গাছ তলায় আইয়া দেহে কইন্যা নাই। কিরে কইন্যা কই গেল! আমার দেরী দেইখ্যা কইন্যায় বেন আগুয়াইতাছে[১২]। এই মনে কইরা মাধব রাজা কি করছে। সামনের গাঁওয়ের দিগে যাইতাছে। গাঁওয়ের মাথাত পইলা বড় বাড়ীডা দেইখ্যা বাড়ীর কর্তারে ডাইকা জিজ্ঞাসাবাদ করতাছে এগো সাইব এই দেশটার রাজা কেলা!

বাড়ীর কর্তায় কয়ঃ

—বাবারে এই কথাডা আর কইও না। রাজা আছিন রাজার লাহান, অহন উজির রাজা অইছে।

—উজিরে রাজা অইছে কেরে গো সাইব! রাজার কি কোনু পুত্র সন্তান আছিন না!

—পুত্র থাকত না কেরে! রাজার যোগিামান সাতটা পুত আছিন অইলে কি অইব। সাত পুতের মাইঝে হগলের ছোড, মাধব চেংড়া থাকতেই বাড়ী ছাইড়া নিরদ্দেশ অইয়া গেছে। তার কোনু ঠিক ঠিকানা নাই। আর ছয় ভাই সিঙ্গাসন লইয়া কাইজ্যা-কুইজ্যা করছে। এই ফাঁহে উজির রাজা অইয়া গেছে।

—সাইব গো, উজির যে রাজা অইছে, এইলা কেমুন!

—তার কথা আর কইও না, তার জালায় আমরা বিরান বিরান অইয়া গেছি। দেহগা মিয়া, এই কতহান আগেই উজিরে কার বউ আইন্যা এই ঘরে থইয়া পালহী না ঘোড়া আনত গেছে। রাইখ্যা ও মরি না রাইখ্যাও মরি! এই রহম জালা-জালাডা করে।

মাধব ত বুঝছে যে, এই বউলা কার! তে মড়লরে কয়ঃ

—সাইব গো, এই বউলা ত আমার তে আমি তার লগে একটা কথা কইয়া যাইতারি!

মড়লে কয়ঃ

১২. অগ্রসর হচ্ছে

—য.ও মিয়া তোমার জননার[৯৩] লগে, তুমি একটা কেরে, দশটা কথা কইয়া যাও। অইলে ও উজির আওনের আগে আগেই যাইবা গা।

—তে মাধব বাড়ীর ভিতরে গিয়া কইন্যারে কয়ঃ

—কইন্যা তুমি আয়রা বাদশার ঝি আয়রা কইন্যা, তে নামে ও যেমুন আয়রা কইন্যা কামেও এমুন দেহাই তা চাই।

এই কইয়াই মাধব, ফিইরাবার মড়লের ধারে আইয়া কয়ঃ

—সাইব গো, মাধব যুদি ফিইরাবার দেশে আইয়ো তে তারে আপনেরা রাজা মানবাইন?

মড়ল কয়ঃ

—বাবারে! মাধব আইলে আর কথা অছিন!

—তে দেহী মাধবরে নি দেশে আনতারি।

এই কইয়াই মাধব রাজা এই হানতে বিদায় লইয়া গাঁও গাঁও সাড়া দিতাছে।

মাধব যাইতেই তার পিছে দিয়া উজিরে একটা ঘোড়া লইয়া মড়লের বাড়ীত আইছে কইন্যারে নিত। কইন্যায় উজিররে কয়ঃ

—আপনে অইছুইন একটা রাজা। আপনের লগে আমি যাইবাম তে মাইনষে দেখত কেরে আপনের বাড়ী আর এ বাড়ীয়ো দুই দিগ দিয়া দুইডা পর্দা লটকাওহাইন। আমরা দুইজন এই পর্দার মাইঝে দিয়া গলাগলি করতে করতে যাইবাইগানে।

—উজিরে চোহে লাগছে। কইন্যার কথাডাও কইছে। তে, না করে কি কইরা? তৎক্ষণাতেই উজিরে বাড়ীত গিয়া লোকজনরে উহুম করছে। ধরমার কইরা দেখতে দেখতে রাজার বাড়ীয়ো আর মড়লের বাড়ীয়ে দুই দিগে দুই পর্দা টাঙ্গাইয়া পথ কইরা দিছে। তে এই পর্দার আওলে দিয়া কইন্যা আর উজির হাউস রং করতে করতে যাইতাছে। একটুক দূর গিয়া ইকইন্যায় কয়ঃ

—এগো অনেকদিন ধইরা ঘোড়া দৌড়াইনা আপনে যদি একটুক ঘোড়া অইতাইন, তে আপনের পিডে একটুক বইতাম। এইহানের

৯৩. স্ত্রী

আমরা দুইজনেই আর কেউ ত দেখত না। উজির কইন্যার 'এঁ্যালে'[৯৪] পাগল অইয়া গেছে। কইন্যায় ছোয়াল করছে এইডা কি, না করণ যায় তাড়াতাড়ি আমহা[৯৫] দিয়া কয়লে—

—কইন্যা, তোমার ঘোড়াত উঠতা অত মন লইছে তে নেও আমার পিঠেই উঠ। তহনেই কইন্যায় একটা আদত ঘোড়ার লাগাম উজিরের মুহে লাগাইয়া তার পিডে উইঠ্যা বইছে। উজির কইন্যারে লইয়া আমহাইয়া আমহাইয়া যাইতাছে। আন্দর বাড়ীর কাছ কাছ যহন গেছে তহন কইন্যায় একটুক একটুক কইরা লাগামডা টানতাছে তে উজিরে কয়ঃ

—আহ, কইন্যা, আস্তে। দুঃখু পাইতাছি। কইন্যায় এই কথা হুনলে ত! আস্তে টানতে টান্‌তে আন্দরে নিয়া, লাগামে খুব কসাইয়া যহন দুই তিন বাড়ি দিছে তে বাড়ি খাইয়া উজির মরছে। হেইহান দিয়া মাধব রাজায়ও লোকজন লইয়া রাজ বাড়ীতে আইছে। "মাধব রাজা আইছে"। এই রব হুইন্যা মাধবের ছয় ভাই-বউ বাস্নুন মাড়ানী[৯৬] থইয়া দৌড়িয়া আইছে। ছয় ভাই ঘোড়ার পাঁইছাল ধরতে দৌড়িয়া আইছে। ভাই! ভাই! কইরা একে আরেক গলাত ধইরা কান্দা-কাডি করছে। অত দিনের সুখ-দুঃখের কথা কইছে।

মাস্যাধিক কাল আয়রা কইন্যা লইয়া মাধব, সুহে থাইক। খাইয়া পাঁচ ভাইয়ে বাপের রাজ্যত্যি দিয়া বড় ভাই আর বড় ভাই বউ চন্দ্রবন কইন্যারে লইয়া গেছে আয়রা কইন্যার রাজ্যে। আয়রা কইন্যার রাজ্য বড় ভাই আর চন্দ্রবন কইন্যারে দিয়া আয়রা কইন্যারে লইয়া বুইট্যাল রাজার দেশে গেছে। এই দেশে তিন কইন্যা লইয়া সুহে থাহে খায়, আমার কিচ্ছাও ফুরাইয়া যায়।

আর বুলেরে—

পান তামুক দেওখাইন গো সাইবান
আরও লংশুবারী
ভুল-ত্রুটি ক্ষেমা দিয়া গো
যাওখাইন যার তার বাড়ী রে
কি গুণের রাজা মাধব রে॥

---

৯৪. প্রেমে
৯৫. হামাগুড়ি
৯৬. ধোয়া

মাধব মালঞ্চির গান

বন্দনা

পহেলা বন্দনা করি প্রভু নিরঞ্জন
তার শেষে বন্দনা করি রসুলের চরণ গো
রসুলের চরণ।
ওরে উত্তরে বন্দনা করি গো
হিমলয় পর্বত।
সেইখানেতে রাখছেন আল্লা
মানবের পাথর গো
মানবের পাথর।
ওরে পশ্চিমে বন্দনা করি গো
হজ মক্কার শহর।
সেই ঘরেতে নামাজ পড়ে
যত হাজীগণ গো
যত হাজীগণ।
ওরে দক্ষিণে বন্দনা করি গো
ক্ষীর নদীর সাগর।
সেই সাগরে বাণিজ্য করে গো
সাহু সওদাগর গো
সাহু সওদাগর।
ওরে পূর্বেতে বন্দনা করি গো
পূবের ভানুশ্বর।
একদিনের উদয় ভানু
চৌদিকেতে ছায় গো

চৌদিকে ছায়।
ওরে আকাশে বন্দনা করি গো
আসমানের তারা।
পাতালে বন্দনা করি
জলের ছত্রধারা গো
জলের ছত্রধারা।
চারি কোণা বন্দনা করে
মধ্যে করলাম স্থিতি
এই আসরে গাইব আমি
মালেতোর গান গো
মালেতোর গান।

কাহিনী শুরু

দক্ষিণে পশ্চিমের কোণায়
কুজণ্ট নগর
তথায় এক রাজা ছিল
নামে গঙ্গাধর।
বড় দয়াবান রাজা
করে সুবিচার
প্রজাগণকে দেখেন তিনি
পুত্রের সমান।
কোনমতে কম নাহি
ছিল গো রাজার।
পুত্রবিনা ঘর তাঁহার ছিল অন্ধকার
ছিল অন্ধকার গো
ছিল অন্ধকার।
কেঁদে কেঁদে ফিরে শাহা
জমিনিতে ঘিরে
আপনি বসিলেন রাজা

নিরালা মন্দিরে গো।
নিরালা মন্দিরে।।
কবুল হইল দোয়া
আল্লার দরগায়ে গো
আল্লার দরগায়ে।।
গঙ্গাধর রাজার যেদিন কন্যা সে জন্মিল
সেইদিন কুতুয়ালের ছেলে যে হইল
মালেঞ্চা সুন্দরী নাম রাজা যে রাখিল
দুইজনা এক স্কুলে পড়িতে লাগিল
দেখনি তামাসা পয়দা খোদায় যে করিল
খোদায় করিল গো।

মাধব-মালঞ্চার প্রণয়

মাধবঃ তুমি আমি একই সনে
যাইব স্কুলে
আমার আসতে দেরি হলে
দাঁড়াইও পথে গো
দাঁড়াইও পথে।।
মালেঞ্চাঃ তোমার লাগিয়া আমি কেন করব দেরী
ওমন একটি কথা আমায়
না বলিও তুমি গো
না বলিও তুমি
তুমি আমি লেখিপড়ি
এক গুরুর ঠাঁই
গুরুর সম্বন্ধে তুমি হও
ধর্মের ভাই গো
হও ধর্মের ভাই।।
মাধবঃ তুমি আমি লেহিপড়ি

এক দুয়তের কালী
গুরুর সম্বন্ধে তুমি
হও মোর শালি হায় রে ॥
পিরিতি অমূল্য ধন
পিরিতি অমূল্য ধন ॥
কমলে কণ্টক থাকে
তবু তারে ভালবাসে
ত্যাজেনা বিচ্ছেদ বাস করে
প্রেম আকিঞ্চন[১]
পিরিতি অমূল্য ধন ॥
প্রেমিক মরে প্রেম-জ্বরে
সদা যেতে অন্ত করে
দ্বিগুণ মুখে ঘুরে ফিরে
মরেরে অবোধ মন
পিরিতি অমূল্য ধন ॥
তরুণী লয়ে আনন্দে যে যায়
রাজার নন্দিনী
তরঙ্গের ঢেউ লাগে শরীরে
চমকে উঠে যে ধ্বনি ॥
নুতন দ্বারী তরুণী সকাল বেলা
মালেঞ্চা যে সুন্দরী তরুণী লয়ে
আনন্দে যায় রাজার যে নন্দিনী।

[প্রমাদবশতঃ মণ্টু চোরার
সঙ্গে মালেঞ্চার পলায়ন]

মাধব মালেঞ্চা যেদিন পরামর্শ করে
গোপনেতে মণ্টু চোরা

১. বিনীত কামনা

শুনিতে যে পারে
কৈটা রাজা বিয়া করতে
যেদিন আসিল
মণ্টু চোরা সেইদিন
নৌকায় চড়িল।
ডান হাতে পানের বাটা
বাম হাতে ঝারি
বের হয়ে গেল দেখেন
মালেঞ্চা সুন্দরী।
তামেসা দেখিতে মাধব
রাজবাড়ীতে ছিল
মণ্টু চোরা লয়ে সঙ্গে
নৌকা ছেড়ে দিল।।
অন্ধকার রাত্র ছিল
চিনিতে না পারি
ফজরে দেখিয়া কন্যা
বলে হায়রে হায়।
মাধব হইলে মোরে
জড়ায়ে ধরিত
বদন চুসিয়া মধু খুশিতে খাইত
প্রাণের মাধব তুমি
রহিলে কোথায়।
না আসিলে যার প্রেমে মজাইনু মন
কেমনে চোরার সনে হইবে মিলন
আহারে প্রাণের মাধব
তুমি রহিলে কোথায়।

[মালেঞ্চার বিরহ-বেদনা]

মনে যারে চায় গো আমার
প্রাণে চায়

ভুলিতে কি পারি তারে পরের সল্লায়[১]
মন যারে চায় বন্ধুরে ।।
যখনি করিলাম পিরিতি তুমি আর আমি
এখন কেনে গোপন কথা
লোকের মুখে শুনি ।।
প্রাণে যারে চায় বন্ধুরে ।
আগেতে জানিনা বন্ধু তর পিরিতের জ্বালা
লোক সমাজে দোষের ভাগী
ঘটবে বিষম জ্বালা
প্রাণে যারে চায় বন্ধুরে ।।
আমিত গোলাপ ফুলরে
তুমি গলার মালা ।
তোর সনে প্রেম করিয়ে
হলাম কলঙ্কিনীর ডালারে
প্রাণ যারে চায় বন্ধুরে ।।
তুমি থাক রাজ-পাটে
আমি ঘুরি বনে
প্রেমের রশি লাগাইয়া
কোথায় থেকে টানরে
প্রাণে যারে চায় বন্ধুরে ।।
দিনে সুরুজ হতরে বন্ধু
রাতের চন্দ্র একা
অসময়ে করলে বন্ধু
একবার কইরো দেখারে
প্রাণে যারে চায় বন্ধুরে ।।
ও বন্ধুরে তুমি হও বট বৃক্ষ
আমি তারই পাতা ।

১, পরামর্শ

তোমার আমার হইলে দেখা
কহিতাম মনের কথারে
        প্রাণে যারে চায় বন্ধুরে ॥
ভ্রমর হইয়া আইস বন্ধু
        আমি হব ফুল
তোমার চরণ ধরতে
        না হয় যেন ভুলরে
        প্রাণে যারে চায় বন্ধুরে ॥
ওরে যা করতা করগো রাজী আছি আমি
        আমারে সাজাইয়া নৌকা
তুমি হবা মাঝিরে
        দেলে যারে চায় বন্ধুরে ॥
ও বন্ধুরে গাছের বল্লাম চাকল সাকল
        মাছের বাল্লাম পানি
তুমি আমার সিথির সিঁদুর
        উদলা ঘরের ছাউনীরে
        মনে যারে চায় বন্ধুরে ॥
ওরে তুমি আমার আমি তোমার
        সংসারেতে বলে
তবে কেন এত দুঃখ
        আমার কপালেরে
        প্রাণে যারে চায় বন্ধুরে ॥
ও বন্ধুরে তুমি যদি ছাড় বন্ধু
        আমি না ছাড়িব
তোর চরণে নেপোর[১] হয়ে
        চরণ বাজিব[২] রে।

১, নূপুর
২, বাজব

প্রাণে যারে চায় বন্ধুরে ।।
ও বন্ধুরে আমার বাড়ী যাইও বন্ধু
বসতে দিব পিড়া
জলপান করিতে দিব
সইল্যা[৩] ধানের চিড়ারে
প্রাণে আমার যারে চায় বন্ধুরে ।।
ও বন্ধুরে সইল্যা ধানের চিড়া দিমু
বিন্নি ধানের খৈ
ঘরে আছে সপরী কলা
গামছা বাধা দৈ রে
প্রাণে যারে চায় বন্ধুরে ।।
ও বন্ধুরে দিয়াছ দিয়াছ বন্ধু প্রেমের এত জ্বালা
ভবিষ্যৎ কালে দিও জাগা
তোমার চরণ তলেরে
প্রাণে আমার যারে চায় বন্ধুরে ।।
ও বন্ধুরে তোমার বাড়ী আমার বাড়ী
মধ্যে একটি খাল
টাকা চাইনা পয়সা চাইনা
পীরিতের কাঙ্গাল রে
প্রাণে যারে চায় বন্ধুরে ।।
ও বন্ধুরে আঙ্গুল কাটিয়ে কলম বানাইয়ে
নয়নের জলে করলাম কালি
অন্তর ছিড়িয়ে লিখন লিখিয়া
পাঠাইব তোমার বাড়ীতে
প্রাণে যারে চায় বন্ধুরে ।।
ও বন্ধুরে মনে করি ভুলি ভুলি
ভুলিতে না পারি

৩. শালিধান

ও রে কেমনে ভুলিয়া থাকি
তোমারে পাশরিয়ারে
প্রাণে যারে চায় বন্ধুরে।।
ও বন্ধুরে তুমি বন্ধু চিকন কালা
বৃক্ষ বাগানের হরি
তোমারে ভুলিয়া আমি
কেমনে থাকি ঘরেরে
ও বন্ধুরে কদমতলা থাক বন্ধু
বাঁশরী বাজাইয়া
অবলার মন পাগল কর
বাঁশরী বাজাইয়া রে
প্রাণ যারে চায় বন্ধু রে।।

গকুল চান ও আইধর চান

(১)

বন্দনা

দাইরীয়া দাইরীয়া দাইর গো আল্লা,
আল্লা, দাইরীয়া দাইর রে
ওকি রাজারে ।।
পরথমে বন্দনা গো করলাম
হায় গো আল্লা নিরঞ্জন
যেই না আল্লায় করছইন সিরজন
এতিন আর ভুবন রে
কি রাজারে ।।
পূবেতে বন্দনা গো করলাম
হায় গো পূবের ভানুর শর
একদিগে উদিয় গো ভানু
চৌদিগে পশর রে
কি রাজারে ।।
উত্তরে বন্দনা গো করলাম
হায় গো হেমালী আর পর্বত
হেমাল দুই ভাই ছুটিলে
দুইন্যাই[১] হইবে গয়রত রে
কি রাজারে ।।
পচ্ছিমে বন্দনা গো করলাম
হায় গো মক্কা মণীর স্থান

১, পৃথিবী

যাহার উদ্দিশ্যে জানায় ছেলাম
মমিন মুছলমান রে
কি রাজারে ।।
দক্ষিণে বন্দনা গো করলাম
হায় গো ক্ষীর নদীর সায়র
যেইনা সায়রে করছিল বাণিজ
চান্দু না সদাগর রে
কি রাজারে ।।
বন্দনা ছাড়িয়া গো এখন
কিচ্ছা করলাম শুরু
মাতা-পিতার চরণ গো ভজি
ভজি আমি গুরু রে
কি রাজারে ।।

কাহিনী শুরু

[দুধ রাণীর রূপে নবাবের আসক্তি]

কথা

গকুল চাঁন আর আইধর চাঁন দুই ভাই। দুই ভাইয়েই খুব মাল[২] তারার মা-বাপ কেউ নাই। আইধর চাঁনরে কোলে থইয়া মা-বাপ মারা গেছিন। হেই থাইক্যাই বড় ভাওজ[৩] দুধরাণী কোলে-কাঁহে কইরা আইধররে লালন-পালন করছে। অহন যারে বিলে সিয়ান সতুর অইছে। ইস্কলে মাষ্টরেরটোন পড়া-লেহা করে। আর গকুল চাঁন লাডের জমিদারী দেখ্‌শুন করে, এমনে দিন যায়।

গকুল চাঁন্দের কইন্যা[৪] যে দুধরাণী এইলা কইল আগে পরী আছিন। সাত বইন পরীর বড় বইন। তে সাত বইনে একদিন যহন রথ

---

২. বীর

৩. ভ্রাতৃ বধূ

৪. স্ত্রী অর্থে ব্যবহৃত

দৌড়াইয়া মণি ঠাহুরের রাজসভাত যায় তহন—গকুল চাঁন্দের নজরে পইরা গেলে শক্তি দিয়া দিনে-রাইতে সাত দিন রণ খেলাইয়া দুধরাণীরে ঘরে আনছিন।

—তে হেই দুধরাণী! যার রূপ দেখলে কি মনিষ্যি! দেবতার মনও টইলা[৫] যায়। রূপের অঁাশে আন্ধাইর ঘর পশর অইয়া যায়। এক দিন হেই কইন্যা পঞ্চদাসী লইয়া গেছে সান বান্ধাইল ঘাটে। ঘাটে না নামছে। কইন্যার শইলের রূপে পানির স্যিয়াইওতি[৬] লাল অইয়া গেছে। আল্লার কুদ্রত! এন সময়ে দেশের নবাব সাইব লোক-লস্কর লইয়া আইছিল শীহারে। —তে হেই নবাবের চৌহে কইন্যা পইরা গেছে। আর যায় কই?

কি লোকজন—ঘাটের পানি
এই রহম অলতাছে কেরে?
লোকজনে কয়—

সাইব গো—গকুল চান্দের কইন্যা দুধরাণী ঘাটে আইছে। তার রূপের অঁাশে ঘাটের পানি এই রহম লাল অইয়া গেছে।

হঁাছা নাহি লোকজন। তে যাও, আমার আর শিহার লাগত না। তোমরা একজনে গিয়া গকুল চান্দের কাছে সমবাদ জানাও। কাইল সহালেই এই কইন্যা লইয়া আমার দরবারে যাওনের লাইগ্যা। যদি না যায় এর পুরী আমি নিপুরী কইরা দিবাম।

নবাব সাইবে এই কইয়া একজনরে গকুল চান্দের বাড়ীত পাঠাইয়া নিজে লোক-লস্কর লইয়া দেশে গেছেগা।

এই হান দিয়া নবাবের লোকের কাছে এই সমবাদ পাইয়াই গকুল ত গোস্বায় অইলা গেছে।

গোস্বার মর্দ গোস্বায় অইলা উঠছেঃ কিরে নবাবের রাইজ্যে থাহি দেইখ্যা আর নবাবের অধীন জমিদারী করি দেইখ্যা তাইন যেইড্যা চায়

৫. উম্মনা হয়
৬. প্রতিবি

এইডাই দেওন লাগব! যাও লোকজন, তাইন যা কইছে ত কইছেই এই কথা যে আর মুহে দিয়া বাহির না করে। —তে লোকজনে নবাবকে গিয়া এই কথা জানাইছে।

নবাবে হুইন্যাই[৭] কয়লে—

কি আমার রাজ্যে থাইক্যা অত বড় কথা? এই কইন্যারে আইজ অওক কাইল অওক ঘরে আনবামেই। আর গকুল চাঁন কত বড় মাল অইছে, এইড্যা কাইলের মাইঝেই দেইখ্যা দিবাম। রামাই সরকার, রামাই সরকার।

আর—

শুন শুন রামাইরে সরকার
ও সরকার বলি যে তোমারে
চিডি খান লেখবা গো কেবল
গকুল চান্দের আগে রে
ও কি রাজারে।
চিডি পাইয়া গকুল চান গো
যুদি ঘরে থাকরে—
দুধরাণী কইন্তা গো কেবল
ধর্মের মাও লাগেরে
ও কি রাজারে।
যুদি ভালাই থাকে কেবল
কইন্যা লইয়া আইওরে
কইন্যা ছাড়া আইলেই তবে
তোমার শিরই কাডা যাইব রে
ও কি রাজারে।
এই না কথা শুইনারে রামাই
ও রামাই কইতেই লাইগ্যা গেল।
গকুল চান্দের বাপ গো নবাব

৭. শুনে

ও নবাব আমার বাপের মনিব লাগতরে
ও কি রাজারে।
কি শুনাইলা কি শুনাইলা নবাব সাইব গো
ও সাইব কি শুনাইলা কানে
উরুয়া বরছের ছেল দু কেবল
মারিলা পরাণেরে
ও কি রাজারে।
কি পরকারে লেখবাম চিঠি গো সাহেব
গকুল চান্দের আগে
বাপের সম্বন্ধে গো গকুল
আমার মনিব ভাইও লাগেরে
ও কি রাজারে।
পারতাম না পারতাম না গো সাহেব
কইলাম আপনার আগে
এই চিডি লেখতাম না গো কেবল
গকুল চান্দের আগেরে
ও কি রাজারে।

আর—

এই না কথা শুইন্যা গো নবাব
ও নবাব গোস্বায় জইলা গেল,
গোস্বায় জলিয়া তবে
জল্লাদরে কহিতেই লাগিলরে
ও কি রাজারে।
শুন শুন ওহে গো জল্লাদ
ও জল্লাদ শুন কই তোমারে
রামাই সরকার নিয়া কেবল
নাঁক চুল না কাটিয়া আনবারে
ও কি রাজারে।

নাঁক-চুল কাটিয়া না তারে
ডেণ্ডেরা[৮] না দিবা
আমার কথা না মানলে কেবল
এমুন শাস্তি হয়রে
ও কি রাজারে।
এই না কথা শুইনারে জল্লাদ
জল্লাদ কোন বা কাম করে
রামাই সরকার ধইরা নিল কেবল
জঙ্গলার মাঝারেরে
ও কি রাজারে।
পাছা মোরা বান গো দিয়া জল্লাদ
যেন মাথার চুল কাটিতেই লাগিল
এনকালেই রামাই সরকার কেবল
জল্লাদের আগে কয়রে
ও কি রাজারে।
হাতে ধরি পায়ে রে ধরি
ও জল্লাদ বলি যে তোমারে
নবাবের উহুম মানবাম কেবল
আমারে ছাইড়া দেওরে
ও কি রাজারে।
এনকালে জল্লাদরে ভালা
কোন্ কামই করিল
চুলের আগ কাইট্যাই কেবল
রামাইরে ছাইড়াই দিলরে
ও কি রাজারে।
আরে—
কান্তে[৯] কান্তে রামাই রে সরকার

৮, প্রচার করে দেবে
৯, কাঁদতে কাঁদতে

ও সরকার পন্থে মেলা দিল
নিজ বাড়ীর আন্দর হানে গিয়া কেবল
দাখেল না হইল রে
ও কি রাজারে।
শুন শুন বিবি গো বিবি
শুন কই তোমারে
জলদী কইরা খানাপিনা
খিলাও গো আমারে রে
ও কি রাজারে।
এই না শুইনা গো বিবি
ও বিবি অজুর পানিই দিল
পাঞ্চ ছালুনের ভাত গো কেবল
বাড়িয়াই না দিলরে
ও কি রাজারে।
খানা পিনা খাইয়া গো রামাই
ও রামাই কোন না কাম আর করে
লিখন লিখিল কেবল
গকুল চান্দের আগেরে।

(৩)

[নবাবের পত্র প্রেরণ]

আর—
শুন শুন গকুল গো চান্দ
চান্দ শুন কই তোমারে
চিডি পাইয়া যদি থাক ঘরে
দুধরাণী কইন্যা গো তোমার
ধর্মের মাও লাগেরে।
চিডি পাইয়া কইন্যা লইয়া আইবা কেবল
নবাবের সদরে—

আর না হইলে লোকজনে
ধইরা আনব কইন্যারে
ও কি রাজারে ॥
এই মত সরকার আরও চিডিতে
লিখন লিখিয়া
পন্থ মেলা করে রামাই সরকার
গকুল চান্দের বাড়ীটি বলিয়ারে
ও কি রাজারে।
আল্লার নামটি লইয়া সরকার কেবল
পন্থে মেলাই দিল
গকুল চান্দের বাড়ী গিয়া
তবে উপস্থিত না হইলরে
ও কি রাজারে।
বাইর বাড়ীতেই গিয়া সরকার আরে
কোন্‌বা কাম করে
সিঙ্গি দরজাত তুইল্যা থইল
লিখন যে তবেরে
ও কি রাজারে।
এই মত লেখন থইয়া রামাই সরকার
বাড়ীত চইলা আইল
পশা পশা কইয়া রাত্তি আরও
পশাইয়াই গেল
ও কি রাজারে।
ফজরের নামাজ পড়িতে গো গকুল
এই যেন বাহির বাড়ীতেই আইলরে
বাইর বাড়ীতে আইয়া গকুল চানরে
কোন বা কাম করে
সানে বান্ধাইল ঘাডে গেল

অজুখান করিত রে
ও কি রাজারে।

অজুখান করিয়া গকুল চাঁনরে
মজিতেই না গেল
ফজরের নামাজ গো তবে
আদায় কইরাই লইলরে
ও কি রাজারে।

নামাজ পইড়া খুশী হালে গকুল চাঁনরে
আন্দর বাড়ীতে যায়
এনকালে দৈবত বাতাস আইল
লাগল সিঙ্গি না দরজাত রে
ও কি রাজারে।

দারুণ বাতাস আইল আরও লাগল কেবল
সিঙ্গি দরজার মাইঝেরে
লিখন উড়িয়া পড়ল আরও
গকুল চান্দের সামনেরে
ও কি রাজারে।

লিখন হাতে লইয়া গকুল চাঁনরে
লিখন পড়িতেই লাগিল
আদি অন্ত যত ইতি সকল মিয়ায়
কেবলই জানিতে পাইলরে
ও কি রাজারে।

এইনা কথা জাইনা গকুল চানরে
কোন্‌বা কাম করে
মার, মার, কইরা তবে আরও
আন্দরেই না গেলরে
ওকি রাজারে।

[গকুলচানের বিদায় গ্রহণ ঃ যুদ্ধের প্রস্তুতি]

আর শুন শুন দয়ার গো বিবি
ও বিবি শুইন্যা লওছাই কানে
খুশী হালে দেও গো বিদায়
যাইতাম রসানের[১১] মহিমেরে
ওকি রাজারে।
শুইয়া আছিল দুধরাণী গো
ও রাণী ঃ পালংগের মাঝারে
গকুল চান্দের কথা শুইন্যা কেবল
উঠিয়াই না বইল রে
ও কি রাজারে।
কি শুনাইলা কি শুনাইলা প্রাণের পতি
কি শুনাইলা কানে
উরুয়া বরছের ছেল গো কেবল
মারিলা পরানেরে
ও কি রাজারে।
শুন শুন প্রাণের পতি গো পতি
কইলাম যে তোমারে
বিয়ার বছরে মইমে[১২] গেলে
ফিরিয়া না আইবারে
ও কি রাজারে।
না শুনবাম না শুনবাম বিবি গো
বিবি শুন কই তোমারে
তোমার হাতের চাইল জল পান।
খাওয়াইয়া দেও আমারে রে
ও কি রাজারে।

১১. রণ ক্ষেত্রে
১২. যুদ্ধে গেলে

এই না কথা শুনিয়া বিবি গো কেবল
কোন্ বা কাম করে
মাথার কেশ বান্ধিয়া বিবি
চইক্ষের পানি ছাড়েরে
ওকি রাজারে।
খানা-পিনা হেন কালে বিবি গো
তৈয়ার কইরাই দিল
দুইজনে বসিয়া তবে একই পাতে
খানা দ্'না খাইলরে—
ওকি রাজারে।
হেনকালে গকুলরে চান কেবল
কোন্ বা কাম করে
এক দৌড়ে গেল গকুল চানরে
ঘোড়ার পাইছাল[১৩] ঘরেরে
ও কি রাজারে।
ঘোড়ার পাইছালে গিয়ারে গকুল
ও গকুল ঘোড়া সাজন করে
লোহার জাঙ্গা লোহার আঙ্গা
পরিধান না করেরে
ওকি রাজারে।
দশমণি লোহার টুপিরে গকুল
আরও মাথায় তুইলা লইল
আশিমনা লোহার গুর্জ
হাতে তুইলা লইলরে
ওকি রাজারে।
সত্তুইর মণা লোহার জিঞ্জির গো চান্দে
কোমরেই বান্ধিল

১৩. আস্তাবল

একশ মণা লোহার কামান ভাইরে
কান্ধে তুইলা লইলরে
ওকি রাজারে।
কত কত গোলা-বারুদ আরও গকুল
ডাইনে-বায়ে লইল
আল্লার নামটি লইয়া তবে
ঘোড়ায় ছোয়ার হইলরে
ওকি রাজারে।
গোড়ার পিঠে উইঠ্যা গকুল চানরে
কোনবা কাম করে
দুধরাণীর সাইখ্যাতে আইয়া কেবল
দাখেল না হইলরে
ওকি রাজারে।
শুন শুন দুধরাণী গো রাণী
শুন কই তোমারে
খুশী হালে দেও গো বিদায়—
যাইতাম রসানের মইমেরে
ওকি রাজারে।
বিদায় দিলাম বিদায় দিলাম প্রাণের পতি গো।
বিদায় দিলাম তোমারে
মইম কইরা ফিইরা আইবা
আমার মইমেরে
ওকি রাজারে।

আর—

শুন শুন দুধরাণী গো রাণী
আরে শুন কই তোমারে
আমার ভাই আইধর চান রে
রাখিও যতনে রে
ওকি রাজারে।

এনকালে গকুল চানরে ও গকুল
ঘোড়ায় চাবুক মাইল
এক চাবুক, দুই চাবুক তিনও চাবুক
ঘোড়ার পৃষ্ঠে যেন দিল
ছাও জাত ঘোড়া ছিলও ঘোড়া
শূন্যে উড়া করল রে
ওকি রাজারে।
তিন বাড়ি খাইয়া ছাওজাত ঘোড়া রে
শূন্যে উড়া করল
শূন্যে উড়া কইরা ঘোড়া
মইমেতেই গেল রে
ওকি রাজারে!

(৫)

[যুদ্ধে গকুল চানের মৃত্যু]

মইমেতে গিয়া গকুল চান রে
কোন্ বা কাম করে
ঘোড়ারে দু টহল দেয় গো কেবল
রসানের মাইঝে রে
ওকি রাজারে।
এনকালে নবাবের তক্ত গো[১৪] সিঙ্গা
তক্বকি না কাঁপে রে
নবাব সাইবে লোকজন ডাইক্যা[১৫] কেবল
জিজ্ঞাসন করে রে
ওকি রাজারে।
শুন শুন লোকজন গো ও লোকজন

১৪. সিংহাসন

১৫. ডেকে

শুন কই তোমরা রে
কি কারণে আমার তক্ত গো সিঙ্গা
তক্-বকি না কাঁপে রে
ওকি রাজারে।
নবাবের পালোয়ান আছিন গো
পালোয়ান বড়ই শক্তি ধরে
নবাবের কথা শুইন্যা গেল্‌গা কেবল
বাইর বাড়ীর দহলে রে
ওকি রাজারে।
বাইর বাড়ীতে গিয়ারে পালোয়ান
নজর কইরা চাইল রে
এক মর্দ টহল দেয় কেবল
আরও রসানের মইমে রে
ওকি রাজারে।
কি ভায় নামটি ধর রে মর্দ
ও মর্দ, কোথায় বাড়ী-ঘর
কি ভায় নামটি মাতার রে পিতার
কি ভায় নামটি তর রে
কি কারণে টহল দেও গো তুমি
এই রসানের মইমে রে
ওকি রাজারে।
আমার নামটি গকুল চানরে ও মর্দ
কইলাম তোমার আগেই
নবাবেরই লিখন পাইয়া আইলাম কেবল
এই রসানেয় মইমে রে
ওকি রাজারে।
কেমুন তোমার নবাব গো সাহেব
কতই শক্তি ধরে

শিঘ্র কইরা আইতে কও গো
এই রসানের মইমে রে
ওকি রাজারে।
এই না কথা শুইনা গো পালোয়ান
আরে পালোয়ান তুরিত চইলা গেল
নবাবেরই আগে গিয়া কেবল
এই যেন কহিতেই লাগিল রে
ওকি রাজারে।
শুনেন শুনেন নবাব সাহেব গো
ও সাহেব শুনেন কই আপনে রে
গকুল চান্দ আইছে কেবল
এই রসানের মইমে রে
ওকি রাজারে।
হুকুম দেওহাইন হুকুম দেওহাইন গো সাহেব
হুকুম দেওহাইন আমারে রে
আমরা ত না যাইবাম আরও
এই রসানের মইমে রে
ওকি রাজারে।
ক্যামুন মর্দ হইছে গকুল চান রে
দেইখ্যা দিবাম তারে
ঘোড়া সইত্যে[১৬] ধইর‍্যা আনবাম কেবল
আপনার সাইক্ষাতে রে
ওকি রাজারে।
এন সময় নবাব সাহেব গো ও সাহেব
এই যেন হুকুম দিয়াই দিল
নয়শত হাজার ছিপাই কেবল
সাজিতেই লাগিল রে
ওকি রাজারে।

১৬. ঘোড়াসহ ধরে আনব।

নয়শত, হাজার ছিপাই ভাইরে
সাজিয়াই না তবে
হাসিতে রঙ্গিতে গেল কেবল
এই রসানের মইমে রে
ওকি রাজারে।
রসানের মইমে গিয়ারে ছিপাই
ও ছিপাই নজর কইরা চায়রে
মশার মতন গকুল চাঁনরে দেইখ্যা কেবল
তুচ্ছি[১৭] তাছ্যাই না করেরে
ওকি রাজারে।
মশার মতন বেডা দেইখ্যা গো ছিপাই
তুচ্ছি তাচ্ছাই করে
তোমার মতন বেডারে দূ নেয়ামগা কেবল
চীমড়াইয়া না তবেরে
ওকি রাজারে।
এই না শুইনাই গকুল চাঁনরে
গর্জিয়াই উঠিল
নয়শত হাজার ছিপাইর আগে তবে
কহিতেই গাগিলরে
ওকি রাজারে।
মার মার গুর্জু মার ছিপাই আরও
মার আমার উপরে
ক্যামুন মর্দ হইছ কেবল
দেখাইবাম তোমরারে রে
ওকি রাজারে।
আরে—
এই না কথা শুইনা ছিপাই কত কত গুর্জু

১৭, অবহেলা করল

আরও-তীর ধনুক মারিতেই লাগিল
ঢাল তেরুয়াল দিয়া গকুল চাঁনরে
তীর ধনুক ফিরাইতেই লাগিলরে
ওকি রাজারে
এই মত কইরা গকুল চাঁনরে ও চান
গুর্জ ফিরাইয়াই না দিল
এনকালে গকুল চান্দে ভাইরে
গুর্জ হাতে তুইল্যা লইলরে
ওকি রাজারে।
গুর্জ হাতে লইয়া গকুল চানরে
কোন্ বা কাম করে
আল্লার নামটি লইয়া তবে
গুর্জ মারিতেই লাগিলরে
ওকি রাজারে।
ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া তবে ছিপাই লস্কর
মারিতেই লাগিল
তিন ঘুরান দিয়া গকুল চানরে
নয়শত, হাজার লোক তাওয়াই[১৮] করিলরে
ওকি রাজারে।
নয়শত হাজার লোক ভাইরে
তাওয়াই কইরাই দিল
কাইত্যানির[১৯] কলার বাগ যেন গকুল
ঢলাইয়া না থইলরে
ওকি রাজারে।
ধানের ক্ষেতের পানি যেমুন ভাইরে
লামার ক্ষেতে পড়ে

[১৮] হত্যা করল
[১৯] কাতিক মাসের ঝড়ে যেমন কলার বাগান ফেলে দেয়

এইমতে মাইনষের লওয়ের[২০]
আরও গরান চলিলরে
ওকি রাজারে।
এইমত্তে মাইনষের লওয়ের আরও
ভাইরে গরান চলিল
যত আছিন আস্তি ঘেড়ো
তাবতের সাতার হইলরে
ওকি রাজারে।
আল্লার দৈবত জাইন্যও ভাইরে
কে বুঝিতে পারে
এন সুময় গৈবী[২১] থাইক্যা
গৈবীতে আওয়াজ হইলরে
ওকি রাজারে।
শুন শুন গকুল চানরে ও চান
শুন কই তোমারে
নয়শত হাজার লোক গো তুমি
তাবত ঢালিলা জমিনেরে
ওকি রাজারে।
এই না কথা শুইন্যা গকুল চানরে
লজ্জিত হইল অন্তরে
এনকাম্বে আল্লার গৈবী আরও
কে বুঝিতে পারে রে
ওকি রাজারে।
গায়ের যত ইজার ছিল গকুল চানরে
তাবত খুলিযাই না ফাল্ল
তাবত খুলিয়াই দেখে

২০. রক্তের স্রোত বইল
২১. অদৃশ্য

গায়ে বলার[২২] ঘর হইলরে
ওকি রাজারে।
এনকালে এক ছিপাই আছিন কেবল
আরও পাছেতেই পড়িয়া
এক ছিপাই আইয়া তবে
তীর দিল ছাড়িয়ারে
ওকি রাজারে।
তীর খাইয়া গকুল চানরে ও চান
জমিনে ঢলিয়াই পড়িল
জমিনে পড়িয়াই আল্লা কেবল
গকুল চান্দের ইন্তেকাল হইল
ওকি রাজারে।
এনকালে গকুল চান্দের ঘোড়া আরও
ঘোড়া চাহিয়াই রহিল
জমিনে পড়িয়াই ঘোড়া
আরে কান্দিতেই লাগিলরে
ওকি রাজারে।

"এইহানে এই কথা থইয়া
আইধর চান্দের কথা কিছু যাই কইয়া'

(৬)

[আইধর চান কর্তৃক গকুলচানের অনুসন্ধান]

পড়া-লেহা কইরা আইধর চানরে
বাড়ীতেই না আইল
গকুল চানরে না দেইখ্যা গো আইধর
দুধরাণীরে জিজ্ঞাসন করিলরে
ওকি রাজারে।

২২. কীটদষ্ট ছিদ্র। তীরের আঘাতে শরীরের ছিদ্রকে 'বলার ঘর' হিসেবে উল্লেখিত হয়েছে

শুন শুন দয়ার ভাওজ গো ও ভাওজ
বলি যে তোমারে
আমার ভাই ও গকুল গো চান্দ
কোথায় চইলা গেছেরে
ওকি রাজারে।
শুন শুন আইধর রে চান্দ ও চান্দ
কেবল বলি যে তোমারে
তোমার ভাইরে গকুল চাঁন
কেবল টাট্টিতে[২৩] না গেছেরে
ওকি রাজারে।
এই না কথা শুইনারে আইধর
আইধর কোন্ বা কাম করে
একদৌড়ে গেলগা কেবল
টাট্টিরই না কাছেরে
ওকি রাজারে।
টাট্টিরই না কাছে গিয়ারে আইধর
ভাই ভাই বলিয়া ডাকিতেই লাগিল
আইধর চান্দের ডাকের ছোটে
টাট্টি ভাইঙ্গাই পড়িলরে
ওকি রাজারে।
আমার ভাই ও গকুল চাঁনরে
যদি টাট্টিত থাকতরে
অবশ্যই রাও[২৪] করত কেবল
আমারই না সঙ্গেরে
ওকি রাজারে।
এই না মনে ভাইব্যা আইধর চাঁনরে

২৩. পায়খানা
২৪. কথা বলত

ও চান কোন্ কামই করিল
এক দৌড়ে তবে অন্দরেতে
দুধরাণীর কাছেই গেলরে
ওকি রাজারে।
শুন শুন দয়ার ভাওজ গো ভাওজ
বলি যে তোমারে
আমার ভাই ও কোথায় গেছে
সত্যি কইরাই কওরে
ওকি রাজারে।
আমার ভাইও কোথায় গেছে
সত্যি কইরা কইবারে
আর না অইলে[২৫] এইও জীবন
ত্যজিবাম তোমার সামনেরে
ওকি রাজারে।
এই না কথা শুইনা গো দুধ াণী
ও রাণী কান্দিয়াই না দিল
আইধরেরে লইয়া তবে
পাকের ঘরেই গেলরে
ওকি রাজারে।
এনকালে আইধর চানরে ও চান
কোন্ বা কাম করে
অক্কই দৌড়ে গেল কেবল
সাজন খানা ঘরেরে
ওকি রাজারে।
সাজন খানা ঘরে গিয়ারে আইধর
নজর কইরাই চাইলরে
লোহার আঙ্গা লোহার জাঙ্গা

২৫. অন্যথায়

ঘরে দেখিতে না পাইলরে
ওকি রাজারে।
এইখান থাইক্যা অক্কই দৌড়ে গেলগা
ঘোড়ার পাঁইছাল ঘরে
সেইওখানে গিয়া দেখে
ঘোড়া নেই পাঁইছালেরে
ওকি রাজারে।
এই না দেইখা আইধর চানরে
গেলগা কেবল দুধরাণীর ধারে
দুধরাণীর ধারে গিয়া আইধর
কাইন্দা কাইন্দা কহেরে
ওকি রাজারে।
শুন শুন দয়ার ভাওজ গো ভাওজ
শুইন্যা লওছাই কানে
আমার ভাই দূ গেছে কেবল
রসানের মইমে রে
ওকি রাজারে।
বিদায় দেও বিদায় দেও ভাওজ গো
বিদায় দেও আমারে
আমি দুনা যাইবাম কেবল
রসানের মইমে রে
ওকি রাজারে।
হাসি মুখে দেও বিদায় ভাওজ গো
কইলাম তোমার আগে
মইম জিঁইত্যা[২৬] আইবাম কেবল
ভাইও সঙ্গে লইয়ারে
ওকি রাজারে।

---

২৬. যুদ্ধ জয় করে আসব

(৭)

[দুধরাণীর সঙ্গে আইধরের শক্তি পরীক্ষা]

আর—

শুন শুন আইধর চানরে ও ভাই
শুন কই তোমারে
বার বচ্ছর বয়স তোমার
ক্যামনে যাইবা মইমে রে
ওকি রাজারে।
আমার লগে লইড়া ভাই রে
যদি ভাগাইতেই পার রে
তবে নাসে দিবাম বিদায় আরও
যাইতা রসানের মইমে রে
ওকি রাজারে।
এনকালে দুধরাণী আল্লা আরও
কোন্ বা কামই করে
দুইডা তেরুয়াল আইন্যা কেবল
তুইল্যা দিল আইধর চান্দের হাতে রে
ওকি রাজারে।
আল্লার নামটি লইয়া তবে দুইজনে
যুদ্ধ যেন করিতেই লাগিল
দিনে রাইতে এই মতে কেবল
তিন দিন কাইট্যাই[২৭] গেল রে
ওকি রাজারে।
চাইরও দিনের কালেও তারা
যুদ্ধ আরও করিতেই লাগিল
কেউর থাইক্যা কেউর শক্তি

২৭. গত হল

বেশী কম না হইল রে
ওকি রাজারে।
পাঞ্চ দিনের কালে আরও দারুন বাতাস
দক্ষিণ তে আইল
বাতাসের ছেঁাড়ে গো কেবল দুধরাণীর
লুডুম[২৮] খুইল্যাই গেল রে
ওকি রাজারে।
ডাইন হাতে তেরুয়াল লইয়া রাণী
বাও হাতে লুডুমে ধরিল
এন সময় আইধর চানরে দুধরাণীর
হাতেতেই না ধরিল রে
ওকি রাজারে।
হাতে ধইরা আইধর চানরে ও চান
কোন্ কাম করে
শুইন্য ভরে দুধরাণীরে ফেইক্যা মারে
আসমান উপরে রে
ওকি রাজারে।
ছয় মাসের পন্থ ভাইরে আরও
ফেঁইক্যা মারল তারে
আরশে থাইক্যা আল্লায় তবে
ডাইক্যা কয় জবরীল ফিরিস্তারে
ওকি রাজারে।
আল্লায় বলে জবরীল আরে
কোন্ বা রইলা চাইয়া
দুধরাণীর দুঃখু লেখছি তবে
মরণ ত লেখছি নারে
ওকি রাজারে।

২৮, চুলের বাধন খুলে গেল

শীঘ্র কইরা যাও গো জবরীল ও
যাও গো মেলা দিয়া রে
মায়ের কোলে ছাওয়াল যেমন দুধ খায়
এই মতে দুধরাণীরে নামাইবা রে
ওকি রাজারে।
এই না কথা শুইনা জবরীল আরে
পন্থে মেলাই দিল
দুধরাণীরে কোলে কইরা
ঘরেই পঁছাইয়াই দিল রে
ওকি রাজারে।
ঘরে থইয়া আল্লার জবরীল ভাই রে
আল্লার আরশ গেল
বেমুশ ঘুমেতে দুধরাণী এই যেন
ঘুমাইতেই লাগিল রে
ওকি রাজারে।

(৮)

[আইধর চানের যুদ্ধে গমন]

এন কালে আইধর চান রে ও চাঁন
কোন্ বা কাম করে
সাজিয়া পাজিয়া মিয়ায়
মইমে রণা না করে রে
ওকি রাজারে।
রসানের মইমে গিয়া আইধর চান রে
নজর কইরাই চাইল
তাঁইত্যানীরই কলার বাগ যেমুন
ঢালাইয়াই না থইছে রে
ওকি রাজারে।

আইধররে দেখিয়ারে দ্যাওরের ঘোড়া
কোন্ বা কাম করে
কান্দিতে কান্দিতে ঘোড়ায় তবে
আইধরের কাছেই আইল রে
ওকি রাজারে।
শুন শুন ওরে ঘোড়া, ঘোড়া আরে
শুন কই তোমারে
তোমার সহিস গকুল চান রে
কোথায় চইলা গেছে রে
ওকি রাজারে।
এই না কথা শুইনা ঘোড়া
ঘোড়া আরও লাছের[২৯] কাছেই গেল
লস্কর জন উছলাইয়া তবে
গকুল চান্দের লাছ বাহির করিল রে
ওকি রাজারে।
ভাইয়ের লাছ দেইখ্যারে আইধর
ধিরিন[৩০] খাইয়া জমিনেই পড়িল
ভাইও ভাইও বইলা তবে
আইধর আরও কান্দিতেই লাগিল রে
ওকি রাজারে।

কথা,—

আইধর চান ত এইহানে মরা ভাইয়ের লাছ লইয়া কান্দাকাডি করতাছে। আর হেইহান দিয়া দুধরাণী কি করছে; ঘুমের মাইঝে কু-স্বপন দেইখ্যাই; জাইগ্যা উঠছে।

শুইয়া আছিন দুধরাণী আরও
পালংগর উপুরে

২৯. মৃত দেহের
৩০. অচেতন

কু-স্বপন দেইখ্যা গো দুধরাণী ও রাণী
আইল কেবল রসানের মইমে রে
ওকি রাজারে।
রসানের মইজে আইয়া গো রাণী
আইধর আইধর ডাকিতেই কাগিল
গকুল চান্দের লাছ দেইখ্যা রাণী
জমিনেই ডলিল রে
ওকি রাজারে।
মরা লাছ লইয়া গো রাণী ও রাণী
কান্দিতেই লাগিল
তাহারই কান্দনে ভাইরে
আল্লার আসন টলিয়াই গেল রে
ওকি রাজারে।
কইন্যারই কান্দনে গো আল্লা
গাছের পাতাই ঝরে
ভাইট্যাল আছিন নদীর জল
সেও ত উজান ধরে রে
ওকি রাজারে।
কান্দিয়া কাডিয়া গো দুধরাণী
ও রাণী লাছ কান্দে কইরাই লইল
ধরাক্ষের গাছের তলে আইন্যা
এই যেন লাছ, শুয়াইয়াই না দিল রে
ওকি রাজারে।
মরা লাছ লইয়া দুইজন আরও
কান্দিতেই লাগিল
এই মত কইরা তবেই
এক পর রাইত গুজারিয়াই গেল রে
ওকি রাজারে।

(৯)

[গুলেস্তা পরীর বিবরণ]

এক পর রাইত গিয়ারে যখন
রাইত দুইপর[৩১] পইড়াই গেল
এন সময় ছয় গো পরী কেবল
উড়িয়াই যেন আইল রে
ওকি রাজারে!
ইন্দ্রের রথে উইড়া যায়রে পরী
যায়রে মণি ঠাকরের সভাত
এন কালে গুলেস্তা নামেতে পরী
দুধরাণীর কান্দন শুনিতে না পাইল রে
ওকি রাজারে।

আর-

কান্দন শুনিয়া পরী পাঞ্চ বইনের আগে আরও
কইতেই লাইগ্যা গেল
শুন শুন দয়ার বইন গো ও বইন
কেনে রইলা চাইয়া
কেমুন জনে জনে কান্দন করে
নিরল গাছতলায় বইয়ারে[৩২]
ওকি রাজারে।
ছোডু প ীর কথা শুইনা পাঞ্চপরী
ঠিসি ঠাসাই[৩৩] করে
ঠিসি ঠাসাই কইরা তারা উইড়া গেল
মণি ঠাক্রের সভাত্রে
ওকি রাজারে।

৩১. রাত দ্বিপ্রহর হল।
৩২. বসে
৩৩. করে

এনকালে গুলেস্তা নামেতে পরী
কেবল রথ ঘুরাইল
রথ ঘুরাইয়া পরীরে তবে
কইতেই লাইগ্যা গেলরে
ওকি রাজারে।
কেমন জনে কান্দ গো কেবল
বিক্ষ তলে বইয়ারে
কি কারণে কান্দন কর আরে ভালা
কইবা আমার আগেরে
ওকি রাজারে।
এই না শুইন্যা দুধরাণী গো রাণী
কেবল কইতেই লাইগ্যা গেল
মরা পতি লইয়া কান্দি গো দুধরাণী
কান্দি বিক্ষ তলায় বইয়ারে
ওকি রাজারে।
এই না কথা শুইনা গো পরী আরে পরী ভালা
কোন্ বা কাম করে
ইন্দ্রের রথ লামাইল কেবল
ধরাক্ষ গাছের তলেইরে
ওকি রাজারে।
শুন শুন দয়ার বইনি দুধরাণী গো ও রাণী
আরও বলি যে তোমারে
তোমার মরাপতি ভালা কইরা দিবাম
দিবাম আরও আমিরে
ওকি রাজারে।

কথা—

বইন গো দুধরাণী ! আমি তোমার পতিরে ভালা করতারবাম।

তুমি যুদি পরিস্থান থাইক্যা "গাও বিছানের পানি" আইন্যা[৩৪] দিতারঅ—তেই পারবাম। তহন দুধরাণী কয়—

বইন গো গুলেস্তা পরী! পরীস্থান থাইক্যা "গাও বিছানের পানি" তুমি ছাড়া আর কেউ আনত পারত না। এই নিদানে তুমি যুদি আমারে দয়া কর।

আর,—

হাতে ধরি পায়েরে ধরি ওকি বইনি
বলি যে তোমারে
পরীস্থান থাইক্যা "গাও পানি" আইন্যা
কেবল আমার পতি ভালা কইরা দেওরে
ওকি রাজারে।
এই না কালে রথেতে উঠিয়া গো পরী
আরে ভালা পরীস্থানেই গেল
"গাও বিছানের পানি" আইনা কেবল
গকুল চান্দের বদনে ছিটাইলরে
ওকি রাজারে।
বদনে ছিটাইয়া গো পরী
জিও জিও কইরা ডাকিতেই লাগিল
এক ঘুরাণ দুই ঘুরাণ তিন ঘুরান দিতেই
গকুল চান্দ চেতন পাইলরে
ওকি রাজারে।
চাইর ঘুরাণ পাঁচ ঘুরাণ দিতেই কেবল
গকুল চান্দ চক্ষু না মেলিল
সাত ঘুরাণ দিতেই গকুল
উঠিয়া না বইলরে
ওকি রাজারে।

৩৪. এনে দিতে পার

(১০)

[গকুল চানের পুনর্জীবন লাভ গুলেস্তার প্রতি আইধর চানের আসক্তি এবং বিয়ের প্রতিশ্রুতি]

কথা—

গকুল চান ভালা অইছে। তে হগলেই খুশালীত অইছে। রাইতও পরায় পোয়াইয়া[৩৫] যাইতাছে। এন সময় গুলেস্তা পরী দুধরাণী আর গকুল চান্দের টোনেতে বিদায় সিদায় লইয়া রথে উইঠ্যা বইছে। রথ না ছাড়ছে, না রথত আর উড়ে না। উঠবে কেমনে! রথের কুড়ার মাইঝে আইধর চান্দে যে ধইরা রাখছে। পরী এই দেইখ্যা আইধর চানরে আনয় বিনয় করতাছে। আনয় বিনয় করলে কি অইব! আইধর চান কোনক কথাই হুনে না। পরী কি করব! তে-দুধরাণীর কাছে কইতাছে ঃ

শুন শুন দুধরাণী বইন গো
ও বইন বলি যে তোমারে
তোমার দেউরে[৩৬] ধরছে কেবল
আমার রথের কুড়ার মাইঝে রে
ওকি রাজারে।
পরের ভালাই করলে বইন গো
নিজের ক্ষেতি হয় রে
তুমি আদেশ কর কেবল
ছাড়তে আমার রথের কুড়ারে
ওকি রাজারে।
এন কালে আইধর চানরে ভাওজের আগে
এই যেন কইতেই লাইগ্যা গেল
শুন শুন দয়ার ভাওজ গো ভাওজ
শুন কই তোমারে

৩৫ রাত্রি প্রভাত হল
৩৬. দেবরকে

আগে দিবা বিয়ার কবুল
পরে ছাড়ব রথের কুড়ারে
ওকি রাজারে।
এই না কথা শুইনা পরী গো
ও পরী আনয়ন করে
রাতি পশাইয়া গেলরে আইধর
ছাইড়া দেও আমারে রে
ওকি রাজারে।
ছাড়তাম না ছাড়তাম না কইন্যা গো
ও কইন্যা, ছাড়তাম না তোমারে
আগে দিবা বিয়ার রে কবুল
পাছে ছাড়বাম আমি রে
ওকি রাজারে।
এন কালে শুনেন্তা পরী গো ও পরী
কোন বা কামই করে
এক সত্যি দুইও রে সত্যি
এই যেন পরা তিন সত্যি করে রে
ওকি রাজারে।
দিলাম দিলাম বিয়ার কবুল রে আইধর
আরে কবুল দিলাম তোমারে
জাত্যি দিলাম মন গো দিলাম
এলা ছাইড়া দেও আমারে রে
ওকি রাজারে।
বিয়ার কবুল লইলারে আইধর
ও আইধর, কইন্যার মাথার কেশ লইল
মাথার কেশ লইয়ারে আইধর
ও পরীর রথ ছাইড়া দিল রে
ওকি রাজারে।

রথ ছাইড়া পরী আর গো
মণি ঠাকরের সভাতে না গেল
লজ্জিত হইলা গুলেস্তা পরী
মাথার ঘুমডা টাইন্যা দিল রে
ওকি রাজারে।
পরীর ঘুমডা দেইখ্যা গো মণি ঠাকুর
এই যেন ঠাকরে জিজ্ঞাসন করিল
জবাব নাইসেন দিয়া গো পরী
লজ্জিত হইল রে
ওকি রাজারে।
তৎক্ষণাতে ধিয়ান কইরা মণি ঠাকুর
ধিয়ানেতে পাইল রে
গুয়েস্তা পরীর আগে তবেই ঠাকুর
কইতেই লাইগ্যা গেলরে
ওকি রাজারে।
শুন শুন গুলেস্তা পরী, ও পরী
শুন কই তোমারে
আজি থাইক্যা[৩৭] আমার তকে
উঠিতেই না পারবারে
ওকি রাজারে।
এই না শুইন্যা পরী আরও
লজ্জিত না হইল
মণি ঠাকরের পায়ে ছেলাম জানাইয়া
পরীস্থানেই রওনা হইল রে
ওকি রাজারে।
এন কালে আইধর চানরে ও চান
কোন বা কাম করে

৩৭, দরবারে

গুলেস্তার কেশ কেবল
আগুনের মাইঝে ধরে রে
ওকি রাজারে।
গুলেস্তার কেশ আইধর আরে ভালা
যখন আগুনেই ধরিল
পরীস্থানে গুলেস্তার শইল্লের মাইঝে
আগুন লাইগ্যাই গেলরে
ওকি রাজারে।
এন কালে পাগল হইয়া পরী আরও
আইধর চান্দের কাছেতেই আইল
খুশী খুশালীত হইয়া পরী
বিয়ার কবুল দিল রে
ওকি রাজারে।
সাক্ষী থাইক্য ও চন্দ্র ও সুর্য
আরে তোমরা দুটি ভাইওরে
কি দুষেতে হইল মিলন
মুছলমানের লগেরে
ওকি রাজারে।
শুন শুন দুধরাণার বইন গো
ও বইন বলি যে তোমারে
মুছলমানের কুলে জাতি
ডুবাইলাম আমিরে
ওকি রাজারে।
খশী-খুশলীত হইয়া আইধর চানরে
কয়রে গকুল চান্দের আগে
লওহাইন যাইও ভাইছাব আরও
নওয়াব সাইবের বাড়ীত রে
ওকি রাজারে।

কেমুন নবাব হইছ আর গো
নবাব কতই শক্তি ধরে
একেলা পাইয়া ভাইছাব
মারিল আপনারে রে
ওকি রাজারে।

(১১)

[নবাবের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ]

তৎক্ষণাতে গকুল চানরে আইধর চানরে
কোন্ বা কাম করে
নবাবের বাড়ী বুইল্যা তবে
পন্থ মেলাই করেরে
ওকি রাজারে।
নবাবের বাড়ী গিয়া দুইটি ভাইরে
আরে ভালা দাখেল হইল
বাইরে আছিন রণের ঢোল
এই যেন ঘোষণাই না দিলরে
ওকি রাজারে।
আরে রণের ঘোষণাই দিল
ঢোলে দিয়া বাড়ি
রণের বাধ্য বাজে গো আরও
নবাব সাইবের বাড়ীরে
ওকি রাজারে।
নবাবের বাড়ীতে যত আরও
আমলা মনী ছিল
তাবত মারিয়া[৩৮] দুইটি ভাইরে আরে ভালা
সিদ্ধি দরজাত গেলরে
ওকি রাজারে।

৩৮. সবাইকে মেরে

নবাবের বাড়ীত গিয়া দুইটি ভাইরে
কোন্ বা কাম করে
দালান কোডা যত আছিন
ভাইঙ্গা মিছমার[৩৯] কররে
ওকি রাজারে।
নবাবরে ধরিয়া দুইভাই
আরে ভালা কেবল ময়দানেই আনিল
ঘোড়ার ঠেংয়ে বাইন্ধা দুইভাই
ঘোড়া দৌড়াতেই লাগিলরে
ওকি রাজারে।
যত ছিল হাড় মাংস নবাবের
আরও তাবত ছিড়িয়া
নবাবের লাছ আর দিল তারা
জমিনে ফালাইয়ারে
ওকি রাজারে।
এইমত কইয়া গকুল চান্দ, আইধর চান্দ
কোন্ বা কাম করে
দুইও ভাইয়ে দুইও বউ লইয়া কেবল
বাড়ীতে না আইলরে
ওকি রাজারে।

দুই ভাইয়ে দুই বউ লইয়া আছে থাহে—খায় এই হানে আমার কিচ্ছা ফুরাইয়া যায়।

৩৯, ধ্বংস করে

সমাপ্ত